নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।

১ম বর্ষ। ১ম সংখ্যা।

বেদব্যাস
ও
ব্রাহ্মণ।

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরম্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ।
মনুঃ।—

১৮১৬ শক। বৈশাখ।

শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায়
ও
শ্রীযুক্ত তেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ
সম্পাদিত।

বিষয়।		লেখকগণ।		পৃষ্ঠা।
লক্ষ্মী-স্তুতি	... ...	...		১
জীব বা অন্তঃকরণাদির গতি, ক্রিয়া ও স্থানাদি নিরূপণ		শ্রীযুক্তশশধর তর্কচূড়ামণি	...	২
প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বম্	...	শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মজুমদার	...	৫
স্বধর্ম্ম সাধন	...	কেনচিদ্‌ব্রহ্মচারিণা	...	৭
ব্রাহ্মণের কি চাই ?	...	শ্রীযুক্ত পরমেশ্বর মুখোপাধ্যায়	...	৯
সুসন্তান হইবার উপায় কি ?	...	শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন	...	১০
বেদব্যাসে "ব্রাহ্মণ"	... ...	• ...	...	১২
অপূর্ব্ব স্বপ্ন	...	শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ন্যায়রত্ন	...	১৫

কলিকাতা।
২৩নং যুগলকিশোর দাসের লেন,
কালিকা যন্ত্রে
শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত
সন ১৩০১।

বেদব্যাস পত্রিকার ডাক মাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য
বিশিষ্ট-সংস্করণ ৪৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ৩২৲ টাকা।
৭০ নং সুকীয়া ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

কার্য্য-সম্পাদক—শ্রীহরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

বেদব্যাস পত্রিকার নিয়মাবলী।

১। বেদব্যাস পত্রিকা প্রত্যেক মাসের সংক্রান্তিতে প্রকাশিত হইবে। বেদব্যাসের আকার সম্বন্ধে কোন নিয়ম থাকিবে না, তবে দুই ফর্ম্মার ন্যূন কখন প্রকাশিত হইবে না।

২। বেদব্যাসের মূল্য কলিকাতায় এবং মফস্বলে সর্ব্বত্রই বিশিষ্ট সংস্করণ ৪৲ টাকা ও সাধারণ সংস্করণ ২৲ টাকা; স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগে না। মূল্য সকলকেই এক কালীন দিতে হয়। কিস্তিতে কিস্তিতে মূল্য লওয়া হয় না।

৩। বেদব্যাস আফিস প্রত্যেক দিন ২টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। এই সময়ে টাকা কড়ি জমা ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য হইয়া থাকে, ইহার পরে আফিস বন্ধ থাকে।

৪। পত্রের উত্তর পার্থীগণ রিপ্লাই কার্ডে পত্র লিখিবেন, অথবা টিকিট পাঠাইয়া দিবেন, নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় আপন আপন গ্রাহক নম্বরটী অবশ্য লিখিয়া দিবেন।

৫। বেদব্যাসের বিনিময় পত্র পত্রিকা নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। বেদব্যাসে কেহ কোন ধর্ম্ম বিষয়ক অথবা সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিলে, তাহা যদি সারবান্ বোধ হয়, তবে সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধটী পরিষ্কার অক্ষরে লেখা হওয়া আবশ্যক।

৭। গ্রাহক গণের নিজ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্বেই আমাদিগকে নূতন ঠিকানাটী জানাইবেন, নতুবা পূর্ব্ব ঠিকানায়ই পত্রিকা বরাবর পাঠান হইবে; সেই পত্রিকা পাইতে কোন গোলযোগ হইলে, আমরা আর সেই পত্রিকাখানি পুনর্ব্বার পাঠাইতে পারিব না।

৮। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় অধ্যক্ষের নামে বেদব্যাস সম্বন্ধীয় চিঠী পত্রাদি লিখিতে হইবে; ইহার অন্যথা করিলে, আমরা তাহার জন্য দায়ী হইব না।

কার্য্যাধ্যক্ষ

৭০ নং সুকীয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বিশেষ অনুরোধ যে যাঁহারা বেদব্যাস লইতে ইচ্ছা না করেন তাঁহারা যেন নববর্ষের এই ১ম সংখ্যা পাইবামাত্র অনুগ্রহ করিয়া নিষেধ লিখিয়া পাঠান। তাহা না করিলে আমরা বেদব্যাস রীতিমত পাঠাইতে বাধ্য হইব এবং সময়ে বার্ষিক মূল্য আদায় করিয়া লইব।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

বেদব্যাস।

৯ম বর্ষ।

৯ম ভাগ। } কলিকাতা, ১৩০১ সন, বৈশাখ। { ১ম সংখ্যা।

শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং মুনিমনুজপশূনাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং ত্বমসি শরণমেকা দেবি! দুর্গে! প্রসীদ॥

লক্ষ্মী-স্তুতিঃ।

নমস্তে সর্ব্বভূতানাং জননীমব্জসম্ভবাম্।
শ্রিয়মুন্নিদ্রপদ্মাক্ষীং বিষ্ণোর্ব্বক্ষঃস্থলস্থিতাম্॥
ত্বং সিদ্ধিস্ত্বং সুধা স্বাহা স্বধা ত্বং লোকপাবনি।
সন্ধ্যা রাত্রিঃ প্রভা ভূতির্ম্মেধা শ্রদ্ধা সরস্বতী॥
যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা চ শোভনে।
আত্মবিদ্যা চ দেবি ত্বং বিমুক্তিফলদায়িনী॥
আন্বিক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিস্ত্বমেব চ।
সৌম্যাসৌম্যৈর্জ্জগদ্রূপৈস্ত্বয়ৈতদ্দেবি পূরিতম্॥
কা ত্বন্যা ত্বামৃতে দেবি সর্ব্বযজ্ঞময়ং বপুঃ।
অধ্যাস্তে দেবদেবস্য যোগিচিন্ত্যং গদাভৃতঃ॥
ত্বয়া দেবি পরিত্যক্তং সকলং ভুবনত্রয়ম্।
বিনষ্টপ্রায়মভবৎ ত্বয়েদানীং সমেধিতম্॥
দারাঃ পুত্রাস্তথাগারং সুহৃদ্ ধান্যধনাদিকম্।
ভবত্যেতন্মহাভাগে নিত্যং ত্বদ্বীক্ষণান্নৃণাম্॥
শরীরারোগ্যমৈশ্বর্য্যমরিপক্ষক্ষয়ঃ সুখম্।
দেবি ত্বদ্দৃষ্টিদৃষ্টানাং পুরুষাণাং ন দুর্ল্লভম্॥

ত্বং মাতা সর্ব্বভূতানাং দেবদেবো হরিঃ পিতা।
ত্বয়ৈতদ্ বিষ্ণুনা চাদ্য জগদ্ ব্যাপ্তং চরাচরম॥
মা নঃ কোশং তথা গোষ্ঠং মা গৃহং মা পরিচ্ছদম্।
মা শরীরং কলত্রঞ্চ ত্যজেথাঃ সর্ব্বপাবনি॥
মা পুত্রান্ মা সুহৃদ্বর্গং মা পশূন্ মা বিভূষণম্।
ত্যজেথা মম দেবস্য বিষ্ণোর্ব্বক্ষঃস্থলালয়ে॥
সত্ত্বেন সত্যশৌচাভ্যাং তথা শীলাদিভির্গুণৈঃ।
ত্যজ্যন্তে তে নরাঃ সদ্যঃ সন্ত্যক্তা যে ত্বয়ামলে॥
ত্বয়াবলোকিতাঃ সদ্যঃ শীলাদ্যৈরখিলৈর্গুণৈঃ।
কুলৈশ্বর্য্যৈশ্চ মুহ্যন্তে পুরুষা নির্গুণা অপি॥
স শ্লাঘ্যঃ স গুণী ধন্যঃ স কুলীনঃ স বুদ্ধিমান্।
স শূরঃ স চ বিক্রান্তো যস্ত্বয়া দেবি বীক্ষিতঃ॥
সদ্যো বৈগুণ্যমায়ান্তি শীলাদ্যঃ সকলা গুণাঃ।
পরাঙ্মুখী জগদ্ধাত্রি যস্য ত্বং বিষ্ণুবল্লভে॥
ন তে বর্ণয়িতুং শক্তা গুণান্ জিহ্বাপি বেধসঃ।
প্রসীদ দেবি পদ্মাক্ষি মাস্মাংস্ত্যাক্ষীঃ কদাচন॥

সর্ব্বভূতের জননী, অব্জসম্ভবা, উন্নিদ্র পদ্মলোচনা, বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলস্থিতা, লক্ষ্মীকে নমস্কার করি॥ অয়ি লোক-পাবনি! তুমি সিদ্ধি, তুমি সুধা, তুমি স্বাহা ও স্বধা, সন্ধ্যা, রাত্রি, প্রভা, ভূতি, মেধা শ্রদ্ধা ও সরস্বতী॥ অয়ি শোভনে দেবি! তুমি যজ্ঞবিদ্যা, মহাবিদ্যা, গুহ্যবিদ্যা এবং বিমুক্তিফলদায়িনী আত্মবিদ্যা॥ তুমিই আন্বিক্ষিকী (তর্কবিদ্যা) ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি। হে দেবি! তোমারই সৌম্যাসৌম্য রূপে এই জগৎ পূরিত॥ দেবি! তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ স্ত্রী গদাভৃৎ দেবদেবের সর্ব্বযজ্ঞময় যোগিচিন্ত্য শরীরে বাস করে॥ হে দেবি! তুমি পরিত্যাগ করায় সকল ভুবনত্রয় বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল। ইদানীং তোমা দ্বারাই সংবর্দ্ধিত হইল॥ অয়ি মহাভাগে! তোমার দৃষ্টিমাত্রে মনুষ্যদিগের দারা, পুত্র, আগার, সুহৃদ্ ও ধন ধান্যাদি হইয়া থাকে॥ দেবি! তোমার দৃষ্টিদৃষ্টপুরুষদিগের পক্ষে শরীরের আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, অরিপক্ষ ক্ষয় ও সুখ কিছুই দুর্ল্লভ নহে॥ তুমি সর্ব্বভূতের মাতা, ও দেবদেব হরি পিতা; তোমাদের উভয়ের দ্বারাই অদ্য চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত। অয়ি সর্ব্ব-পাবনি! আমাদের কোশ, গোষ্ঠ, গৃহ, পরিচ্ছদ, শরীর ও কলত্র ত্যাগ করিও না। অয়ি বিষ্ণুবক্ষঃস্থলাশ্রয়ে! আমার পুত্রগণ, সুহৃদ্‌বর্গ, পশু ও বিভূষণ সকল ত্যাগ করিও না। অয়ি অমলে! তুমি যাহাদিগকে ত্যাগ কর, তাহাদিগকে সত্ত্ব, সত্য, শৌচ ও শীলাদি গুণ সকলই ত্যাগ করে॥ তুমি অবলোকন করিলে নির্গুণ পুরুষেরাও সদ্য শীলাদি অখিল গুণ, কুল ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হয়। হে দেবি! তুমি যাহাকে নিরীক্ষণ কর সে শ্লাঘ্য, সে গুণী, সে ধন্য, সে কুলীন, সে বুদ্ধিমান্, সে শূর এবং বিক্রান্ত। অয়ি জগদ্ধাত্রি বিষ্ণুবল্লভে! তুমি যাহার প্রতি পরাঙ্মুখী হও, তাহার শীলাদি সকল গুণ সদ্যই বৈগুণ্য প্রাপ্ত হয়॥ হে পদ্মাক্ষি দেবি! ব্রহ্মার জিহ্বাও তোমার গুণ বর্ণন করিতে অশক্ত, আমাদিগকে কদাচ ত্যাগ করিও না।

জীব বা অন্তঃকরণাদির গতি ক্রিয়া, ও স্থানাদি নিরূপণ।

শক্তি চৈতন্যময় জীবের গতিবিধিও ক্রিয়া প্রণালী অতি অপূর্ব্ব বিষয়। উহা বুঝিতে পারিলে বিবেক বৈরাগ্যাদি শক্তির আবির্ভাব হয়, সংসারের মমতা বন্ধন বিশ্লথ হয়, এবং পরমানন্দের অভ্যুদয় হয়। তড়িন্মালা যেমন বায়ু ক্ষেত্রে বিচরণ করে, অথবা তাহাই, কোন যন্ত্র হইতে পরিগৃহীত হইলে, যেমন আমাদের শরীরের সর্ব্বশাখায় পরিব্যপ্ত হইয়া গমনাগমন করে, শক্তি চৈতন্যময় জীবও সেইরূপ এই জড়পিণ্ড দেহের মধ্যে সম্পূর্ণ পৃথক্ ও স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিয়া জ্ঞান, পরিচালন ও পোষণাদি যাবৎ ক্রিয়ার সাধন করিতেছে। কিন্তু তড়িৎ যেমন মেঘাদি জড় পদার্থেরই সহজাতা এবং সহস্থায়িনী শক্তি, এই জীব, দেহের তেমন কিছুই নয়। ইহা দেহের বা দেহীয় কোন শক্তির অধীন নহে। ইহা দেহ থাকিলেও থাকে, না থাকিলেও থাকে। দেহের বিনাশে বিনাশ বা উৎপত্তিতে উৎপত্তি হয় না।

এই চৈতন্য সম্বলিত শক্তি জীবাত্মার মুখ্য বাসস্থান আমাদের মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে বাস করিয়াই ইনি আপনার জ্ঞান পরিচালনাদি স্বাত্ত্বিকী, রাজসী, ও তামসী শক্তির বিস্তারের দ্বারা শরীরের উপর রাজত্ব করিতেছেন। ইহা শাস্ত্রের সিদ্ধান্তীকৃত বিষয়। "তা এতাঃ শীর্ষঞ্ছ্রিয়ঃ শ্রিতাশ্চক্ষ শ্রোত্রং মনোবাক্ প্রাণঃ" (ঋ ঐ-আ-২-অ-১-খ ৪। সুতরাং ইহার উল্লিখিত সমস্ত প্রকার শক্তি পরিচালনার প্রাধানতম যন্ত্রই আমাদের মস্তিষ্ক। মস্তিকের অভ্যন্তরেই সর্ব্ব প্রথমে জীবাত্মার সমস্ত শক্তির ক্রিয়ার আরম্ভ হয়। তৎপর বাহিরের দিকে, উহার সঞ্চার হয়। এই সঞ্চার কালে, চারিটি সোপানের মত, উহার চারিটি স্থান অবলম্বিত হয়। ১ম—মস্তিষ্কের অভ্যন্তরবর্ত্তী ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে একটু বহির্দ্দেশ, ২য়—তদপেক্ষায় একটু বহির্দ্দেশ, ৩য়—মস্তিষ্কের শেষ সীমা অথবা স্নায়ু এবং মস্তিষ্কের সম্মীলন স্থান, আর ৪র্থ স্নায়ু সমূহ। এই চারিটি স্থান স্বরূপ সোপান পরম্পরা দ্বারা অনুলোম ক্রমে ব্রহ্মরন্ধ্র-বাসী জীবের জ্ঞান পরিচালনাদি সমস্ত শক্তিগুলি বিষয়াভিমুখে অবরূঢ় হয়। আবার উহারা উর্দ্ধে প্রত্যারোহণ কালেও এই সোপানাবলীর দ্বারাই বিলোম ক্রমে প্রত্যুন্বিত হয়। যখন অবরোহণ করে তখন প্রথমে সেই ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে একটু বাহিরে আইসে, পরে আর একটু বাহিরে, তৎপর তাহার শেষ সীমায়, এবং অবশেষে স্নায়ুমণ্ডলের দ্বারা প্রবাহিত হইয়া, শরীরের হস্তপদাদি সমস্ত শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত ও পরিব্যাপ্ত হয়, তৎপর একবারে বাহিরের দিকে বিসর্পিত হয়। পরে দেহের এক একটি ক্রিয়া নিষ্পন্না হইয়া থাকে। "অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ। স এসোহন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ।" (মুণ্ডকোপনিষৎ); আবার প্রত্যারোহণ কালে, স্নায়ুর বহিঃসীমা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষে ব্রহ্মরন্ধ্রে উত্থিত হয়।

এইরূপ অবরোহণ ও প্রত্যারোহণ কালে উহাদের ছয়টি করিয়া অবস্থা পরিণতা হয় এবং তৎসঙ্গে এক এক প্রকার বৃত্তিও হয়। উহারা অবরোহণাবস্থায়, প্রথম পরিস্ফুরণ কালে একরূপ অবস্থা ও বৃত্তির গ্রহণ করে, তৎপর ঐ অবস্থায় বিস্তৃত হইয়া ক্রিয়া নিষ্পাদনে উন্মুখীনা হইলে, আর এক প্রকার অবস্থা ও বৃত্তি গ্রহণ করে। পরে আর একটু বিস্তৃত হইলে, সেই উন্মুখীন ভাবের মধ্যেই উহাদের আর দুইটি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও বৃত্তি হইয়া থাকে, তৎপর ক্রিয়ার প্রবর্ত্তমান কালে আর এক প্রকার অবস্থাও বৃত্তি এবং ক্রিয়া নিষ্পত্তির সময়ে আবার অন্য প্রকার অবস্থা ও বৃত্তি হইয়া থাকে। আবার প্রত্যারোহণ কালেও ঠিক্ এইরূপ ঘটনাই হয়।

তন্মধ্যে অবরোহণ কালের উক্ত ছয়টি অবস্থায় প্রথমটির নামই সেই উল্লিখিত "প্রকৃতি" এবং দ্বিতীয়টির নাম "বুদ্ধি" তৃতীয়টির নাম "অভিমান", চতুর্থটির নাম "মন", পঞ্চটির নাম "ইন্দ্রিয়" অথবা "প্রাণ" আর শেষটির নাম "ক্রিয়া"। উহাদের প্রকৃতাবস্থায় ক্রিয়া স্থান ব্রহ্মরন্ধ্রের অতি সন্নিহিত মস্তিষ্কের মধ্যবর্ত্তী স্থান। আত্মার কোনরূপ শক্তি সেই স্থানে,

যতক্ষণ অবস্থিতি করে ততক্ষণই তাহাকে প্রকৃতি বলে, কিন্তু তদপেক্ষায় একটু অগ্রসর বা উপরে উত্থিত হইলে আর তাহা প্রকৃতি নামে অভিহিত হইবে না। ইহা কেবল শক্তির প্রথম পরিস্ফুরণ অবস্থা। এই অবস্থায় আমাদের সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়া সাধনের অধ্যবসায়ের মূল সূচনা হয়; অর্থাৎ অধ্যবসায় করার নিমিত্ত একটু প্রবণ ভাব জন্মে সুতরাং ইহাই প্রকৃতির, ইহার নাম পূর্ব্ব বৃত্তি। এই প্রকৃতি অবস্থাই আমাদের সর্ব্বশক্তির বীজভূত অবস্থা এবং উল্লিখিত স্থানই সর্ব্বশক্তিময় জীবাত্মার প্রথম কার্য্যক্ষেত্র।

এই স্থান স্থিত জীবের এই অবস্থা হইতেই সর্ব্বশক্তির উপাদান স্বরূপ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ অথবা জ্ঞান, পরিচালন এবং পোষণ শক্তির তিনটি প্রস্রবণ তিন দিকে ছুটিয়াছে। জ্ঞান শক্তির প্রস্রবণ মস্তকের সন্মুখপানে ছুটিয়া আসিতেছে, আর পশ্চাদ্‌ভাগে পরিচালন শক্তি এবং দুই পার্শ্বে পোষণ শক্তির নির্ঝর বাহির হইতেছে। সেই জন্য এই তিন দিকেই উহাদের পন্থাদানের নিমিত্ত মস্তিষ্কের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। সম্মুখ ভাগে জ্ঞানশক্তি এবং তদন্তর্গত ভাবনা, বিচার, স্মৃতি প্রভৃতি বহুশক্তি পরিচালনের যন্ত্র, পশ্চাদ্ভাগে পরিচালনশক্তি এবং তদন্তর্গত কাম ক্রোধাদি শক্তি পরিচালনের যন্ত্র, আর দুই পার্শ্বে অর্থাৎ সম্মুখ আর পশ্চাৎ ইহার সন্ধিস্থানে কর্ণদ্বয়ের পশ্চাদ্দেশে পোষণ শক্তি এবং তদন্তর্গত জড়তা, মোহ, অবসাদাদি শক্তির যন্ত্র গঠিত হইয়াছে।

এই সকল ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় যন্ত্রের অভ্যন্তর প্রদেশে যখন কোন শক্তি আসিয়া উপস্থিত হয় কিম্বা অবস্থিতি করে তখনই তাহার দ্বিতীয়াবস্থা বা বুদ্ধি এই নাম হয় সুতরাং বুদ্ধির ক্রিয়া স্থান ঐ সকল যন্ত্রের অভ্যন্তর প্রদেশ। এই বুদ্ধি অবস্থা হইতেই উল্লিখিত স্থানে সেই তিন জাতীয় শক্তির যাবৎ ক্রিয়ার অধ্যবসায় হয় এবং তাহাই বুদ্ধির পূর্ব্ব বৃত্তি অভিহিত। তাহা হইলে জানা গেল যে, ভাবনা, বিচার এবং দর্শন স্পর্শনাদি সমস্ত ক্রিয়ার অধ্যবসরে ও স্থান আমাদের মস্তকের সম্মুখ দিকে সঞ্জাত হয়। আর গ্রহণ, গমন এবং কাম ক্রোধাদি যাবৎ পরিচালন শক্তির অধ্যবসায় তাহার পশ্চাদ্দেশে পরিস্ফুরিত হয়, এবং প্রাণ-ক্রিয়া ও কার্পণ্য আলস্যাদি যাবৎ ক্রিয়ার অধ্যবসায় উভয়ের সন্ধিস্থানে, কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে পরিদীপ্ত হয়।

তৎপর ইহার পরবর্ত্তিনী অবস্থা সেই অভিমানের ক্রিয়ার স্থানটি ঐ স্থানের একটু বাহিরে, অথচ মস্তিষ্কের অভ্যন্তরেই বটে। এই স্থানে যতক্ষণ কোন শক্তির অবস্থিতি হয় ততক্ষণই তাহাকে অভিমান সংজ্ঞায় ব্যবহার করে। কিন্তু ইহার বাহিরে বা অন্তরে থাকিলে নহে। এই অবস্থা হইতে আমাদের যাবৎ শক্তির যাবৎ ক্রিয়ার "অহংভাব" মিশ্রিত প্রবৃত্তি সঞ্জাতা হয়। অর্থাৎ "আমি দেখিব, আমি শুনিব, আমি ভাবিব, আমি থাইব," ইত্যাদিরূপ পরিকল্পনার আভির্ভাব হয়। ইহাই অভিমানের পূর্ব্ব বৃত্তি। এস্থলেও উল্লিখিত ত্রিবিধ ক্রিয়ার অভিমানের যন্ত্র উল্লিখিত তিন প্রদেশেই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ জ্ঞান ক্রিয়া বিষয়ক অভিমানের যন্ত্র মস্তকের সম্মুখভাগে, পরিচালন ক্রিয়ার অভিমানের যন্ত্র পশ্চাদ্ভাগে আর পোষণ-ক্রিয়ার অভিমানের মস্তকের যন্ত্র উভয়ের সন্ধিস্থানে। ইহার পরবর্ত্তিনী সেই চতুর্থী অবস্থা মনের ক্রিয়াস্থান অভিমান প্রদেশের আর একটু বহির্দ্দিকে, মস্তিষ্কের শেষ সীমাতে। এইখানে অবস্থিতি কালেই সেই শক্তি সমূহ "মন" এই নামে অভিহিত হয়। এই স্থানে থাকিয়াই ইহা হইতে উল্লিখিত যাবৎ ক্রিয়া সাধন বিষয়ে যত্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ উল্লিখিত অহংভাব-মিশ্রিত প্রবৃত্তি অবস্থারই একটু গাঢ়তর ভাব (সঙ্কল্প) আবির্ভূত হয়। এই সময়ে উক্ত শক্তিগুলির এমত অবস্থা হয় যে. সেই ক্রিয়া না করিয়াই আর থাকিতে পারা যায় না, তাহা যেন করিতেই হইবে এইরূপ অবস্থা হয়। ইহাই মনের পূর্ব্ব বৃত্তি অবস্থা। এই মনের অবস্থাতেও পূর্ব্বোল্লিখিত মতে মস্তকের সম্মুখ, পশ্চাৎ এবং তৎসন্ধিরূপ ত্রিবিধ স্থানের বিভাগ জানিবে।

তাহা হইলে, আত্মার শক্তির সঙ্খ্যা এবং মস্তিষ্কের অংশ সংখ্যায় বহুত্ব-নিবন্ধন, বুদ্ধি ও অভিমানের মত, মনের স্থান ও বহুবিধ হইল। এমন কি, একটা উন্নত মস্তক হইলে, উহা প্রায় দ্বিশত ভাগে প্রবিভক্ত হইবে। তন্মধ্যে যে স্থানে কোন জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় বা প্রাণাদির ক্রিয়া নির্ব্বাহ কারী চক্ষু কর্ণ, হস্ত, পদ, ও ফুপ্‌ফুসাদি যন্ত্রের বিশেষ সংস্রব আছে, সেই সকল স্থান হইতে বিশেষ বিশেষ এক এক প্রকার স্নায়ু নির্গত হইয়া, সেই ক্রিয়া সাধক ঐ সকল যন্ত্রের সহিত সম্পৃক্ত হইয়াছে। এইরূপ ঘটনা স্থলে ঐ স্নায়ু আর মস্তিষ্কের সন্ধিস্থানই মনের স্থান। কিন্তু বাস্তবিক উহাও সেই মস্তিষ্কের সীমা স্থানই বটে।

এই মনের পরবর্ত্তিনী অবস্থাই সেই ইন্দ্রির অথবা প্রাণের অবস্থা। ইহাদের ক্রিয়ার স্থান, স্নায়ুমণ্ডলের মধ্যে। সেইখানে থাকা কালেই, আত্মার শক্তি সমূহ, যথাসম্ভব ইন্দ্রিয় এবং প্রাণ নামে অভিহিত হয়। অর্থাৎ ঐন্দ্রিয়িক স্নায়ুতে যাহা প্রবাহিত হয় তাহা ইন্দ্রিয়, আর প্রাণ ক্রিয়া সাধক স্নায়ুতে যাহা প্রবাহিত হয় তাহা প্রাণ অপানাদি নামে সংজ্ঞাত হয়। এই অবস্থা হইতে আমাদের দর্শন স্পর্শন, গমন, গ্রহণ এবং প্রাণন অপাননাদি সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়া নিষ্পাদনের চেষ্টার ভাব সঞ্জাত হয়। তাহাই ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদির পূর্ব্ব বৃত্তি অবস্থা। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ও চর্ম্মানুপ্রবিষ্ট স্নায়ু গণের মধ্যে, জ্ঞান কার্য্য সাধনের নিমিত্ত, যে সকল শক্তি প্রবাহিতা হইতেছে তাহাদের নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং তদ্বিষয়িণী চেষ্টাই তাহাদের গ্রহণ গমনাদি পরিচালন ক্রিয়া সাধনের জন্য হস্ত পদাদি কর্ম্মকারক যন্ত্র গুলির দিকে প্রকৃত স্নায়ু শ্রেণীর মধ্যে যাহারা প্রবাহিত হইতেছে তাহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং তদ্বিষয়িণী চেষ্টাই তাহাদের পূর্ব্ব বৃত্তি। আর পূর্ব্ব বৃত্তি" প্রাণ অপানাদি পোষণ ক্রিয়া সাধনার্থে ফুপফুস পাকস্থলী প্রভৃতি যন্ত্রের মধ্যে প্রসৃত স্নায়ু সমূহে যে সকল শক্তি বিসর্পিতা হয়, তাহারাই পঞ্চ প্রাণ নামে নির্দ্দিষ্ট হয়, এবং তৎক্রিয়া বিষয়িনী চেষ্টাই তাহাদিগের পূর্ব্ব বৃত্তি"। এই ইন্দ্রিয় অথবা প্রাণের পরবর্ত্তিনী অবস্থাই সেই ষষ্ঠী অবস্থা অর্থাৎ ক্রিয়াবস্থা। ইহার স্থান,

বিষয়ের সহিত সম্মীলন স্থান। শক্তি সমূহ বিসর্পিত হইয়া যখন আপনাপন বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধা হয় তখনই তাহাদের ক্রিয়াবস্থা, সুতরাং সেই সম্বন্ধ স্থানই ক্রিয়ার স্থান। যেমন নয়ন যন্ত্রের শেষ পরদাটি দর্শন শক্তির ক্রিয়াবস্থার স্থান, কর্ণ-পটহ শ্রবণ শক্তির ক্রিয়াবস্থার স্থান, ফুসফুস দ্বয় ও হৃৎপিণ্ড প্রাণ শক্তির ক্রিয়াবস্থার স্থান, পাকস্থলী সমান শক্তির ক্রিয়াবস্থার স্থান ইত্যাদি। এই ক্রিয়াবস্থার মধ্যে যে বৃত্তি হয়, তাহাকে পূর্ব্ববৃত্তি বা পরবৃত্তি ইহার কোন সংজ্ঞাই দেওয়া যাইতে পারে না, এজন্য ইহার বৃত্তির নামও "ক্রিয়া"।

এইরূপে উল্লিখিত জীবের শক্তি সমূহ, সেই ব্রহ্ম-রন্ধ্র হইতে বাহ্য বিষয় পর্যন্ত অনুলোম অবরোহণ কালে স্থান ও ক্রিয়ার প্রভেদ অনুসারে, প্রকৃতি হইতে ক্রিয়া পর্য্যন্ত ছয়টী অবস্থায় পরিণত হইয়া, প্রকৃতি, বুদ্ধি, অভিমান, মন, ইন্দ্রিয় বা প্রাণ আর ক্রিয়া, এই ছয়টি নামে অভিহিত হয় এবং তাহাদের ছয় প্রকার প্রক্রংস্যমান বিষয়া বৃত্তি সঞ্জাতা হয়। তাহা হইলে ইহারা সকলেই যে, মূল উপাদানের দৃষ্টিতে এক বস্তু অর্থাৎ আত্মার সেই মূল সত্ত্ব, রজঃ আর তমঃ এই তিন শক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিজৃম্ভন অবস্থা মাত্র ইহা জানা গেল।

এইরূপে উহাদের উল্লিখিত মতে পূর্ব্ব বৃত্তির কার্য্য করিতে করিতে, ক্রিয়াবস্থা পর্য্যন্ত হইয়া গেলে, পরে আবার উহারা বিলোম-গতি ক্রমে ঊর্দ্ধদিগে, প্রত্যারোহণ করিতে থাকে। অবশেষে যেখান হইতে আসিয়াছিল সেই খানেই (সেই আত্মাতেই) প্রত্যুত্থিত হয়। সুতরাং তখন উহারা অবরোহণ নিয়মের ব্যুৎক্রমে উক্ত ছয়টি স্থান সংস্পর্শ করে, আবার ক্রিয়াদি ছয়টি অবস্থাও গ্রহণ করে। অর্থাৎ উপরে উঠিবার কালে ক্রিয়াবস্থাই তাহাদের আদিম অবস্থা এবং ক্রিয়ার স্থানই তাহাদের স্থান হয়। পরে দ্বিতীয়াবস্থায় তাহারা, আবার সেই ইন্দ্রিয় বা প্রাণের অবস্থায় পরিণত হয়, সুতরাং তাহার স্থান ও সেই মনেরই স্থান। পরে চতুর্থী অবস্থায় অভিমান রূপে পরিণত হয়, তাহার স্থান সেই অভিমানের স্থান। তদনন্তর, পঞ্চমাবস্থায় বুদ্ধিরূপে পরিণত হয়, তাহার স্থানও সেই বুদ্ধিরই স্থান। পরে ষষ্ঠী অবস্থায়, আবার সেই প্রকৃতিরূপে পরিণত হইয়া যেই ব্রহ্ম রন্ধ্রের সন্নিহিত স্থানেই নিস্তব্ধ হয়, সুতরাং তখনই আত্মাতে পর্য্যবসিত হয়।

এই প্রত্যারোহণ সময়ে আবার উহাদের মধ্যে উল্টা মত ছয় প্রকার বৃত্তির পরিস্ফুরণ হয়। সেই সকল বৃত্তি গুলি বিষয়ের সঙ্ঘর্ষণজনিত, এনিমিত্ত, তাহার পর বৃত্তি নামে কথিত হয়। আত্মার শক্তি গুলি অবরোহণ গতিতে ক্রিয়াস্থান পর্য্যন্ত আসিয়া বিষয় সংস্পর্শের পর, যখন ক্রিয়াবস্থায় পরিণত হয়, তখন আবার সকল বিষয়ের সম্পর্কাধীন উহাদের মধ্যে আর এক প্রকার ঘটনা বিশেষ সমুত্থিত হয় এবং তাহাও বাহির হইতে অন্তর্ম্মুখীন হইয়া, উহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে করিতে, উহাদিগের সঙ্গে সঙ্গেই সেই স্নায়ুগণের দ্বারা, আবার বিলোম ক্রমে, সেই আত্মার দিকে উঠিতে থাকে এবং বিলোম ক্রমে, উক্ত ক্রিয়ার স্থান হইতে প্রকৃতির স্থান পর্য্যন্ত যাবৎ স্থান সংস্পর্শ করিয়া ব্রহ্ম-রন্ধ্র সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বিশ্রান্ত হয়। সুতরাং সেই সময়ে তাহা, উল্লিখিত ক্রিয়া, ইন্দ্রিয় বা প্রাণ এবং মন প্রভৃতি সকল অবস্থাকেই সমালোড়িত করিয়া, তাঁহাদিগকে আগন্তুক এক এক ভাবে অধিবাসিত করে। সেই অবস্থাই উহাদের আর এক জাতীয় এক একটি বৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হয়। সেই বৃত্তি গুলি, পূর্ব্ব হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, কারণ তাহা ইন্দ্রিয়াদির বিষয় প্রাণতাবস্থা নহে, এবং উক্ত অবরোহণ ক্রমও তাহাতে নাই। তাহা বিলোম ক্রমে উত্থিত এবং বিষয়াধীন ঘটনা। এজন্য সেই বৃত্তি গুলিকে পর বৃত্তি বল যায়।

তন্মধ্যে, এক এক জাতীয় এক একটি শক্তির ঘটনা মাত্র প্রদর্শিত হইতেছে, তাহা হইলেই অন্য শক্তির সম্বন্ধেও নিজ হইতেই বুঝিয়া লইতে পারিবে। প্রথমে দর্শন শক্তির বিলোম গতির বৃত্তিগুলি বুঝিয়া, লও।—ক্রিয়াবস্থায় পরিণত দর্শন শক্তির সহিত কোন দৃশ্য বিষয়ের সম্পর্ক হইলে, তাহা হইতে সমুত্থিত তাহার নীল, পীত বর্ণাদি রূপ এক একটি প্রতি-শক্তির সমাঘাত লাগিয়া, সেই খানে, যে অবস্থা সঞ্জাত হয় তাহাই উহার বিলোম গতির প্রথম বৃত্তি। কিন্তু তাহাকে পর বৃত্তি" এই রূপ নাম দেওয়া হয় না। পরে ঐ সমাঘাতটি, উক্ত নিয়মে, দর্শক স্নায়ুর মধ্যে প্রত্যুত্থিত হইয়া দর্শনেন্দ্রিয়াবস্থাকে সমালোড়িত করিতে থাকিলে, তাহাতে যে ঘটনা বিশেষ উপস্থিত হয় যদ্দ্বারা ঐ দৃশ্যের রূপটি নয়নের অভ্যন্তরে প্রস্ফুটিত হয় তাহাই দর্শনেন্দ্রিয়ের "পর বৃত্তি" নামে অভিহিত হয়। পরে ইহা মনের স্থানে উপস্থিত হইয়া মনকে সংস্পর্শ করিলে, সেই বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান সঞ্জাত হয়, উহা কোন্ বস্তু উহার নাম কি, উহাতে কি কি লক্ষণ, কি কি বিশেষণ নিহিত আছে ইত্যাদি পরিচয় হয় এবং অবকাশ মতে আবার ঐ সংস্কার উদ্ভাসিত হইয়া উহার ভাবনা চিন্তাস্থ হয়। এইরূপ ঘটনাই দর্শন শক্তির মন অবস্থার পর বৃত্তি"। পরে ঐ ঘটনা অভিমানের স্থানে উপস্থিতা হইয়া,অভিমানকে সমাশ্লিষ্ট করিলে ঐ বিষয়ের অহংভাব বিমিশ্রিত জ্ঞান জন্মে। "আমি অমুক বিষয় দেখিতেছি" এইরূপ ভাবের আবির্ভাব হয়। ইহাই দর্শন শক্তির, অভিমানাবস্থায়, পরে! তৎপরে উহা বুদ্ধির স্থানে উপস্থিত হইয়া বুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধা করিলে, সেই দৃশ্য বিষয়ের নিশ্চায়ক এক প্রকার বৃত্তি বিশেষ জন্মে, তাহাই সেই বুদ্ধির, সেই বিষয়ের পর বৃত্তি। অতঃপর যখন প্রকৃতি স্থানে অধিরূঢ় হইয়া ঐ ঘটনা বিশেষ প্রকৃতিকে সংস্পর্শ করে, তখন উহা অলক্ষিত অতি সূক্ষ্ম সংস্কারাবস্থায় পরিণত হয়। তাহাই দর্শনশক্তির প্রকৃতাবস্থায় "প্রক্রান্তবিষয়াবৃত্তি"। ইহাই দর্শন শক্তির বিলোম ঘটনা জনিত ফল। শ্রবণ শক্তি প্রভৃতি অন্যান্য জ্ঞান শক্তি সম্বন্ধেও এইরূপ বিলোম ঘটনা জনিত শব্দাদিব্যবস্থা যোজনা করিয়া বুঝিবে। এখন পরিচালন শক্তির মধ্যেও একটির বিলোম ঘটনা বিষয় প্রদর্শিত হইতেছে।

পরিচালন শক্তিও কোনরূপ কর্ম্মেন্দ্রিয়াবস্থার পরক্রিয়াবস্থা পর্য্যন্ত উপনীত হইলে, তাহাতে উল্লিখিত মত ছয় প্রকার ঘটনা বিশেষ হইয়া ছয় প্রকার বৃত্তি হইয়া থাকে। ইহা বুঝিবার নিমিত্ত একটা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রতি দৃষ্টিকর। কোন বস্তু উত্তো-

লনাদি কালে আমাদের গ্রহণ শক্তি যখন উল্লিখিত মতে ক্রিয়াবস্থায় পরিণতা হয়, তখন উহার গুরুত্ব শক্তিটা প্রথম আমাদের করবিসর্পিত গ্রহণ শক্তির ক্রিয়াবস্থাকে সমাঘাত করে। তখনই উহার ক্রিয়া নামে এক প্রকার বৃত্তি জন্মে। তৎপরে উহা ইন্দ্রিয়াবস্থাতে সমারূঢ় হইলে গ্রহণেন্দ্রিয়ের বৃত্তি হইবে। পরে মনের স্থানে উপস্থিত হইয়া মনকে সংস্পর্শ করিলে উহার পরিমাণাদি নির্ণীত হইবে। উহা কোন্ জাতীয় পদার্থ, উহার নাম কি, পরিমাণ বা কত, এই সকল বিষয়ের পরিস্ফূর্ত্তি হইবে। তাহাই গ্রহণ শক্তির মন অবস্থায় "পর বৃত্তি" নামে অভিহিত হয়। পরে উহা অভিমানের স্থানে উপস্থিত হইয়া অভিমানকে স্পর্শ করিলে, ঐ স্ফূর্ত্তির সহিত "অহং ভাবের" বিমিশ্রণ হইবে। "এইরূপ লক্ষণযুক্ত দ্রব্য আমি গ্রহণ করিতেছি" এইরূপ ভাবের পরিস্ফূর্ত্তি হইবে। তাহাই গ্রহণ শক্তির অভিমানাবস্থায় "পর বৃত্তি"। তৎপর উহা বুদ্ধির স্থানে উপনীত হইয়া বুদ্ধিকে সংস্পর্শ করিলে এক প্রকার তৃপ্তি বিশেষ জন্মিবে। তাহা গ্রহণ শক্তির বুদ্ধবস্থার "পর বৃত্তি"। অবশেষে যখন ঐ ঘটনা প্রকৃতির স্থানে উপনীত হইয়া প্রকৃতিকে সংশ্লিষ্টা করে তখন উহা সংস্কারাবস্থায় পরিণত হয়। তাহা উহার "পর বৃত্তি"। ইহাই গ্রহণ শক্তির বিলোম ঘটনা জনিত অবস্থা। গমন শক্ত্যাদি সম্বন্ধেও এইরূপ যোজনা করিয়া লইবে। এখন প্রাণ শক্তির অবস্থা প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথমে সমান শক্তিরই বিলোম ঘটনা বিষয় শ্রবণ কর। কারণ পঞ্চ প্রাণের মধ্যে সমানের ক্রিয়াই কিছু সুগমা। আমাদের পাকস্থলীর মধ্যে সমান শক্তির ক্রিয়া হয়। উক্ত সমান শক্তি যখন উল্লিখিত নিয়মে, ক্রিয়াবস্থায় পরিণতা হয়, তখন আমাদের ভুক্ত, পীত বস্তু গুলি পাকস্থলী-স্থিত সমান শক্তিকে সংস্পর্ষ করে, তজ্জন্য তাহার মধ্যে এক প্রকার আপ্যায়ন ভাব সমুদ্রিক্ত হয়। তাহাই সমানের "পর বৃত্তি"। পরে উহার সম্পর্ক মনের স্থানে উপনীত হইলে, উহার বিশেষ রূপে পরিস্ফূর্ত্তি হয়, তাহা উহার মন অবস্থার "পর বৃত্তি"। তৎপর উহা অভিমানের স্থানে উপস্থিত হইয়া অভিমানকে সংশ্লিষ্ট করিলে "আমি পরিতুষ্ট হইলাম, আমি আপ্যায়িত হইলাম", এইরূপে উহা অহংভাব সম্বলিত হয়। তাদৃশাবস্থাই সমানের অভিমানাবস্থায় "পর বৃত্তি"। পরে উহা বুদ্ধি স্থানে উপস্থিত হইয়া বুদ্ধিকে সংস্পর্শ করিলে, একরূপ নিশ্চয়াত্মিকা তৃপ্তি বিশেষ জন্মে, তাহাই সমানের বুদ্ধ্যবস্থায় "পর বৃত্তি"। আর অবশেষে যখন উহা প্রকৃতি স্থানে উত্থিত হইয়া প্রকৃতিকে সংস্পর্শ করে, তখন সংস্কারাবস্থায় পরিণত হয়, সেই সংস্কারবস্থাই তাহার "পর বৃত্তি"। এই পাঁচ প্রকার "পর বৃত্তি" সমানের বিলোম ঘটনার ফল। এইরূপ প্রাণাদির স্থলেও যথাযোগ্য যোজনা করিয়া লইবে। এই ভাবে প্রকৃতি হইতে ইন্দ্রিয় ও প্রাণ পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থের মধ্যে, আনুলোমিক আর বৈলোমিক গতি অনুসারে, পূর্ব্ব বৃত্তি ও পর বৃত্তি এই দ্বিবিধ বৃত্তি সঞ্জাতা হয়। তাহা হইলে দেখা গেল যে, প্রকৃতি হইতে ইন্দ্রিয় ও প্রাণ পর্য্যন্ত বৃত্তির আধার গুলির ঊনবিংশতি সঙ্খ্যানুসারে, উহাদের উল্লিখিত উভয় বিধ বৃত্তিও ঊনবিংশতি সঙ্খ্যকা। অর্থাৎ পূর্ব্ব বৃত্তিও ঊনবিংশতি প্রকারা পর বৃত্তিও ঊনবিংশতি প্রকারা।

উক্ত ঊনবিংশতি প্রকার পূর্ব্ব বৃত্তি আর পর বৃত্তি এতদুভয়বিধ বৃত্তিরই প্রত্যেক আবার দ্বিবিধা। এক ইতর বৃত্তি বা বহুবৃত্তি, দ্বিতীয়, অনন্য বৃত্তি বা একাগ্র বৃত্তি। যে সকল পূর্ব্ব বৃত্তি আর পর বৃত্তি গুলি পরিচালন শক্তির প্রবলতা বশতঃ প্রতিক্ষণে বহুবিধ বিষয়ের সংস্পর্শ করে, তাহারা বহু বৃত্তি অথবা ইতর বৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হয়, আর যাহারা এক বিষয়েরই সংস্পর্শ করে, এক বিষয়কে লক্ষ্য করিয়াই উৎপন্না হয়, তাহারা অনন্য বৃত্তি বা একাগ্র বৃত্তি নামে অভিহিতা হয়। প্রাণ হইতে প্রকৃতি পর্য্যন্ত ঊনবিংশতি পদার্থের প্রত্যেক প্রকার বৃত্তি কেই এইরূপ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া বুঝিতে হইবে।

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বম্।

নমো গণেশায়।

১। প্রণম্য সচ্চিদানন্দং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণং। প্রায়শ্চিত্তস্য তত্ত্বানি বক্তি শ্রীরঘুনন্দনঃ।

† † †

১। পরিভাষা অর্থাৎ কঠিন কঠিন শব্দের অর্থ। সৎ=ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই। ব্রহ্মই একমাত্র পদার্থ। চিৎ=তিনি সমস্ত জ্ঞানের বা চৈতন্যের একমাত্র প্রস্রবণ।

† † †

১। বঙ্গানুবাদ—সত্তা (Existence), চৈতন্য (Knowledge) এবং আনন্দ (Bliss) যাঁহার লক্ষণ (attribute); সৃষ্টিস্থিতি ও লয় যাঁহার কার্য্য (actions or manifestations), সেই ব্রহ্মকে প্রণাম করিয়া রঘুনন্দন প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব প্রকটিত করিতেছেন।

† † †

২ ক। প্রায়শ্চিত্তস্য লক্ষ্মাত্র তথা তন্ত্র প্রসঙ্গকৌ। কর্ত্তৃ-সংস্কারকাঙ্গানাং প্রতিকর্ম্মনিবর্ত্তনং। ক

† † †

২ ক। পরিভাষা—লক্ষ্মা=লক্ষণ (Definitiou). তন্ত্র=একজাতীয় বহু ফলোদ্দেশে একটী মাত্র কার্য্যের অনুষ্ঠান। যথা একটী মাত্র প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বহু-ব্রাহ্মণ-বধজন্য পাপের ক্ষালন। প্রসঙ্গ=একজাতীয় পাপ জন্য প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বিজাতীয় অর্থাৎ অন্য প্রকার পাপের ক্ষালন। যথা ব্রাহ্মণবধজন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ক্ষত্রিয়বধজন্য পাপের ক্ষালন। কর্ত্তৃ=প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠাতা সংস্কারক অঙ্গ=শুদ্ধিসম্পাদকক্রিয়া যথা—স্নান আচমন প্রভৃতি। প্রতিকর্ম্ম=অর্থাৎ একবিধ ক্রিয়ার বারম্বার অনুষ্ঠান। যথা যদি এক দিনে দশটী প্রায়শ্চিত্ত

করিতে হয়,তাহা হইলে ঐ দশটী প্রায়শ্চিত্তের জন্য দশবার স্নান নিবর্ত্তন=নিষেধ।

† † †

২ ক। বঙ্গানুবাদ—এই পুস্তকে প্রথমতঃ প্রায়শ্চিত্তের লক্ষণ নির্ণীত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, কিরূপে একটী প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা একজাতীয় বহু পাপের ক্ষালন হয় তাহা প্রদর্শিত হইবে। তৃতীয়তঃ, কিরূপে একজাতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ভিন্ন জাতীয় পাপ ক্ষালিত হয় তাহা প্রদর্শিত হইবে। চতুর্থতঃ, এক সময়ে বহু প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিতে হইলে, কিরূপে একটী মাত্র শুদ্ধি সম্পাদক ক্রিয়ার দ্বারা ঐ সমস্ত প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানের অধিকারী হওয়া যায়, তাহাই বিবেচিত হইবে।

† † †

২। গোগ্রাসভক্ষণাচ্ছুদ্ধিস্তদভাবাদশুদ্ধতা। প্রায়শ্চিত্তং ভবেন্নিত্যং কাম্যং নৈমিত্তিকস্তথা। খ

† † †

২ খ। পরিভাষা—গোগ্রাসভক্ষণ=গোরুর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ। নিত্য=যাহা সন্ধ্যার্চ্চনাদির ন্যায় নিত্য কর্ত্তব্য। কাম্য=বিশেষ কোন ফল লাভের আশায় যে প্রায়শ্চিত্ত করা যায়। যথা আমি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার অভিলাষী। কিন্তু কোন বিশেষ পাপ হেতু আমি ঐ যজ্ঞের অধিকারী হইতেছি না। ঐ পাপক্ষালন হেতু যে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করা যায় তাহা কাম্য।

নৈমিত্তিক—হঠাৎ কোন পাপ সঙ্ঘটিত হইল। ঐ পাপ ক্ষালনোদ্দেশে যে প্রায়শ্চিত্ত করা যায়।

† † †

২ খ। বঙ্গানুবাদ—পঞ্চমতঃ কিরূপে প্রায়শ্চিত্তান্তে গোগ্রাস ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধি লাভ করা যায় এবং কিরূপে গোগ্রাস ভক্ষণ ব্যতিরেকে প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান সত্বেও শুদ্ধি লাভ করা যায় না, তাহাই বর্ণিত হইবে। ষষ্ঠতঃ, নিত্য কাম্য ও নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তের লক্ষণ নির্দ্ধারিত হইবে।

২ গ। কাম্যাদপ্যঙ্গথনৌ স্যাৎ কিয়াংস্তত্র ফলোদয়ঃ। শ্রদ্ধায়া লক্ষণং পুণ্যং অজ্ঞানাদপি সম্ভবেৎ।

† † †

২ গ। পরিভাষা—কিয়ান্=কি পরিমাণ। লক্ষণ=ফল।

† † †

২ গ। বঙ্গানুবাদ সপ্তমতঃ, কাম্য প্রায়শ্চিত্ত হইতে যদি কোন অঙ্গ স্খলিত হয়, তবে তদ্দ্বারা কি পরিমাণে ফললাভ করা যাইতে পারে তাহা বিবেচিত হইবে। অষ্টমতঃ, শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তি অজ্ঞান হইলেও কিরূপে পুণ্যার্জ্জনে বঞ্চিত হন না, তাহাই প্রদর্শিত হইবে।

† † †

২ ঘ। প্রায়শ্চিত্তাদ্দ্বিজাতীয়াৎ তাদৃক্ পাপবিনাশনং। গোধূমাবয়বে যদ্যাবয়বস্তত্র সাধকং।

† † †

২ ঘ। পরিভাষা—বিজাতীয়=কৃচ্ছ্রসাধ্য। তাদৃক=বিজাতীয় অতি ঘোর। অবয়ব=সদৃশ, সাদৃশ্যযুক্ত (of the same or similar species).

† † †

২ ঘ। বঙ্গানুবাদ। অষ্টমতঃ, অতি কৃচ্ছ্রসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাই অতি ঘোর পাতকের ক্ষয় হয়। নবমতঃ, যেখানে গোধূম বা তত্তুল্য দ্রব্যের প্রয়োজন, সেখানে তত্তৎ প্রতিনিধি স্বরূপ যব অথবা যব-সদৃশ দ্রব্যের দ্বারাও প্রায়শ্চিত্তকার্য্য সংসাধিত হইতে পারে।

† † †

২ ঙ। লাঘবং গৌরবং বীক্ষ্য সকৃদাবৃত্তিতস্তথা। দানব্রতাদিমাত্রেণ পাপমাত্রস্য নাশ্যতা।

† † †

২ ঙ। পরিভাষা। লাঘব=পাপের লঘুত্ব। সকৃৎ=একটী মাত্র প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান। আবৃত্তিতঃ=বহুপ্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান।

† † †

২ ঙ বঙ্গানুবাদ। দশমতঃ লঘুপাপে একটী মাত্র ও গুরু পাপে বহুসংখ্যক প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হয়। একাদশতঃ পাপ যেমনই কোন হউক না কেন, দান ব্রতাদি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সকল প্রকার পাপই প্রক্ষালিত হইতে পারে।

¶ ¶ ¶

২ চ। চান্দ্রায়ণাদৌ গ্রাসানাং পরিসংখ্যাব্যবস্থিতিঃ। প্রায়শ্চিত্তে গুরৌ ভূতে লঘুপাপস্য সংক্ষয়ঃ।

¶ ¶ ¶

২ চ। পরিভাষাগ্রাসানাং—অন্নগ্রাসসম্বন্ধে। পরিসংখ্যা=ব্যবস্থিতিঃ গ্রাসের সংখ্যা সম্বন্ধে ব্যবস্থা।

§ § §

২ চ। বঙ্গানুবাদ। দ্বাদশতঃ, চান্দ্রায়ণাদি ব্রতানুষ্ঠান কালে অন্নগ্রাস সম্বন্ধে ব্যবস্থা। অর্থাৎ প্রতিপদে এক গ্রাস অন্ন ভোজন করিতে হইবে, দ্বিতীয়াতে দুই গ্রাস, তৃতীয়াতে তিন গ্রাস প্রভৃতি যে সমস্ত বিধি আছে তদ্বিষয়ক বিচার। ত্রয়োদশতঃ গুরুপ্রায়শ্চিত্ত দ্বারা লঘু পাপের ক্ষালন হয়।

§ § §

২ ছ। গঙ্গামাহাত্ম্যবিস্তারোরাত্রাবপি চ তৎক্রিয়া। বালাদিনা কৃতে পাপে প্রায়শ্চিত্তস্য হীনতা।

§ § §

২ ছ বঙ্গানুবাদ। ১৪ শতঃ। গঙ্গাস্নানের মাহাত্ম্য রাত্রিকালেও গঙ্গাস্নানের বিহিতত্ব ও প্রশস্ততা। ১৫ শতঃ—বালক স্ত্রী শূদ্র প্রভৃতি কর্ত্তৃক কৃত পাপ সম্বন্ধে লঘু প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা।

‡ ‡ ¶

২৫। প্রায়শ্চিত্তে তু বক্তব্যে অনুগ্রহদ্বয়মেবহি। প্রায়শ্চিত্তোপদেশাদি চৌরাল্লাভবিনির্ণয়ঃ॥

† † †

২৫। পরিভাষা। অনুগ্রহদ্বয়=প্রায়শ্চিত্তের পূর্ণমাত্রাই সর্ব্বত্র বিহিতঃ। বলাবল বয়সকাল প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া কোথাও বা প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধাংশ, এবং কোথাও বা প্রায়শ্চিত্তের এক চতুর্থাংশ ব্যবস্থা করিতে পারা যায়।

† † †

২৫। বঙ্গানুবাদ ১৬ শতঃ। প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিতে হইলে দুইপ্রকার অনুগ্রহ প্রকাশ করা যাইতে পারে। অসমর্থ পক্ষে কোথাও বা প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধেক এবং কোথাও বা প্রায়শ্চিত্তের এক চতুর্থাংশ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ১৭ শতঃ প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে প্রকৃত উপদেশ কাঁহা হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ১৮ শতঃ অপহৃত দ্রব্য গ্রহণে (Recieving Stolen property) কোন কোন প্রায়শ্চিত্ত বিহিত।

† † †

২য়। ক্রয়স্য নির্ণয়শ্চৈব তদ্ধানেঃ কালনির্ণয়ঃ। প্রায়শ্চিত্তস্য পূর্ব্বাহকৃত্যং বাল্যভিদা তথা।

† † †

২য়। বঙ্গানুবাদ। ১৯ শতঃ দ্রব্যক্রয়কালে কোনরূপ অপরাধ বা ত্রুটি হইলে তৎসম্বন্ধে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। ২০ শতঃ ক্রীত বস্তুর কোনরূপ হানি হইলে কতকাল পর্য্যন্ত ক্রেতা বা বিক্রেতার দায়িত্ব থাকে। ঐ দায়িত্বের অপলাপে কি প্রায়শ্চিত্ত বিহিত? ২১শতঃ বাল্যাদি ভেদে প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব্বাহকৃত্য সম্বন্ধে ব্যবস্থার বিভিন্নতা।

† ‡ †

২ঞ। ধেনুমূল্য ব্যবস্থা চ জ্ঞানকৃতনিরূপণং। বিপ্রাদিস্বামিভেদেন গোবধব্রতনির্ণয়ঃ।

‡ ‡ ‡

২ঞ। বঙ্গানুবাদ ২২শতঃ, প্রায়শ্চিত্তার্থে যে ধেনু উৎসর্গ করিতে হয়, তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে ব্যবস্থা। ২৩ শতঃ জ্ঞানকৃত গোবধের প্রায়শ্চিত্ত কি? ২৪শতঃ, বিপ্রাদি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের গোবধে ভিন্ন ভিন্ন প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা।

‡ ‡ ‡

২ট। একবর্ষাদিভেদেন রোধাদেশ্চ নিমিত্ততঃ। অপালননিমিত্তেন গোবধব্রতনির্ণয়ঃ॥

‡ ‡ ‡

২ট। বঙ্গানুবাদ। ২৫ শতঃ একবর্ষীয় দ্বিবর্ষীয় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বয়সের গোবধের প্রায়শ্চিত্ত কি? ২৬শতঃ আহারাদি রোধ, অপালন প্রভৃতি কারণে গোবধ সঙ্ঘটিত হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত কি?

২ঠ। অপবাদো গোবধস্য নরস্য চ বধে তথা। চণ্ডালপতিতাদীনামোদানদেশ্চ, ভক্ষণে।

২ঠ। ২৭ গোবধ ও নরবধ অপবাদে কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত কি? ২৮শতঃ চণ্ডালাদি পতিত জাতির অন্নাদি ভক্ষণে কি প্রায়শ্চিত্ত বিহিত?

শ্রীনীলকণ্ঠ মজুমদার।

স্বধর্ম্ম সাধন।

তোমার আমার যাহা ধর্ম্ম তাহা সকলে স্বীকার করিতে না পারেন, হিন্দু, মুসলমান বা ব্রাহ্ম ধর্ম্মে অনেকে আস্থাবান্ হইতে না পারেন, কিন্তু এইরূপ ব্যক্তিগত বা দেশ প্রচলিত ধর্ম্ম না মানিলেই কাহাকেও অধার্ম্মিক বা নাস্তিক বলিবার তোমার অধিকার নাই *। ধর্ম্ম বলিতে তুমি আমি যাহা ভাবি তাহা নহে। কেবল শিব বিষ্ণু পূজা করাই ধর্ম্ম নহে। এই সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান মাত্র। কার্য্যের অনুষ্ঠান ধর্ম্ম নহে, কিন্তু তজ্জনিত যে ফল বা অপূর্ব্বের উদয়—লোকের চক্ষে ভাল হউক বা মন্দ হউক কোন কার্য্য করিলে মনে যে একটী বিশেষ ভাবান্তর উপস্থিত হয়, তাহাই ধর্ম্ম। সত্য কথা বলা ধর্ম্ম নহে, কিন্তু সত্য বলিলে মনে যে একটী ভাব বিশেষের উদয় হয়, তাহাই ধর্ম্ম। মিথ্যা কথা বলিলে মনে যে একটা অবস্থান্তর হয়। তাহারই অপর নাম লোকে অধর্ম্ম বলিয়া থাকে। এই ধর্ম্মাধর্ম্ম পরে বিচার্য্য। প্রথমতঃ, আমরা শাস্ত্রবেত্তাগণ ধর্ম্মের কি লক্ষণ করিয়াছেন তাহাই দেখিব। শাস্ত্র বলেন—বিহিত কর্ম্মের বিধি পূর্ব্বক অনুষ্ঠানে যে অপূর্ব্বের উৎপত্তি হয়, তাহাই ধর্ম্ম, তৎকার্য্য ধর্ম্ম নহে। কার্য্য মাত্র ধর্ম্ম হইলে সকলেই ধার্ম্মিক হইতে পারিত, ধর্ম্ম বড় সহজ হইয়া পড়িত। মনে ভক্তি না থাকিলে কেবল মাত্র মুখে হরিনাম বলিলেই ফল হয় না—অভিমান ভরা হইয়া সৎকার্য্য করিলেও বিফল হইয়া যায়। কার্য্য অনুষ্ঠান ধর্ম্ম হইলে, হরিনাম মাত্রেই লোকে পরম ভক্ত হইত। আর্য্য শাস্ত্রানুমোদিত ধর্ম্ম সামান্য সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের ন্যায় ক্ষুদ্র সংজ্ঞা বিশিষ্ট নয়। এই জন্য শ্রুতি বলিতেছেন—

ধর্ম্ম বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মে পাপং নুদতি,
ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাধর্ম্ম পরমং বদন্তি।

ধর্ম্মে সমস্ত বিশ্ব জগৎ স্থিতি করিতেছে, ধর্ম্ম দ্বারা পাপ অপনোদিত হয়, ধর্ম্মে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত, এই জন্যই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ধর্ম্ম যদি কেবল মাত্র পূজা পাঠ হইত, যদি বিবিধ অনুষ্ঠান গুলিই ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে এতদিন সমস্ত জগৎ ছারখার হইয়া যাইত। কালী কৃষ্ণের পূজা মাত্র ধর্ম্ম হইলে, আয়র্লণ্ড, আমেরিকা এতদিন উৎসন্ন যাইত, কই তাহারা তো কালী পূজা করে না? কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ধর্ম্মের অনানুষ্ঠানে কাহা-

* অনন্ত লীলাময়ী প্রকৃতি রাজ্যে বাস করিয়া প্রাকৃতিক নিয়মে পালিত ও পোষিত হইয়া প্রাকৃতিক আজ্ঞা মানেন না বলা বালকের কথা, আজ তোমার খাইলে ক্ষুধা শান্তি হয়, শরীরে আঘাত লাগিলে বেদনা বোধ হয়, শীত আতপের অসামঞ্জস্য হইলে ক্লেশ হয়, তবে তুমি নাস্তিক কিরূপে? সুতরাং তোমাকে ধার্ম্মিক বই কি বলিব? প্রকৃতির নিয়ম পালনই ধর্ম্ম সাধন। যদি জানিতাম না খাইয়াও তোমার ক্ষুধা শান্তি হয়, আঘাত লাগিলেও তোমার লাগে না। তবে বা একদিন তোমাকে নাস্তিক বলিতে পারিতাম।

রও কোন লৌকিক হানি দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার কারণ,ধর্ম্ম বলিতে আর্য্য শাস্ত্রে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান বুঝায় না। আর্য্য শাস্ত্রীয় ধর্ম্মের আখ্যা অতীব উদার ও বিশ্বব্যাপক। যাহা না থাকিলে যে পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না, তাই ধর্ম্ম! শক্তি না থাকিলে পদার্থ জগতের পরমাণু পুঞ্জের একত্র সমাবেশ থাকে না, তাহাই সেই দ্রব্যের ধর্ম্ম; যাহা না থাকিলে অগ্নি থাকিতে পারে না, তাহাই অগ্নির ধর্ম্ম; যাহা না থাকিলে, মনুষ্যকে মনুষ্য বলা যায় না, তাহাই মানবের ধর্ম্ম। সুতরাং দেখিলাম, জগতে ধর্ম্ম শূন্য পদার্থ বা প্রাণী থাকিতেই পারে না; যখনই কোন পদার্থ ধর্ম্ম শূন্য হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এই সম্মুখস্থ গ্লাসের পরমাণুর আকর্ষণ ধর্ম্মের অভাব হইলেই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, গ্লাস আর থাকিবে না। অনেক সময়ে অনেক জিনিষ, ক্ষীণ ধর্ম্ম বিশিষ্ট হইতে পারে কিন্তু একেবারে ধর্ম্ম শূন্য হয় না—ধর্ম্ম শূন্য পদার্থের অস্তিত্ব অস্বাভাবিক—প্রকৃতির রীতি বিরুদ্ধ—প্রকৃতির রাজ্যে বাস করিয়া প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়মের বিরুদ্ধ আচরণে কাহারও সামর্থ্য নাই। সুতরাং কাহাকেও কোন বিরুদ্ধাচরণীয় কার্য্য করিতে দেখিলে, তাহাকে অধার্ম্মিক বা ধর্ম্মশূন্য বলা যাইতে পারে না—কিন্তু ক্ষীণ ধর্ম্মী বা অন্যধর্ম্মালম্বী বলা যাইতে পারে। প্রকৃতি অনুসারে ধর্ম্ম বিবিধ—দেবধর্ম্ম, মানব ধর্ম্ম, পাশব ধর্ম্ম ইত্যাদি। একজন লোককে সুরাসক্ত ও বেশ্যাগামী দেখিয়া অধার্ম্মিক বলা উচিত নয়; কিন্তু তাহাকে পাশবধর্ম্মী বলাই উচিত, কেন না সে মনুষ্য হইলেও পশু প্রকৃতির উৎকর্ষ সাধক শক্তির উদ্দীপনা করিতেছে।

আমরা দেখিয়াছি প্রকৃতিই ধর্ম্মের নামান্তর মাত্র। প্রকৃতির উৎকর্ষই ধর্ম্মসাধন। স্ব স্ব প্রকৃতির উন্নতি কল্পে যত্ন ও চেষ্টা স্বধর্ম্ম রক্ষা। ইহাতেই স্পষ্ট দেখিবেন যে স্বধর্ম্ম কখন সর্ব্বজনীন ধর্ম্ম হইতে পারে না *—আজ কালকার একেশ্বরবাদ ও সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় আদি প্রলাপোক্তি মাত্র। প্রকৃতি যত টুকু সাধারণ ধর্ম্মও সেই পর্য্যন্ত সামান্য হইতে পারে, তদরিক্ত বিশেষ ধর্ম্ম। দেখা চক্ষের সাধারণ ধর্ম্ম, ইহা সর্ব্বত্রই সমান, কিন্তু সেই দর্শন জ্ঞানও দেশ ও ব্যক্তি বিশেষে স্থানীয় ও শারীর প্রকৃতি ভেদে বিভিন্ন ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে—ইংরাজের চক্ষে যাহা সুন্দর, চীনের চক্ষে তাহা কদাকার—চীন যাহা ভাল দেখে আমি তাহা বড়ই কুৎসিৎ মনে করি। এইরূপ প্রত্যেকের প্রকৃতি ভেদে ধর্ম্মের ভিন্নতা হইয়া পড়ে, ইহা প্রকৃতির নিয়ম—ইহার উপর কলম চালাইবার কাহারও অধিকার নাই। যত দিন তুমি প্রকৃতির অধীন তত দিন তোমাকে এ নিয়ম মানিতেই হইবে। তোমার কাল্পনিক ধর্ম্ম তোমার মনো মধ্যেই থাকিতে পারে, তাহা কিন্তু এ জগতে কার্য্যকারী হইবে না—কেন না তাহা অপ্রাকৃত—কবি কল্পনার বিদ্যার রূপবর্ণনায় বলিতে পারেন—"পদ নখে পড়ে আছে চন্দ্র শত গুলা।" কিন্তু এ বিদ্যা কখনই জগতে জন্মায় নাই—ইহা তাঁহার মনোময়ী বিদ্যা। সেইরূপ আধুনিক ধর্ম্ম সংস্কারকদিগেরব খ্যাত ধর্ম্ম তাঁহাদেরই নিজস্ব, তাহা অন্যের জন্য নহে। বৈচিত্রময় প্রকৃতি রাজ্যে একাকার প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। রাজ্যের অতীত স্থানে যিনি গিয়াছেন, সেই জ্ঞানীই বলিতে পারেন ধর্ম্ম এক, কিন্তু তোমার ন্যায় প্রকৃতির দাসের সে অধিকার কোথায়? আজ কালকার এইরূপ সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের মূল কারণ এই যে লোক সকল প্রকৃতির অনুসন্ধান না করিয়া কেবল মাত্র প্রবৃত্তির অনুমোদিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। প্রকৃতিই যে প্রবৃত্তির আদি কারণ, অনেকেরই তাহা আদৌ বোধ নাই। পীড়া প্রাপ্ত শিশুকে মাতার ন্যায় কটু কষায় অথচ পরিণাম শুভকর ঔষধ দানে কেহই সমর্থ নয়। ধর্ম্মের কথা শাস্ত্রে আছে, কিছু না কিছু সকলেই তাহা জানে, ধর্ম্মোপদেশ দানের তত আবশ্যক নাই—কিন্তু লোকের প্রকৃতি বুঝিয়া তদনুকুল উপদেশই কার্য্যকারী। কিন্তু আজকাল অভিমানের প্রভাবে লোকে নিজ প্রকৃতির অনুরূপ কার্য্য করিতে অসন্তুষ্ট। অনেকে ভাবেন আমি এম্, এ, এল, ডি পাশ করিয়াছি,আমি বেদান্ত কেন না বুঝিব? আমি ব্যারিষ্টার, আমি আত্মা কি তাহা কেন না জানিব? কিন্তু নিজ নিজ ক্ষেত্রে সকলে কার্য্য কুশল হইলেও উপস্থিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ তাঁহাদের অনধিকার চর্চ্চা মাত্র! পড়িলে বা বুঝিলে যদি জ্ঞান হইত, তবে প্রত্যেক পণ্ডিত বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদাদি পাঠে সকলেই জ্ঞানী হইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা বিহিত বিধি অনুষ্ঠানে কৃত নয়—এই জন্যই ফলপ্রদ হইতে পারে না। ব্রহ্ম বিদ্যা স্বয়ং এই জন্য শ্রুতিতে বলিয়াছেন যে অনুপযুক্ত পাত্রে ব্রহ্ম বিদ্যা দান করিলেও তিনি সুফল হইবেন না—

"বিদ্যাহবৈ ব্রাহ্মণমাজগাম গোপায়মাশেবধিষ্টেঽহমস্মি।
অসূয়কায়ানৃজবেঽযতায় নমাব্রূয়ায় অবীর্য্যবতীতথাস্যা।

অনধিকারী পুরুষের নিকট নানা দুঃখ পাইবার আশঙ্কায়, বেদ বিদ্যা এক সময় বিদ্যোপদেষ্টা ব্রাহ্মণগণের নিকট গিয়া বলিয়াছিলেন যে, হে ব্রাহ্মণগণ! তোমরা আমাকে গুপ্ত রাখিও, তাহা হইলে তোমাদিগকে ভোগ ও মুক্তি উভয়ই দান করিব, আর যদি লোকের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া লোকের নিকট আমাকে গুপ্ত রাখিতে নাই পার, তাহা হইলে যাহারা গুণের স্থানে দোষারোপরূপ অসূয়াযুক্ত, আর্জ্জবরহিত, মন ও ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ করিতে অসমর্থ এবং গুরুসেবা ও গুরুভক্তি বর্জ্জিত তাহাদিগকে কদাপি উপদেশ করিও না। ধন বা সম্মানের লোভে যদিই অপাত্রে আমার উপদেশ কর, তবে আমি বন্ধ্যা নারীর ন্যায় কোন ফল দান করিব না। বস্তুতঃ অনধিকারে শাস্ত্র পাঠ করিলে পণ্ডাশ্রম হয় মাত্র, অথবা মলিন বুদ্ধিতে শাস্ত্রার্থ বিপরীত বা অযথা ভাবে গৃহীত হওয়ায়, পাঠককে দুঃখ ভোগী এবং শাস্ত্রের প্রকৃত রস লাভে বঞ্চিত হইতে হয়।

ক্রমশঃ।

কেনচিদ্ব্রহ্মচারিণা!

* আর্য্য শাস্ত্র দেশ কাল পাত্র বোধে কর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের জন্য প্রণীত হয়, আর্য্য শাস্ত্রের বিধি অনুষ্ঠান বর্ণাশ্রমী ভারত বাসীর কর্ত্তব্য, অন্য দেশ বা তদ্দেশবাসিগণের জন্য উহা নহে। অন্য দেশীয় ধর্ম্ম যেমন ভারতের অনুপযোগী, সেইরূপ ভারতীয় ধর্ম্ম ভাল হইলেও কর্ম্মক্ষেত্র ছাড়া অন্য দেশে ইহার অনুষ্ঠান অবিধি।

ব্রাহ্মণের কি চাই?

স্বর্গ, পৃথিবী ও পাতাল এই লোক ত্রয়; ঋক, যজু, সাম এই বেদত্রয়, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ্য, ও ভিক্ষুক এই আশ্রম চতুষ্টয় এবং দাক্ষিণ্য, গার্হপত্য ও আহবনীয় এই অগ্নিত্রয়ের, যে ব্রাহ্মণগণ রক্ষক রূপে সৃজিত সেই জগদাদর্শ ব্রাহ্মণের কি চাই? মণি-মানিক্য-রজত-কাঞ্চনে বীতশ্রদ্ধ, দাসদাসী পরিবেষ্টিত অগণ্য রত্ন-রাজি পরিপূরিত সৌধ-সমূহে বীতস্পৃহ, ফলমূলাহারী গুহা-কন্দর প্রবাসী ব্রাহ্মণের কি চাই? ইহাই এখন সকলের মীমাংস্য যে কোন অভাবে আমরা অভাবাপন্ন? এ প্রশ্ন করিতে হইত না। আজ অপার অনন্ত-বারিধি যদি ক্ষুদ্রতম পয়ঃনালায় পরিণত না হইতেন তাহা হইলে এ প্রশ্নে আবশ্যকতা আদৌ থাকিত না। কিন্তু হায়! তাহা ত আর নাই। বলুন দেখি, ভারতের ঋষিবর্গের বংশধরগণ! একবার সত্য করিয়া বলুন দেখি, অভ্রভেদী হিম-গিরি কি আজ সামান্য উপল খণ্ডে পরিণত হয় নাই? শ্রীকৃষ্ণের কর শোভিত সুদর্শন চক্র আজ কি নগণ্য ক্ষীণ ধার অস্ত্র মাত্রে পর্য্যবসিত হয় নাই? হাঁ, তাই হইয়াছে। যাঁহারা এক দিন দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষের প্রণম্য ছিলেন, তাঁহারাই আজ পথের কাঙ্গালের ন্যায় দ্বারে দ্বারে ধনী সন্তানের তোষামোদ করিতেছেন। অন্নপূর্ণার পুত্র হইয়া অন্নাভাবে আজ অবসন্ন হইয়াছেন এবং কুবের নন্দন কম্বল সার পথের ভিখারী হইয়া অন্ন চিন্তায় চমৎকার দেখিতেছেন। কল্পতরু কপাল ক্রমে কাঙ্গাল হইয়াছেন।

যুগ ধর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফলই যদি এই অধঃপতনের আদি কারণ না হয়, তাহা হইলে,কলির প্রারম্ভ হইতে না হইতেই,এই বিশ্ববিধ্বংশকারী অনল রাশি কোথা হইতে সঞ্জাত হইল? দ্বাপরের আধিপত্য হ্রাস হইতে না হইতেই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে কেন আবৃত হইল?। ব্রাহ্মণ! কোথায় তোমার সেই অর্কানল সদৃশ ব্রহ্মাণ্ড বিত্রস্তকারী মূর্ত্তি! আর কোথায় বা তোমার সেই কৌমুদী লাঞ্ছিত কমনীয় কান্তি? সাক্ষাৎ সয়ম্ভুর শরীর প্রভার ন্যায় দ্যুতিমান মূর্ত্তি দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া এক দিন না,দেবরাজ ইন্দ্র হইতে সসাগরা ধরা মণ্ডলের অধিপতিরা পর্য্যন্ত সকলেই তোমার পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন? কৈ মা! দেখা মা, একবার তোর সেই সুপুত্রগণের কমনীয় কান্তি এই অধঃপতিত ভারত সন্তানকে। কাতর কণ্ঠে করযোড়ে প্রার্থনা, অন্ততঃ একটি মাত্র আদর্শ দিয়া দেখা, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমরা আবার তোর সুপুত্ররূপে পরিচিত হইতে পারি। কুআদর্শেই আজ আমরা অধঃপতিত। অপূর্ব্ব অতুলনীয় আদর্শে পূরিত নিজের ভাণ্ডারের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আমরা এখন উন্মত্ত ভাবে ভ্রমণ করিতেছি! হিন্দু! আজ তোমারই সেই অনন্তভাণ্ডার হইতে তোমার সম্মুখে গুটি দুই আদর্শ চরিত্রের অবতারণা করিতেছি। বল দেখি এ প্রকার সর্ব্বভূত হিতৈষীতা, এপ্রকার সত্য নিষ্ঠা, এ প্রকার মহদাদর্শ তুমি আর কোন জাতির মধ্যে, দেখিয়াছ কি? চরিত্র পাঠ করিয়া, এক বার চিন্তা কর, দেখ দেখি, কাহাদের বংশধর হইয়া আজ আমরা কি প্রকার অবস্থায় উপনীত হইয়াছি। বিষ্ণু প্রমুখ দেববৃন্দ, আজ সরস্বতীর পর পারস্থিত মহাত্মা দধীচির আশ্রম সমীপে সমবেত। নানাবিধ লতাগুল্ম পরিবৃত, ফল পুষ্প সমাচ্ছাদিত দ্রুম রাজি পরিশোভিত, মধুকর নিকরের গুঞ্জনে মুখরিত ঋষ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়া সকলেই মহর্ষিকে প্রণাম করিলেন। বিষ্ণু সহিত সমাগত দেববৃন্দকে আশ্রমে সাগত দেখিয়া তপোবল সম্পন্ন ঋষি প্রবর তাঁহাদের যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, দেবরাজ করযোড়ে নিবেদন করিলেন। ঋষে! বৃত্র নামা মহাবল পরাক্রান্ত মায়াবী অসুর কর্ত্তৃক আজ আমরা ত্রিদিব ভ্রষ্ট হইয়া, দীন বেশে ভ্রমণ করিতেছি। হে জিতেন্দ্রিয়! নহাসুরের পরাক্রমে বিশিষ্টরূপ পরাজিত হইয়া আপনার শরণ লইয়াছি কৃপাপরতন্ত্র হইয়া নিখিল জীব সমূহের সহিত আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন"। হে ব্রাহ্মণ! একবার চিন্তা কর দেখি, যে কি চমৎকার কাণ্ড ঘটিয়াছে। সর্ব্বলোকান্তকারী শমনের দণ্ড, জলাধিপতি বরুণের পাশাস্ত্র এবং অন্যান্য দেবাস্ত্র,—দেব-তেজ যাহার দুর্দ্ধর্ষ প্রচণ্ড তেজে নিষ্প্রভ হইয়াছে, এহেন পরাক্রান্ত অসুরের বিনাশ বাসনায়, দেববৃন্দ কন্দ মূল ফলাহারী, অরণ্যবাসী নির্ব্বিরোধ প্রকৃতি ব্রাহ্মণের শরণাগত। দেবরাজের সেই প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া অন্তর্যামী মহর্ষি জিজ্ঞাসা করিলেন। হে দেবেশ! আমা হইতে যদি এই জীব সমূহ এবং জীব সমূহের আশ্রয় স্থল আপনাদের কোন প্রকার নিস্কৃতি হয়, নিসঃঙ্কোচে ব্যক্ত করুন সাধ্য হইলে তৎপ্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইব না। মহামুনি দধীচির এই প্রকার আশ্বাস বাণী শ্রবণ করিয়া দেবরাজ বলিতে লাগিলেন। হে জিতেন্দ্রিয়, জিতনিদ্র মহর্ষে! আমরা প্রথমে পিতামহ পদ্মযোনীর শরণ লইয়াছিলাম, তিনি আমাদের হিতার্থে উপদেশ করিলেন যে, যদি তপোতেজ সম্পন্ন ঋষিশ্রেষ্ঠ দধীচি জগতের হিতার্থে কৃপা পরতন্ত্র হইয়া স্বীয় দেহাস্থি প্রদান করেন, তাহা হইলে, সেই অস্থি নির্ম্মিত বজ্র নামক অস্ত্র দ্বারা বৃত্রাসুর বিনষ্ট হইবে। হে মুনে! সেই আশায় আশান্বিত হইয়া আমরা আপনার সমীপে সমাগত হইয়াছি, আপনি এখন এ মহা বিপদের এক মাত্র ত্রাণ কর্ত্তা। মহামুনি কিয়ৎক্ষণ নীরবে অবস্থিতি করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। হে দেবেন্দ্র! আমি যখন জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি তখন অবশ্যই এক দিন আমাকে মৃত্যুর কবলে কবলিত হইতে হইবে। তখন হয় এই দেহ, ভস্ম, কীট, কিম্বা মৃত্তিকা সহ মিশিবে। দেবরাজ! আমার ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণীর দ্বারা যদি এ মহদুপকার সাধিত হয়, তাহা আমি কেন না পালন করিব। হে দেবেশ! প্রায়োপবেশন দ্বারা যোগবলে আমি জীবাত্মাকে এই পাঞ্চভৌতিক শরীর হইতে পৃথক করিতেছি, আপনারা আমার অস্থিরাজি সংগ্রহ করিয়া যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পারেন। সত্যনিষ্ঠ মহর্ষির সত্য পালনে ক্ষণ মাত্রও বিলম্ব হইল না। এখন, হে ব্রাহ্মণ! দেখ দেখি আমরা কাহাদের বংশধর! পরোপকারের জন্য যিনি নিজ প্রাণ উৎসর্গ করেন, তাঁর কীর্ত্তি কি সুচিরস্থায়ী নয়? সেই সত্য প্রতিজ্ঞ ঋষি বৃন্দের বংশধর হইয়া,আমরা কি প্রকৃত সত্য পালনে

ও লোকরক্ষার্থে উদ্যোগী হই। আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি যে ব্রহ্মণ্য-শক্তি তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়াই আজ আমরা অধমাপেক্ষাও অধম হইলাম। শুভদ চন্দ্রমার বিমল জ্যোতি দূরে অপসারিত করিয়া অমঙ্গলের অমাবস্যা মূর্ত্তিত আমরাই আহ্বান করিয়াছি। আর একটি চরিত্র দেখ, ভাই! এত আমাদেরই পূর্ব্ব পুরুষের চরিত্র, ইহাতে অশ্রদ্ধা করিও না, আমাদের আদর্শের অভাব কি?

এ প্রকার মহদাদর্শে যাহাদের ভ্রষ্ট চরিত্র পুনর্গঠিত, এবং আদর্শানুযায়ী সুন্দর ভাবে অলঙ্কৃত না হইবে তাহাকে কোন উপায়ে সৎপথে আনিতে হইবে তাহা সমাজ শীর্ষস্থানীয় মহাত্মারাই বিবেচনা করিবেন। নগরাজ বিন্ধ্য অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া অতি মাত্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, লোক প্রকাশক প্রভাকরের ভ্রমণ পথ রোধ করিয়াছেন। সূর্য্য দেবের অনুদয় হেতু জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে। দিন রাত্রিতে আর প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়া, ব্রাহ্মণের ক্রিয়াকলাপ, রাজার রাজকার্য্য, বৈশ্যের কৃষি প্রভৃতি সমস্তই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। জগতের এ প্রকার অভাবনীয় অকস্মাৎ পরিবর্ত্তনে দেব বৃন্দ বিচলিত হইয়াছেন। উপস্থিত বিপদের নিস্কৃতি লাভের ইচ্ছায়, দেববৃন্দ বরুণ-পুত্র মহামতি অগস্ত্যের শরণাগত হইলেন। মহা মুনি, তখন প্রিয়তমা লোপামুদ্রার সহিত মোক্ষধাম কাশী ধামে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ম্লান মুখে দেববৃন্দ, অগস্ত্য সমীপে উপনীত হইয়া ভক্তি ভরে চরণযুগল বন্দনা করিয়া নিবেদন করিলেন, হে লোক ভাবন, লোক ত্রাতা, মহর্ষে। আজ দেববৃন্দ অনন্যোপায় হইয়া কোন একটি বিপদোদ্ধারের জন্য আপনার শরণাগত হইয়াছেন, হে বিভো! কৃপা কটাক্ষ করিয়া আমাদিগকে ত্রাণ করুন। মহর্ষে! আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম স্বরূপ, ধর্ম্ম বলে আমাদের বিপদ বিদূরিত করুন। তপোবলে দীপ্যমান ধর্ম্মমূর্ত্তি মহর্ষি, দেববৃন্দের এ প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেববৃন্দ! আমাকে কি করিতে হইবে? যাহার জন্য আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার আশ্রম পবিত্র করিয়াছেন, তাহা এমন কি কঠিন কার্য্য? অনুগ্রহ পূর্ব্বক সবিস্তারে প্রকাশ করিয়া বলুন আমি প্রতিকারে পরাঙ্মুখ হইব না। দেবরাজ নিবেদন করিলেন হে মুনে! অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া পর্ব্বত শ্রেষ্ঠ বিন্ধ্য স্বীয় শরীর এরূপ ভাবে বর্দ্ধিত করিয়াছেন যদ্দ্বারা বিধাতৃ নির্দ্দিষ্ট সূর্য্য পথ রোধ হইয়া গিয়াছে। সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতি কাহারও আর প্রকাশ নাই, উহাঁদের অপ্রকাশে জগৎ ব্রহ্মাণ্ড বিশৃঙ্খলা প্রাপ্ত। হে ধর্ম্ম মূর্ত্তে! আমরা নগরাজ বিন্ধ্যকে যথা সাধ্য প্রবোধিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছি, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়াছে। এখন অনন্যোপায় হইয়া আপনারই শরণাগত হইয়াছি, আপনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিত্রাণ করুন। দেবগণের এতাদৃশ প্রার্থনা বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে অন্য উপায় না দেখিয়া বলিতে লাগিলেন দেবগণ! আমি আজ পবিত্রধাম কাশী ভ্রষ্ট হইলাম। ত্রিলোক পাবন ত্রিশূলীর নিকট আমি এমন কি অপরাধ করিলাম যাহাতে আমাকে এই প্রকার দুঃসহ মনস্তাপ পাইতে হইল। কিন্তু হে লোকপাল গণ! আমি যখন একবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তখন প্রাণান্তেও তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিব না। কারণ সত্য ভ্রষ্ট পাপাত্মাগণ অন্তে ঘোর নরক আশ্রয় করিয়া থাকে, আরও সত্যেই এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। লোক হিতার্থে আমি এ কার্য্য সাধন করিব, বিন্ধ্যের অতি বৃদ্ধি আমি নিমিষে সঙ্কুচিত করিব। আপনারা সুস্থচিত্তে প্রস্থান করুন। তৎপর বিন্ধ্যের কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা পুরাণজ্ঞ মাত্রেই বিদিত আছেন! এখন বল দেখি ব্রাহ্মণ! এ চরিত্রে চরিত্র গঠন করিলে তুমি কি ধরাধামে দেববৎ পূজিত হইবে না? লোক সমীক্ষে সম্মানের জন্য তুমি লালায়িত,—কিন্তু তুমি যে প্রদীপ্ত পাবক রাশি তাকি তোমার মনে নাই? কড়যোড়ে প্রার্থনা,—ব্রাহ্মণ তুমি ব্রাহ্মণ হও, সর্ব্বভূতে সমদর্শী হও, সত্য নিষ্ঠা তোমায় প্রতিষ্ঠিত হউক, এবং তুমি আপন পূর্ব্ব পুরুষগণের চরিত্রের আদর্শে স্বীয় চরিত্র গঠিত কর। ইহাই ব্রাহ্মণের অভাব, সুতরাং ব্রাহ্মণের কেবল ইহাই চাই। রত্ন সিংহাসন স্থিত কোটি পতি যাঁহার পদরেণু ভিখারী তাহারাই কিনা আজ অন্ন চিন্তায় ম্লেচ্ছের পদানত। এ আক্ষেপ রাখিবার স্থল কোথায়।

শ্রীপরমেশ্বর মুখ্যোপাধ্যায়।

সুসন্তান হইবার উপায় কি?

সুসন্তান কেমনে হয়, কুসন্তানই বা কেন হয়? কেবল মাত্র সুসন্তান উৎপাদন করিতে পারা যায়, কিনা? ইহাই অতিশয় গুরুতর প্রশ্ন। এ প্রশ্নের মীমাংসা করা মানব বুদ্ধির পক্ষে নিতান্ত সামান্য ব্যাপার নহে। ব্যাপারটী যতই গুরুতর হউক না কেন, বিষয়টী যে অতিশয় প্রয়োজনীয় তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই; ইহার কোন রূপ উপায় অনুসন্ধান করাও আবশ্যক। প্রাচীনকাল হইতে এ পর্য্যন্ত যে, কোন ব্যক্তিই এবিষয়ের জন্য যত্ন করেন নাই তাহাও নহে। যত্ন ও করিয়াছেন, ফলও পাইয়াছেন। অনেকেই সুসন্তানের অভাবে আজীবন কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন। অনেক অর্থ ব্যয় ও বহু যত্ন করা সত্ত্বেও আপনার সন্তানের শিক্ষা প্রদান করিতে পারেন না। বিদ্যাভ্যাস দূরের কথা, বহু যত্নে সামাজিক আচার ব্যবহার পর্য্যন্ত শিখাইতে অক্ষম হইয়া পরেন। অনেকে আবার অল্প মাত্র আয়াসে বা অনায়াসেই পুত্র কন্যার বিদ্যাবত্তা ও সদ্ব্যবহার প্রভৃতির সুখানুভব করিয়া থাকেন; অনেক দরিদ্র সন্তান প্রতিভা ও বিদ্যা বলে উচ্চাশন অধিকার করিয়া বসে এবং মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত সন্তান ও লোকসমাজে নিন্দনীয় হইয়া থাকেন। এই প্রকার অনেকে স্বাস্থ্য সুখে বঞ্চিত হইয়া জীবন কাল অতিবাহিত করেন। অর্থ সম্পত্তির প্রাচুর্য্য, সত্ত্বেও কি আহার করিব, কোথায় শয়ন করিব ইত্যাদি ব্যাপার লইয়াই অস্থির থাকেন; অনেকে ইচ্ছানুরূপ আহার বিহার করিয়া সুখ সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিয়া থাকেন। এই প্রকার বহুবিধ ঘটনাই আমরা সর্ব্বদা অনুভব করিয়া থাকি সত্য, কিন্তু একবার ও আমরা ইহার কারণানুসন্ধান করিতে অগ্রসর হই না। যদিও কাহারও মনে কখনও একটু মাত্র

অনুসন্ধান প্রবৃত্তির উদয় হয় তাহাও আবার কাল মাহাত্ম্যে অদৃষ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া মাত্র নির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকে। অর্থাৎ অদৃষ্টে নাই, সুখ হইল না, অমুক ব্যক্তির অদৃষ্ট ভাল কাজেই সে সুখ ভোগ করিতেছে ইত্যাদি প্রকারেই অনুসন্ধান প্রবৃত্তির শেষ হইয়া যায়।

অদৃষ্টের যে কোন প্রকার কার্য্যের প্রতি কারণতা নাই তাহা আমরা বলি না, প্রত্যুত অদৃষ্টের সম্পূর্ণ কারণতাই আমরা স্বীকার, করি, কিন্তু অদৃষ্ট ও পুরুষকারের অধীন। অদৃষ্ট, জন্য পদার্থ ইহার জনক কর্ম্ম; ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম জন্য ভিন্ন ভিন্ন অদৃষ্ট জন্মিয়া থাকে এবং ফল ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা অদৃষ্ট ফলকে কর্ম্ম ফল বলিতে পারি এবং এ যুক্তিতে অদৃষ্টও যে আমাদের আয়ত্ত তাহাও বোধ হয় সর্ব্ববাদী সম্মত এবং শাস্ত্র সিদ্ধ। শাস্ত্র বলিতেছেন—

"দৈবং পুরুষ কারেণ দুর্ব্বলং হ্যুপ হন্যতে'

অর্থাৎ পুরুষকার বলবান হইলে দুর্ব্বল দৈব, অর্থাৎ অদৃষ্ট, অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। অতএব কোন কার্য্যেই অদৃষ্টের উপর দোষারোপ না করিয়া কার্য্য সিদ্ধির উপকরণ সংগ্রহ করিতে প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য।

বালক বালিকাদের বুদ্ধি বৃত্তি ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েরই উন্নতি অবনতি পিতা মাতা উভয়ের উপরে নির্ভর করিলেও মাতার উপরই অধিক পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে। এই নিমিত্তই "উন্মাদো মাতৃদোষেণ পিতৃ দোষেণ মূর্খতা" ইত্যাদি মহাবাক্যের প্রবর্ত্তনা হইয়াছিল। বস্তুতঃ পিতা যথার্থ যত্ন না করিলেও বিদ্যোপার্জ্জন হইতে পারে, কিন্তু মাতা যদি তাঁহার বালক বালিকাদিগকে উত্তমরূপ শিক্ষা প্রদান না করেন তাহা হইলে তাহারা দাঁড়ায় কোথা? প্রসবের পর হইতে সংসারের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সন্তানের অধিকাংশ সময়ই মাতার নিকট অতিবাহিত হইয়া থাকে। পিতাই বলুন, ভ্রাতাই বলুন এত অধিক সময় বোধ হয় অপর কোন ব্যক্তির নিকট অতিবাহিত হয় না। কার্য্যতঃই আমরা মাতার নাতি, রীতি ও উপদেশ সকল আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি। এমন কি আমরা সংসারে মাতা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকেই আমাদের নিজের লোক বলিয়া গণনা করিনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অশিক্ষিত শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া যত দিন জননী জীবিতা থাকেন ততদিন সমস্ত বিষয়েই যেন আমরা তাঁহাকে নিবেদন করিয়া শান্তি লাভ করি। আহারে শয়নে, সর্ব্বদাই যেন আমরা জননীর নিকট শান্তি লাভ করিয়া থাকি। এরূপ মাতার নিকট আমরা যে শিক্ষা পাইব তাহাই যে আমাদের শিরায় শিরায় প্রবিষ্ট হইয়া আমাদিগকে তদনুরূপ পথে পরিচালিত করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব আমাদের সাক্ষাৎ দেবতা জননীর শিক্ষা প্রদান বিষয়ে কোন প্রকার অযত্ন বা শিথিল প্রযত্ন বা অযথা প্রযত্ন ঘটিলে আমাদের উন্মত্তভাব অবশ্যম্ভাবী।

আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই যে মাতৃহীন বালক বালিকাগণ প্রায়শঃ উগ্রস্বভাব, বিবাদ প্রিয় ও খিট্ খিটে হইয়া থাকে। এরূপ বালিকাদিগকে অনেকেই বিবাহ করিতে বা আপনার পরিবারস্থ কোন আত্মীয়ের সহিত বিবাহ দিতে ইতঃস্ততঃ করেন। আমরা ইহাও অনেক সময় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি অনেক পিতৃহীন বালক অপরাপর বান্ধবের অভাবেও এক মাত্র জননীর যত্নেই বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া সামাজের উচ্চস্থান অধিকার করিয়া থাকেন। এবং মাতৃহীন বালক পিতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন থাকিতেও যথারীতি শিক্ষা দানের যত্ন করিলেও সমাজে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। অতএব আমাদের শিক্ষা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই যে এক মাত্র জননীর উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করে তাহাতে সন্দেহ নাই। বিদ্যোপার্জ্জন বিষয়ে পিতার অবশ্যই অনেক প্রকার আবশ্যকতা আছে সত্য, কিন্তু তাহার প্রধান কারণ, বোধ হয়, পিতা যেরূপ ভয় দেখাইয়া শিক্ষা প্রদান করিবার চেষ্টা করিতে পারেন, কোমল হৃদয়া জননী হয় তো সেরূপ নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিতে পারেন না। কিন্তু তিনি যদি মধুর বচনে শিক্ষা প্রদান করিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে পিতার প্রহার অপেক্ষা মধুর বচনই অধিক কার্য্য কর হয়। অনেকেই হয়ত বলিতে পারেন যে সাধারণতঃ সন্তানগণ মাতৃ প্রিয় হইবার কারণ সর্ব্বদা মাতার নিকট বাস করা এবং মাতৃ হস্তে প্রতিপালিত হওয়া। যে কারণে বন্য জন্তু সকল আমাদের পোষ মানিয়া আজ্ঞাকারী ভৃত্যের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে, সন্তানের মাতৃভক্তি প্রভৃতিও সেই কারণে সম্ভূত। অর্থাৎ এই উভয় বিধ কার্য্যেরই এক মাত্র কারণ স্নেহ প্রদর্শন ও লালন পালন। অতএব জননী ব্যতীত অপরের হস্তে প্রতিপালিত ব্যক্তি যে জননী প্রতিপালিত ব্যক্তি অপেক্ষা কোন প্রকার ন্যূন হইতে পারে না ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। যে সকল স্থলে আমরা পূর্ব্বোক্ত ঘটনা দেখিতে পাই সে স্থলে বিবেচনা করিতে হইবে যে মাতৃহীন বালক বা বালিকার অপর অভিভাবকগণ যথার্থ রূপ যত্ন বা শিক্ষা প্রদান করেন নাই। যে কোন অভিভাবকের নিকট যথার্থ যত্ন প্রাপ্ত হইলেই শিশুগণ যে যথার্থ মানব নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারে আমরা উক্তরূপ যুক্তি বাক্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে পারি যে জননীর অভাবে অপর কোন স্ত্রীলোক দ্বারা প্রতিপালিত বালক অপেক্ষাকৃত ভাল হইতে পারে। তাহা বলিয়া একমাত্র পুরুষ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত মনুষ্য কখনই সর্ব্বগুণ সম্পন্ন হইতে পারেনা। ইহার দৃষ্টান্ত স্থলে আমরা মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গকে উপস্থিত করিলেই যথেষ্ট হইবে। এই প্রকার ফল বৈষম্যের কারণ, মনুষ্য শরীরে যে সকল ধাতু ও যন্ত্রাদি বর্ত্তমান আছে (যাহাদের পরিচালনতাই সকল প্রকার প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে) তন্মধ্যে অধিকাংশই মাতার শরীর জাত বীজ ভাগ হইতে উৎপন্ন। মহর্ষি আত্রেয় শরীর উৎপত্তির অনেক প্রকার কারণ প্রদর্শন করিয়া কোন্ কারণ হইতে শরীরের কোন্ অবয়ব উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা বিলক্ষণ যুক্তি সহকারে প্রদর্শন করাইয়াছেন। তন্মধ্যে মাতৃ বীজ হইতে উৎপন্ন শরীরাংশের বিষয়ে বলিয়াছেন "যানি খল্বস্য গর্ভস্য মাতৃ যানি চাস্য মাতৃতঃ সম্ভবতঃ সম্ভবন্তি তাঞ্জনু ব্যাখ্যা স্যামঃ। তদ যথা—ত্বক্চ লোহিতঞ্চ মাংসঞ্চ মেদশ্চ নাভিশ্চ হৃদয়ঞ্চ ক্লোমচ যকৃচ্চ প্লীহাচ বৃক্কৌচ বস্তিশ্চ পুরীষাধানঞ্চ

আমাশয়শ্চ পক্কাশয়শ্চ উত্তরগুদঞ্চ অধর গুদঞ্চ ক্ষুদ্রান্ত্রাঞ্চ বপাচ বপাবহনঞ্চ" অর্থাৎ মাতৃঅংশ হইতে গর্ভস্থ শিশুর ত্বক, রক্ত, মাংস মেদ, নাভি, হৃদপিণ্ড ক্লোম, (যন্ত্র বিশেষ) যকৃৎ প্লীহা বৃক্কদ্বয় (কিডনী) মূত্রাশয় স্থূলান্ত্র আমাশয়, পক্কাশয় উত্তরগুদ অধরগুদ (উত্তর ও অধর গুদমল নিঃসারক যন্ত্র বিশেষ) ক্ষুদ্রান্ত্র, চর্ব্বি ও চর্ব্বিবাহক যন্ত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে।*

গর্ভোপনিষদে উক্ত হইয়াছে "—অথ মাত্রা অশিত পীত নাড়ী সূত্র গতেন প্রাণ আপ্যায়াত ইত্যাদি—

অর্থাৎ মাতার খাদ্য ও পানীয় হইতেই গর্ভস্থ শিশুর পুষ্টি সাধন হয়। †

মহর্ষি আত্রেয় আরও বলিয়াছেন—

"যানি খল্বস্য গর্ভস্য পিতৃজানি যানিচাস্য পিতৃতঃ সম্ভবতঃ সম্ভবন্তি তান্নব্যাখ্যা স্যামঃ তদ যথা কেশ শ্মশ্রু নখ লোম দণ্ডাস্থি শিরা স্নায়ু ধমন্যঃ শুক্রমিতি পিতৃ জানি।"

অর্থাৎ গর্ভের পিতৃ অংশ হইতে চুল, দাড়ী, নখ, লোম, দন্ত, অস্থি, শিরা, স্নায়ু এবং ধমনীও শুক্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

এখন পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন সাধারণতঃ মনুষ্য শরীরে পৈত্রিক বীজাংশ হইতে উৎপন্ন অবয়ব অপেক্ষা মাতৃ বীজাংশ হইতে উৎপন্ন অবয়ব কত পরিমানে অধিক, তাহাতে দশ মাস পর্য্যন্ত গর্ভাবস্থায় মাতৃ শরীর জাত রস দ্বারাই শিশুর পুষ্টি সাধন হয়; তৎপরেও স্তন্য পান করা কাল পর্য্যন্ত মাতৃ শরীরোৎপন্ন দুগ্ধই বালকের এক মাত্র প্রধান জীবনোপায়। এই সকল কারণে মনুষ্য মাত্রেই মাতৃ প্রিয় হইয়া থাকে। স্বজাতীয় বস্তুর সহিত মিলিত হওয়া বা তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হওয়া একটী বস্তুর স্বভাব। যে স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া চুম্বক প্রস্তর লৌহকেই আকর্ষণ করিতে সহস্র চেষ্টা করিলেও স্বর্ণকে আকর্ষণ-করে না।

ক্রমশঃ

শ্রীমণিমোহন সেন কবিরাজ

* আমরা এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া শত করা নব্বই জনের হিসাবে মাতৃজহৃদরোগাক্রান্ত এবং শত করা ৮০ জন মাতৃজ মেদ রোগাক্রান্ত দেখিতে পাইয়াছি। মাতৃজ যকৃত দোষ আজ কাল অবিরল প্রচার। অধিকাংশ গৃহলক্ষ্মীই আজ কাল স্বহস্তে অন্নাহার পর্য্যন্ত করিয়া পরিশ্রম করিতে চাহেন না। নিয়ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে যকৃতের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। অতএব তাহাদের গর্ভজাত বালক বালিকাগণ যকৃত রোগাক্রান্ত হইয়াই ভূমিষ্ঠ হইবে ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? পৈত্রিক প্লীহা রোগাক্রান্ত এপর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই। পৈত্রিক শুক্র দোষাক্রান্ত লোক সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। অন্যান্য যান্ত্রীক পীড়ার বিশেষ কোন প্রমাণ এপর্য্যন্ত আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ভগীরথের ইতিহাসপাঠ করিলে বোধ হয় অস্থি সকল যে পৈত্রিক তাহাতে সন্দেহ থাকিবে না।

† এই সকল বিষয় চরক. শুশ্রুত, বাগ্‌ভট প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষরূপ বর্ণিত হইয়াছে অনাবশ্যক বিবেচনায় এস্থলে উদ্ধৃত হইল না ইচ্ছা হইলে পাঠকগণ সেই সকলগ্রন্থ দেখিবেন।

বেদব্যাসে "ব্রাহ্মণ"।

নব-আয়োজন।

বেদব্যাসের পাঠকগণ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন যে বর্ত্তমান (বৈশাখ) মাস হইতে সুপ্রসিদ্ধ "ব্রাহ্মণ" পত্রিকা বেদব্যাসের সহিত সম্মিলিত হইলেন। স্বধর্ম্মনিরত সুপণ্ডিত ব্রহ্মণ্যপ্রিয় ব্রাহ্মণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত তেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ মহাশয় এতদর্থে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা এস্থলেই প্রকাশিত হইল।

ওঁ নমোব্রহ্মণ্যদেবায়।

স্বধর্ম্ম পরায়ণ ব্রহ্মণ্যনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় বেদব্যাস পত্রিকার সত্বাধিকারী মহাশয় সমীপে।—

নমস্কারান্তে নিবেদন মিদং—

আমি অনেক দিন হইতে "ব্রাহ্মণ" নামক আমার সেই মাসিক পত্রিকাখানি পুনঃ প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক আছি। কিন্তু অর্থাভাব নিবন্ধন এপর্য্যন্ত তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছি না। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আপনার "বেদব্যাস" পত্রিকার সহিত আমার "ব্রাহ্মণ" পত্রিকাখানি সংযুক্ত করিয়া লন, তাহা হইলে বড়ই বাধিত থাকি, ও এই বৈশাখ মাস হইতে আমি আপনার সহিত এই উভয় পত্রিকা সম্পাদনের ভার গ্রহণ করি। পরে যদি অসুবিধা হয়, তাহা হইলে নব বর্ষারম্ভে (আগামী বর্ষে) আমরা স্বতন্ত্র ভাবে স্ব স্ব পত্রিকা প্রকাশ করিতে পারিব। ইতি সন ১৩০১ তাং ৩০ বৈশাখ!—

শ্রী তেজশ্চন্দ্র শর্ম্মা।

সাং দক্ষিণবারাশত পোঃ আঃ।

তদুত্তরে বেদব্যাস সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে পত্র দিয়াছেন তাহা এই।

স্বধর্ম্ম নিরত ব্রহ্মণ্যপ্রিয় পণ্ডিতবর

শ্রীযুক্ত তেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ

মহাশয় সমীপে

নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদনম্—

আপনার পত্র পাইয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। আপনি আপনার সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণ পত্রিকা আমার বেদব্যাসের সহিত সম্মিলিত করিয়া নিস্বার্থভাবে বেদব্যাসের উন্নতির জন্য স্বরচিত প্রবন্ধাদি দ্বারা বেদব্যাসের কলেবর সুশোভিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে পরম আপ্যায়িত হইলাম। আপনার উক্তরূপ সহায়তা পাইলে আমি বেদব্যাসকে দিন দিন পাঠকবর্গের আরও সুপাঠ্য করিয়া তুলিতে পারিব। এসম্বন্ধে আপনাকে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। ইতি

বসম্বদ

শ্রীভূধর শর্ম্মা।

সাং ৭০ নং সুকীয়া ষ্ট্রীট, তাং ৩০ বৈশাখ।

অপূর্ব্ব স্বপ্ন।

যদিও আমি বিশাল রাজ্যের রাজা, কিন্তু আমার রাজ্যে অরাজকতা নিবন্ধন প্রজাবর্গের বড়ই কষ্ট হইয়াছে। যদিও আমার একটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সেও রাজপদে অভিষিক্ত হইবার উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হয় নাই। গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখি, সহধর্ম্মিণী মৃত্যুশয্যায় শায়িতা রহিয়াছেন, আমায় দেখিবামাত্র বিকৃত স্বরে বলিতে লাগিলেন, নাথ! অদ্য আমার শুভ দিন, এতকাল আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলাম, বোধ হয়, অদ্য ঈশ্বর আমায় প্রসন্ন হইয়াছেন, তাই তোমার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া, এ সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিব; এতদিন তুমি যে ভাবে, যে সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়াছ, তাহা সমস্তই আমি অবগত আছি। মনুষ্যের প্রতি ঈশ্বর প্রসন্ন হইলে, কোন বিষয়েরই অভাব থাকে না। তুমিই আমার পরমেশ্বর; তুমি আমায় সন্তুষ্ট থাকিলে,জগতে কোন কার্য্যই আমার অসাধ্য হইতে পারে না। মনুষ্যের ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য মনকে পবিত্র করিয়া ঈশ্বরেতে অর্পণ করা, ঈশ্বরেতে মন সমর্পিত হইলে কোন প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলেও ক্ষতি নাই। যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, উপবাস প্রভৃতি ভূয়োভূয় কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারাও কোন ফল হয় না, যদি ঐ কার্য্য ভগবৎ উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হয়। আমি সংসারে যত প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছি, তাহাতে তোমার প্রীতি ভিন্ন অন্য কোন কামনা ছিল না! তোমার সংসারের পাক নিষ্পন্ন করিবার জন্য যে অগ্নি স্থাপন করিয়াছি, সেই আমার যজ্ঞীয় অগ্নি; রন্ধনকার্য্য নিষ্পন্ন করাই, আমার যজ্ঞ; তোমার আত্মীয়বর্গকে অন্নাদি পরিবেশন করাই আমার যজ্ঞীয় ব্রাহ্মণ ভোজন; গৃহ মার্জ্জন প্রভৃতি তোমার তৃপ্তি-বিধায়ক কার্য্যানুষ্ঠানই আমার ব্রত; দিবা নিশি তোমার ধ্যান করাই আমার পরম তপস্যা; ফল কথা, পাতিব্রত্যই স্ত্রী জাতীর প্রকৃত ধর্ম্ম। পতিব্রতাবলম্বিনী স্ত্রীর এ সংসারে বিপদ হইতে পারে না। আমি পতিব্রতা, মৃত্যু সময়ে তোমার দর্শন আমার একান্ত বাঞ্ছনীয়, একারণ তোমাকে দেখিতে পাইলাম। এক্ষণে আমি তোমার নিকট বিদায় হইলাম। এই বলিয়া সহধর্ম্মিণী অচেতন হইলেন, আমি অতি কষ্টে শোক সম্বরণ পূর্ব্বক তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিলাম। এই ভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হইল। পরে, এক দিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখি, আমার সমস্ত রাজ্য শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, অতি সামান্য সৈন্য সামন্ত আমার অধীনে ছিল, তাহারা কোন প্রকারে রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। শত্রুগণ আমার অন্তঃপুর অধিকার করিল, তখন আমার পুত্রকে সঙ্গে লইয়া এক অরণ্য মধ্যে পলায়ন করিলাম, কিছু সময় পরে আমার চিরানুগত কএকটী ভৃত্য আমার সমীপে উপস্থিত হইল।

অভাবই জীবের দুঃখের কারণ, তাই, রাজ্য ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সাংসারিক সমস্ত উপভোগে বঞ্চিত হইয়া, সর্ব্বদা দুঃখ ভোগই করিতে লাগিলাম। পত্র, পুষ্প, ফল, মূল ভিন্ন ক্ষুধা নিবৃত্তির কোন উপায় নাই, ভৃত্যগণের সহিত তাহাই আহরণ করিতাম, তদ্দ্বারা ক্ষুধানিবৃত্তি না হওয়ায়, সকল সময় শরীর অস্থির থাকিত। বিশেষতঃ, যখন পুত্রের সুকোমল মুখমণ্ডল মলিন হইয়া উঠিত, যখন "মা মা" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিত, তখন আমি স্থির থাকিতে পারিতাম না, কেহই তাহাকে সান্ত্বনা করিতে পারিত না। আমি যদিও তাহার পিতা বটে, তথাপি আমার সংসর্গে অনেক দিন বাস করে নাই বলিয়া, আমিও কোন প্রকার দুঃখ দূর করিতে পারিতাম না, সে সর্ব্বদাই বাষ্প-পূর্ণিত নেত্রে আমার পানে দৃষ্টি করিত, ইত্যাদি কারণে আমি পশুর ন্যায় হিতাহিত বিবেচনা-শূন্য হইয়া পড়িলাম। একদিন রাত্রিযোগে মনে হইল যে, যে রমণী আমায় স্বর্গলোক দর্শন করাইয়াছিলেন, তিনি আমায় বলিয়াছিলেন যে, তোমার যখন কোন প্রকার বিপদ হইবে, তখন আমায় স্মরণ করিও, আমি তখনই আসিয়া উপস্থিত হইব, সুতরাং এক্ষণে তিনি আমায় বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন, এই ভাবিয়া তাঁহাকে চিন্তা করিতে লাগিলাম। কিছু কাল পরে, সেই অলৌকিক গুণসম্পন্না রমণী আমার সমীপে উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে দেখিয়া হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল, তিনি আমায় বলিতে লাগিলেন—তোমার অতীত ঘটনা আমায় কিছুই বলিতে হইবে না, আমি সমস্তই জ্ঞাত আছি; আমার উপদেশ স্মরণ রাখিলে, তোমায় কোন বিপদে পতিত হইতে হইত না। যিনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ক্ষণকাল মধ্যেই করিতে পারেন; যাঁহার নামে সকল বিপদ বিদূরিত হয়, তুমি সেই বিপদনাশিনী ইষ্টদেবীকে বিস্মৃত হইয়া নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করিতেছ। পূর্ব্বে তোমায় অনেকবার সাবধান করিয়াছি যে, সংসার সমুদ্র পার হইবার পক্ষে সেই মহামন্ত্র জপ ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। সাংসারিক প্রত্যেক কার্য্যের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ না রাখিলেই জীবের বিপদ। অথবা তুমি বিপদ কালে আমায় স্মরণ করিলেও, তোমার উদ্ধারের প্রতিবিধান হইত। সে যাহা হউক, এক্ষণে তোমার যে কএকটী লোক আছে, যাহারা তোমার দুঃখে বিশেষ দুঃখিত, তাহাদিগকে সমবেত করিয়া যুদ্ধ যাত্রা কর, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তুমি যুদ্ধে ইচ্ছুক হইয়া শত্রুসমীপে গমন করিলেই, শত্রুগণ প্রাণভয়ে পলায়ন করিবে।—এই ভাবে রমণী আমায় অনেক উপদেশ দিলেন, ঐ সকল হৃদয়গ্রাহী উপদেশ শ্রবণ করিয়া, অনাবৃষ্টি-পরিশুষ্ক দেশে নবীন মেঘদর্শনে চাতকহৃদয়ের ন্যায় আমার হৃদয় আশ্বাসিত হইল। নিশি প্রভাতে আমি কএকটী বান্ধবসহ আমার পুরের নিকটবর্ত্তী হইয়া শত্রুগণকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলাম, কিছুকাল পরে বিপক্ষগণ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। তখনই চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া গেল। আমি মাত্র দেখিতে পাইলাম, ঐ রমণী বহুতর ভীম-দর্শন পুরুষ সঙ্গে শূন্য মার্গে আসিয়া বিপক্ষদিগকে অসি দ্বারা বিনাশ করিতেছেন। এই ভাবে সেই অপূর্ব্ব রমণীর

অসাধারণ ক্ষমতা প্রভাবে শত্রুবর্গ পরাভূত হইয়া, আমার রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিল। আমি পুনর্ব্বার রাজ্যৈশ্বর্য্য ভোগ করিতে লাগিলাম। কিছু দিন পরে, পুত্রকে উপযুক্ত জ্ঞানে তাহার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া, ঐ রমণীর উপদেশ মতে ইষ্ট সাধনার্থ বনে গমন করিলাম। বহুকাল ইষ্ট দেবীর আরাধনা করিতে করিতে, একদিন গভীররাত্রে ত্রিভুবন আলোকিত করিয়া, ভবারাধ্যা মহামায়া চতুর্ভুজা আমার সমীপে আসিয়া বলিতে লাগিলেন,"বৎস! তুমি কৃতকার্য্য হইয়াছ, এক্ষণে গাত্রোত্থান কর, বহুকাল হইতে আমার আরাধনা করিতেছ, তাহা আমি জ্ঞাত থাকিলেও, তোমার শারীরিক ও মানসিক পাপ দূর না হওয়ায়, অভীষ্ট ফল প্রদান করিতে পারি নাই। এই দেখ, আমি এক হস্ত দ্বারা আমার ভক্তবৃন্দকে অভয় প্রদান করিতেছি। অপর হস্ত দ্বারা তাহাদিগের বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিতেছি। যে সকল মূঢ় ব্যক্তি আমায় অশ্রদ্ধা করে, বা আমার অস্তিত্বে বিশ্বাস না করে, তাহাদিগের সমস্ত সুখ শান্তি এই অসি দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলি। যাহারা ইন্দ্রিয়বশীভূত হইয়া সর্ব্বদা কুপথে পশুর ন্যায় বিচরণ করে, তাহারা সকল সময়ই আমার বিদ্বেষভাজন। আমার ভক্তগণকে এই কথা বুঝাইবার জন্যই আমি সেই সকল ইন্দ্রিয়াশক্ত ব্যক্তির মস্তকচ্ছেদন করিয়া বাম হস্তে ধারণ করিয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার নিকট যাহা চাহিবে তাহাই তোমাকে দিব। এই জগতে তোমার দুষ্প্রাপ্য কিছুই নাই, যে হেতু তুমি আমার ভক্ত"।

তখন আমি বলিলাম,"মা! তোমার নামের মহিমায় আমার জন্ম জন্মান্তরীয় সমস্ত দুঃখই মনে জাগিতেছে। কিন্তু, মা! যদি আমায় সন্তান বলিয়া অভীষ্টফল দিতে চাও, তবে যেন আমি সর্ব্বদাই তোমার শ্রীচরণে স্থান পাই, পুনর্ব্বার আমায় মহান্ দুঃখের স্থান সংসার গর্ভে নিক্ষেপ করিও না। অতীত সাংসারিক ঘটনা যখন হৃদয়ে জাগরিত হয়, তখন আমার অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হয়; পরন্তু সংসারের কোন বিষয়েরই নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারি না। অতীত সুখ দুঃখের কার্য্য কারণ ভাব বুঝিতে পারিলে, জীবের সংসার ভোগ অনেক সুখের হইত। কারণ, আমার জীবনে যে সকল দুঃখ ভোগ করিয়াছি, যদি ঐ সকল দুঃখের মূল কারণ বুঝিতে পারিতাম, তবে অবশ্যই দুঃখজনক কার্য্য ত্যাগ করিয়া সুখজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতাম। যখন এই সকল রহস্য তুমি জীবকে বুঝিতে দাও নাই, তখন কোন মতেই আমায় সংসারে পাঠাইতে পারিবে না।"

আমার এই সকল কথা শুনিয়া, মহামায়া বলিতে লাগিলেন, "বৎস! যেরূপ ফল সকল বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া থাকে, যখন যে ফলে গুরুত্ব অধিক হয়, তখনই তাহার পতন হয়; তদ্রূপ প্রলয় সময়ে সমস্ত জীবই আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু কর্ম্মের ভারে আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সংসারে প্রবেশ করে। আমি কোন ব্যক্তিকেই সংসারে পাঠাই না। আমার নিকট আশ্রয় দিয়া রাখা কেবল আমার সাধ্যায়ত্ত নহে. স্বীয় কর্ম্ম দ্বারাই জীব আমায় প্রাপ্ত হয়। যেরূপ দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া, আমার দর্শন লাভ করিলে, তদ্রূপ স্বীয় তপস্যা দ্বারাই আমাতে লীন হইতে পারিবে। বরং তুমি যখন আমার দর্শন লাভ করিয়াছ, তখন এ সংসারে কিছুই তোমার অজ্ঞাত থাকিবে না। কোন্ কর্ম্ম হইতে জীব আমায় প্রাপ্ত হয় এবং কি কার্য্য দ্বারাই বা আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সংসার চক্রে ভ্রমণ করে, তাহা বুঝিবার জন্য সকলকেই আমি ক্ষমতা দিয়াছি; কিন্তু, অলসতা নির্বুদ্ধিতা প্রভৃতি দোষ বশতঃ অনেকেই তাহা বুঝিতে চেষ্টা করে না, এ বিষয় বিস্তারিত মতে পরে বুঝাইব। এক্ষণে জগতের ভাব বুঝাইবার জন্য তোমায় ক'একটী স্থানে লইয়া যাইতেছি, ঐ সকল স্থান দর্শন করিলে সহজে জ্ঞান বিকাশ হইয়া থাকে; ঐ সকল স্থান দর্শন করিলে, তোমার হৃদয়ে বহুতর প্রশ্ন উদিত হইবে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমি তোমার সন্দিগ্ধ বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে অনুমতি না দিব, সে পর্য্যন্ত আমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না; কারণ সাংসারিক সমস্ত বিষয়ের সংশয় নিবারণ করিতে হইলে, অনেক সময় লাগিবে। যেহেতু, তুমি আমার ভক্ত, তোমার জ্ঞানোদয়ের জন্য বিস্তারিতরূপে বলিবার বাসনা আছে। সুতরাং এক্ষণে অপেক্ষা করা বিধেয় নহে, আমার সঙ্গে গন্তব্য স্থানে চল। যে পর্য্যন্ত স্থানান্তর প্রাপ্ত না হইবে, সে পর্য্যন্ত বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক আমার চরণ ধ্যান করিতে থাক, নচেৎ তোমার শূন্যপথে গমন করা দুষ্কর হইবে।" এই বলিয়া মহামায়া আকাশপথে চলিলেন, আমিও তাহার পশ্চাদ্গামী হইলাম।

কিছুকাল পরে, এক তেজোময় স্থান প্রাপ্ত হইলাম, তখন পৃথিবী একটী নক্ষত্রতুল্য বোধ হইতে লাগিল, তথায় যে সকল জীব আছে, তাহারা সকলেই অপূর্ব্ব জ্যোতির্বিশিষ্ট, বৃক্ষ, গুল্ম, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি যে কোন বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহাতেই চক্ষু বিঘূর্ণিত হয়। ঐ তেজোময় স্থানের চতুর্দ্দিকে নানাবিধ জ্যোতির্বিশিষ্ট বহুতর সুমহান্ রাজ্য চক্রাকারে সংস্থাপিত রহিয়াছে, ইত্যাদি দর্শনে মনে নানাবিধ ভাবের উদয় হইল! তখন মহামায়া বলিলেন, "বৎস! ইহার নাম সূর্য্যলোক। চতুর্দ্দিকে যে সকল প্রকাণ্ড রাজ্য দেখিতেছ উহারা প্রত্যেকে একটী একটী গ্রহ বলিয়া বিখ্যাত। ঐ গ্রহগণের অনতিদূরে যে সমস্ত স্থান দেখিতেছ, উহাদিগের নাম নক্ষত্র। গ্রহ, নক্ষত্র সমস্তই সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া আছে। মর্ত্ত্য লোকে যাহারা জন্ম গ্রহণ করে, তাহারা সাধনবল ব্যতীত এ সকল স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে না। ঐ যে অনতিদূরে শ্বেতবর্ণ অট্টালিকা দেখিতেছ, ঐ গৃহে তোমার পূর্ব্ব জন্মের বান্ধবগণ বাস করিতেছে, এক্ষণে তাহাদিগের সহিত তোমার দর্শন করাইব।" অনন্তর,মহামায়ার সহিত ঐ বান্ধবালয়ে উপস্থিত হইলাম। সেই অট্টালিকার চতুর্দ্দিকে পুষ্পোদ্যান। উদ্যানজাত পুষ্পসৌরভে গৃহ আমোদিত করিয়াছে; গৃহের চারিটী প্রকোষ্ঠ। প্রথম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখি, পর্য্যঙ্কোপরি সুন্দরকান্তিবিশিষ্ট এক যুবাপুরুষ অবস্থান

করিতেছেন। তাঁহার বাম ভাগে উজ্জ্বল প্রভাশালিনী এক রমণী বিরাজিতা, ক একটী সুকোমল বালক তাঁহাদিগের সম্মুখে ক্রীড়া করিতেছে। মহামায়া বলিলেন বৎস! এই যুবক পূর্ব্ব জন্মে তোমার পিতামহী ছিলেন এবং ঐ যুবতী তোমার পিতামহী ছিলেন। এই বালকগণ সকলেই তোমার সহোদর, বহুতর জন্ম পূর্ব্বে এই সকল ব্যক্তি তোমার বান্ধব ছিল, একারণ তুমি উহাদিগকে চিনিতে পারিতেছ না, এবং উহারাও তোমায় বান্ধব বলিয়া বুঝিতেছে না। জন্ম মৃত্যু প্রভাবে অল্প দিন যাহার সহিত বিচ্ছিন্ন ভাব হইয়াছে, তাহার সহিত তোমার আত্মার অজ্ঞাতভাবে একটী সম্বন্ধ আছে, সেই জন্যই কোনরূপ দৃষ্ট কারণ না থাকিলেও, তাহাকে দেখিলে তোমার প্রীতিভাব জন্মে।—এভাবে কিছু কাল অতীত হইল, সহসা দেখি ঐ যুবকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মলিন হইয়া উঠিল, গৃহে ক্রন্দন ধ্বনি আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে এক ভীমদর্শন পুরুষ আসিয়া, হস্তধারণ পূর্ব্বক যুবককে লইয়া গেল। তদ্দর্শনে ঐ রমণী ও বালকগণ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর রমণী সমস্ত বিলাস সামগ্রী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূমি শয্যায় নিপতিত হইয়া, নানাবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে রমণী ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আমি রমণীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখি, পূর্ব্বের ন্যায় এক বিকটাকার পুরুষ আসিয়া তাঁহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক,শূন্য-পথে লইয়া গেল, বালকগণ আশ্রয়-বিহীন হইয়া "মা মা" বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। তখন,মহামায়া বলিলেন,"বৎস! বোধ হয়, তুমি এ ঘটনার রহস্য বুঝিতে পার নাই। যে রমণী এক্ষণে ভীমদর্শন পুরুষ কর্ত্তৃক নীত হইলেন, যিনি পূর্ব্ব জন্মে তোমার পিতামহ ছিলেন, বহুতর পুণ্য-প্রভাবে এই অপূর্ব্বলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু নির-পরাধে সহধর্ম্মিনীকে পরিত্যাগ করিয়া আশ্রমান্তরে গমন করিয়াছিলেন, একারণ বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল। যে যুবক জন্মান্তরে তোমার পিতামহী ছিলেন, উহারও অনেক ধর্ম্ম সঞ্চিত ছিল, এই জন্য এস্থান লাভ করিয়াছিলেন, কোন এক জন্মে স্বামীকে নির্গুণ বলিয়া ঘৃণা করিয়াছিলেন, সংপ্রতি ভোগদ্বারা সুকৃতির ক্ষয় হওয়ায় পাপ ফল ভোগের নিমিত্ত যমালয়ে নীত হইলেন, এবং একবার মাত্র বৈধব্য-যাতনা-ভোগে উল্লিখিত পাপ শেষ হয় নাই বলিয়া, তোমার পিতা-মহীও যমপুরে গিয়াছে। এই বালকগণ এক জন্মে তোমার সহোদর ছিল, ইহারাও পুণ্যফলে এখানে আসিয়াছে। কিন্তু যে জন্মকৃত পুণ্য ভোগ করিতে এস্থানে জন্ম হইয়াছে, সেই জন্মেই, একটী বিহঙ্গ স্বীয় শিশু সন্তানের জন্য আহার সংগ্রহ করিতে এই বালকদিগের আশ্রমে আসিয়াছিল, উহারা তখনই কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তাহার প্রাণ বিনাশ করিল, জননীর অভাবে সেই পক্ষী শাবকগণ আহারাভাবে প্রাণ বিসর্জন করিল! সুতরাং সেই পাপ ফলে ইহারাও মাতা পিতার অভাবে ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে।" মহামায়া বলিলেন, বৎস! এই ব্যক্তিগণেরই ২। ১ টী কর্ম্ম ফলের কথা তোমায় উল্লেখ করিলাম, জীবাত্মা নিত্য অনাদি অনন্তকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মানুষ্ঠান ও তৎফল ভোগ করে। বোধ হয় একটি জীবের কর্ম্ম ফলের বিবরণ বলিতে গেলে যুগ যুগান্তেও শেষ হয় না। সুতরাং ইহাদিগের কর্ম্মের পরিণাম বাক্য দ্বারা জ্ঞাত হওয়া তোমার পক্ষে দুষ্কর হইবে। একারণ আমার চরণ স্পর্শ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত কর, তবেই পিতামহ, পিতামহী এবং ভ্রাতাগণের অবস্থা অনেক জ্ঞাত হইতে পারিবে, মহামায়ার বাক্য শেষ হইলে, দেখি, যে কএকটী বালক আমার নিকটে ছিল, তাহার একটীও নাই, অনন্তর আমি ভবারাধ্যা মহামায়ার শ্রীচরণ ধারণ পূর্ব্বক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দেখিতে লাগিলাম। অতীব বৃহৎ এক জলাশয় নিকটে উপস্থিত হইয়াছি, জলাশয়ের চতুর্দ্দিক তাল। তমাল, শাল প্রভৃতি বৃক্ষে পরিবেষ্টিত, ঐ বন সিংহ, ভল্লুক, ব্যাঘ্র প্রভৃতি নানা হিংস্র জন্তুর রবে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। জলাশয়ের তীর কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষে পরিব্যাপ্ত, জলাশয়ের জল সর্ব্বদাই যেন অগ্নি দ্বারা পাক হইতেছে, কুম্ভীরাদি হিংস্র জলচরগণ সর্ব্বদা কেলি করিতেছে। বহুতর যুবক যুবতী ঐ জল আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শৈবালের ন্যায় বিঘূর্ণিত হইতেছে, মধ্যে মধ্যে জল বুদ্বুদের সহিত ধূমরাশি উত্থিত হইয়া, চতুর্দ্দিক পূতি গন্ধে আবৃত করিতেছে। জলৌকা কৃমি প্রভৃতি ঘৃণিত জন্তু সকল সর্ব্বদা জলনিমগ্ন ব্যক্তিগণকে দংশন করিতেছে! ঐ জল এতই উষ্ণস্পর্শ বিশিষ্ট যে, ঐ জল সম্বন্ধীয় বায়ু যে দিকে প্রবাহিত হয়, সেই দিকের প্রাণীগণ চতুর্দ্দিক পলায়ন করে। জলমগ্ন ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা চীৎকার করিতেছে. মধ্যে মধ্যে কূলে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সে চেষ্টায় কোনই ফল হইতেছে না। কারণ কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষে শরীর ক্ষত বিক্ষত হইতেছে, এবং অল্পাংশ তীরে উঠিলেই কুম্ভী-রাদি হিংস্র জন্তুগণ আক্রমণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার জলনিমগ্ন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে ঐ সকল যুবক যুবতী বলিতেছে, "হে ভগবান্! আমরা কতকাল এভাবে যাতনা ভোগ করিব? আমাদিগকে উদ্ধার কর। আমরা অজ্ঞান বশতঃ কুকর্ম্ম করিয়াছি, তুমি নিজ সন্তান বলিয়া ক্ষমা কর, অতীত কর্ম্মের এইরূপ ফল, একথা জানিলে,কখনও কুকর্ম্মে লিপ্ত হইতাম না।"

এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ঊর্দ্ধ হইতে দৈববাণী হইতে লাগিল—"ঈশ্বর ক্রোধপর হইয়া তোমাদিকে কষ্ট দিতেছেন না, স্বকীয় পাপের ফল ভোগ স্বরূপই এই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছ। ভগবান ক্ষমা করিলেও, এ যাতনার শেষ হইবে না। ঈশ্বরের ক্রোধ নাই, সুতরাং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা অজ্ঞান-সুলভ বিড়ম্বনা মাত্র।" কিছুকাল পরে, এক যুবা পুরুষ ঐ জলাশয় হইতে তীরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। জলমগ্ন অবস্থায় তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই এক্ষণে বুঝিলাম, ইনিই পূর্ব্ব জন্মে আমার পিতামহী ছিলেন। যুবক নির্ব্বিঘ্নে তীরে উপনীত হইবা মাত্র তাঁহার শরীর সর্পাকারে আকারিত হইয়া চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিতে লাগিল। অনন্তর ঐ গর্ত্ত হইতে কএকটী বালক তীরে উপনীত হইল, আমি বুঝিলাম ইহারাই আমার জন্মান্তরীয় সহোদর। বালকদিগের সমস্ত শরীর ক্ষত

বিক্ষত হইয়া গিয়াছে, সূর্য্যলোকে বাসকালীন যে রূপ লাবণ্য ছিল,এখন তাহার কিছুই নাই। কিছুকাল পরে বালকগণ অচৈতন্য ভাবে ধরাশায়ী হইল, এবং অল্প সময় মধ্যে সকলেই ভেকরূপ ধারণ পূর্ব্বক অন্য এক জলাশয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই সকল ঘটনা দর্শন করিয়া, হৃদয়ে নানাবিধ ভাবনা উদিত হইল! তখন মহামায়া বলিতে লাগিলেন, "বৎস! তুমি চক্ষু উন্মীলিত কর। এক্ষণে তোমার চিন্তা করা উপযুক্ত নহে। যে হেতু আমি তোমায় পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তোমার যত প্রকার সংশয় উপস্থিত হইবে, তাহা বিশেষ-রূপে মীমাংসা করিব। পরন্তু, তোমার স্মরণ থাকিতে পারে যে, জন্মান্তরীয় পিতামহী পরিচিত ঐ যুবক, পূর্ব্ব জন্মে স্বামীর অবমাননা করিয়াছিলেন, সেই পাপ ফল ভোগ করিবার জন্যই যমালয়ে নীত হইয়াছেন। এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও সন্তান-বর্গ সকলেই তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন। যমকীয় যাতনা ভোগ করিবার জন্যই এই দুঃখজনক গর্ত্তে এতকাল নিপতিত ছিলেন। ঐ ভোগের অবসান হইয়াছে বলিয়া, স্বীয় কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত অন্যরূপ শরীর প্রাপ্ত হইয়াছেন। তোমার পূর্ব্ব জন্মের পিতামহ অতীব অল্প সময়ই যমপুরে আসিয়াছিলেন, এক্ষণে পিতৃলোকে বাস করিতেছেন, একারণ ঐ গর্ত্তে বা উহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে দেখিতে পাও নাই। যদিও জীবের শরীরান্তর গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে অনেক প্রকার ঘটনা হইয়া থাকে, তথাপি তুমি আমার মায়াতে সে সকল ঘটনা দর্শন না করিয়া সংক্ষেপে শরীরান্তর গ্রহণ করিতে দেখিয়াছ, সুতরাং এ সকল বিষয় চিন্তা করা নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে স্থানান্তরে চল।" এই বলিয়া মহামায়া সে স্থান হইতে স্থানান্তরে চলিলেন, আমিও তাঁহার অনুগমন করিলাম। কিছু দূরে গমন করিয়া দেখি, রত্নসিংহাসনে সুবর্ণ-কান্তি, অরুণপ্রভ, মণিময় মুকুটধারী এক মহাত্মা বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার তেজে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়াছে, অমাত্যবর্গ চতুর্দ্দিক পরিশোভিত, এবং ব্যজনকারী সর্ব্বদা ব্যজন করিতেছে। মহামায়া তথায় উপনীত হইবামাত্র ঐ মহাত্মা অমাত্যবর্গের সহিত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। মহামায়া আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "বৎস! ইনিই দেব বিভাবসু সূর্য্য, ইহার দৃষ্টি না থাকিলে ব্রহ্মাণ্ড ক্ষণকালও চলিতে পারে না। কারণ, এই মহাত্মা যদি স্বীয় জ্যোতিঃ সঙ্কুচিত করেন, তবে জগৎ অন্ধকার হইয়া যায়, এবং ইনি পৃথিবী ও অন্যান্য স্থানের জল আকর্ষণ করিতেছেন বলিয়া, ঐ সকল স্থানে শস্য উৎপন্ন হয়। যে স্থানে যতদূর তেজ প্রকাশিত হইলে, জীবের অনিষ্ট না হয়, সেখানে ততদূর তেজই বিতরণ করেন। যদি এক সময় কোন স্থান-বিশেষে ঐ মহাত্মার পূর্ণ জ্যোতিঃ নিপতিত হয়, তবে অল্প সময় মধ্যেই তাহা ভস্মীভূত হইয়া যায়। প্রলয়-সময় ইহার সম্পূর্ণ তেজ প্রকাশিত হওয়ায় সমস্ত জগদ্বস্তু বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং এই সূর্য্যদেবই জগৎ রক্ষার প্রধান উপায়।" অনন্তর ভবারাধ্যা মহামায়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলে, প্রণতি পূর্ব্বক ঐ মহাত্মা বলিতে লাগিলেন, "মাতঃ! অদ্য আমার বড়ই শুভ দিন, যে হেতু তোমার চরণ দর্শন করিয়া জীবন চরিতার্থ হইল, তোমার ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হইতেছে, তোমার ইচ্ছায় ক্ষিত্যাদি পঞ্চ ভূত সূক্ষ্ম হইতে স্থূল এবং স্থূল হইতে সূক্ষ্ম রূপে বারংবার পরিণত হইতেছে। তোমার মায়ায় জীবগণ জন্ম মৃত্যু সহকারে সংসার ক্ষেত্রে চক্রের ন্যায় অনবরত আবর্ত্তিত হইতেছে। তোমার ইচ্ছায় মহাকাল এক হইয়াও যুগ, বর্ষ, অয়ন ঋতু প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে। অধিক কি তোমার ইচ্ছায় সামান্য কীট পতঙ্গ হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবগণ সকলেই কর্ম্মফল ভোগ করিতেছেন। অতএব মা! এ দাসের প্রতি কৃপা করিয়া বল, কতদিনে আমি তোমার শ্রীচরণ লাভ করিব?"

মহামায়া বলিলেন, "বৎস! তুমি জ্ঞানী; বহুকাল তপস্যা দ্বারা এই পদ প্রাপ্ত হইয়াছ, এজন্মেও তোমার যথেষ্ট তপোবল আছে, সুতরাং এই কল্প শেষ হইলেই তুমি আমায় লাভ করিবে। এক্ষণে বৎস! আমি স্থানান্তরে গমন করিব। তুমি আমার সহিত গমন করিতে ইচ্ছা করিলে, পূর্ব্বের ন্যায় আমার চরণ ধ্যান কর।" আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চরণ ধ্যান করিতে লাগিলাম। কিছু কাল পরে দেখি, এক নূতন স্থানে উপনীত হইয়াছি, ঐ স্থানের যে দিকে দৃষ্টি করি, কোথাও বৃক্ষ, গুল্ম, লতা প্রভৃতি উদ্ভিদ পদার্থ দেখিতে পাই না, চতুর্দ্দিক ধূমময় শরীরবিশিষ্ট নানাবিধ জীব বিচরণ করিতেছে, তাহাদিগের আকার প্রকার বিশেষরূপ দৃষ্টি না হইলেও, দর্শন মাত্রেই প্রাণি-বর্গের ভয় হয়, আমরা কোন পদার্থ আশ্রয় করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কারণ, পৃথিবীর ন্যায় কোন স্থান বিশেষ বলিয়া, ঐ স্থানকে লক্ষ্য করা যায় না। মহামায়া বলিতে লাগিলেন, "বৎস! এই স্থানের নাম প্রেত-লোক। জগতে যত প্রকার স্থান আছে, তৎ সমস্তই পঞ্চ ভূতের সমষ্টি মাত্র। যে স্থানে যে ভূতের প্রাধান্যতা আছে, সে স্থানে সেই ভূতের নামেই উল্লেখিত হয়। যদ্রূপ পৃথিবীতে জল, বায়ু, তেজ, ওআকাশ এই ভূতচতুষ্টয় সম্বন্ধ থাকিলেও তাহাকে পৃথিবী বলিয়া বলা হয়; এবং যে স্থলে জল অধিক সে স্থানকে জল বলিয়া বলা হয়, সূর্য্যলোক তেজ প্রধান বলিয়া তাহার নাম তেজ; এই স্থান বায়ু প্রধান বলিয়া ইহাকে বায়ু নামে নির্দ্দেশ করা যায়; বায়ু অদৃশ্য বস্তু, একারণ এস্থান দর্শন করা যায় না। পরন্তু যেরূপ জন্মমরণশালী জীবগণের বাসস্থান বলিয়া, পৃথিবী নরলোক নামে বিখ্যাত, সেইরূপ প্রেতদিগের আবাস স্থান বলিয়া ইহার নাম প্রেতলোক। ধূমপুঞ্জের ন্যায় যে সকল ভাব এস্থানে বিচরণ করিতেছে, উহারা বায়ু-প্রধান-শরীর-বিশিষ্ট, একারণ শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশেষরূপে অনুভূত হয় না।

শ্রীরামচন্দ্র ন্যায়রত্ন।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।

৯ম বর্ষ। **বেদব্যাস ও ব্রাহ্মণ।** ২য় সংখ্যা।

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ।
মনুঃ।—

১৮১৬ শক। জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায়
ও
শ্রীযুক্ত তেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ
সম্পাদিত।

বিষয়।	লেখকগণ।	পৃষ্ঠা।
হিরণ্যগর্ভ-স্তুতি ...	... ...	১
ব্রাহ্মণ ...	... ...	১৮
সুসন্তান হইবার উপায় কি? ...	শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন ...	২১
আহার ...	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশ, স্মৃতিতীর্থ ...	২৩
ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্তির প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা ...	... ...	২৬
হিংসা ...	শ্রীকামিনীমোহন শাস্ত্রী সরস্বতী ...	৩০

কলিকাতা।
৮৭ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, অবনী যন্ত্রে
শ্রীমোহিনীমোহন হড় দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩০১ সাল।

বেদব্যাস পত্রিকার ডাক মাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য বিশিষ্ট-সংস্করণ ৪৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ২ টাকা।
৭০ নং সুকীয়া ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

তত্ত্বাবধায়ক—শ্রীহরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

বেদব্যাস পত্রিকার নিয়মাবলী।

১। বেদব্যাস পত্রিকা প্রত্যেক মাসের সংক্রান্তিতে প্রকাশিত হইবে। বেদব্যাসের আকার সম্বন্ধে কোন নিয়ম থাকিবে না, তবে দুই ফর্ম্মার ন্যূন কখন প্রকাশিত হইবে না।

২। বেদব্যাসের মূল্য কলিকাতায় এবং মফস্বলে সর্ব্বত্রই বিশিষ্ট সংস্করণ ৪৲ টাকা ও সাধারণ সংস্করণ ২৲ টাকা; স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগে না। মূল্য সকলকেই এক কালীন দিতে হয়। কিস্তিতে কিস্তিতে মূল্য লওয়া হয় না।

৩। বেদব্যাস আফিস প্রত্যেক দিন ১২টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। এই সময়ে টাকা কড়ি জমা ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য হইয়া থাকে, ইহার পরে আফিস বন্ধ থাকে।

৪। পত্রের উত্তর প্রার্থীগণ রিপ্লাই কার্ডে পত্র লিখিবেন, অথবা টিকিট পাঠাইয়া দিবেন, নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় আপন আপন গ্রাহক নম্বরটী অবশ্য লিখিয়া দিবেন।

৫। বেদব্যাসের বিনিময় পত্র পত্রিকা নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। বেদব্যাসে কেহ কোন ধর্ম্ম বিষয় অথবা সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিলে, তাহা যদি সারবান্ বোধ হয়, তবে সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধটী পরিষ্কার অক্ষরে লেখা হওয়া আবশ্যক।

৭। গ্রাহক গণের নিজ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্বেই আমাদিগকে নূতন ঠিকানাটী জানাইবেন, নতুবা পূর্ব্ব ঠিকানাতেই পত্রিকা বরাবর পাঠান হইবে; সেই পত্রিকা পাইতে কোন গোলযোগ হইলে, আমরা আর সেই পত্রিকাখানি পুনর্ব্বার পাঠাইতে পারিব না।

৮। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় সম্পাদকের নামে বেদব্যাস সম্বন্ধীয় চিঠী পত্রাদি লিখিতে হইবে; ইহার অন্যথা করিলে, আমরা তাহার জন্য দায়ী হইব না।

কার্য্যাধ্যক্ষ
৭০ নং সুকীয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বিশেষ অনুরোধ যে যাঁহারা বেদব্যাস লইতে ইচ্ছা না করেন তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া নিষেধ লিখিয়া পাঠান। তাহা না করিলে আমরা বেদব্যাস রীতিমত পাঠাইতে বাধ্য হইব এবং সময়ে বার্ষিক মূল্য আদায় করিয়া লইব। দুই টাকার গ্রাহক মধ্যে যাঁহারা এখনও টাকা পাঠাইলেন না তাঁহাদের নামে আর কাগজ যাইবে না।

নমো ব্রাহ্মণ্যদেবায়।

বেদব্যাস

ও

ব্রাহ্মণ।

৯ম বর্ষ।

৯ম ভাগ। | কলিকাতা, ১৩০১ সন, জ্যৈষ্ঠ। | ২য় সংখ্যা।

শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং মুনিমনুজপশূনাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং ত্বমসি শরণমেকা দেবি! দুর্গে! প্রসীদ॥

হিরণ্যগর্ভ-স্তুতি।

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্যজাতঃ পতিরেক আসীৎ।
ল দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ১॥
য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ২॥
যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতো বভূব।
ষ ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ৩॥
যস্যেমে হিমবংতো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ।
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহু কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ৪॥
যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃড়্হা যেন স্বঃ স্তভিতং যেননাকঃ।
যো অংতরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥৫॥
যংক্রিংদশী অবসা তস্তভানে অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে।
যত্রাধিসূর উদিতো বিভাতি কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ৬॥
আপোহ বদ্বৃহতীর্বিশ্বমায়ন্ গর্ভং দধানা জনয়ংতীরগ্নিং।
ততো দেবানাং সমবর্ত্ততাসুরেকঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥৭॥
যশ্চিদাপো মহিনা পর্য্যপশ্যদ্দক্ষং দধানা জনয়ংতীর্যজ্ঞং।
যো দেবেষধি দেব এক আসীৎ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥৮॥
মানো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্ম্মা জজান।
যশ্চাপশ্চংদ্রা বৃহতীর্জজান কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ৯॥
প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তাবভূব।
যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাং॥ ১০॥

যিনি হিরণ্যগর্ভরূপে সর্ব্বপ্রথমে বিদ্যমান ছিলেন; যিনি জাতমাত্রই সর্ব্বভূতের একমাত্র অধীশ্বর হইলেন; যিনি এই পৃথিবী ও আকাশকে ধারণ করিয়া আছেন—সেই পরম দেবতাকে আমরা হবিঃদ্বারা পূজা করি। ১।

যিনি আত্মা দিয়াছেন ; যিনি বল দিয়াছেন, সমুদয় দেবতারা যাঁহার শাসনের অনুবর্ত্তন করিতেছেন ; যাঁহার ছায়া অমৃত স্বরূপ ; মৃত্যু যাঁহার শাসনাধীন—সেই পরম দেবতাকে আমরা হবিঃদ্বারা পূজা করি। ২।

যিনি নিজ মহিমায় সমুদয় জীবের অদ্বিতীয় রাজা, যিনি এই সকল দ্বিপদ ও চতুষ্পদের প্রভূ সেই পরমদেবকে আমরা হবিঃদ্বারা পূজা করি। ৩।

হিমবান্ পর্ব্বত সকল যাঁহার মহিমা প্রচার করিতেছে, সসাগরা ধরা যাঁহার সৃষ্টি, দিক্ সকল যাঁহার বাহু স্বরূপ, সেই দেবতাকে আমরা হবিঃ সহায়ে পূজা করি। ৪।

এই উগ্র আকাশ ও এই পৃথিবী যিনি স্বস্থানে দৃঢ়রূপে স্থাপন করিয়াছেন ; যিনি স্বর্গাদি লোকে সকলকে স্তম্ভিত করিয়া আছেন ; যিনি অন্তরিক্ষ লোকও পরিমাণ করিয়াছেন, সেই মহান্ দেবের শরণাপন্ন হই। ৫।

দ্যাবা পৃথিবী স শব্দে যাঁহা কর্ত্তৃক স্তম্ভিত ও উল্লাসিত ; দ্যাবা পৃথিবী মনে মনে যাঁহার মহিমা অবগত আছে ; যাঁহার আশ্রয়ে সূর্য্য উদিত ও প্রকাশিত হইতেছে, সেই দেবতাকে আমরা হবিঃ প্রদান করি। ৬।

সমস্ত বিশ্বভুবন জলময় ছিল, জলের আলোড়নে অগ্নি উৎপন্ন হইল ; তদনন্তর দেবতাদিগের প্রাণ স্বরূপ যে হিরণ্যভর্ভ পুরুষ আবির্ভূত হইলেন ; আমরা সেই হিরণ্যগর্ভ দেবকে পূজা করি। ৭।

জলের আলোড়নে অগ্নি উৎপন্ন হইলে যিনি নিজ মহিমায় সেই বিশ্বব্যাপ্ত জলকে ইন্দ্রিয় গোচর করিলেন ; যিনি দেবতাদিগের ও একমাত্র অদ্বিতীয় দেবতা সেই হিরণ গর্ভ দেবকে আমরা পূজা করি। ৮।

যিনি পৃথিবীর জনিতা ; যিনি সত্য কর্ম্মা, যিনি স্বর্গের ও শ্রষ্টা যিনি আনন্দ বর্দ্ধনকারী জললোকের শ্রষ্টা, তিনি যেন আমাদিগকে হিংসা না করেন, আমরা হবিঃ দ্বারা তাঁহার পূজা করি। ৯।

হে প্রজাপতি ! তোমা ব্যতীত আর কাহার এমন সাধ্য আছে, যে এই নিখিলা জগৎ উৎপাদন করিয়া আয়ত্তাধীন রাখে। অতএব আমরা তোমাকে নমস্কার করি। যে কামনা প্রেরিত হইয়া আমরা তোমার হোম করি—তাহা যেন আমাদের সিদ্ধ হয় আমরা যেন ধনের অধিপতি হয়। ১০।

ব্রাহ্মণ।

যিনি আর্য্যসমাজের গৃহদেবতা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিবিধ নিয়মাচরণ ও তপস্যা দ্বারা সেই জ্ঞানস্বরূপ—সেই বেদস্বরূপকে সমুজ্জল করিয়া আছেন ; হোমে, শ্রাদ্ধে—দেব ও পিতৃকার্য্যে কুশময়ী মূর্ত্তিতে অগ্রে যাঁহার পূজা না হইলে দেব, পিতৃ ও মনুষ্যের তুষ্টি সম্পাদন হয় না ; যাঁহার ব্রহ্মসত্বাতে দেব, মানব, গন্ধর্ব্ব, পিতৃ ও ঋষিসত্বাদি সমুদয় সত্বই অন্তর্লীন আছে ; দেব ও পিতৃগণ যাঁহার শরীরে আবিষ্ট থাকিয়া যাঁহার মুখে হব্য ও কব্য ভোজন করিয়া থাকেন, যিনি আমাদের সমুদয় দান ও ধর্ম্মের লক্ষ্য ; বহুদিন উপবাসী থাকিয়া ব্রত পরায়ণ জন আজিও যাঁহাকে অগ্রে ভোজন না করাইলে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারে না ; যাঁহার স্পৃহণীয় আদর্শে অনুকরণ করিবার জন্য সমুদয় বর্ণেরই কর্ম্মচেষ্টা প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে ; সেই ভূদেব ব্রাহ্মণকে, সেই বেদাধারকে—সেই আদর্শরূপী গুরুকে নমস্কার করিয়া তাঁহার উদ্বোধন জন্য বারম্বার প্রার্থনা করিতেছি।

ব্রহ্মণ্যদেব ! যে বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া আমরা ধর্ম্মার্থাদি চতুর্বর্গরূপ ফলভোগে অধিকারী ছিলাম ; তুমি, বেদ ও ব্রাহ্মণ যে আর্য্যসমাজরূপ সনাতন সুমহান্ বৃক্ষের মূল স্বরূপ ; যে বৃক্ষের পত্রে পত্রে শিরায় শিরায় জ্ঞান, ধর্ম্ম, বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বর, পরকাল, দেবত্ব, মনুষ্যত্ব, পুণ্য পবিত্রতা, আনন্দ ও উৎসাহ জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইত—যে বৃক্ষকে আশ্রয় করতঃ সকলেই স্বস্ব জন্মসাফল্য বোধ করিত, কালে কালে ভীষণ বাত্যা সকল উপস্থিত হইয়া সেই আর্য্যসমাজরূপ সনাতন বৃক্ষের মূলদেশ পর্য্যন্ত কম্পিত ও শিথিলীকৃত হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহাতে আর চতুর্বর্গ সাধিত হয় না। ভীষণ বাত্যায় ইহাকে এতদূর পতিত ও পর্য্যুদস্ত করিয়াছে, যে বৃক্ষবাসীরা প্রাণ ভয়ে সর্ব্বদা ইতস্ততঃ করিতেছে—তাহাদের মতি স্থির নাই, গতি স্থির নাই—জীবিকার স্থির নাই। তাহারা কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া পরিত্রাণ পায়, তাহা জানেনা। আমাদের মধ্যে আর সে জ্ঞান নাই, সে ধর্ম্ম নাই, সে আনন্দ উৎসাহ নাই, সে পুণ্য নাই—সে আরোগ্য নাই—সে বীরত্ব, মনুষ্যত্ব কিছুই নাই। এ সমাজে জীবন ধারণ এক্ষণে বিড়ম্বনা মাত্র হইয়াছে। তাই ব্রহ্মণ্যদেব ! আর্ত্তভাবে আমরা তোমার শরণাপন্ন হইলাম ; বেদের শরণাপন্ন হইলাম ও ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হইলাম। হে ব্রাহ্মণ ! তুমি আবার সেই ব্রহ্মশক্তিতে জাগরিত হও ; ব্রহ্মণ্যদেব নিত্যই তোমার ঐ ব্রাহ্মীতনুতে প্রতিষ্ঠিত থাকুন—তোমার অভ্যুত্থানে আর্য্যসমাজ আবার অভ্যুদিত হউক—কায়মনোবাক্যে আমরা এই প্রার্থনা করি।

হে ব্রাহ্মণ ! তুমি ভারতবাসীর এত প্রিয়তম, যে সে তাহার ইষ্টদেবকে ব্রহ্মণ্যদেব বলিয়া সম্বোধন করিতে ভাল বাসে এবং তোমার কুশময়ী মূর্ত্তিকে ও গন্ধপুষ্পাদিদানে প্রতি কার্য্যে অগ্রে পূজা করিয়া থাকে। তৃণগুচ্ছে দেবমূর্ত্তি সাজাইয়া তাহাতে যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতঃ দেবতার আবাহন হয়, সে কেবল তোমারই পাত্রত্বাভাব নিবন্ধন। নতুবা তোমার ঐ ব্রাহ্মীতনুতেই দেব ও পিতৃ আবাহন হইত। তুমিই দেবতা ও পিতৃ লোকের পাত্র স্বরূপ এবং ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠাভাজন হইয়া জগতের পূজ্য ছিলে। কেনইবা জগজ্জনে তোমাকে পূজা না করিবে ?

হে ব্রাহ্মণ ! তোমার সেই অলৌকিক জ্ঞান, তপস্যা ও ব্রহ্মবলের বিষয় চিন্তা করিলে বিস্ময় সাগরে মগ্ন থাকিতে হয় এবং তোমার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা সমুদ্গিত হইয়া হৃদয় আপনাপনিই তোমার প্রতি অবনত হইয়া থাকে। বেদ, উপবেদ, ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববিদ্যা, পশুবিদ্যা, ভাস্করবিদ্যা, জ্যোতিষবিদ্যা, প্রভৃতি জগতে যে কোন বিদ্যা প্রচলিত আছে, সমুদয়ই তোমার তপস্যা প্রসূত। তুমিই জগতে সমুদয় বিদ্যার মূলতত্ত্ব অগ্রে প্রচার করিয়াছিলে। সৃষ্টির আদিকালে যখন সমুদয় জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল, যখন সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র বিরাজমান থাকিলেও সকলি অজ্ঞান অন্ধকারে অভিভূত—সূর্য্যকে সূর্য্য বলিয়া অথবা বায়ুকে বায়ু বলিয়া যখন কিছুই বোধ হইত না ; তখন বেদরূপী তুমিই সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দ্যুলোক ও ভূলোকের পদার্থ সকলের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞাপ্রদান ও তাহাদের তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়া জগতে জ্ঞানালোক বিস্তার করতঃ জনসমাজ সংস্থাপন করিয়াছিলে। ঈশ্বর আছেন, পরকাল আছে, দেব, পিতৃ ও গন্ধর্ব্বাদি ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বা আছে—এই সমুদয় অলৌকিক জ্ঞান তুমিই জগতে প্রথমে আনয়ন করিয়াছিলে ! তোমার পরিচয়েই আমরা দেব, পিতৃ ও ঈশ্বর পরিচয় লাভ করিয়াছি—অতএব আদি গুরু তোমাকে নমস্কার। সত্য, ক্ষমা, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতির জ্ঞানও আমরা তোমার প্রসাদে লাভ করিয়াছি। একে একে দুই হয়, দশটী সংখ্যায় সমুদয় গণনা সিদ্ধ করা যায়, সাতটীবার, রাশি দ্বাদশটী, স্বর সপ্তবিধ, পঞ্চপ্রাণ ; পিতামাতা অতিথি ও আচার্য্য দেবতাস্বরূপ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃস্বরূপ, আহার করিয়া আচমন করিতে হয়—স্ত্রী পুত্রকে প্রতিপালন করিতে হয়—ইত্যাদি যত কিছু সদাচার ও ব্যবহার লোক সমাজে প্রচলিত আছে—সকলি প্রথমে তোমার নিকট হইতে প্রকাশিত হইয়া দেশ বিদেশে শ্রুতিপরম্পরায় প্রচারিত হইয়াছে। অগ্রজন্মা তোমার নিকট হইতে পৃথিবীস্থ সমুদয় জাতি যে স্ব স্ব চরিত্র শিক্ষা করিয়াছে, শাস্ত্রই তাহার প্রমাণ।

হে ব্রাহ্মণ ! তুমি অসীম আকাশকে সীমাবিশিষ্ট করিয়া গৃহে বসিয়াই গ্রহণাদি গণনা করিয়াছ ; নিজের কখন যুদ্ধবিগ্রহাদির প্রবৃত্তি ছিলনা, পরন্তু লোকস্থিতির জন্য ধনুর্ব্বেদের আচার্য্য হইয়া ক্ষত্রিয় বীরকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষাদিতে, নিজে ফল মূলাশী থাকিয়া পর্ণকুটিরে বাস করিতে পরন্তু রাজার জন্য রাজনীতির কৌশল উদ্ভাবন করিতে ; নিজের অর্থস্পৃহা বা ভোগলালসা ছিলনা, পরন্তু লোকস্থিতির জন্য বৈশ্য ও শূদ্রাদিকে কৃষি ও বার্ত্তাদি বিজ্ঞান শিখাইয়া অর্থাগমের পন্থা দেখাইয়া দিতে—পুণ্যপ্রভাবে তোমার শরীর নীরোগ ছিল—তথাপি সর্ব্বভূতে দয়া পরতন্ত্র হইয়া তুমি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রচার করিয়াছ। লোকস্থিতির জন্য ব্রহ্মা অগ্রে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তুমিও জগতের হিতার্থ জীবন ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলে। তোমার সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বভূতহিতৈষিতার বিষয় আলোচনা করিলে, জগজ্জন তোমাকে কেন না পূজা করিবে ? অতিতুচ্ছ হইতে অতি মহান্ পদার্থের জ্ঞানের জন্যও জগৎ তোমার নিকট ঋণী আছে।

এই যে গৃহের মধ্যে অগ্নি, অস্ত্র, বস্ত্র, শয্যা, আসন, অন্ন, ব্যঞ্জন, ঘৃত, তৈল ও লবণাদি দেখিতেছি, নিত্য নিত্য এসকল দেখাতে আমাদের মনে হয়, এসকল অতি সহজ জ্ঞান। কিন্তু বাস্তবিক ইহার একটিও সহজ জ্ঞান হইতে জন্মে নাই—সকলি অলৌকিক জ্ঞান প্রসূত। পৃথিবীতে অসংখ্য অসংখ্য দ্রব্য রহিয়াছে—তন্মধ্যে কে খাদ্য কে অখাদ্য ইহা নির্ব্বাচন করা অথবা এরূপ খাদ্য যে প্রতিদিন আহার করিলেও অরুচি জন্মাইবে না অথবা স্বাস্থ্যহানি হইবে না অথচ নিত্য আহার্য্য বলিয়া সেই দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্তব্য, এই যে ধান্য বা গোধূমের আবিষ্কার, সাধারণ প্রণালীতে পরীক্ষা দ্বারা ইহার উদ্ভাবন কি সম্ভবে ? মনুষ্য এরূপ অসহায় জীব যে সে একদণ্ড ও এই সকল নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ব্যবহার না করিলে জীবন ধারণ করিতে পারে না। যদি যুগযুগান্তর ধরিয়া পরীক্ষা দ্বারা তাহাকে তাহার নিত্যপ্রয়োজনীয় পদার্থ সকল উদ্ভাবন করিতে হইত—তাহা হইলে তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ও একদিনের জন্য এ জগতে প্রকাশিত থাকিত না। একারণ—জীব সৃষ্টির পূর্ব্বেই জ্ঞান বা বেদের সৃষ্টি এবং সেই বেদ বা জ্ঞান ধারণের জন্য মনুষ্য সৃষ্টির পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণের সৃষ্টি। ব্রাহ্মণকে যে অগ্রজন্মা বলে, তাহার ও কারণ এই। এই যে বাক্য বলিতেছি—আর একজন তাহা বুঝিতেছে বা এই যে বাক্যের মূর্ত্তি রচনা করিয়া কাগজের উপর অঙ্কিত করিয়া মনোভাব ব্যক্ত করিতেছি, ইহা কি অসামান্য জ্ঞানের আবিষ্কার নয় ? বাক্যের সহিত অর্থের অথবা বাক্যের সহিত অক্ষরের কি এমন সংযোগ আছে যে উভয়ে উভয়ের প্রকাশক—এই যে বাক্যবিজ্ঞান ইহা মনুষ্য বুদ্ধির—অতীত। যেজন বাক্যের প্রতিমা স্বরূপ অক্ষর সকল উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাঁরের সংবাদ প্রকাশ করা অপেক্ষা তাঁহার গুণ গরিমা যে কত অধিক, তাহা বলা যায় না ?

এই যে ক্ষৌর কার্য্য, দন্তধাবন, স্নান, আসনোপবেশন ইত্যাদি কার্য্য সকল লোকে তুচ্ছ মনে করিতেছে—বাস্তবিক উহার কোন জ্ঞানই তুচ্ছ নয়। সমুদয়ের মূলে বেদ ও ব্রাহ্মণ বিদ্যমান। অপর জাতির ইতিহাসে কেবল রাজাবলীর বিবরণ লেখা আছে—আমাদের তাহা নাই বলিয়া লোকে দুঃখ প্রকাশ করে। কিন্তু আমরা প্রত্যেক কার্য্যে বা প্রত্যেক জ্ঞানের বিষয়ে যে সকল বেদমন্ত্র উচ্চারণ করি, অগ্রে সেই সকল মন্ত্রের উদ্ভাবক ঋষি, দেবতা, ও ছন্দ সকল স্মরণ করি। চূড়াকরণ সময়ে আমরা ক্ষুরদেবতা বৃহস্পতি ঋষি বলি—আসনোপবেশনের সময় আমরা মেরুপৃষ্ঠ ঋষি বলি অথবা গাত্রমার্জ্জনের সময়, সিন্ধুদ্বীপ ঋষি কিম্বা স্নানকালে অঘমর্ষণ ঋষি প্রভৃতি সেই জ্ঞানাচার্য্যগণকে স্মরণ করিয়া থাকি। উদূখল, মুষল ও সূর্প প্রভৃতি অতিতুচ্ছ বিষয়েরও ঋষি, দেবতা প্রভৃতি স্বীকার করি। এইরূপে প্রত্যেক কার্য্যে বিচার করিয়া দেখ, বিদ্যাবল বা ব্রহ্মবল আমাদিগকে চিরকাল রক্ষা করিয়া আসিতেছে—বিদ্যাবল ব্যতীত আমরা ক্ষণকাল ও জীবিত থাকিতে পারিতাম না এবং ব্রাহ্মণ দেহেই সেই মহাবিদ্যার আদি স্ফুরণ।

হে ব্রাহ্মণ। তোমার এই সকল অলৌকিক জ্ঞান ও তপস্যা প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিলে মনে হয় যে, তোমার দেহ ব্রহ্মণ্যদেবের প্রিয় আবাস ছিল। নতুবা সেই আদিকালে এই সকল অমানুষিক জ্ঞানের ইঙ্গিত তোমাতে কে প্রেরণা করিল? মনে হয়; সকল মনুষ্য সমান নয়—মনুষ্যের মধ্যে ব্রহ্মসত্ত্বা, ঋষিসত্ত্বা, দেবসত্ত্বা, মনুষ্যসত্ত্বা ও পশু সত্ত্বাদি ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বা আছে বলিয়া যে শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, সকলি সত্য। মনে হয়, যে শাস্ত্রে সত্যই লিখিয়াছেন, যে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠত্ব হেতু, বৈশিষ্ট প্রবুক্ত ব্রাহ্মণই বেদজ্যোতিতে সমুজ্জ্বলিত হইয়া সর্ব্ববর্গের পূজনীয় হইয়াছেন। মনে হয়, যে ব্রাহ্মণ সাধারণ মনুষ্য হইতে এক পৃথক্ সত্ত্বা।

হে ব্রাহ্মণ! তুমি যে এত অলৌকিক জ্ঞানের ও পুণ্যের আধার ছিলে, ব্রহ্মণ্যদেবের কৃপা, তাহার মূল কারণ। তথাপি তোমারও তপস্যা কিছু কম ছিল না। ব্রহ্মণ্যদেবের কৃপা প্রার্থনায় তুমি এই সাধারণ মনুষ্য জন্ম ঘুচাইয়া ব্রহ্মজন্ম বা দ্বিজত্ব পাইবার জন্য যে কত প্রকারের প্রয়াস পাইয়াছিলে, তাহা বলা যায় না। তোমার জন্ম ও কর্ম্ম সকলি অমানুষিক ছিল। সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় কামবীজে তোমার জন্ম হয় নাই। তুমি গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবে বলিয়া তোমার জন্য দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ব্রহ্মচর্য্য ধারণ ও যাগ, যজ্ঞ, হোম প্রভৃতি আচরিত হইত—বেদোক্ত বিধানে নিষেকাদি কার্য্য সম্পাদিত হইত। গর্ভাবস্থায় তোমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা, অঙ্গন্যাসও করাঙ্গন্যাসাদিকালে বিবিধ প্রকারের সংস্কার সকল সম্পাদিত হইয়া তোমার দেহকে ব্রহ্মবাসের উপযুক্ত করিত। আগমোক্ত বিধান অনুসারে তোমার সমুদয় লীলাই সাধিত হইত। অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে—অতি শৈশবকালেই পিতা তোমাকে গুরুর নিকট উপনীত করিতেন—তোমাকে সমুদয় দেবতা ও ব্রহ্মের হস্তে সমর্পণ করিতেন—তুমি ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করিতে—অগ্নি, বায়ু প্রভৃতির নিকট যাহাতে সেই ব্রত অটল ও স্থায়ী রাখিতে পার—এই জন্য বারম্বার প্রার্থনা করিতে ব্রহ্মভাবে উপনীত করিবার জন্য অতি শৈশবকাল হইতেই তোমার দেহে সূত্রপাত হইত। তখন হইতেই তুমি দ্যুলোক, ভূলোক প্রভৃতি সমুদয় লোকের সহিত সহানুভূতি বিস্তার করিয়া যে জ্ঞানালোকে সমুদয় লোকই গ্রথিত আছে, যে জ্ঞানালোক হইতে আমাদের মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি বিকশিত হইতেছে—সেই জ্ঞানালোকের ধ্যান ও ধারণায় মন প্রাণ সংযত করিতে অভ্যাস করিতে।

হে ব্রাহ্মণ? আজীবন তোমার সেই ব্রহ্মব্রতের বা ব্রহ্মচর্য্যের কঠোরতা মনে হইলে বোধ হয়, নিশ্চয়ই সেই সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অমৃত স্বরূপ ব্রহ্ম তোমাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, নিশ্চয়ই কোন্ মহান্ জীবনের আভা তোমাতে পতিত হইয়াছে—যাহার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া তুমি এই মনুষ্য দেহ বিস্মৃত হইয়াছ—যাহার আকর্ষণে তুমি এই নশ্বর জীবনকে বিসর্জ্জন দিয়া—এই জীবনের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ—মায়া মমতা প্রভৃতি দেহধর্ম্ম সকলকে বিসর্জ্জন দিয়া—সাংসারিক বিষয় মমতা সকল তুচ্ছ করিয়া তুমি সেই অলৌকিক পন্থায় বিচরণ করিবার জন্য শৈশবকাল হইতেই কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতে লাগিলে। হে ব্রাহ্মণ! সে কি অসাধারণ জ্ঞানের স্ফূরণ! সে কি পূর্ণ আনন্দ! যাহার প্রেরণায় তুমি জগৎ সংসারের সুখকে তুচ্ছ করিয়া—ভোগলালসা বিসর্জ্জন দিয়া কৃচ্ছ্র ব্রতে দিনপাত করিলে! তুমি কিপ্রকারেই বা গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করিয়া বিলাসপ্রিয়া—রমণীকে ভোগলালসা হীনা করিয়া কৃচ্ছ্রব্রতে দীক্ষিতা করিয়া সহধর্ম্মিণী করিলে এই পত্নীব্রতপরায়ণ কালে ইহা চিন্তা করিলেও আমরা বিস্মিত থাকি। সেই জীবন্ত সত্য তোমাতে আবির্ভূত না থাকিলেই বা তুমি কি প্রকারে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব—এমন কি সমুদয় জনসমাজকে তোমার আত্মব্রতের অনুকূল করিলে? তোমার তো অর্থবল, লোকবল বা বাহুবল ছিল না, তথাপি—তুমি কি প্রকারে সেই ক্ষত্রিয় বীরের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপকে, বৈশ্যের অতুল বিষয়বিভবকে, এবং সাধারণ শূদ্রের লোক বলকে পারমার্থিক উদ্দেশে পরিচালিত করিলে? এক ব্রহ্মবল ব্যতীত ইহার অপর কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। তোমার ব্রহ্মবল এত অসীম ছিল যে অণিমা লঘিমা প্রভৃতি সিদ্ধি সকল তোমার করায়ত্ত ছিল। লোকে তোমার ব্রহ্মবল দেখিয়া স্ব স্ব বলকে ধিক্কার করিয়া সেই বললাভেই প্রয়াস পাইত।

পরন্তু হে ব্রাহ্মণ তোমার পূর্ব্বকথা স্মরণ ও বর্ত্তমান অবস্থা দর্শন করিলে মনে অসীম যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। মনে আর হয় না, যে ব্রহ্মসত্বা অপরাপর সত্ত্বা হইতে পৃথক্। সাধারণ মনুষ্যের ও মতিগতি যেরূপ, তোমার ও তদ্রূপ প্রায়। সুতরাং কোন্ নিদর্শনে তোমাকে এক্ষণে সাধারণ মনুষ্য হইতে নির্ব্বাচন করা যায়? কালমাহাত্ম্যে বিষয়ীর সংস্রবে আসিয়া—সংসর্গদোষে পতিত হইয়া সাধারণ মনুষ্যের সহিত তুমি এরূপ সমতাপ্রাপ্ত হইয়াছ, যে উত্তমতার আদর্শ আর তোমাতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অর্থ উপার্জ্জন করিয়া স্ত্রী পুত্র পরিবারকে লইয়া ভোগবাসনা চরিতার্থ করা সাধারণ মনুষ্যের জীবনের যেমন একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়াছে, তোমার ও প্রায় তাহাই। ব্রহ্মলাভকে তুমি আর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য মনে কর না এবং তোমার আচার ব্যবহারও তাহার অনুকূল নয়। সুতরাং তোমার উপর ভক্তি শ্রদ্ধা জন্মাইবে কেন? পূর্ব্বে তোমাতে সকল বিদ্যারই স্ফূর্ত্তি হইত, কিন্তু এক্ষণে তোমাতে কোন বিদ্যারই স্ফূর্ত্তি নাই। পূর্ব্বে নৌতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, যুদ্ধতত্ত্ব, অর্থতত্ত্ব প্রভৃতি সমুদয় তত্ত্বই তোমার করায়ত্ত ছিল, কিন্তু এক্ষণে এক তিথিতত্ত্ব জানাকেই তুমি তোমার বিদ্যার চরমসীমা মনে করিয়াছ! তোমার সেই সত্য নিষ্ঠা, সেই ব্রহ্মচর্য্য, সেই ত্যাগ স্বীকার, সেই সরলতা এক্ষণে কোথায়? সুতরাং লোকে তোমাকে আর আদর্শপুরুষ মনে করিবে কেন? হে ব্রাহ্মণ! তুমি পতিত হওয়াতেই আর্য্যসমাজ পতিত হইয়াছে? তুমি আপনি নিজেই সংস্কৃত বীর্য্যের—সংস্কৃত গর্ভের—সংস্কৃত দেহের ও সংস্কৃত মনের মর্ম্ম বুঝিতে

পারনা—নিজেই আপনার দ্বিজত্ব সম্পাদনে চেষ্টিত নও, তবে তুমি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের দ্বিজত্ব বিধান কি প্রকারে সম্পাদন করিবে? তুমি নিজেই আপনার ব্রত অটল রাখিতে সমর্থ নও, তবে অপরকে ব্রতভঙ্গের পাপ বুঝাইয়া দিলে সে তোমার কথা শুনিবে কেন? গৃহস্থাশ্রম এক্ষণে তোমার বিলাসাশ্রম হইয়াছে—উহা আর ধর্ম্ম উপার্জ্জনের ক্ষেত্র নয়; বিদ্যার জন্য তুমি আর বিদ্যার চর্চ্চা করনা; অর্থোপার্জ্জন ও ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থ করা তোমার বিদ্যার এক্ষণে মুখ্য উদ্দেশ্য। তুমি মুখে ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের উপাসনা কর, কিন্তু অন্তরে তুমি অর্থেরই উপাসক, সুতরাং তুমি ঘোর বিষয়ী হওয়াতে সমুদয় সমাজই বিষয়ী সমাজে পরিণত হইয়াছে। এ সমাজে আর জ্ঞান, ধর্ম্ম ও আচারের প্রাধান্য নাই—এ সমাজে এক্ষণে অর্থ প্রধান সমাজ হইয়াছে। সমাজে যে প্রকৃত বীর, প্রকৃত বিদ্বান্, প্রকৃত কবি, প্রকৃত ধার্ম্মিক, প্রকৃত অর্থবান্—প্রকৃত প্রভুপরায়ণ প্রভৃতি আর জন্ম গ্রহণ করেনা, সে কেবল আদর্শেরও শিক্ষার দোষ। গুরুকে যদি শিষ্যের পাপের ফলভাগী হইতে হয়, তাহা হইলে এ অতি যথার্থ কথা যে কলির ব্রাহ্মণের তুল্য পাপী আর নাই।

হে ব্রাহ্মণ! আজ ও আর্য্যসমাজের স্ত্রী শূদ্র বৈশ্য ক্ষত্রিয় সকলেই তোমার আজ্ঞাভার জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ বহন করিতেছে; আজ ও আহারে, বিহারে, স্নানে, হোমে, উপবাসে গৃহধর্ম্মে, জননও মরণাশৌচে—সমুদায় কার্য্যে তোমারই শাসন অনুসারে আর্য্যসমাজ শাসিত হইতেছে, কিন্তু তুমি এতই অচৈতন্য যে সামাজিক কোন বিষয়ে আর তোমার দৃষ্টি নাই। ঐ যে ক্ষত্রিয় শিশু যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করাকে পরম ধর্ম্মবোধে বাল্যকাল হইতে যুদ্ধ বিদ্যায় দীক্ষিত হইতেছে, ঐ যে বিধবা একাদশীর উপবাসে, অর্দ্ধাশনে—ব্রহ্মচর্য্যের কঠোরতায় ক্ষীণপ্রাণ হইয়া অতি কষ্টে জীবনভার বহন করিতেছে, আপনি না খাইয়াও তথাপি ঐ যে লোকে প্রতিদিন দেবতার জন্য আহার সংগ্রহ করিতেছে, ঐ যে কেবলমাত্র পিণ্ড দান বিবেচনায় লোকে যথার্থ উত্তরাধিকারী হইয়াও পিতৃধনে বঞ্চিত হইতেছে; এ সকলি তোমার শাসনে। তোমার পিতৃগণের শাসন আজও সমাজের গৃহে প্রাঙ্গনে, বহির্ভাগে সর্ব্বত্রই অবাহত রহিয়াছে। যে কেহ আমাদের উপর আধিপত্য করুক না কেন, কিন্তু তোমার সেই জ্ঞানসঙ্গত আধিপত্যের নিকট কাহারও প্রভুত্ব অটল ও স্থায়ী নয়। তোমারই মুখপানে তাকাইয়া শূদ্র আজও বিবিধ কষ্ট স্বীকার করিতেছে, তথাপি আপনার বর্ণমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিতেছে না। কিন্তু তুমি যদি বর্ণধর্ম্মের উপর নির্ভর করিতে না পারিয়া জীবিকার জন্য স্বধর্ম্ম ত্যাগী হইয়া চাকুরি বৃত্তি অবলম্বন করিতে যাও, তাহা হইলে তোমার ন্যায় পাপীবোধ হয়, জগতে আর কেহই নাই। যাহাতে সকলে সুখে স্বাধীন ভাবে পরলোক উদ্দেশে স্ব স্ব বৃত্তিতে সন্তুষ্ট মনে জীবন যাপন করে, একারণ বেদে কালধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে, তুচ্ছ সাংসারিক প্রলোভনে তুমি যদি সেই বেদাজ্ঞা অবহেলা কর, তাহা হইলে জ্ঞান আর কাহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিবে?

সুসন্তান হইবার উপায় কি?

(২)

একদেশ জাত উদ্ভিদ অপর দেশে রোপণ করিলে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা যত অধিক পরিমাণে করা যায়, পিতা প্রভৃতির দ্বারা প্রতিপালিত মাতৃহীন বালকের তদ্রূপ। কাশ্মীর প্রদেশ হইতে "জাফরাণের" গেঁড়ো আনিয়া আমাদের বঙ্গদেশে রোপণ করিয়া "জাফরাণ" উৎপাদন করিয়া ভোগ করিবার প্রত্যাশার সহিত পূর্ব্বোক্ত প্রত্যাশার ফল বৈলক্ষণ্য অতি অল্প, ফলের তারতম্য ও প্রায় সেইরূপ। যদিও আমরা কদাচিৎ এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাই, সে কেবলমাত্র বঙ্গদেশীয় আঙ্গুর ফলের ন্যায়; অর্থাৎ উপরে দেখিতে অনেকটা ভাল বলিয়া বোধ হয় কিন্তু স্বাদ অতীব অম্ল। এই যুক্তির অনুকূল উদাহরণ দেখিতে ইচ্ছা করিলে সামান্য অনুসন্ধান করিলেও দেখিতে পাইবেন যে সমাজের বাস্তবিক মাননীয় মহাত্মাদের মধ্যে অনেকেই মাতৃভক্ত। মনুষ্য মাত্রই (মনুষ্য কেন জীব মাত্রই) ইচ্ছা করিলে অপর ব্যক্তির শরীর হইতে তেজ আকর্ষণ করিতে এবং আপনার শরীরের তেজ অপর ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করাইতে পারে। অবশ্যই পরিমাণের তারতম্য বশতঃ ভাল মন্দ দুই ঘটিয়া থাকে। আজ কাল মিসমেরিজ্ম (Mesmarism) প্রভৃতি ক্রিয়ার ফলই ইহার সাধারণ দৃষ্টান্ত; পূর্ব্বকার "ঝাড়া ফুকো" ও অভিসম্পাত প্রভৃতি ও এই সকল ক্রিয়ার উন্নতাবস্থা মাত্র। এই প্রকার বিক্ষেপণ ও আকর্ষণ ক্রিয়ার একমাত্র অসাধারণ কারণ মনঃসংযোগ, অর্থাৎ মনোব্যতিরেকে এই বিক্ষেপণও আকর্ষণ ক্রিয়াফলবতী হইতে পারে না। সেই জন্য যাঁহার মনের স্থৈর্য্য প্রভৃতির আধিক্য যে পরিমাণে অধিক তিনি সে পরিমাণে উক্ত কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ইহাকে ইংরেজী ভাষায় Will force কহে। এই মনোবৃত্তির বলেই মাতৃভক্ত জীবগণ জননীর শরীর হইতে আবশ্যকীয় পদার্থ গ্রহণ করিয়া আপনি সর্ব্ব গুণান্বিত হইয়া উঠেন। এবং মানব নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন। এ জাতীয় আকর্ষণ কার্য্যের সহিত কোন কোন আকর্ষণ কার্য্যের—বিশেষ পার্থক্য আছে। কতকগুলি আকর্ষণ কার্য্য করিবার পূর্ব্ব হইতেই আমাদের অমুক ব্যক্তির শরীর হইতে অমুক পদার্থ আকর্ষণ করিব বলিয়া প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক হয়—অন্যথা আমরা সে কার্য্য যথা সময়ে সম্পন্ন করিতে পারি না। কিন্তু এ জাতীয় আকর্ষণ কার্য্যে সেইরূপ প্রস্তুত হইবার আবশ্যকতা নাই; ইহা এক প্রকার—অজ্ঞাতসারেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। কেবলমাত্র তাঁহাকে স্মরণ রাখিলেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। ভগবানের স্মরণাদিক্রিয়া দ্বারা সিদ্ধ হওয়া ও এই শ্রেণীর আকর্ষণ ক্রিয়ার ফল। এই আকর্ষণ ক্রিয়া দ্বারা স্তন্যত্যাগের পরেও মানবগণ মাতৃ শরীর জাত তেজোরাশি আকর্ষণ করিয়া আপন আপন যান্ত্রিক তেজ বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন। "সমা। গুণাভ্যাসোহি ধাতুনাং বৃদ্ধি কারণং" অর্থাৎ স্বজাতীয় বস্তুন সজাতীয় বস্তুর বৃদ্ধির কারণ। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে আমাদের শরীরে মাতৃজ অংশ অন্যান্য অংশ অপেক্ষা অধিক সঙ্খ্যক। কার্য্যতই মাতৃ শরীরাকৃষ্ট তেজই আমাদের শারীরিক

শক্তি বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। যিনি যে পরিমাণে শক্তিমান্ তিনিই যে সে পরিমাণে কার্য্যক্ষেত্রে উচ্চাসন অধিকার করিবেন ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

যে কোন স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হওয়াও, কেবলমাত্র পুরুষ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হওয়া অপেক্ষা অনেক ভাল, যেহেতু সমস্ত স্ত্রীলোকেরই প্রকৃতিগত সাধর্ম্ম্য থাকা প্রযুক্ত পূর্ব্বোক্ত পোষণ ক্রিয়া অনেক পরিমাণে হইয়া থাকে। স্ত্রীলোক মধ্যেও সজাতীয় স্ত্রীলোক হইলেই ভাল হয়, অভাবে উচ্চ জাতীয় স্ত্রীলোক হওয়া চাই। নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের হস্তে বালক বালিকার লালন পালনের ভারার্পণ করা কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে। পরস্পর যে জাতির মধ্যে যতটুকু প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকিবে, তাহাদের মধ্যে সেই পরিমাণে বিরুদ্ধভাব প্রবেশ করিয়া প্রতিপালিত বালক বালিকার স্বভাবের বৈলক্ষণ্য অবশ্যই ঘটাইয়া দিবে। এই প্রকার প্রাকৃতিক বৈলক্ষণ্য কোন জাতিয়ের সহিত সম্মিলনে কতটুকু উৎপন্ন হইতে পারে তাহা স্থির করিয়া বলিবার উপায় নাই। আমরা ব্রাহ্মণ গৃহে প্রতিপালিত ৪।৫টী নিম্নতর শ্রেণীর মাতা পিতা হীন ব্যক্তির চরিত্রানুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি তাহাদের চরিত্র ও মানস বৃত্তি সকল উচ্চ শিক্ষার অভাবেও তাহাদের সজাতীয়দিগের অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। অবশ্যই এই শ্রেণীয় লোক আমাদের সমাজে অতি বিরল, কাজেই আমরা উক্ত শ্রেণীর উদাহরণ প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিতে পারি না। কিন্তু উচ্চতর শ্রেণীর বালক বালিকাগণ নিম্নতর শ্রেণীর চাকরাণী প্রভৃতির হস্তে প্রতিপালিত হইলে কিরূপ স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হয়, তাহার উদাহরণ অপেক্ষাকৃত প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রকার উদাহরণ আজ কাল অনেক স্থলে পাইবার প্রধান কারণ, জননীগণের আলস্যপ্রিয়তা। তাঁহারা অনেক সময়ই বালক বালিকাদের আবদার প্রভৃতি বিষয় গুলিকে অতিশয় বিরক্ত জনক মনে করিয়া শিশুদিগকে বাটীর নিম্নতর শ্রেণীর ভৃত্যদিগের নিকট রাখাই শান্তির কারণ মনে করেন। এবং কার্য্যতঃও তাহাই করিয়া থাকেন। আমার বিশেষ পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে আমরা এরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে বালক বালিকাদের দুগ্ধ পান করান পর্য্যন্ত সামান্য চাকর বেহারার দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত হয় তো জনক জননীর সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ কারও ঘটে না; তৎপরেও ছেলে একটু কাঁদিয়া উঠিলে চাকরাণীর নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এরূপ ভাবে প্রতিপালিত শিশু যে স্বভাবতই তাহার পরিচারকের আচার ব্যবহারের অনুকরণ প্রিয় ইহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। বাল্যকাল হইতে এইরূপ ভাবে বর্দ্ধিত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও কার্য্যক্ষেত্রে অনেক সময় অতিশয় বিপন্ন হইয়া পড়েন। সামাজিক ব্যবহার প্রভৃতি দ্বারা উচ্চ শ্রেণীর লোক দিগকে সন্তুষ্ট করা তাহাদের পক্ষে একটী কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠে।

পিতা মাতা যে কেবল মাত্র জন্মের পর হইতেই সন্তানের উন্নতি অবনতির জন্য দায়ী তাহা নহে; সন্তানোৎপত্তির পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের সতর্ক হওয়া আবশ্যক। প্রথম হইতেই যদি তাঁহারা সাবধান হন, তাহা হইলে বোধ হয় সন্তানের অসদ্ব্যবহার মূর্খতাও প্রভৃতিতে পিতা মাতাকে দুঃখিত করিতে পারে না। পিতা মাতার শরীরবীজ যে সন্তানের শরীরোৎপত্তির একমাত্র কারণ তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত। শরীর যন্ত্র প্রভৃতির গঠন ও পরিমাণগত তারতম্য অনুসারেই যে মানবের কার্য্যকারিতার তারতম্য ঘটিয়া থাকে তাহাও বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। অতএব পূর্ব্ব হইতেই পিতা মাতার আপন আপন শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। তাহা হইলেই সন্তানদিগকে বহুবিধ বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারেন। অর্থাৎ সুস্থকায় জনক জননী হইতে যে সকল বালক বালিকা জন্মগ্রহণ করিবে তাহারা যে তদনুরূপ সুস্থকায় হইবে তাহার কোনই সন্দেহ নাই।

মহর্ষি বিশ্বামিত্রতনয় সুশ্রুতে বলেন—

'দোষাভিঘাতৈর্গর্ভিণ্যা যো যো ভাগঃ প্রপীড্যতে। স স ভাগঃ শিশোস্তস্য গর্ভস্থস্য প্রপীড়্যতে॥' অর্থাৎ গর্ভবতীর দোষে (বায়ু পিত্ত, কফ) কর্ত্তৃক শারীরিক যে কোন অঙ্গের পীড়া হয় গর্ভস্থ শিশুর ও সেই সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দোষ জন্মিয়া থাকে। এরূপ ঘটিবার যুক্তি পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি; ইহার প্রত্যক্ষ ফল বোধ হয় আপন আপন গৃহে অনেকেই অনুভব করিয়া থাকেন। সন্তান উৎপাদন করিতে হইলে দম্পতিব সুচারু স্বাস্থ্যরক্ষার ন্যায় অকাল সঙ্গম হইতে বিরত থাকা ও নিতান্ত আবশ্যক। মহর্ষি সুশ্রুতের মতে স্ত্রীর ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে তাহার সঙ্গে সন্তানোৎপাদনের অনুকূল মৈথুন প্রভৃতি কোন ব্যবহার করা উচিত নহে। পুরুষের পক্ষেও পঞ্চবিংশতি বর্ষ প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সকল ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত থাকা বিশেষ কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত যেরূপ আচার আপনার স্বাস্থ্য রক্ষায় অনুকূল, সেই প্রকার আচার সন্তানের পক্ষেও হিতকর।

বাগ্‌ভট বলেন—'পূর্ণ ষোড়শ বর্ষাস্ত্রী—পূর্ণ বিংশেন সংগতা। শুদ্ধে গর্ভাশয়েমার্গে রক্তে শুক্রে অনিলে হৃদি। বীর্য্যবন্ত সুতংসুতে ততোন্যুনা বয়োঃপুনঃ। রোগ্যল্পায়ুর ধন্যোবাগর্ভো ভবতিনৈববা॥' অর্থাৎ পূর্ণ ষোড়শ বর্ষিয়া স্ত্রী ও বিংশতি বর্ষিয় পুরুষের সংমীলনে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, সে সন্তান বীর্য্যবান অর্থাৎ ক্ষমতাশালী হইয়া থাকে কিন্তু তৎকালে শুক্র, শোনিত, গর্ভাশয়, বায়ু, শুক্র প্রবেশ পথ, বল প্রভৃতির বিশুদ্ধি থাকা আবশ্যক। পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট বয়ক্রম অপেক্ষা অল্পবয়সে যে উৎপন্ন সন্তান পীড়াগ্রস্ত, অল্পায়ুঃ, নিন্দার্হ হইয়া থাকে। *

* মহর্ষি সুশ্রুতের সঙ্গে আপাতত মহামতি বাগ্‌ভটের বিরোধ মনে করিতে পারেন কেন না তিনি বলিয়াছেন 'ঊন ষোড়শ বর্ষায়াম প্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্ যদ্যাধত্তে, পুমানগর্ভং গর্ভস্থঃ সাধপদ্যতে॥ জাতাবা ন চিরং জীবেৎ জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ তস্মাদত্যন্ত বালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥' বাগ্‌ভট বলিতেছেন বিংশতি বর্ষ বয়স্ক পুরুষ ও ষোড়শ বর্ষিয়া রমণীর সংমিলন হইতেই উৎকৃষ্ট সন্তান হইবে। বাস্তবিক উভয় মতে বিরোধ কিছুই নাই। কারণ বাগ্‌ভটের বিংশতি বর্ষ বলিবার উদ্দেশ্য যে যদি কোন ব্যক্তির বিংশতি বর্ষ বয়সে সম্পূর্ণ শারীরিক পুষ্টি লাভ হয় তিনি ষোড়শ বর্ষীয়া স্ত্রীর গর্ভাধান করিতে পারেন। কোন কোন পণ্ডিত বলেন পূর্ণ বিংশতি শব্দের লাক্ষণিক অর্থ পঞ্চবিংশতি

শারীরিকস্বাস্থ্যের ন্যায় গর্ভাধান কালে দম্পতির ও তৎপরে গর্ভিণীর মানসিক সদ্বৃত্তি রক্ষা ও সুসন্তানোৎপত্তির অন্যতম কারণ—চরক্ বলেন—

'গর্ভোপপত্তৌ তু মনঃ স্ত্রিয়া যং জন্তুং ব্রজেৎ তৎ সদৃশং প্রসূতে' অর্থাৎ গর্ভোৎপত্তি কালে রমণীর মনঃ যে প্রকার জন্তুতে নিবিষ্ট থাকিবে সেই গর্ভজাত শিশুর আচার ব্যবহার প্রভৃতিও সেই জন্তুর ন্যায় হইয়া থাকে। এই প্রকার মনোবৃত্তির বলে সন্তানের গৌর কৃষ্ণ প্রভৃতি বর্ণোৎপত্তি ও হইয়া থাকে। §

'—তত্র যায়া যেষাং বেষাং জল পদানাং মনুষ্যানং অনুরূপং পুত্রং আশাসীত সা সা তেষাং তেষাং জল পদানাং আহার বিহারোপচায় পরিচ্ছদান অনুবি ধীয়শ্ব ইতি বাক্যাস্যাৎ'—যে স্ত্রীলোক যে দেশীয় লোকের ন্যায় পুত্র ইচ্ছা করিবেন তাহাদিগকে তদনুরূপ দেশ বাসীর আকৃতি চিন্তা এবং তাহাদের আহার আচার প্রভৃতির অনুরূপ আহার আচার করিতে উপদেশ করিতে হইবে। এই উপায়ে পুত্রার্থিণী রমণীদের মন সেই সেই বিষয়ে নিবিষ্ট করাইয়া ইচ্ছানুরূপ বর্ণ ও আকৃতি বিশিষ্ট সন্তান উৎপাদন করাইতে পারা যায়। এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ ফল আমরা যাহা দেখিয়াছি তন্মধ্যে একটী ঘটনা উদাহরণ স্বরূপ লিখিতেছি—আমাদের কোন বিশেষ পরিচিত বন্ধুর দুইটী সন্তানের দুই প্রকার প্রকৃতি দেখিয়া আমরা তাহাকে দুইটী সন্তানের প্রকৃতি পার্থক্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন আমার প্রথম সন্তান গর্ভস্থ হইবার পূর্ব্ব হইতেই আমার সাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় সে বৎসর আমার এম, এ, পরীক্ষা দেওয়ার বাসনা হইলেও বাধ্য হইয়া বাড়ীতে থাকিতে হইয়াছিল, একারণে আমি ও আমার পত্নী উভয়েই বিশেষ চিন্তান্বিত থাকিতাম। একবার চুপ করিয়া থাকা কঠিন ব্যাপার বলিয়া আমরা উভয়েই বিরক্তির সঙ্গে সামান্য অধ্যয়ন করিতাম। আমার পূর্ব্ব সন্তানটীও ঠিক সেই প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। অধিক সময়ই বিমর্ষ থাকে, অধ্যয়ণ করিতে হয়, অধ্যয়ন করে, সে বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ নাই।

দ্বিতীয় সন্তান উৎপন্ন হইবার সময় আমার শরীরের অবস্থা ভাল থাকাতে আমরা উভয়েই বিশেষ উৎসাহ যুক্ত ছিলাম, বোধ হয় সেই জন্যই এটী বেশ উদ্যমশীল এবং সামাজিক ব্যবহায় পটু ও লেখা পড়া বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল হইয়াছে।

এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী ইয়ুরোপীয় ভদ্র মহিলা তাহার কোন আত্মিয়কে আপনার তিনটী সন্তানের ভিন্ন ভিন্ন মনোবৃত্তির সঙ্গে তাহার আপনার অবস্থাগত তারতম্যের সামঞ্জস্য দেখাইয়া অতি সুন্দর একখানি পত্র লিখিয়াছেন। তিনি যে সন্তানটী গর্ভে ধারণ করিয়া যে অবস্থাতে যে কার্য্য করিয়াছেন সন্তানগণ ও অবিকল সেই সেই কার্য্য পটু ও সেই সেই কার্য্য প্রিয় হইয়াছে।

সন্তানের বর্ণ ও প্রকৃতির সহিত পিতা মাতার খাদ্য খাদ্যেরও বিশেষ নৈকট্য সম্বন্ধ আছে অর্থাৎ পিতা মাতা সাত্বিক আহার করিলে সন্তান ও সাত্বিক হইবে। এখন আমরা শাস্ত্র ও যুক্তি উভয় উপায়েই দেখিতেছি যে সুসন্তান ও কুসন্তান আমাদের কার্য্যানুসারেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব আমাদের পক্ষে সন্তান উৎপাদনের উপায় কি? এই বলিয়া অস্থির হওয়া অথবা অদৃষ্টে নাই সুসন্তান হইল না বলিয়া হতাশ হওয়া কোন ক্রমেই যুক্তি সঙ্গত নহে। কার্য্য সকল অবশ্যই কারণানুরূপই হইবে এই কথা স্মরণ করিয়া যিনি যেরূপ সন্তান বাসনা করেন তাঁহার পক্ষে তদনুরূপ কারণ সংগ্রহ করা আবশ্যক। আমি ২।৪টি গল্প বলিয়া সামান্য বিষয়ের ন্যায় যাহা কিছু বুঝাইয়া দিলাম ইহাও এ বিষয়ের প্রচুর কারণ নির্দ্দেশ নহে, প্রাচীন মহর্ষিদের মতানুসরণ করিয়া সুসন্তানের চেষ্টা করা বিশেষ কর্ত্তব্য। আমরা সর্ব্বদাই তাঁহাদের আদেশ প্রতিপালন করিয়া সুফল ভোগ করিয়া থাকি এই জন্য ঋষি-বাক্য মাত্রই আমাদের নিকট প্রিয়তম বলিয়া বোধ হয়। আয়ুর্ব্বেদীয় পুংসবন ক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ ফল ও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি।

শ্রীমণিমোহন সেন গুপ্ত।

আহার।

দেশভেদে মনুষ্য সর্ব্বভুক্। এই সর্ব্বভুক মনুষ্যের মধ্যে হিন্দু আহার বিষয়ে সবিশেষ সংযত এবং বিজিতলোভ। পৃথিবীর নানাস্থানে নানা জাতীয় মনুষ্য বাস করিয়া থাকে, প্রায়শঃ অধিকাংশ মনুষ্যেরই আহারে বাঁধাবাঁধি বিশিষ্টরূপ নিয়ম নাই। মুসলমান শাস্ত্রে কোন কোন মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ আছে; কিন্তু সে নিষেধের ভিত্তি তত দৃঢ়তর নয়। সেই নিষিদ্ধ মাংসাদিসমগুণউদ্ভিজ্জ পদার্থ সে শাস্ত্রে প্রতিষিদ্ধ হয় নাই। হিন্দুশাস্ত্রে মাংসাদি যেমন নিষিদ্ধ, সেইরূপ রজস্তমোগুণসম্পন্ন আমিষ ভাবাপন্ন শাক, শবজি, ফলমূল—অধিক কি তাদৃশ জল পর্য্যন্ত প্রতিষেধের বিষয়রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। সংযত আহার বলে একমাত্র হিন্দুই প্রকৃত নিবৃত্তিমার্গের অধিকারী।—অন্যে নহে,—এটী গোঁড়ামী অনেকে বলিয়া থাকেন। ফলতঃ এ গোঁড়ামী হিন্দুর ভূষণ।

হিন্দু যেমন দ্রব্যগুণসম্বন্ধে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন; কোন জাতিরই এরূপ সৌভাগ্য সংঘটিত হয় নাই। আজ কাল দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে যাহা কিছু অন্য জাতির অভিজ্ঞতা লক্ষিত হয়! তাহাও হিন্দু শাস্ত্রের অনুবাদলব্ধ ধন। সেই উচ্ছিষ্টভোজী পাশ্চাত্যবাসীকে হিন্দুর প্রতিদ্বন্দীপদে প্রতিষ্ঠিত করা অতিমাত্র সাহসের কর্ম্ম। হিন্দুর বেদে দ্রব্যগুণ অনুস্যূত, হিন্দুর পুরাণে দ্রব্যগুণ গ্রথিত, হিন্দুর ইতিহাসভারতে দ্রব্যগুণ প্রদীপ্ত, হিন্দু

গ্রহণ করিতে হইবে, অন্যথা ঋষি বাক্যের সহিত বিরোধ হইয়া উঠে, এরূপ বিরোধ করা বাগভটের ইচ্ছা নহে।

† আমার পরিচিত একটী বাঙ্গালি বাবু সস্ত্রীক কিছু সাহেব প্রিয়ছিলেন। তাঁহার পত্নী যে কয়টী সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন প্রত্যেকটীরই বর্ণাকৃতি ইয়ুরোপীয়ের ন্যায় হইয়াছিল। বৈলক্ষণ্যের মধ্যে ইহাদের কেশ প্রভৃতি শুভ্রবর্ণ হইয়াছিল।

সংহিতায় দ্রব্যগুণ উজ্জলবর্ণে চিত্রিত, হিন্দুর চিকিৎসশাস্ত্রে সেই দ্রব্যগুণ সত্য বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এ হেন দ্রব্য গুণের খাতিরে হিন্দুর আহার উৎকৃষ্টতম—ইহার অস্বীকার নিতান্ত ধৃষ্টতা ও আমিষলোলুপবিড়ালবৃত্তির পরিচায়ক।

হিন্দুর চিকিৎসার গুণ গাইব, হিন্দুর জ্যোতিষের প্রশংসা করিব, হিন্দুর সতীত্বের সুখ্যাতি করিব, হিন্দুর ভক্তির উৎকর্ষ স্বীকার করিব, হিন্দুর দাম্পত্যপ্রেমে মুগ্ধ হইব, অধিক কি—হিন্দুর সমস্তই ভাল বলিব, ভাল বলিব না কেবল—হিন্দুর শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত আহার। এই ধারণাই সমস্ত অনর্থের মূল এবং পশ্বাদিবৎ স্বাভাবিক বৃত্তির দাসত্বব্যঞ্জক।

কালের কুটিল চক্রক্রমণে, ভারতের ভাগ্য বিপর্য্যয়ে কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত—প্রায় সকল সম্প্রদায় শাস্ত্রসম্মত আহারে বীতস্পৃহ হইয়াছেন। তাঁহারা স্থূলদর্শনে যদৃচ্ছাহারী ইংরেজ বর্গের বলপুষ্টির আবছায়া দেখিয়া তদনুকরণে সর্ব্বদা প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা—বঙ্গবাসীর অকাল মৃত্যুর প্রধান কারণ মাংসাদি অবহুল ভোজন। অবাধবাণিজ্যের প্রধান অন্তরায় আহারবিচার।

ইংরেজ মুসলমান প্রভৃতির সহিত সম্প্রীতির প্রবল প্রতিবন্ধক যবনের অসংসৃষ্ট ভোজন। এবং চিররুগ্ন হইয়া জীর্ণ শীর্ণাবস্থায় অবস্থিতিরও প্রধান কারণ শাস্ত্রে সঙ্কুচিত আহার। সহজ জ্ঞানে, পাশ্চাত্য শিক্ষা স্থূলভজ্ঞানে এবং সংসর্গগুণে অনেকে এইরূপ বিকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন। আজ বিকৃত সিদ্ধান্তের আলোচনে যথামতি প্রয়াস পাইব।

সমস্ত আহার্য্যবস্তুতে সত্ত্ব, রজ ও তমঃ—এই তিনটী গুণ নিহিত আছে। আহর্ত্তা মনুষ্যমাত্রেরই হৃদয়ে আহার্য্য দ্রব্যগুণ সদৃশ গুণত্রয় বিরাজমান রহিয়াছে। সত্ত্বগুণের আহার সত্ত্বগুণাবলম্বীর প্রিয়। রাজস ও তামস প্রকৃতি মনুষ্যের তত্তৎ গুণযুক্ত আহার প্রীতিপ্রদ। অতএব আহার্য্য বস্তু বিশেষের প্রিয়তা ব্যক্তিবিশেষনিষ্ঠ সত্ত্বাদি গুণ নিচয়ের পরিচায়ক। গীতায় কথিত আছে—

"আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাহৃদ্য আহারাঃ সাত্ত্বিকাঃ প্রিয়াঃ॥

জীবিত কাল, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, চিত্তপ্রসাদ, অভিরুচিবর্দ্ধক, সরস, ঘৃতবহুল, শরীরের হিতোপকারক ও হৃদয়গ্রাহী আহার সাত্ত্বিক প্রকৃতির প্রিয়।

"কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥"

অতি কটু, অতিলবণ, অত্যম্ল, অত্যুষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতিরুক্ষ ও বিদাহীবস্তু রাজসপ্রিয়। রাজসভোজন দুঃখ, শোক ও রোগের উৎপাদক।

"যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চযৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥"

অসম্পূর্ণপক্ক, নিষ্পীড়িত সার, দুর্গন্ধি, দিনান্তর পক্ক উচ্ছিষ্ট ও অমেধ্য আহার তামসিক লোকের প্রিয়। এই হইল—প্রকৃতি সঙ্গত আহারের প্রিয়তা। এই প্রিয়তা আহারের নিয়ামক হইলে পদে পদে অনর্থ সঙ্ঘটিত হইতে পারে। অধুনা কাল অনেকের মত প্রকৃতি অনুসারে আহার নির্ব্বাচন করা উচিত। কিন্তু বিবেকশক্তির পরিচালনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, প্রকৃতিপ্রণোদিত আহার পথ্য নয়। যেমন স্বাভাবিক কামাদি প্রবৃত্তির পথের পথিক হইলে প্রেয়োলাভ করিতে পারা যায় না প্রত্যুত মহতী অনর্থ পরম্পরা সঙ্ঘটিত হয়, সেইরূপ প্রকৃতিসম্মত আহার অনর্থ প্রসব করে। কৃপাবান্ ভগবান্ এই অনর্থ পরিহারের জন্য মনুষ্যকে বিবেক বলে বলীয়ান্ করিয়া পশু হইতে পৃথক করিয়াছেন। এখন দেখা যাক, বিবেক কিরূপ আহার করিতে বলে।

সকলেই দুঃখশান্তির জন্য যাবতীয় ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে। যে কার্য্যে দুঃখের শান্তি হয় না, সে কার্য্যে অবিকৃত স্বভাব কোন ব্যক্তিরই প্রবৃত্তি হয় না। ইহার দৃষ্টান্তপ্রদর্শন নিষ্ফল। সুতরাং আহারে ক্ষুধা জনিত দুঃখ দূর হয় বলিয়া আমরা আহার করিয়া থাকি; নতুবা কেহই এত কষ্ট স্বীকার করিয়া এত আড়ম্বর করিয়া আহার করিত না। সেই ক্ষুন্নিবৃত্তি যাবতীয় আহারে সংঘটিত হইতে পারে। রাজসিক প্রকৃতির সাত্ত্বিক ও তামসিক—উভয় আহারেই ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে পারে। সাত্ত্বিকাদি প্রকৃতিরও উভয়বিধ আহারে ক্ষুধাজনিত কষ্ট উপশমিত হয়। ইন্দ্রের আহুতিপানে যেরূপ ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, শূকরের বিষ্ঠাভোজনেও সেই প্রয়োজন সাধিত হয়। অতএব অকিঞ্চিৎকর ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য প্রতিষিদ্ধ বস্তু ভোজন করিবার প্রয়োজন নাই।

যেরূপ দুঃখদূর করিবার ইচ্ছা, সুখপ্রাপ্তির ইচ্ছা সেইরূপ বলবতী। ক্ষুধার দুঃখ দূর করিবার জন্য যেরূপ বুভুক্ষা হয়, সেইরূপ উপাদেয় বস্তু ভোজনজনিত সুখের জন্য তাদৃশী প্রবৃত্তি জন্মে। লোকে দেখা যায় বটে, ক্ষুধা নিবৃত্তির অনন্তর আকণ্ঠপুরিত আহারের পরও উপাদেয় বস্তুর বুভুক্ষা হয়;—কিন্তু এই বুভুক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া অনেক রুগ্ন হয়। সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ হয়। নৈষধকার লিখিয়াছেন—

'অপাং হি তৃপ্তায় ন বারিধারা স্বাদুঃসুগন্ধিঃ স্বদায় তুষারা।

পিপাসা শান্তির পর আর সুস্বাদু, সুগন্ধি ও সুশীতল জলও ভাল ভাগে না। সেইরূপ ক্ষুন্নিবৃত্তি হইলে আর আহারে সুখ হয় না। তবে যে লোকে আহার করে, সে কেবল লোভের কিঙ্কর হইয়া। যেখানে ক্ষুন্নিবৃত্তি, সেই খানেই সুখোৎপত্তি। ক্ষুন্নিবৃত্তি, সুখোৎপত্তি যেমন যাবতীয় আহারে সম্পাদিত হইতে পারে সেইরূপ আহারজনিত সুখও সমস্ত আহারে সম্পন্ন হয়। অতএব সে সুখের তরেও প্রতিষিদ্ধ আহারের কোনও প্রয়োজন নাই। যদি লোভের কথায় আকাশ ধরিতে যাও, তাহা হইলে সুখের আকাশ ধরা দূরে থাক, নিষ্ফল শ্রান্ত হইয়া অবশেষে বিশ্রামার্থ অশান্তির ক্রোড় আশ্রয় করিতে হইবে। কাচে কাঞ্চন ভ্রম হইলে কাচ কখন কাঞ্চন হয় না। সেইরূপ পর্য্যাপ্ত আহারের উপর সুখাশায় আহার করিলেও সুখ হয় না।

আহারে অবান্তর প্রয়োজন বলপুষ্টি সাধন। সেই বলপুষ্টি

দ্বিধাবিভক্ত—শরীরগত ও মনোগত। শরীর ও মন উভয় ভৌতিক পদার্থ। শরীর ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য মন অতীন্দ্রিয় পদার্থ—এই মাত্র পার্থক্য। ভুক্ত বস্তুর দ্বারা যেরূপ শারীরিক বলাধান ও পোষণ হয়, সেইরূপ মানসিক বলপুষ্টি ও সাধিত হইয়া থাকে। ইহার প্রমাণ ছান্দোগ্যোপনিষৎ—যথা;

"অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে। তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎ পুরীষং ভবতি। যো মধ্যম স্তন্মাংসং। যো হনিষ্টস্তন্মনঃ।

আপঃ পীতা স্ত্রেধা ভবতি। তাসাং যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তন্মূত্রং ভবতি। যো মধ্যমস্তল্লোহিতং। যোঽনিষ্ঠঃ স প্রাণঃ। তেজো হশিতং ত্রেধা ভবতি। তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তদস্থি ভবতি। যো মধ্যমঃ স মজ্জা। যোঽনিষ্ঠঃ সা বাক্। অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ। আপোময়ঃ প্রাণঃ। তেজোময়ী বাগিতি।

ভুক্ত অন্ন জঠরাগ্নি দ্বারা পচ্যমান হইয়া ত্রিধা বিভক্ত হয়—স্থূল, মধ্যম, ও সূক্ষ্ম। তাহার মধ্যে স্থূল ধাতু বিষ্ঠারূপে পরিণত হয়। মধ্যম ধাতু রস রক্তাদিরূপে পরিণত হইয়া পরিণামে মাংসরূপ ধারণ করে। সূক্ষ্ম ধাতু হৃদয়গত সূক্ষ্ম হিতাখ্য নাড়ীতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া মনোরূপে পরিণত হয়।

সেইরূপ পীত জলেরও স্থূল, মধ্যম ও সূক্ষ্ম—এই তিন অংশ হয়। তাহার মধ্যে স্থূল অংশ মূত্ররূপে পরিণত হয়। মধ্যমাংশ লোহিতরূপে পর্য্যবসিত হয় এবং প্রাণরূপে সূক্ষ্মাংশের পরিপাক হয়।

ভুক্ত তৈল ঘৃতাদি তৈজসিক পদার্থও ত্রিধা বিভক্ত হইয়া থাকে। তাহার স্থূলাংশে অস্থির পোষণ হয়। মধ্যমাংশে মজ্জা এবং সূক্ষ্মাংশে বাক্ শক্তির পুষ্টি সম্পাদিত হয়। অতএব হে সৌম্য! অন্নময় মনঃ, জলময় প্রাণ এবং তেজোময়ী বাক্। ইহা দ্বারা প্রমাণীকৃত হইল যে মানসিক বল পুষ্টিও ভুক্তান্নসাপেক্ষ। যেরূপ আহারে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ মঙ্গল সাধিত হয়, সেইরূপ আহার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যখন অনিষিদ্ধ আহারে শরীরের ও মনের বলাধান ও পোষণ সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে, তখন নিষিদ্ধ ভোজন নিষ্প্রয়োজন। প্রত্যুত যেমন কুচিকিৎসকের চিকিৎসার উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার হয়, সেইরূপ আমিষাদি নিষিদ্ধ ভোজনে ইষ্টের বিনিময়ে অনিষ্ট সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। আমিষাদি অনিষ্ট সাধক বলিয়াই শাস্ত্রে প্রতিষিদ্ধ, হইয়াছে নতুবা প্রতিষিদ্ধ বলিয়া অনিষ্টোৎপাদক বলিতেছি না। ভোজ্যবস্তুতে যে গুণ নিচয় থাকে, ভোজকের শরীর ও হৃদয় সেই উপদেশে গঠিত হয়। ভোজ্য বস্তুতে যেরূপ বাহ্যদেহ গঠিত হয়, অন্তর দেহমনও সেইরূপ গঠিত হইয়া থাকে। নিরামিষ পদার্থে হিংসা কাম প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি প্রপঞ্চ থাকে না, সুতরাং তদ্বস্তু ভোজনে ঐসকল কুপ্রবৃত্তির পোষকতাও সবলতা হয় না। নিরামিষ ভোজীও সামিষ ভোজীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমার কথা প্রমাণিত হইবে। নিরামিষ ভোজী বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত সৎপ্রবৃত্তিশালী। হিংসাদ্বেষ প্রভৃতি তাঁহাদের অন্তর তত অধিকার করিতে পারে না। নিরামিষ ভোজী শিখ সম্প্রদায় শক্তিশালী সচ্চরিত্র এবং বাঙনিষ্ঠাবান্। অন্তর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও ঐ কথা প্রতিপন্ন হইবে। হস্তী, অশ্ব, সিংহাদি অপেক্ষা বলবান্ এবং চরিত্রবান্, অথচ হস্তী, অশ্ব আমিষ ভোজন করে না। ২।৪ টী সিংহ একত্র অবস্থান করিতে পারে না। সহস্র সহস্র হস্তি অশ্ব একত্রাবস্থান করে। পরস্পরের দ্রোহ করে না, বরং পরস্পরের সাহায্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বোধ হয়, ইংরেজবর্গ আমিষ ভোজন বলেই একান্নবর্ত্তী পরিবারবর্গে সহবাস করিতে পারে না। আজ কাল ইংরেজবর্গের, অনুকরণে গঠিত সমাজ হিন্দুবর্গও তাহারই অনুসরণ করিতেছে। আমিষ ভোজী কুম্ভীর প্রভৃতি জলচর জন্তুও সজাতি দ্রোহী, হিংস্রক ও অসচ্চরিত্রতার আকর। অনেকের ধারণা, আমিষ ভোজনে শারীরিক বল বেশী হয়, তাহাও নিতান্ত ভ্রম বিজৃম্ভিত। নিরামিষ ভোজী শিখ সৈন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এভ্রম প্রমাণিত হইবে। সিংহ অপেক্ষা হস্তী, অশ্ব, মহিষ প্রভৃতি বলবান। অতএব ভোজ্যগত পার্থিবাংশ ভোজকগত পার্থিবাংশের, জলীয় অংশে জলীয় প্রকৃতির, তৈজসিক অংশে তৈজসিক প্রকৃতির, বায়বীয়াংশে বায়বীয় পদার্থের, হিংসাদি ভাবাপন্নাংশে হিংসাদি ভাবের উপচয় হয়। অধিকাংশ পার্থিব পদার্থে তমোগুণের আধিক্য থাকে বলিয়াই শস্যভোজী গবাদি অত্যন্ত তমোগুণসম্পন্ন হয়। এই কারণে যোগী ঋষিগণ ঘৃত বহুল বস্তুর ভোজন করিয়া থাকেন এবং পার্থিব শস্যাদি বস্তু বাছিয়া বাছিয়া ভোজন করেন। যাহা পারিভাষিক আমিষ তাহার পরিহার করেন। শাস্ত্রও পারিভাষিক আমিষ ভোজন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। হবিষ্যাশী হইলে পারিভাষিক আমিষের হাত হইতে নিস্তার লাভ করা যায়। ইহার দ্বারা প্রতিপাদন করা হইল, বলপুষ্টির জন্য আমিষ ভোজন করা উচিত নয়।

ভোজনের অপর উদ্দেশ্য দীর্ঘ জীবন। যেরূপ ভোজনে দীর্ঘজীবী হওয়া যায় সেইরূপ ভোজন করা উচিত। পরম কারুণিক ঋষিসম্প্রদায় ভ্রমপ্রমাদ পরিশূন্যভাবে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিধি, নিষেধ করিয়াছেন। শাস্ত্রীয় আহার ব্যতীত দীর্ঘজীবন লাভ করা যায় না। বিশেষতঃ আমিষ ভোজী পশুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সমস্তই সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। সিংহাদি হিংস্রক জন্তু অপেক্ষা হস্তী প্রভৃতি দীর্ঘজীবী। আমিষলোলুপ বিষয়ী লোক অপেক্ষা নিরামিষ ভোজী ত্রৈলিঙ্গস্বামী প্রভৃতি যোগী ঋষি দীর্ঘজীবী। সত্যাদিযুগে নিরামিষ ভোজন বলে লোকে দীর্ঘজীবী ছিল এবং আমিষ ভোজন জনিত অনিষ্টপাত তাহাদের সংঘটিত হইত না। অতএব দীর্ঘজীবনের জন্য আমিষ ভোজন করিয়া পাপ সংগ্রহ যুক্তি বিগর্হিত।

আহারের আর একটী উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য সাধন। সে সৌন্দর্য্য সাত্ত্বিক আহারেই সিদ্ধ হইতে পারে। আত্মলীন সৌন্দর্য্য তিন প্রকার—শরীরগত চরিত্রগত ও স্বরগত। জগতের সকলেই এই ত্রিধাবিভক্ত সৌন্দর্য্য প্রয়াসী। সৌন্দর্য্যে সাধুর চিত্তাকর্ষণ করা যায়। সৌন্দর্য্যে রমণীরমণ হওয়া যায়। অধিক কি—স্বরগত সৌন্দর্য্যের প্রসাদে ভূতভাবন ভগবানের ও প্রসন্নতালাভ করা যায়। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে—সাধক রামপ্রসাদ যখন

শ্যামাবিষয়ক গান গাইতে গাইতে বেড়া বাঁধেন, তখন একদিন শ্যামা স্ত্রীবেশে তাঁহার রজ্জু ফিরাইয়া দেন। সেই গানের কারণ স্বরগত সৌন্দর্য্যের জন্য কোন্ পাষাণ-হৃদয় প্রয়াসী নয়? অতএব যেরূপ আহারে তাদৃশ সৌন্দর্য্যের যোগক্ষেম সিদ্ধ হয়, সেইরূপ আহারই সকলের অভিপ্রেত ও কর্ত্তব্য। কিন্তু নিষিদ্ধ ভোজী সে সৌন্দর্য্যের অধিকারী হইতে পারে না।

গৃধ্র, শকুনি ও শুকপক্ষীর প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে—কি শরীরগত সৌন্দর্য্যে কি চরিত্রগত সৌন্দর্য্যে কি স্বরগত সৌন্দর্য্যে গৃধ্র শকুনি অপেক্ষা শুকপক্ষী অধিক সৌন্দর্য্যশালী। গৃধ্র শকুনি প্রভৃতির আমিষভোজন, শুক পক্ষীর নিরামিষ-ভোজনই এই সৌন্দর্য্যবিপর্য্যয়ের প্রধান কারণ। এইত গেল, খেচরের কথা। একবার জলচরের প্রতি দৃষ্টিপাত কর তথায়ও এই নিয়ম অব্যাহতরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, কুম্ভীর অপেক্ষা মৎস্য সুন্দর। স্থলচরেও এই নিয়ম।—সিংহ অপেক্ষা গবাদি দেখিতে ভাল। স্বরও অপেক্ষাকৃত মধুর। চরিত্রগত সৌন্দর্য্যেও গবাদি শ্রেষ্ঠ। কেন না সিংহ স্ব সমাজ দ্রোহী। গবাদি সমাজ ব্যতীত থাকিতে পারে না। এই বিরুদ্ধ পশুদ্বয়ের চরিত্রগত অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সে লক্ষ্য সকলেই করিয়া থাকেন, সুতরাং তাহার উল্লেখ পুনরুক্তিপ্রায়। ইহা দ্বারা প্রতিপাদিত হইল, আমিষভোজী স্বরমাধুর্য্যের অধিকারী হয় না।

মনুষ্যের ভোজনের সমস্ত উদ্দেশ্যই নিরামিষভোজনে সাধিত হয়। চিরারোগ্য, বল, পুষ্টি, সচ্চরিত্রতা, সামাজিকতা, দীর্ঘ-জীবন, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি সমস্তই নিরামিষভোজীর অনায়াস লব্ধ। বিশেষতঃ নিরামিষ ভোজীর লাবণ্য, সলজ্জতা, বিনীততা পরোপকারপ্রিয়তা, বিশ্বপ্রেমিকতা, অক্রুদ্ধতা অতীব হৃদয়হারী। তাই বলি—একবার নিরামিষভোজী হইয়া দেখিলে হয় না?

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশ, স্মৃতিতীর্থ

ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্তির প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা!

কায়স্থ বংশসম্ভূত কোন একটী হিন্দু সন্তান বিলাতী বিদ্যা অধ্যয়ন করিবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করিয়া তথায় দুই তিন বৎসর বাস করেন। তৎকালে তিনি খ্রীষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া এবং ইংলণ্ড দেশীয় একটী যবনী বিবাহ করিয়া প্রকাশ্য ভাবে হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তৎপরে উক্ত যবনী স্ত্রীকে লইয়া তিনি এদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্ত্রী পুরুষে খ্রীষ্টানী ও যবনোচিত আচার ব্যবহার ও পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সংসারধর্ম্ম করিতে থাকেন এবং এই অবস্থায় তাহাদের তিনটী সন্তান জন্মিয়াছিল। এই প্রকারে দ্বাদশ বর্ষের উর্দ্ধকাল অতীত হইলে পর উক্ত যবন রমণী অসহ্য দুর্ব্যবহার ও অত্যাচার ও নৃশংসতা হেতুবাদে বিবাহ বন্ধন ছেদন করিবার জন্য হাইকোর্ট অরিজিনাল বিভাগে উক্ত স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলে বাদিনীর অনুকূলে ডিক্রী হইয়া ম্লেচ্ছদেশের ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মের নিয়ম অনুসারে তাহাদের স্ত্রী পুরুষ ভাব খণ্ডন হইয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় জিজ্ঞাস্য এই যে এক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দু-ধর্ম্মাচার ভ্রষ্ট উক্তব্যক্তি ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পুনরায় পূর্ব্বের মত সমাজে গৃহীত ও ব্যবহার্য্য হইতে পারে কি না?

প্রশ্নের ভাবেই প্রতীয়মান হয়, যে ঐব্যক্তি অন্ত্যজান্ন ভক্ষণ অন্ত্যজ স্ত্রীগমন ও ধর্ম্মত্যাগ এই সকল গুরুপাপে দূষিত হইয়াছেন, এবং এ সমস্ত পাপই তাঁহার জ্ঞান কৃত ও বহুকালব্যাপী এবং উক্ত পাপত্রয় অগণ্যবার আচরণ করিয়াছেন। এই ব্যক্তিকে যে, কোন ও মতেই হিন্দুসমাজে গ্রহণ করিয়া পুনরায় পূর্ব্বের মত ব্যবহার করা উচিত নহে, তাহা ধর্ম্মশাস্ত্র সম্মত ও নিবন্ধকারদিগের অনুমোদিত এবং সদ্যুক্তি সঙ্গত ও বটে।

হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, জ্ঞাতি কুটুম্ব, ও স্বজাতি সমাজ সকলের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হইবে, আত্মীয়তা থাকিবে না, এমন কি কেহই তাহার সহিত সংসর্গ করিতে পারিবে না, তাঁহার কৃতকার্য্যের যে এইরূপ ফল, তাহা তিনি অবশ্যই জানিতেন। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে এই সকলকে পরিত্যাগ করিতে হইবে ইহা বুঝিবার শক্তি তাঁহার নিশ্চয়ই জন্মিয়াছিল। মাতা পিতা আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি হিন্দুসমাজস্থ সকলেই তাঁহার ধর্ম্মত্যাগে দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইবেন এরূপ জ্ঞানের বয়স তাঁহার তৎকালে ছিল।

এক্ষণে একবার অনুধাবন করিয়া বিবেচনা করুন এ লোকটি কিরূপ। কেবলমাত্র অর্থকরী বিদ্যার চাকচিক্যে পাশ্চাত্য বিলাসিতার কুহকে পড়িয়া, শ্বেতাঙ্গিণী ম্লেচ্ছ রমণীর রূপমোহে মুগ্ধ হইয়া পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি সকলকে পরিত্যাগ করিতে তাঁহার দুঃখ হইল না। যাঁহার চিত্তে দয়ামায়া বা মমতা, ভক্তি শ্রদ্ধা বা স্নেহ থাকে সে ব্যক্তি কেমন করিয়া সকলকে চিরকালের জন্য ত্যাগ করিয়া তাহাদের ও হিন্দুসমাজের মস্তকে পদাঘাত করিয়া কুল ও জাতি ধর্ম্মত্যাগ করিলেন?

এই ব্যক্তির চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে সহৃদয় ও সদ্‌বিবেচক লোকের মনে কেবল ঘৃণাভাবের উদয় হয়। এরূপ আত্মম্ভরি পশ্চাচারী লোককে সমাজে পুনরায় গ্রহণ করার প্রবৃত্তি বিবেচক ভদ্রলোকের মনে কিরূপে উদয় হইতে পারে?

উহাকে সমাজে লওয়া দুইএর এক কারণে হইতে পারে। এক সমাজের উপকার, দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তির উপকার।

এরূপ উচ্ছৃঙ্খল যথেচ্ছাচারী ব্যক্তিকে সমাজে লইলে হিন্দু-সমাজের ঘোরতর অনিষ্ট ভিন্ন উপকার তো কিছুমাত্র দেখা যায় না। যদি হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার বজায় রাখিতে হয়, তাহা হইলে তদাচার ভ্রষ্ট ব্যক্তিকে পুনরায় তাহাতে প্রবেশ করিতে দিলে সেই আচারের অসারতা প্রতিপন্ন করা হইবে। যাহাদের ঐ আচারে প্রকৃত আন্তরিক শ্রদ্ধা নাই, তাহারাই এরূপ গ্রহণ অনুমোদন করিতে পারেন, এবং সকলে এক যোগে ঐ আচার উঠাইয়া দেন এরূপ অভিপ্রায়ও কেহ কেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। বস্তুগত্যা আচারই হিন্দু সমাজের মূল ভিত্তি, আচারে শ্রদ্ধার অভাব হইলেই হিন্দু সমাজ ধ্বংস হইবে ও ম্লেচ্ছভাব প্রবর্ত্তিত হইবে। যদি খ্রীষ্টান হইয়া খ্রীষ্টানী বিবাহ করিয়া সকল প্রকার অনাচারে বহুকাল কাটাইয়া আবার হিন্দু হওয়া যায়, তাহা হইলে হিন্দুয়ানির পৃথক্ অস্তিত্ব কেমনে থাকে। হিন্দুয়ানি ও জাতিভেদ একই পদার্থ, আচারই জাতি-ভেদের মূল কারণ। পশুসাধারণপ্রবৃত্তি সকলের দমনই হিন্দুমতে সদাচার, তাহারই তারতম্যে উচ্চ ও নীচ জাতি। ভোজন ও মৈথুন দুইটী পশুপ্রবৃত্তি, এই দুয়ের সংযম ও দমন হিন্দুয়ানির মতে প্রাধান্যের হেতু। ঐহিক সুখের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া পারলৌকিক সুখবৃদ্ধির কামনাই হিন্দুয়ানির উদ্দেশ্য। দৈহিক পশু প্রবৃত্তির দমন ও আধ্যাত্মিক শক্তির চর্চ্চাই হিন্দুয়ানিমতে মনুষ্যত্ব। ব্রাহ্মণাদি জাতি বিভাগ এই সকল বিষয়ে উৎকর্ষ ও অপকর্ষ দেখিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, অন্ততঃ এই সকল গুণ ব্রাহ্মণাদিতে অধিক পরিমাণে থাকাই তাহাদিগের ব্রাহ্মণত্ব। ইহার প্রমাণ শাস্ত্রে ভূরি ভূরি রহিয়াছে। আচার ব্যবহারের দোষে ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণত্ব হইতে খারিজ হইয়া নীচজাতিত্ব প্রাপ্ত হয়েন। সুতরাং নৈসর্গিক পাপাশয়তা প্রযুক্ত হিন্দুয়ানি-ভ্রষ্টব্যক্তির হিন্দু সমাজে পুনর্ব্বার প্রবেশ করিবার অধিকার হিন্দুয়ানিমতে হইতেই পারে না। তাহা করিতে গেলেই হিন্দুয়ানি বিসর্জ্জন দিতে হইবে ও ম্লেচ্ছাচারী হইতে হইবে। যদি ঐ ব্যক্তিকে পুনরায় গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে উচ্ছৃঙ্খলতার পরাকাষ্ঠা হইবে। এইরূপ প্রশ্রয়ে যথেচ্ছাচারিত্ব বৃদ্ধি পাইবে, এবং হিন্দু সমাজ একেবারেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

ঐ ব্যক্তির বিশেষ উপকার কি হইবে তাহাও বুঝা সুকঠিন। খৃষ্টান সম্প্রদায় তো এদেশে রহিয়াছে, উনি তাহার মধ্যে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন, ব্রাহ্মদলেও মিশিতে পারেন, তবে আবার হিন্দু হইবার সক্ কেন। তাঁকে তো আর এক স্বরে হইয়া থাকিতে হইতেছে না, তবে তাঁহার দুঃখ বা ক্লেশ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? অতএব যুক্তি মূলে বিচার করিলেও ঐ ব্যক্তিকে সমাজ ভুক্ত করা অর্ব্বাচীনতার কার্য্য হইবে।

এক্ষণে দেখা যাউক শাস্ত্রে কি বিধান আছে। অভক্ষ্য ভোজন, অন্ত্যজ স্ত্রীগমন প্রভৃতি অনাচার জন্য পাপ ও পাতিত্য সম্বন্ধে প্রায়শ্চিত্ত ও ব্যবহার্য্যতা শাস্ত্রে একসঙ্গেই বিবেচিত হইয়াছে। মূল কথা পাশব প্রবৃত্তির দমনে অসক্ত ব্যক্তি নীচত্ব প্রাপ্ত হয় ও পাপাচারে অভ্যাস ও আবৃত্তি তাহার জ্ঞানকৃত হইলে ঐ ব্যক্তি মরণান্তিক পর্য্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা নিজ পাপ খণ্ডন করিতে পারিলেও ব্যবহার্য্য হইতে পারে না। এবং সজ্ঞানে ও কামতঃ অধিক বার পাপ আচরণ করিলে অতি গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত থাকিলে ও তাহার নীচজাতিত্ব তিরোহিত হইতে পারে না।

অন্ত্যজান্ন ভক্ষণ প্রায়শ্চিত্তমাহ অঙ্গিরা ঃ—

"অন্ত্যাবসায়িনামন্নম্ অশ্নীয়াদ্ যস্ত কামতঃ।
স তু চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাৎ তপ্তকৃচ্ছ্রম্ অথাপিবা॥

চণ্ডালঃ শ্বপচঃ ক্ষত্তা সূতো বৈদেহ কস্তথা।
মাগধায়োগবৌ চৈব সপ্তৈতেঽন্ত্যাবসায়িনঃ॥"

অঙ্গিরা ঋষি অন্ত্যজ জাতীয় ব্যক্তির অন্নগ্রহণ করিলে যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় তাহার বিধান করিতেছেন। যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্ত্যাবসায়ী ব্যক্তির অন্ন ভক্ষণ করে সে চান্দ্রায়ণ বা তপ্তকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিবে। চণ্ডাল, শ্বপচ, ক্ষত্তৃ, সূত, বৈদেহক, মাগধ এবং আয়োগব, এই সাতটি অন্ত্যাবসায়ী জাতি।

ম্লেচ্ছ জাতি চণ্ডাল সদৃশ পরে প্রকাশ পাইবে। আপস্তম্ব ঋষি বলিয়াছেনঃ—

"চাণ্ডালান্নং যদা ভুঙ্‌ক্তং ব্রাহ্মণাদ্যৈঃ প্রমাদতঃ।
প্রায়শ্চিত্তং কথং তত্র বর্ণে বর্ণে বিধীয়তে।
চান্দ্রায়ণং চরেদ্‌বিপ্রঃ ক্ষত্রঃ সান্তপনং চরেৎ॥
ষড়্‌রাত্রঞ্চ ত্রিরাত্রঞ্চ বর্ণয়োরনুপূর্ব্বশঃ॥"

যদি প্রমাদতঃ ব্রাহ্মণাদিরা চণ্ডালের অন্ন ভোজন করে, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। বিপ্র চান্দ্রায়ণ আচরণ করিবে, ক্ষত্রিয় সান্তপন করিবে, বৈশ্য ষড়্‌রাত্র করিবে, এবং শূদ্র ত্রিরাত্র করিবে।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এই বচন ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, "এতচ্চ সকৃদ্‌ভোজনে প্রমাদত ইত্যভিধানাৎ, প্রমাদতঃ সকৃদিত্যর্থঃ।"

এই প্রায়শ্চিত্ত একবারমাত্র ভোজনে করিতে হয়, যেহেতু 'প্রমাদতঃ' এই শব্দ কথিত আছে, 'প্রমাদতঃ' মানে একবার মাত্র।

গোমাংসাদি অভক্ষ্য ভোজনে বক্ষ্যমাণরূপ প্রায়শ্চিত্ত স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ব্যবস্থা করিয়াছেন, তদ্ যথা ঃ—

"অজ্ঞানতঃ সকৃদ্‌ভোজনে প্রাজাপত্যং, এতৎ প্রায়শ্চিত্তান্তে পুনঃ উপনয়নং, চিরকালাভ্যাসে সম্বৎসরব্রতং কুর্য্যাৎ।" অর্থাৎ অজ্ঞানতঃ একবারমাত্র ভোজনে প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত, এই প্রায়শ্চিত্ত সমাপন করিয়া পুনরায় পাপীব্যক্তির উপনয়ন সংস্কার করিতে হইবে। অনেক দিন বার বার ভোজনে সম্বৎসর ব্রত আচরণ করিবে। উপনয়ন সংস্কারের পুনর্বিধান হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, যে এই পাপে দ্বিজত্ব লোপ পায়।

আপস্তম্ব বলিয়াছেন ঃ—

"কাপালিকান্ন ভোক্তৃণাং তন্নারীগামিনান্তথা।
জ্ঞানাৎ কৃচ্ছ্রাব্দম্ উদ্দিষ্টম্ অজ্ঞানাদ্ ঐন্দবদ্বয়ম্॥"

কাপালিক জাতিব অন্নভোজনে এবং তজ্জাতীয় স্ত্রীগমনে জ্ঞানপূর্ব্বক হইলে এক বৎসরব্যাপী কৃচ্ছ্র আচরণ করিবে, অজ্ঞানতঃ হইলে দুইটী ঐন্দব করিবে।

স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য কৃচ্ছ্রশব্দে প্রাজাপত্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, প্রাজাপত্য দ্বাদশদিন সাধ্য ব্রত, সুতরাং মাসে আড়াইটি করিতে পারা যায়, বৎসরে ত্রিশটি হইতে পারে। অতএব এই পাপে ত্রিশটি প্রাজাপত্য ব্রত প্রায়শ্চিত্ত।

অকামকৃত পাপে যে প্রায়শ্চিত্ত সেই পাপ জ্ঞানকৃত হইলে প্রায়শ্চিত্ত দ্বিগুণ, ইহা অঙ্গিরাঃ বলিয়াছেন—

"স্যাত্ত্বকামকৃতে যত্তু দ্বিগুণং বুদ্ধি পূর্ব্বকে।"

অকামকৃত পাপে যে প্রায়শ্চিত্ত, বুদ্ধিপূর্ব্বকে তাহার দ্বিগুণ অন্ত এক ঋষি সেই কথাই এইরূপে বলিয়াছেন,—

"বিহিতং যদ্ অকামানাং কামাৎ তদ্-দ্বিগুণং ভবেৎ ॥"

অকামদিগের সম্বন্ধে যাহা বিহিত হইয়াছে, কামতঃ হইলে তাহার দ্বিগুণ হইবে।

বর্ণের উৎকর্ষে ও অপকর্ষে প্রায়শ্চিত্তের গৌরব লাঘব বিষ্ণু বক্ষ্যমাণ প্রকারে বিধান করিয়াছেন,—

"বিপ্রেতু সকলং দেয়ং পাদোনং ক্ষত্রিয়ে মতং।
বৈশ্যেঽর্দ্ধং, পাদশেষন্তু শূদ্রজাতিষু শস্যতে ॥"

ব্রাহ্মণের যে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত, তাহার একপাদ উন অর্থাৎ চারিভাগের তিন ভাগ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে খাটিবে, তাহার অর্দ্ধেক বৈশ্যের পক্ষে, এবং তাহার এক চতুর্থাংশ শূদ্রদিগেরপক্ষে খাটিবে।

অন্ত্যজজাতির সংসর্গ হিন্দুর পক্ষে অত্যন্ত পাপজনক, তাহা অজ্ঞান প্রযুক্ত হইলেও কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তাহা আপস্তম্ব বিধান করিয়াছেন, যথা—

"অন্ত্যজাতিরবিজ্ঞাতো নিবসেদ্যস্য বেশ্মনি।
সর্ব্বে জ্ঞাত্বা তু কালেন কুর্য্যাৎ তত্র বিশোধনম্ ॥
চান্দ্রায়ণং পরাকো বা দ্বিজাতীনাং বিশোধনম্।
প্রাজাপত্যন্ত শূদ্রাণাং তথা সংসর্গদূষণে।
যৈস্তত্র ভুক্তং পক্কান্নং কৃচ্ছ্রং তেষাং বিনির্দ্দিশেৎ।
তেষামপি যৈ ভুক্তং তেষামর্দ্ধং বিধীয়তে।
তেষামপি যৈ ভুক্তং কৃচ্ছ্রপাদো বিধীয়তে ॥"

"যাহার বাড়ীতে কোন অন্ত্যজ জাতীয় লোক অবিজ্ঞাত-রূপে বাস করে, সেই বাড়ীর সকলে কালক্রমে জানিতে পারিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। দ্বিজাতিরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য চান্দ্রায়ণ বা পরাক করিলে শুদ্ধ হইবেন। সেইরূপ সংসর্গ দোষে শূদ্রেরা প্রাজাপত্য করিলে শুদ্ধ হইবে। যাহারা সেই বাটীতে পক্কান্ন ভোজন করিয়াছেন, তাহারা কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিবেন। তাহাদের ও বাটীতে যাহারা ভোজন করিয়াছেন, তাহারা তদর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, এবং তাহাদের বাটীতে যাহারা ভোজন করিয়াছেন, তাহারা কৃচ্ছ্র পাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবেন।"

তবেই দেখুন, সংসর্গদোষ কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তার করে। যে ব্যক্তির বাটীতে অন্ত্যজ অজ্ঞাত থাকে সেই বাটীর লোকের তো কথাই নাই, তাহাদের সংসর্গীর সংসর্গীর পর্য্যন্ত প্রায়শ্চিত্তও করিতে হয়।

অন্ত্যজ স্ত্রীগমনে যে প্রায়শ্চিত্ত তাহা মনু বলিয়াছেন, যথা—

"চণ্ডালান্ত্যস্ত্রিয়োগত্বা ভুক্তা চ প্রতিগৃহ্য চ।
পতত্যজ্ঞান তো বিপ্রো জ্ঞানাৎসাম্যন্তু গচ্ছতি।
গুরুতল্প ব্রতং কুর্য্যাৎ রেতঃ সিক্তা স্বযোনিষু।
সখ্যুঃ পুত্রস্য চ স্ত্রীষু কুমারীম্বন্ত্যজাসু চ ॥"

চণ্ডাল বা অন্ত্যজ স্ত্রী গমন করিলে অথবা তাহাদের অন্ন-ভোজন করিলে কিম্বা তাহাদের প্রদান প্রতিগ্রহ করিলে ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতঃ পতিত হয়েন, কিন্তু জ্ঞান পূর্ব্বক হইলে তাহাদের সমতা প্রাপ্ত হয়েন। স্বযোনি, সখা বা পুত্রের স্ত্রী, কুমারী, বা অন্ত্যজা গমন করিয়া গুরুপত্নী গমনের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

অন্ত্যজা গমন প্রভৃতি পাপের উপক্রম করিয়া বিষ্ণু বলিয়াছেন "অনুপাতকিনস্থেতে মহাপাতকিনো যথা"। অর্থাৎ অন্ত্যজাগমন প্রভৃতি অনুপাতকে দূষিত ব্যক্তি মহাপাতকীর তুল্য।

এই সকল বচন ব্যাখ্যাবসরে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য যথা।

"অন্ত্যা ম্লেচ্ছ যবনশ্চপচাদয়ঃ"।

অন্ত্যশব্দে ম্লেচ্ছ, যবন শ্চপচ প্রভৃতি বুঝিতে হইবে।

"অভিগমে তু সকৃদ্-অজ্ঞানাদেব পাতিত্যম্ ইতি প্রায়শ্চিত্তঃ, যুক্তশ্চায়ং চাণ্ডালান্ত্যস্ত্রীগমনস্য অনুপাতকত্বাৎ।"

প্রায়শ্চিত্ত বিবেকে উক্ত হইয়াছে যে "কিন্তু অভিগমে (অর্থাৎ অন্ত্য স্ত্রী গমনে) একবারমাত্র এবং অজ্ঞানতঃ হইলে পাতিত্য জন্মে" এবং ইহা যুক্তি সঙ্গত যে হেতু চাণ্ডাল বা অন্ত্য স্ত্রী গমন অনুপাতক।

"জ্ঞানে তু তত্তুল্যতয়া দ্বিগুণব্রতাচরণেঽপি ন ব্যবহার্য্যঃ।"

কিন্তু জ্ঞান পূর্ব্বক (অন্ত্যজ স্ত্রীগমনে) তাহার (অর্থাৎ সেই সেই অন্ত্যজ জাতির) তুল্যতা হয়, সুতারাং দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিলেও পাপিষ্ঠ ব্যক্তি ব্যবহার্য্য হইতে পারে না। যে হেতু বিষ্ণু বলিয়াছেন,—

"চাণ্ডালীগমনে তৎসাম্য প্রাপ্ত হয়, অজ্ঞানেহইলে চান্দ্রায়ণদ্বয় প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

এবং যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

"প্রায়শ্চিত্তৈরপেত্যেনো যদ্ অজ্ঞানকৃতং ভবেৎ।
কামতোঽব্যবহার্য্যস্তু বচনাদেব জায়তে ॥"

প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অজ্ঞানকৃত (এবং জ্ঞানকৃত) পাপ তিরোহিত হয়। কিন্তু জ্ঞানকৃত পাপে বচন হেতু অব্যবহার্য্য হইয়া থাকে।

'পাপাভাবে কথম্ অব্যবহার্য্য
ইত্যত্ৰ বচনাদেব জায়তে ইতি।
তথাচোক্তং কিমিদং বচনং
নকুর্য্যাৎ নাস্তি বচনস্যাতি ভাব ইতি।
পাপস্য দ্বে শক্তি নরকোৎপাদিকা
ব্যবহার নিরোধিকা চেতি।
তত্র একতর শক্তি বিনাশে ব্যব-
হার নিরোধিকা শক্তিঃ অস্তি ইতি ভাবঃ।"

যদি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপের অভাব হইল, তবে অব্যবহার্য্য কেন হয়, সেই জন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, বচন হেতু অব্যবহার্য্য হইয়া থাকে।" সেই অভিপ্রায়ে উক্ত আছে, "এই বচন কি না করিতে পারে, বচনের অতিভার কিছুই নাই" (অর্থাৎ প্রামাণিক শাস্ত্রবচন মানিতেই হইবে এবং পূর্ব্বোক্ত মনুর ও বিষ্ণুর বচনে জ্ঞানকৃত অন্ত্যজ স্ত্রীগমনাদি পাপে নীচ জাতির সাম্যপ্রাপ্তি বিহিত হইয়াছে।) পাপের দুই শক্তি নরকোৎ-

পাদিকা এবং ব্যবহার নিরোধিকা। তন্মধ্যে (প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা নরকোৎপাদিকা রূপ) একতর শক্তি বিনাশ হইলেও ব্যবহার নিরোধিকা শক্তি বর্ত্তমান থাকে, এই ভাবার্থ।

সেই জন্য আপস্তম্ব বলিয়াছেন—

"নাস্মিন্ লোকে প্রত্যাপত্তি বিদ্যতে, কল্মষন্তু নিহন্যতে।"

(অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানকৃত পাপ আচরণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলে) পাপাচারীর এই লোকে প্রত্যাপত্তি হয় না, কিন্তু পাপ বিনষ্ট হয়।

এবং বিষ্ণু বলিয়াছেন—

"অথ ত্যাজ্যাঃ—ব্রাত্যাঃ, পতিতাঃ, ত্রিপুরুষং মাতৃতঃ পিতৃতশ্চা শুদ্ধাঃ, সর্ব্বত্রৈব অভোজ্যাশ্চাপ্রতিগ্রাহ্যাঃ।'

ব্রত ভ্রষ্ট পতিত, এবং পিতৃ মাতৃকুলে তিন পুরুষ অশুদ্ধ ব্যক্তি ত্যাজ্য, এই সকলই অভোজ্য ও অপ্রতিগ্রাহ্য, অর্থাৎ ইহাদের অন্নভোজন বা দানগ্রহণ করিবে না।

অন্য একস্থানে বিষ্ণু বলিয়াছেন,—

"সম্বৎসরেন পততি পতিতেন সহাচরন্, একযানভোজনাসন-শয়নৈঃ, যৌন স্রৌব মৌখ সম্বন্ধাৎ সদ্য এব।"

পতিতের সহিত একযান, একত্র ভোজন, একত্র উপবেশন ও একত্র শয়ন দ্বারা আচরণ করিলে সম্বৎসরে পতিত হয়, কিন্তু স্ত্রীগমন প্রভৃতি সম্বন্ধে সদ্যই পতিত হয়।

পতিত শব্দের ব্যাখ্যা স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য এইরূপ করিয়াছেন,—

অঙ্গিরাঃ—"চণ্ডাল পতিতাদীনাম্ উচ্ছিষ্টান্নস্য ভোজনে।
দ্বিজঃ শুদ্ধ্যেৎ পরাকেন শূদ্রঃ কৃচ্ছ্রেণ শুদ্ধ্যতি ॥"

অঙ্গিরাবচনে পতিত পদস্য সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃত বাচিনঃ প্রায়শ্চিত্ত গৌরবেণ চাণ্ডালজাতি সাহচর্য্যেণ চ জবনাদি ম্লেচ্ছজাতি বাচিত্বং, নতু ব্রহ্ম ইত্যাদি পতিতবাচিত্বং তত্র সকৃদুচ্ছিষ্টাশনে স্বল্পপ্রায়শ্চিত্তত্বাৎ। অতএব ব্রহ্মহত্যাদি পতিতানামুচ্ছিষ্টাশনে জ্ঞানাৎ মাসত্রয়াদেব সাম্যং প্রায়শ্চিত্তবিবেককৃদ্ভিঃ সংসর্গি প্রকরণে উক্তঃ অত্রতু জ্ঞানেন দ্বাদশবারাৎ তথা ইতি। জবনাদীনাস্তু সর্ব্বধর্ম্মরাহিত্যকং হরিবংশে।

অঙ্গিরা বচনে পতিত শব্দে প্রায়শ্চিত্ত গৌরব হেতু এবং চণ্ডাল শব্দের সাহচর্য্য হেতু সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত জবনাদি ম্লেচ্ছ বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মহত্যাদি পাপ নিবন্ধন পতিত নহে, কারণ সে স্থলে একবার উচ্ছিষ্ট ভোজনে স্বল্প প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। এই জন্য ব্রহ্মহত্যাদি স্থলে জ্ঞান পূর্ব্বক উচ্ছিষ্ট ভোজনে সমতা প্রাপ্তি প্রায়শ্চিত্তবিবেককার সংসর্গি প্রকরণে বলিয়াছেন। কিন্তু ম্লেচ্ছাদি স্থলে জ্ঞানপূর্ব্বক হইলে দ্বাদশবার ভোজনেই সেইরূপ হয়। হরিবংশে জবনাদির সর্ব্বধর্ম্ম রাহিত্য উক্ত হইয়াছে।

বৌধায়ন বলিয়াছেন—

"গোমাংস খাদকো যশ্চ বিরুদ্ধং বহুভাষতে।
সর্ব্বাচার বিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে।"

গোমাংসভোজক, বহুবিরুদ্ধভাষী এবং সর্ব্বাচারবিহীন জাতিকে ম্লেচ্ছ বলা যায়।

বলপূর্ব্বক চণ্ডাল বা ম্লেচ্ছ লোকদিগের সহিত সহবাস করিলে হিন্দুর, কি অবস্থা ঘটে তাহা দেবল বলিয়াছেন,—

"দাসীকৃতো বলাদ্ ম্লেচ্ছৈ শ্চাণ্ডালাদ্যৈশ্চ দস্যুভিঃ।
অশুভং কারিতং কর্ম্ম গবাদেঃ প্রাণ হিংসনম্।
উচ্ছিষ্ট মার্জ্জনঞ্চৈব তথা তস্যৈব ভক্ষণম্।
খরোষ্ট্রবিড় বরাহানাম্ আমিষস্যৈব ভক্ষণম্।
তৎস্ত্রীণাঞ্চ তথা সঙ্গঃ তাভিশ্চ সহ ভোজনম্।
মাসোষিতে দ্বিজা তৌ চ প্রাজাপত্যং বিশোধনম্।
চান্দ্রায়ণন্ত্বাহিতাগ্নেঃ পরাকস্ত্বথবা ভবেৎ।
চান্দ্রায়ণং পরাকম্বা চয়েৎ সম্বৎসরোষিতঃ।
সম্বৎসরোষিতঃ শূদ্রো মাসার্দ্ধং যাবকং পিবেৎ।
মাসং বিপ্রোষিতঃ শূদ্রঃ কৃচ্ছ্রপাদেন শুদ্ধ্যতিঃ।
ঊর্দ্ধং সম্বৎসরাৎ কল্প্যং প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজোত্তমৈঃ।
সম্বৎসরৈশ্চতুর্ভিশ্চ তদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি।"

যদি ম্লেচ্ছ চণ্ডালাদি দস্যুরা কোন হিন্দুকে বল পূর্ব্বক দাসবৃত্তি করায়, গবাদির প্রাণহিংসন প্রভৃতি অশুভ কর্ম্ম করায়, উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন ও তাহারই ভক্ষণ, খরোষ্ট্র শূকরের মাংস ভক্ষণ, তাহাদের স্ত্রীলোকের সঙ্গ ও উহাদের সহিত ভোজন করায়, তাহা হইলে দ্বিজাতি একমাস ঐরূপ বাস করিলে প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হয়, কিন্তু আহিতাগ্নিকে চান্দ্রায়ণ বা পরাক করিতে হয়। শূদ্র সম্বৎসরকাল এরূপ বাস করিলে মাসার্দ্ধ যাবক পান করিবে, এবং শূদ্র একমাস মাত্র ঐরূপ বাস করিলে কৃচ্ছ্রপাদ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। এক বৎসরের ঊর্দ্ধকাল হইলে দ্বিজশ্রেষ্ঠেরা প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু চারি বৎসর ঐ প্রকার বাস দ্বারা ম্লেচ্ছ চণ্ডালাদির ভাব প্রাপ্ত হয়। বলপূর্ব্বক অনিচ্ছাক্রমে হইলে ও চারি বৎসর ম্লেচ্ছাদির সহবাস করিলে সকল হিন্দুই ম্লেচ্ছত্বাদি প্রাপ্ত হইবে।

সুতরাং দ্বাদশ বৎসরের ঊর্দ্ধ কাল ব্যাপিয়া কামতঃ ও জ্ঞানতঃ ইচ্ছাপূর্ব্বক গোমাংসাদি অভক্ষ্যভোজন, ম্লেচ্ছ স্ত্রীগমন, সহভোজন, ও ধর্ম্মত্যাগ এই সকলের সমবায়ে প্রায়শ্চিত্তই হইতে পারে কি না, তাহা জ্ঞানিগণ সহজে বুঝিতে পারেন। কিন্তু যদিও প্রায়শ্চিত্ত থাকে এবং তদ্দ্বারা পাপ অপনোদন হয়, তথাপি জাতিভ্রংশ ও ম্লেচ্ছের সাম্য ও তুল্যতা কিরূপে তিরোহিত হইতে পারে? মনু বিষ্ণু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজক মহর্ষিরা উক্ত প্রকার পাপাচারীর পাতিত্য ও ম্লেচ্ছভাব ও ম্লেচ্ছসাম্য ও ম্লেচ্ছ-তুল্যতা যে বিধান ও উপদেশ করিয়াছেন, তাহার অপনয়ন কিপ্রকারে হইতে পারে, এবং কি প্রকারেই বা পাপানুষ্ঠানের পূর্ব্বভাব পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার কোন প্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না।

হিংসা।

প্রায় যাবতীয় শব্দেরই মুখ্যার্থ ও গৌণার্থ আছে। স্থল বিশেষে মুখ্য বা গৌণার্থের গ্রহণ ন্যায্য হইয়া থাকে। কোন স্থলে ভ্রম বশতঃ একের অন্যার্থে ব্যবহার হইয়া প্রচলিত হইতে থাকে। এইরূপে শব্দার্থের স্থিরতা না থাকিলেও অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত ভ্রমপূর্ণব্যবহার শিষ্টগ্রাহ্য নহে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা শিষ্ট শব্দের প্রথমতঃ আলোচনা করিতেছি। শাসনার্থক শাসধাতুর উত্তর নিষ্ঠা প্রত্যয়ে শিষ্ট শব্দ সাধিত হইয়াছে। শিষ্ট শব্দের অর্থ, শান্ত, বেদবাক্য বিশ্বাসী, সুবোধ, ধীর ইত্যাদি এই সমস্ত শব্দার্থ ব্যতীত মনুক্ত একটী পারিভাষিক অর্থ আছে। যিনি ধর্ম্মতঃ রহস্য ও অঙ্গের সহিত বেদাধ্যয়ন করিয়া শ্রৌতজ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং তদনুরূপ আচারপরায়ণ, সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে শিষ্ট বলে।

ধর্ম্মেণাধিগতোযেস্তু বেদঃ সপরিবৃংহণঃ।
তেশিষ্টাব্রাহ্মণাজ্ঞেয়া শ্রুতিপ্রত্যক্ষ হেতবঃ ॥১২-৩৮-১০৯॥

ইদানীং, প্রচলিত বিদ্যালয়ে-প্রবিষ্ট হইলেই, এমন কি গাত্রে একটি কঞ্চুক থাকিলেই শিষ্ট, এই আখ্যা হয়। শিষ্টের-পরিণাম এতাদৃশ হইলেও আধুনিক শিষ্টদিগকে শিষ্ট বলিতে পারি না। তদ্রূপ বধার্থ হিন্‌স ধাতু হইতে হিংসার উৎপত্তি। অতএব হিংসা অর্থ বধ, ঘাতন ইত্যাদি। উহা হইতেই হিংসা পরপীড়া, ইত্যাদি টীকার উৎপত্তি এবং যোগশাস্ত্রে, সর্ব্বথা সর্ব্বভূতের অনভি দ্রোহকে অহিংসা বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং প্রাণীর অভিদ্রোহকে হিংসা বলে। শ্রীধর স্বামি কথিত পরপীড়া অর্থই অতিসুগম। সম্প্রতি বটতলার অনুগ্রহে ও স্কুলের প্রভাবে হিংসার অর্থ ঈর্ষ্যা বলিয়া শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু ঈর্ষ্যার অর্থ মৎসরতা—পরোৎকর্ষাসহিষ্ণুতা—পরশ্রীকাতরতা। "ঈর্ষ্যা পরোৎকর্ষাসহিষ্ণুতায়মিত্যাদি।" আমরা স্কুলের প্রচলিত বটতলার অর্থ গ্রহণ করিতে অনভিলাষী। আপাততঃ হিংসা দ্বিবিধ। বৈধ ও অবৈধ। যজ্ঞাদিব্যাপারানুগত পশুঘাতন বৈধ হিংসা অন্য অবৈধ। যথাবিধানে কালিকাদেবীর অর্চ্চনায় রাজসাধিকারী যে পশু বধ করেন, উহা বৈধ।

নবদ্বীপের অদ্বৈতদাস বাবাজি হয়ত পশুবধের কথা শুনিয়া গৌরাঙ্গ নাম স্মরণ পূর্ব্বক বিকৃত মুখে দ্রুতপদে গমন করিতে করিতে পদাঘাতে কত প্রাণীর হিংসা করিয়া ফেলিল, অথচ কালীপূজক ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিতে ও অভিলাষ নাই, বরং ঘৃণা আছে। আবার পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী যুবক স্মিত মুখে বলিতে লাগিলেন, হিংসার আবার বৈধ অবৈধ কি, সকলই অবৈধ। কিন্তু পশু ভক্ষণে কদাপি অপ্রবৃত্তি নাই। মনে ও মুখে বিভিন্ন। কোন কোন বৈষ্ণব হয়ত কালীপূজায় বলির কথায় কর্ণে হস্তাচ্ছাদন করেন, অথচ রাধাকৃষ্ণ নামাঙ্কিত হস্তে মৎস্যকুল নির্ম্মূল করিতে অগ্রহস্ত এবং উদরস্থ করিতে ব্যতিব্যস্ত। হিংসায় লোকের এবম্বিধ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দেখিয়া আমরা আজ হিংসার বৈধাবৈধতা সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এবং হিংসার প্রকৃত অর্থ বধ বা পরপীড়া গ্রহণ করিলেও এস্থলে বধার্থ গ্রহণে সমালোচনা করিব। যেমন কোন ব্যক্তি কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারেনা; প্রকৃতি বশে কোন না কোন কর্ম্ম অবশ্য করিতে হইবে, কর্ম্ম করা স্বভাব হইলে বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান বিধেয়, তেমন হিংসা সম্বন্ধেও বলাযাইতে পারে। পঞ্চ-সূনা প্রায় অনিবার্য্য। পানীয় পানে জলের সহিত কতকীট জঠরগত হইয়া জঠরাগ্নিতে পরিপাক পাইতেছে। সুষুপ্তাবস্থায় প্রাণন ক্রিয়ায় বায়ুর সহিত ও ভূরি ভূরি কীট অন্তরস্থ, বহিঃস্থ ও বিলীন হইতেছে। সুতরাং হিংসা অনিবার্য্য। প্রাণীও স্থাবর জঙ্গম ভেদে দ্বিবিধ। জঙ্গম প্রাণীবধ যেমন অনিবার্য্য, তেমন স্থাবর প্রাণিহিংসায় বৈষ্ণব, চৈতন্য সম্প্রদায় বা বৌদ্ধ যিনিই হউন প্রয়োজনানুসারে অবাধে নিয়ত করিয়া থাকেন। হিংসার অধিকার হইতে কেহই বিচ্যুত নহে। অতএব বিহিত পশুহিংসায় দোষ নাই।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, ধর্ম্মাধর্ম্ম কেবল যুক্তিজালে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। লোক বুদ্ধি ভ্রমপ্রমাদ যুক্ত। লোকবুদ্ধ্যনুসারে ধর্ম্ম নিরূপিত হইতে পারে না। ধর্ম্ম নিরূপণার্থে অভ্রান্ত অপৌরুষেয় মহাবাক্যের প্রয়োজন। নচেৎ ধর্ম্মস্থির হয় না। আমি যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া নিরূপণ করিব হইতে পারে তাহাতে ভ্রান্তি আছে, আমার বুদ্ধিই সমস্ত নিশ্চয় করিয়া উঠিতে পারে না; সুতরাং আমি ধর্ম্ম নিরূপণ করিলে তাহা ধর্ম্ম হইবে না। ধর্ম্মধর্ম্ম নিরূপক অপৌরুষেয় বেদ। বেদ বলিতেছেন "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি" কোন প্রাণীরই হিংসা করিও না। আবার বলিলেন, "বায়ব্যাং শ্বেতমালভেত, (১) "অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত" (২) অহিংসনৎসর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ" (৩)। কোন প্রাণীর হিংসা করিওনা ইহা সামান্য বিধি। অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত, ইহা বিশেষ বিধি। বিশিষ্ট স্থলাতিরিক্ত স্থলে হিংসা অবৈধ।

সর্ব্বদর্শন টীকাকৃৎ সুপ্রসিদ্ধ বাচস্পতিমিশ্র সাঙ্খ্যতত্ত্ব কৌমুদীর ব্যাখ্যান সময়ে প্রসঙ্গতঃ পঞ্চশিখাচার্য্যের "স্বল্পসঙ্করঃ সপরিহারঃ সপ্রত্যবমর্ষঃ" কথার ব্যাখ্যান সময়ে এই এক বিচার করিয়াছেন যে, মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি, ও অগ্নিষোমীয়ং পশু মালভেত এই উভয়ের ভিন্ন বিষয় বলিয়া কোন বিরোধ নাই, বিরোধ হইলে দুর্ব্বল বলীয়ানের বাধ্য হয়। 'মা হিংস্যাদিতি' এই উক্তিতে হিংসার অনর্থ হেতু জ্ঞাপিত হইতেছে। আর অগ্নিষোমীয়ং পশু মালভেত' এই বাক্যে ক্রতুর উপকারক হিংসা, কিন্তু তাহা অনর্থের হেতভূত নহে এইরূপ কথা নাই। অনর্থও ক্রতূপকারক এই উভয়ের বিরোধ নাই। হিংসায় পুরুষের দোষাবেশ অর্থাৎ পাপ হইবে।

ক্রমশঃ—

পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যুপস্করঃ।
কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ—
(১) বায়ু যাগে শ্বেতবর্ণ ছাগল বধ করিবে।
(২) অগ্নিষোমে পশুবধ করিবে।
(৩) শাস্ত্রানুজ্ঞা ব্যতিরিক্ত স্থলে হিংসা করিবে না।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।

২য় বর্ষ। # বেদব্যাস ও ব্রাহ্মণ। ৩য় সংখ্যা।

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ।
মনুঃ।—

১৮১৬ শক। আষাঢ়।

শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায়
ও
শ্রীযুক্ত তেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ
সম্পাদিত।

বিষয়।	লেখকগণ।	পৃষ্ঠা।
বিষ্ণুস্তোত্র ...	... ...	৩৩
মরণ বা অকাল-মৃত্যু	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ ...	৩৪
হিংসা ...	শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন সরস্বতী ...	৩৭
সমাজ রক্ষা ...	... ...	৩৮
তুমি কে ? ...	... ...	৪৪

কলিকাতা।
২৩নং যুগলকিশোর দাসের লেন,
কালিকা যন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩০১।

বেদব্যাস পত্রিকার ডাক মাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য বিশিষ্ট-সংস্করণ ৪৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ৩২৲ টাকা। ৭০ নং সুকীয়া ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

তত্ত্বাবধায়ক—শ্রীহরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

বেদব্যাস পত্রিকার নিয়মাবলী।

১। বেদব্যাস পত্রিকা প্রত্যেক মাসের সংক্রান্তিতে প্রকাশিত হইবে। বেদব্যাসের আকার সম্বন্ধে কোন নিয়ম থাকিবে না, তবে দুই ফর্ম্মার ন্যূন কখন প্রকাশিত হইবে না।

২। বেদব্যাসের মূল্য কলিকাতায় এবং মফস্বলে সর্ব্বত্রই বিশিষ্ট সংস্করণ ৪৲ টাকা ও সাধারণ সংস্করণ ২৲ টাকা; স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগে না। মূল্য সকলকেই এককালীন দিতে হয়। কিস্তিতে কিস্তিতে মূল্য লওয়া হয় না।

৩। বেদব্যাস আফিস প্রত্যেক দিন ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। এই সময়ে টাকা কড়ি জমা ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য হইয়া থাকে, ইহার পরে ও পূর্ব্বে আফিস বন্ধ থাকে।

৪। পত্রের উত্তরপার্থীগণ রিপ্লাইকার্ডে পত্র লিখিবেন, অথবা টিকিট পাঠাইয়া দিবেন; নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় আপন আপন ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বরটী অবশ্য লিখিয়া দিবেন।

৫। বেদব্যাসের বিনিময় পত্র পত্রিকা নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। বেদব্যাসে কেহ কোন ধর্ম্ম বিষয়ক অথবা সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিলে, তাহা যদি সারবান্ বোধ হয়, তবে সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধটী পরিষ্কার অক্ষরে লেখা হওয়া আবশ্যক।

৭। গ্রাহকগণের নিজ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্বেই আমাদিগকে নূতন ঠিকানাটী জানাইবেন, নতুবা পূর্ব্ব ঠিকানায়ই পত্রিকা বরাবর পাঠান হইবে; সেই পত্রিকা পাইতে কোন গোলযোগ হইলে, আমরা আর সেই পত্রিকাখানি পুনর্ব্বার পাঠাইতে পারিব না।

৮। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় অধ্যক্ষের নামে বেদব্যাস সম্বন্ধীয় চিঠী পত্রাদি লিখিতে হইবে; ইহার অন্যথা করিলে, আমরা তাহার জন্য দায়ী হইব না।

কার্য্যাধ্যক্ষ

৭০ নং সুকীয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বিশেষ অনুরোধ যে যাঁহারা বেদব্যাস লইতে ইচ্ছা না করেন তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া নিষেধ লিখিয়া পাঠান। তাহা না করিলে আমরা বেদব্যাস রীতিমত পাঠাইতে বাধ্য হইব এবং সময়ে বার্ষিক মূল্য আদায় করিয়া লইব।

ও মহাকালিকায়ৈ নমঃ।

মহাত্মাপ্রসাদলব্ধ

মহাকালীতৈল।

যস্যা গুরোর্বিশ্বজনীনমেতৎ
উপাত্তমত্যদ্ভুতশক্তি তৈলম্।
কৃতজ্ঞতাপাশনিয়ন্ত্রিতোঽহং
ভক্ত্যা ভজে তচ্চরণারবিন্দম্॥

এই সিদ্ধমহৌষধ বহুকালাবধি পরীক্ষিত হইয়া আসিতেছে; ইহা বেদনার পক্ষে বজ্র-স্বরূপ। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার বাত, পার্শ্বশূল, শিরঃপীড়া, চক্ষু কর্ণ প্রভৃতির শূল, (কানের পূঁয, কানে তালা লাগা, ঊর্দ্ধগজনিত ঢোক উঠা) ব্রণকাইটিস্, নিউমোনিয়া, প্লুরিসির বেদনা, আঘাতজনিত বেদনা, ফোলা ও যন্ত্রণা, সর্দ্দিজনিত গলার বেদনা ও ঢোক গিলিবার কষ্ট, দাদ্, চুলকানি, খোস্, ব্রণ ও উদরাধ্মান প্রভৃতি রোগ ও বৃশ্চিক দংশনের যাতনা, নিঃসন্দেহ আরোগ্য হয়।

মূল্য ৬ আউন্স সিসি ১৲০

কলিকাতা লাইব্রেরি। ২৫নং সুকিয়া ষ্ট্রীট্। শ্রীচিন্তামণি শর্ম্মা।

বেদব্যাস
ও
ব্রাহ্মণ।

৯ম বর্ষ।

৯ম ভাগ। | কলিকাতা, ১৩০১ সন, আষাঢ়। | ৩য় সংখ্যা।

শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং মুনিমনুজশূনাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং ত্বমসি শরণমেকা দেবি! দুর্গে! প্রসীদ॥

বিষ্ণুস্তোত্র।

নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে পুরুষোত্তম।
নমস্তে সর্ব্বলোকাত্মন্ নমস্তে তিগ্মচক্রিণে॥ ১॥
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥ ২॥
ব্রহ্মত্বে সৃজতে বিশ্বং স্থিতৌ পালয়তে পুনঃ।
রুদ্ররূপায় কল্পান্তে নমস্তভ্যং ত্রিমূর্ত্তয়ে॥ ৩॥
দেবা যক্ষাসুরাঃ সিদ্ধা নাগা গন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ।
পিশাচা রাক্ষসাশ্চৈব মনুষ্যাঃ পশবস্তথা॥ ৪॥
পক্ষিণঃ স্থাবরাশ্চৈব পিপীলিক সরীসৃপাঃ।
ভূমিরাপো নভো বায়ুঃ শব্দস্পর্শস্তথা রসঃ॥ ৫॥
রূপং গন্ধো মনোবুদ্ধিরাত্মা কালস্তথা গুণাঃ।
এতেষাং পরমার্থঞ্চ সর্ব্বমেতৎ ত্বমচ্যুত॥ ৬॥
বিদ্যাবিদ্যে ভবান্ সত্যমসত্যং ত্বং বিধামৃতে।
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ কর্ম্ম বেদোদিতং ভবান্॥ ৭॥
সমস্তকর্ম্মভোক্তা চ কর্ম্মোপকরণানি চ।
ত্বমেব বিষ্টৌ সর্ব্বাণি সর্ব্বকর্ম্মফলঞ্চ যৎ॥ ৮॥
মষ্যন্যত্র তথাশেষভূতেষু ভুবনেষু চ।
তবৈব ব্যাপ্তিরৈশ্বর্য্যগুণসংসূচিকা প্রভো॥ ৯॥
ত্বাং যোগিনশ্চিন্তয়ন্তি ত্বাং যজন্তি চ যজ্ঞিনঃ।
হব্যকব্যভুগেকস্ত্বং পিতৃদেবস্বরূপধৃক্॥ ১০॥
রূপং মহৎ তে স্থিতমত্র বিশ্বং
ততশ্চ সূক্ষ্মং জগদেতদীশ।
রূপাণি সর্ব্বাণি চ ভূতভেদা-
স্তেষ্বন্তরাত্মাখ্যমতীব সূক্ষ্মম্॥ ১১॥
তস্মাচ্চ সূক্ষ্মাদিবিশেষণানাম্
অগোচরে যৎ পরমাত্মরূপম্।
কিমপ্যচিন্ত্যং তব রূপমস্তি
তস্মৈ নমস্তে পুরুষোত্তমায়॥ ১২॥
সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বাত্মন্ যা শক্তিরপরাভব।
গুণাশ্রয়া নমস্তস্যৈ শাশ্বতায়ৈ সুরেশ্বর॥ ১৩॥
যাতীতগোচরা বাচাং মনসাঞ্চাবিশেষণা।
জ্ঞানিজ্ঞানপরিচ্ছেদ্যা তাং বন্দে চেশ্বরীং পরাম্॥ ১৪॥
ওঁ নমো বাসুদেবায় তস্মৈ ভগবতে সদা।
ব্যতিরিক্তং ন যস্যাস্তি ব্যতিরিক্তোঽখিলস্য যঃ॥ ১৫॥
নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ মহাত্মনে।
নামরূপং ন যস্যৈকো যোঽস্তিত্বেনোপলভ্যতে॥ ১৬॥
যস্যাবতাররূপাণি সমর্চ্চন্তি দিবৌকসঃ।
অপশ্যন্তঃ পরং রূপং নমস্তস্মৈ মহাত্মনে॥ ১৭॥
যোঽস্তস্তিষ্ঠন্নশেষস্য পশ্যতীশঃ শুভাশুভম্।
তং সর্ব্বসাক্ষিণং বিষ্ণুং নমস্যে পরমেশ্বরম্॥ ১৮॥
নমোঽস্তু বিষ্ণবে তস্মৈ যস্যাভিন্নমিদং জগৎ।
ধ্যেয়ঃ স জগতামদ্যঃ প্রসীদতু মমাব্যয়ঃ॥ ১৯॥
যত্রোতমেতৎ প্রোতঞ্চ বিশ্বমক্ষরমব্যয়ম্।
আধারভূতঃ সর্ব্বস্য স প্রসীদতু মে হরিঃ॥ ২০॥
নমোঽস্তু বিষ্ণবে তস্মৈ নমস্তস্মৈ পুনঃ পুনঃ।
যত্র সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যঃ সর্ব্বং সর্ব্বসংশ্রয়ঃ॥ ২১॥
সর্ব্বগত্বাদনন্তস্য স এবাহমবস্থিতঃ।
মত্তঃ সর্ব্বমহং সর্ব্বং ময়ি সর্ব্বং সনাতনে॥ ২২॥
অহমেবাক্ষয়ো নিত্যঃ পরমাত্মাত্মসংশ্রয়ঃ।
ব্রহ্মসংজ্ঞোঽহমেবাগ্রে তথান্তে চ পরঃ পুমান্॥ ২৩॥

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমাকে নমস্কার; হে পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার; হে সর্ব্বলোকাত্মন্! তোমাকে নমস্কার; হে তীক্ষ্ণচক্রিণ্! তোমাকে নমস্কার॥ ১॥ গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী ব্রহ্মণ্যদেবকে নমস্কার; জগতের হিতস্বরূপ কৃষ্ণকে নমস্কার; গোবিন্দকে নমস্কার। ২॥ বিশ্বের সৃষ্টি বিষয়ে ব্রহ্মা, পালন বিষয়ে বিষ্ণু এবং কল্পান্ত বিষয়ে রুদ্র, এই ত্রিমূর্ত্তিমান্ তোমাকে নমস্কার॥ ৩॥ দেব, যক্ষ, অসুর, সিদ্ধ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, পিশাচ, রাক্ষস, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, স্থাবর, পিপীলিকা, সরীসৃপ, ভূমি, জল, আকাশ, বায়ু, শব্দ, স্পর্শ, রস, রূপ, গন্ধ, মন, বুদ্ধি, আত্মা, (অহঙ্কার) কাল এবং গুণ, হে অচ্যুত! তুমিই এই সকলের পরমার্থ অর্থাৎ তত্ত্বকারণ॥ ৪।৫।৬॥ তুমি বিদ্যা ও অবিদ্যা, তুমি সত্য ও অসত্য, বিষ ও অমৃত, তুমি বেদোক্ত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি কর্ম্ম, বিষ্ণো! তুমিই সমস্ত কর্ম্মের ভোক্তা, কর্ম্মের উপকরণ, সর্ব্ব কর্ম্মের যাহা ফল, তাহাও তুমি॥ ৭৮॥ হে প্রভো! আমাতে, অশেষ ভূতে এবং ভুবনে তোমারই ঐশ্বর্য্যগুণসূচক ব্যাপ্তি রহিয়াছে॥ ৯॥ যোগিগণ তোমাকে চিন্তা করেন, যাজ্ঞকগণ তোমাকেই পূজা করেন এবং তুমিই দেব ও পিতৃরূপ ধারণে হব্য ও কব্য ভোগ করিয়া থাক॥ ১০॥ হে ঈশ! তোমার মহৎরূপ বিশ্ব (ব্রহ্মাণ্ড), তদপেক্ষা সূক্ষ্মরূপ, অব্রস্থিত এই জগৎ তদপেক্ষা সূক্ষ্মরূপ ভূতভেদ অর্থাৎ জরায়ুজাদি, তাহাদের মধ্যে তোমার অতীব সূক্ষ্মরূপ অন্তরাত্মা; এবং তদপেক্ষাও পর, সূক্ষ্মাদি বিশেষণের অগোচর যে কোনও অচিন্ত্য পরমাত্ম-রূপ আছে, সেই পুরুষোত্তম তোমাকে নমস্কার॥ ১১। ১২॥ হে উৎপত্তি স্থান! সর্ব্বাত্মন্! সুরেশ্বর! সর্ব্বভূতের মধ্যে তোমার যে গুণাশ্রয়ভূতা অপরা অর্থাৎ জড়শক্তি আছে, সেই শাশ্বতী প্রকৃতিকে নমস্কার॥ ১৩॥ যাহা বাক্য-মনের অগোচর, অবিশেষ অর্থাৎ জাতি-গুণাদি-বিশেষণশূন্য এবং জ্ঞানিগণের জ্ঞান-পরিচ্ছেদ্য, সেই ঈশ্বরী, পরা অর্থাৎ চিৎ শক্তিকে বন্দনা করি॥ ১৪॥ যাঁহার ব্যতিরিক্ত কিছুই নাই এবং যিনি অখিল জগতের ব্যতিরিক্ত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা, সেই ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার॥ ১৫॥ যাঁহার নাম রূপ নাই, যিনি অস্তিত্ব মাত্রদ্বারা উপলব্ধ হয়েন, সেই মহাত্মাকে নমস্কার॥ ১৬॥ দেবতারাও যাঁহার পরমরূপ দেখিতে না পাইয়া অবতার রূপের অর্চ্চনা করেন, সেই মহাত্মাকে নমস্কার॥ ১৭॥ যে ঈশ অশেষ জগতের অন্তঃকরণে থাকিয়া শুভাশুভ অবলোকন করিতেছেন, সেই সর্ব্বসাক্ষী (জ্ঞাতা) পরমেশ্বর বিষ্ণুকে নমস্কার করি॥ ১৮॥ এই জগৎ যাঁহা হইতে অভিন্ন, সেই বিষ্ণুকে নমস্কার; সেই জগৎকারণ ধ্যেয় অব্যয় আমার প্রতি প্রসন্ন হউন॥ ১৯॥ অক্ষয়, অব্যয় (প্রধান-মহদাদিরূপ) এই বিশ্ব যাহাতে ওতঃপ্রোত অর্থাৎ (দীর্ঘ-সূত্র ও তির্য্যক্ সূত্রদ্বারা বস্ত্রের ন্যায় গ্রথিত ও অনুস্যূত) সকলের আধারভূত সেই হরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ২০। যাঁহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন, সেই বিষ্ণুকে নমস্কার; যিনি সর্ব্ব, তাঁহাকে নমস্কার; যাহাতে সমস্ত লীন হয়, তাঁহাকে নমস্কার॥ ২১॥ অনন্তের সর্ব্বব্যাপিত্ব জন্য তিনিই আমি, আমা হইতে সমস্ত উৎপন্ন, আমিই সর্ব্বরূপে বর্ত্তমান এবং সনাতনরূপ আমাতেই সমস্ত লয় প্রাপ্ত হইবে॥ ২২॥ আমিই সৃষ্টির পূর্ব্বে অক্ষয়, নিত্য ও আত্মসংশয় ব্রহ্মনামক পরমাত্মা এবং আমিই শেষে পরম পুরুষ॥ ২২॥

মরণ বা অকাল-মৃত্যু।

মনুষ্য "ঠ'কে শেখে, আর দে'খে শেখে।" ইহ কালে মরণের ভয় ঠে'কে শিখিবার সম্ভাবনা নাই। বোধ করি, জন্মান্তরীণ মরণের ভয় গর্ভাবাস পর্য্যন্ত সতত স্মৃতিপটে চিত্রিত থাকে। তাই, ভূমিষ্ঠ হইবার সময় সেই ভয়ে মুষ্টি বদ্ধ করিয়া জগদ্গ্রহণ করি, আবার মরিবার সময় সেই ভয়ে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মরি, পাছে মরণের পর সেই ভয় ভুলিয়া যাই, এই আশঙ্কা। বোধ হয়, তাহার কারণ, লোকে দেখা যায় কোন বিষয় স্মরণ করিবার জন্য বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থি দিয়া থাকে, সেই গ্রন্থিরূপ উদ্বোধক দৃষ্ট হইলে মানব মনে পূর্ব্বস্মৃতি উদ্বুদ্ধ হয়। ভূমিষ্ঠ হইবার সময় পরিধেয় বস্ত্র থাকে না, কার্য্যগতিকে বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থি দেওয়া ঘটে না। সেই গ্রন্থির কার্য্য মুষ্টির দ্বারা সম্পন্ন হয়। সেই মুষ্টি দেখিলে আমাদের মনে যেন জন্মান্তরীণ মরণ যন্ত্রণার স্মরণ হয়। অতএব মনে হয় মরণভীতি আমাদের জন্মান্তরীণ পরিচিত থাকায় ইহ জন্মেও ঠেকে শিখার ন্যায় পরিচিত হয়।

দেখে শিক্ষার পক্ষে আর কল্পনার কঠিন পক্ষ অবলম্বন করিবার প্রয়োজন নাই। অহরহ তাহা প্রত্যক্ষ গোচর হইতেছে। যাহা হউক, আমরা মরণ ভয়ে বড়ই ভীত। তাহার মধ্যে অকাল মৃত্যুর ভয় ততোঽধিক। মনুষ্যের যত কিছু শোচনীয় ব্যাপার আছে অকাল মৃত্যু তাহার অগ্রণী। সকলেই সর্ব্বদা সসর্পগৃহে বাসের ন্যায় অকাল মৃত্যুর আতঙ্কায় আতঙ্কিত। দুঃখের বিষয়, এ ভীষণ ব্যাপারের প্রতীকারের চেষ্টা নাই। ইহার প্রতীকার কথঞ্চিৎ হইতে পারে, এ ধারণাও অনেকের পাষাণ মনে উদিত হয় না। প্রায় সকলেই দৈবের উপর দোষ দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। তাই এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম। অকাল মৃত্যুর আতঙ্ক আজ কাল হয় নাই। সত্যযুগের শেষ ভাগে যখন চতুষ্পদ ধর্ম্মের এক পদ মাত্র ক্ষীণ হইতে আরব্ধ হইয়াছে, অধর্ম্মের অঙ্কুরমাত্র উদ্ভিন্ন হইয়াছে, কেহ কেহ অকাল মৃত্যু কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইতেছে,—সেই প্রাচীন কালে অকাল মরণভীত মহর্ষিগণ সমবেত হইয়া মহামুনি ভৃগুর নিকট প্রশ্ন করিলেন—

"এবং যথোক্তং বিপ্রাণাং স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠতাং।
কথং মৃত্যুঃ প্রভবতি বেদশাস্ত্র বিদাং প্রভো!"

মনুসংহিতা।

হে প্রভো! বেদশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা এইরূপে স্বধর্ম্মনিরত হইলেও বেদোদিত চারিশতাদি বর্ষের পূর্ব্বে কেন তাঁহাদের মৃত্যু হয়?

মহামুনি ভৃগু বলিলেন—

"অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জণাৎ।
আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতি॥

"বেদের অভ্যাস না করায়, সদাচার পরিবর্জ্জন করায়, কর্ত্তব্য কর্ম্মে অনুৎসাহ লক্ষণ আলস্য করায় এবং অভক্ষ্য ভক্ষণ করায় মৃত্যু মনুষ্যগণকে গ্রাস করিতে ইচ্ছা করে"। উক্ত কারণ চতুষ্টয়ই আমাদের সমাজে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাই অকাল-মৃত্যুর আধিপত্য দিন দিন বিস্তৃত হইতেছে। যেমন রোগ স্বকর্ম্মের ফল হইলেও লোকে দৈবের অধীন বলিয়া কথঞ্চিৎ চিত্তপ্রসাদ লাভ করে এবং অন্যের নিকট পণ্ডিতম্মন্যতা প্রকাশ করে, সেইরূপ অকালমৃত্যুর ভার ম্যালেরিয়ার শিরে অর্পিত করিয়া শান্তি লাভ করে। বস্তুতঃ বেদের অনভ্যাস, সদাচার পরিহার, আলস্য ও অন্নদোষ এই চারিটি মৃত্যুর সমীচীন কারণ। বেদপাঠে আমাদের ত্রিতাপ দূরীভূত হয়, সুতরাং পাপজনিত রোগ হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে। সদাচারে অনেক রোগ পরিহৃত হয় *। কতকগুলি রোগ আলস্য-পরিহারসাধ্য। আলস্য ত্যাগ করিয়া যথাসময়ে স্নানাহার করিলে সে রোগের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। অভক্ষ্য ভক্ষণে যে অনেক রোগ হয়, ইহা অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তবেই দেখুন,—আমরা ইচ্ছা করিলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারি, আবার ইচ্ছা করিলে পরিহারও করিতে পারি। মৃত্যু আমাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী দাস।

মৃত্যু আমাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী দাস বলায় কেহ যেন ভাবেন না, আমরা ইচ্ছা করিলে ভীষ্মের ন্যায় মরিতে পারি, আবার ইচ্ছা করিলে চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারি। মরণের সময় মরিতেই হইবে। তবে এই মাত্র বিশেষ—আহারাদির অত্যাচার না করিলে অসময়ে মরণের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইতে হয় না। মহর্ষি আত্রেয় অকাল ও স্বকাল মৃত্যু সম্বন্ধে অগ্নিবেশের নিকট উপদেশ করিতেছেন।

শ্রুয়তামাগ্নিবেশ! যথা যানসমাযুক্তোঽক্ষঃ প্রকৃত্যৈবাক্ষগুণৈঃ সমেতঃ স্যাৎ। সচ সর্ব্বগুণোপপন্নো বাহ্যমানো যথাকালং স্বপ্রমাণক্ষয়াদেবাবসানং গচ্ছেৎ। তথায়ুঃ শরীরাপগতং বলবতঃ প্রকৃত্যা যথাবদুপচার্যমানং স্বপ্রমাণ ক্ষয়াদেবাবসানং গচ্ছতীতি স মৃত্যুঃ কালে। তথাচ সএবাক্ষোঽতিভারাধিষ্ঠিতত্বাৎ, বিষম পথাদপথাচ্চ অক্ষচক্র ভঙ্গাৎ বাহ্যবাহকদোষাৎ, আনিমোক্ষাৎ, অনুপাঙ্গাৎ, পর্য্যসনাচ্চ অন্তরা ব্যসনমাপদ্যতে। তথায়ুরযথাবলমারম্ভাৎ, অযথাগ্ন্যভ্যবহারাৎ, বিষমাভ্যবহারাৎ, অতিমৈথুনাৎ, উদীর্ণ বেগধারণাৎ বিষমশরীরন্যাসাৎ, অভিঘাতাৎ অসৎ সংশ্রয়াৎ; ভূত বিষবায়ুগ্নুপঘাগৎ, আহার প্রতীকার বর্জ্জনাৎ অন্তরা ব্যপদ্যতে স মৃত্যুরকালে।

অগ্নিবেশ! শ্রবণ কর—শকটের চক্র স্বভাবতঃ দৃঢ় হইলে এবং নিয়মিত রূপে চালাইলে অল্পে অল্পে ক্ষয় হইয়া যথাকালে নষ্ট হইয়া যায়। পরমায়ুও অবিকল সেইরূপ। সুস্থ ও সবলব্যক্তির শরীর যথাসম্ভব পরিচালনা করিলে ক্রমশঃ অনেক দিনে তাহার ক্ষয় হয়। তাহাকেই বলে স্বকাল-মৃত্যু। আবার সেই শকটে অধিক ভার চাপাইলে, বন্ধুর পথে বা অপথে চালাইলে, চক্রভঙ্গ হইলে বাহ্যবাহকের দোষ ঘটিলে, চক্রকীলক (খিল) ভগ্ন হইলে, চক্রে তৈলাদি না দিলে, অনিয়ত পথে চালাইলে, নিয়ত কালের পূর্ব্বে শকট ভগ্ন হয়। পরমায়ুর পক্ষেও সেই নিয়ম। অযথাবল পরিশ্রম করিলে, অযথাদি আহার করিলে, বিষমবস্ত ভোজন করিলে, অতি মৈথুন আচরণ করিলে, মূত্রপুরীষাদির বেগরোধ করিলে, অযথা পরিশ্রম করিলে, শরীরে কোনরূপে প্রবল আঘাত লাগিলে, কুৎসিত স্থানাদির সম্পর্ক ঘটিলে, ব্যাঘ্রাদি ভূত, বিকৃত বায়ু এবং অগ্নি প্রভৃতি অপঘাত মৃত্যুর কারণ উপস্থিত হইলে অথবা আহারের প্রতীকার বর্জ্জন করিলে, নিয়ত কালের মধ্যে মৃত্যু ঘটে; ইহাকেই বলে অকালমৃত্যু।

"রোগ শোক পরীতাপবন্ধন ব্যসনানি চ।
আত্মাপরাধবৃক্ষাণাং ফলান্যেতানি দেহিনাং॥"

রোগ, শোক, পরীতাপ রাজদণ্ড এবং অন্যান্য বিপদ এ সমস্ত আত্মকৃত পাপবৃক্ষের ফল। সংসারে থাকিয়া পাপ করে না এরূপ লোক অতি দুর্লভ, রোগে ভোগে না, এরূপ লোকও তথৈব। শরীর ধারণ করিতে হইলে ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘিত হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ জরা প্রভৃতি নৈসর্গিক রোগ হইতে কেহই অব্যাহতি পায় না। কিন্তু নিয়মী হইলে শীঘ্র রোগ আক্রমণ করিতে পারে না, কালে আক্রমণ করিলেও তত কষ্টপ্রদ হয় না।

রোগ অকালমৃত্যুর বাহক। বেশী এবং ঘন ঘন রুদ্ধ না হইলে অকালমৃত্যুর দুস্তর করাল কবল হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। প্রত্যুত যে যত অনিয়ম করে, রোগ তাহার ততই প্রত্যাসন্ন হয়। তবে শরীর স্বভাবতঃ দৃঢ় হইলে অপেক্ষাকৃত অনেক অনিয়ম সহ্য হয়। যাহাদের বেশী রোগ হইবার সম্ভাবনা, মহামতি চরক তাহাদের একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। যথা—

"সদাতুরাঃ শ্রোত্রিয়রাজ সেবকা-
স্তথৈব বেশ্যা সহ পণ্যজীবিভিঃ॥

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, চাকুরে, বেশ্যা এবং দোকানদার ইহারা প্রায় রুদ্ধ হয়। কেন হয়?—

দ্বিজো হি শিষ্যাধ্যয়নব্রতাহ্নিক-
ক্রিয়াদিভি র্দেহহিতং ন চেষ্টতে।
নৃপোপসেবী নৃপচিত্তরক্ষণাৎ
পরানুরোধাদ্ বহুচিন্তনাদ্ ভয়াৎ॥
নৃচিত্তবর্ত্তিন্যুপ চিত্ততৎপরা
সৃজা বিভূষা নিরতা পরাঙ্গনা।
সদাসনাদর্থানুবন্ধ বিক্রয়
ক্রয়াদি লোভাদপি পণ্যজীবিনঃ॥

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শিষ্যগণের অধ্যয়ন, ব্রত, আহ্নিক প্রভৃতি ক্রিয়ায় ব্যস্ত থাকিয়া শরীরের পথ্যানুষ্ঠান্ করিতে পারেন না। ইত্যাদি অহিতাচরণে শীঘ্র শীঘ্র পীড়িত হইয়া পড়েন। কিন্তু

* সরস্বতী দৃষদ্বত্যো র্দেবনদ্যোর্যদন্তরং। তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে। তস্মিন্দেশে যদাচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ। বর্ণানাং সান্তরালানাং সদাচার স উচ্যতে।—মনু। সে আচারের স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা হয় গত বর্ষের সদাচার শীর্ষক প্রস্তাব দেখিবেন। বুঝিতেও পারিবেন কেমন করিয়া রোগ হয় না।

ব্রাহ্মণপণ্ডিত পীড়ায় কদাচ কাতর নহেন এবং দীর্ঘজীবী হইয়া শাস্ত্রচর্চ্চায় নিযুক্ত থাকেন। দেহের প্রতি আসক্ত না থাকাই এতদ্ কারণ। চাকুরের প্রভুর মনোরঞ্জন করিতে হয়, অর্থের খাতিরেই হউক, আর পরের অনুরোধেই হউক, নিজের শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করে; সুতরাং কাজের গরজে চাকুরে সর্ব্বদা পীড়িত হইয়া পড়ে। বেশ্যাগণ অহোরাত্র পরপুরুষের চিত্তানুবর্ত্তী হইয়া কেবল তাহাদেরই মনোমত কার্য্য অনুষ্ঠান করে—সে কার্য্যে শরীরের হিতই হউক, আর অহিতই হউক এবং সর্ব্বদা গাত্রমার্জ্জনা ও বেশ ভূষায় অত্যাসক্ত হওয়ায় পীড়িতা হয়। দোকানদার অর্থকর ক্রয় বিক্রয়ের লোভে পড়িয়া বসিয়া থাকে, সময়ে স্নানাহার করে না; সুতরাং শীঘ্র রুগ্ন হয়। রুগ্ন হইলে অকালমৃত্যুর ফাঁদে বাঁধা পড়িতে হয়।

ফলতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রভৃতি যেরূপ শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া পীড়িত হয়, সেইরূপ যে শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করে, সেই পীড়িত থাকে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, চাকুরে প্রভৃতি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন মাত্র। ইহাদের শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের সম্ভাবনা অধিক বলিয়া ইহারাই কেবল রুগ্নের তালিকা ভুক্ত হইয়াছে। অতএব চরক বলিতেছেন—

"সদৈব তে হ্যাগতকোনিগ্রহং
সমাদিকালে চ ন কালভোজনং।
অকালনির্হার বিহার সেবিনো
ভবন্তি যেঽন্যেপি সদাতুরাশ্চ তে॥

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রভৃতি মলমূত্রাদির উপস্থিত বেগ ধারণ করে। সময়ে আহারাদি করে না। এইরূপ যে কেহ অকালে মলমূত্র পরিত্যাগ করে, অসময়ে বেড়াইয়া বেড়ায় এবং অযথা-সময়ে আহার করে, সেও সর্ব্বদা পীড়িত হয়। ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে যতই অনিয়মী, সে ততই প্রত্যাসন্ন অকাল মৃত্যুর প্রিয়পাত্র।

আয়ু থাকিতে মানুষ মরে না—এ ধারণা লোভের পোষক। আয়ু আপনার কর্ম্মার্জ্জিত জীবিত কাল। কর্ম্মানুসারে সে কালের হ্রাস হইতেও পারে, বৃদ্ধি হইতেও পারে। অপঘাতে এবং আহারাদি অনিয়মে আয়ুঃ সত্ত্বেও প্রাণপাখী উড়িয়া যায়। এ কথাও আমার কপোলকল্পিত নয়!

"বর্ত্ত্যাধার স্নেহ যোগাদ্ যথা দীপস্য সংস্থিতিঃ।
বিক্রিয়াপি চ দৃষ্টেবমকালে প্রাণসংক্ষয়ঃ॥"

আধার, সলিতা এবং তৈল থাকিলে প্রদীপ নির্ব্বাণ হয় না, বেশ জ্বলিতে থাকে; কিন্তু প্রবল বায়ু ভরে তৈলাদি সত্ত্বেও নির্ব্বাণ হয়। সেইরূপ আয়ুসত্ত্বে মরণ হয় না; কিন্তু অভক্ষ্য ভক্ষণাদি অনিয়মে এবং দৈবনিবন্ধন অপঘাত মৃত্যু হয়। অতএব স্বাস্থ্যপ্রয়াসীর সাবধান হওয়া উচিত, যেন কোনরূপ নৌ-দুর্গ-বর্ত্ম সংযোগে দৈব পীড়াও উপস্থিত না হয়।

কে দীর্ঘকাল জীবিত থাকে?—ইহার উত্তর যাজ্ঞবল্ক্য করিয়াছেন।

পথ্যাশিনাং শীলবতাং নরাণাংনাং
সদ্বৃত্তিভাজাং বিজিতেন্দ্রিয়াণাং।
এবম্বিধানা মিদমায়ুরত্র
চিন্তং সদা বৃদ্ধমুনিপ্রবাদঃ॥

পথ্যাশী, সদাচারী, সদ্বৃত্তিভাগ; জিতেন্দ্রিয়ঃ এবং প্রায়শ্চিত্তে ক্ষীণপাপ ব্যক্তি যুগানুগত শতাদি বর্ষ পরিমিত আয়ুঃ লাভ করে। এ প্রবাদ বৃদ্ধস্থান পরম্পরাগত। দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে হইলে অনেক দিকে দৃষ্টি করিতে হয়। দৃষ্টির লাঘবে ফলেও লঘুতা হয়।

রোগ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—দোষজ, কর্ম্মজ ও উভয়জ। দোষজ রোগের কারণ কুপথ্যসেবাদিজনিত বাতপিত্ত কফের বিকৃতি। কর্ম্মজ রোগের কারণ জন্মান্তরীণ কর্ম্মজনিত পাপ; এবং উভয়জ রোগের কারণ উভয়। শাতাতপ বলিয়াছেন—

"যথানিদানং দোষোত্থঃ কর্ম্মজো হেতুভির্বিনা।
মহারম্ভোঽল্পকে হেতাবন্তিমো দোষকর্ম্মজঃ॥

নিদানানুযায়ী রোগকে দোষজ বলে। বিনা কারণে রোগ হইলে তাহাকে কর্ম্মজ বলে। অল্প কারণে প্রবল রোগ হইলে তাহাকে উভয়জ বলে। যে ঔষধ দ্বারা বাত, পিত্ত, কফ প্রকৃতিস্থ হয়, সেই ঔষধ দোষজ রোগের শান্তির কারণ। কর্ম্মজ রোগের কারণ দুরদৃষ্ট, শান্তি প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি ক্রিয়ায় দুরদৃষ্ট দূরীকৃত হইলে কর্ম্মজ রোগ উপশান্ত হয়। উভয়জ রোগ হইতে মুক্তি লাভের উপায় উভয়ে ঔষধ ব্যবহার এবং প্রায়শ্চিত্তাদির অনুষ্ঠান। অতএব রোগের প্রথম বিকাশে প্রথমে প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানের উপদেশ করিয়াছেন।

"প্রায়শ্চিত্তমকৃত্বাত্ত কর্ম্ম কুর্য্যান্ন কিঞ্চন।
অনির্ত্তীর্ণমঘং যস্মাদ্দ্বিগুণং পরিপচ্যতে।

প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া কোন ঔষধ সেবন করিবে না, কেন না অনির্ত্তীর্ণ পাপ দ্বিগুণরূপে পরিণত হয়।

পৈতৃক রোগ কর্ম্মজ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। মানব যেমন সুখের কারণ পৈতৃকগুণে বিভূষিত হয়; সেইরূপ দুঃখের কারণ পৈতৃক রোগে আক্রান্ত হইয়া অজস্র যন্ত্রণা ভোগ করে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পিতা মাতা সে রোগের কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও আদি কারণ নিজকৃত জন্মান্তরীণ পাপ তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই। নিজের উৎকট পাপ না থাকিলে তাদৃশ পিতার ঔরসে, ও মাতার গর্ভে জন্ম হইবে কেন? পৈতৃক রোগনাশের একমাত্র উপায় দৈব। বিনা দৈবে পৈতৃক রোগ উপশম হইবার শাস্ত্রও নাই, ভূয়োদর্শনও নাই। শাতাতপীয় কর্ম্মবিপাকে লিখিত হইয়াছে—

"মহাপাতকজং চিহ্নং সপ্তজন্মসু জায়তে।
বাধতে ব্যাধিরূপেণ তস্য কৃচ্ছ্রাদিভিঃ শমঃ॥

নরকভোগান্তে মহাপাপের শেষ পাপে সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত রাজযক্ষ্মা প্রভৃতি মহারোগ উৎপন্ন হয়। প্রায়শ্চিত্তে তাহার শান্তি হয়। ফলতঃ যে কোন প্রকারের রোগ হউক, সমূলে তাহার উৎপাটন না করিলে জীবনের আশা অল্প।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

হিংসা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"নচ মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানীতি" সামান্য শাস্ত্রং বিশেষ শাস্ত্রেণ অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেতেত্যনেন, বাধ্যত ইতি যুক্তং বিরোধাভাবাৎ বিরোধে হি বলীয়সা দুর্ব্বলং বাধ্যতে। নচেহাস্তি কশ্চিৎ বিরোধঃ ভিন্নবিষয়ত্বাৎ। তথাহি "মাহিংস্যাদিতি" নিষেধেন হিংসায়া অনর্থ হেতু ভাবো জ্ঞাপ্যতে ন ত্ব ক্রত্বর্থত্বমপি "অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেতেত্যনেনতু পশু হিংসায়াঃ ক্রত্বর্থত্বমুচ্যতে নত্বনর্থ হেতুত্বাভাবস্তথা সতি বাক্যভেদ প্রসঙ্গাৎ ন চানর্থ হেতুত্ব ক্রতূপকারত্বয়োঃ কশ্চিদস্তি বিরোধঃ। হিংসা হি পুরুষস্য দোষ মাবেক্ষতি ইত্যাদি।

বাচস্পতি মিশ্রের এই উক্তি দ্বারা বৈধ হিংসা পাপাবদ্ধ হইতে পারে না। বাচস্পতি মিশ্রের স্বাধীন কোন মত নাই। তিনি যখন যে দর্শনের টীকা লিখিয়াছেন তখনই সেই দর্শনের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার বা বৃত্তিকারাদির মতের সহিত ডুবিয়া গিয়া তদনুকূল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ বর্ণিত স্থল সম্বন্ধে বাচস্পতি মিশ্রের মত প্রদর্শন করা যাইতেছে। সাঙ্খ্যতত্ত্ব কৌমুদীর দ্বিতীয় কারিকা ব্যাখ্যান সময়ে মিশ্রপাদ যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। এখন অন্যতঃ দ্রষ্টব্য—

উত্তর মীমাংসায় "অশুদ্ধ মিতি চেন্ন শব্দাৎ;—

এই সূত্র ভাষ্য সময়ে প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার লিখিলেন "শাস্ত্রাচ্চ হিংসানুগ্রহাদ্যাত্মাকো জ্যোতি ষ্টোমো ধর্ম্ম ইত্যবধারিতং স কথং অশুদ্ধ ইতি শক্যতে বক্তুম্। নন্থ মাংহিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি ইতি শাস্ত্রমেব ভূতবিষয়াং হিংসামধর্ম্ম ইত্যবগময়তি। বাঢ়ং উৎসর্গস্তু সঃ, অয়ঞ্চপবাদোঽগ্নি ষোমীয়ং পশুমালভেতেতি উৎসর্গাপবাদয়োশ্চ ব্যবস্থিত বিষয়ত্বম্ তস্মাদ্বিশুদ্ধং বৈদিকং কর্ম্ম শিষ্টৈরনুষ্ঠিয়মানত্বাদনিন্দ্যমানত্বাচ্চ। তেন ন তস্য প্রতিরূপ ফলং।

বৈধ হিংসায় প্রতিরূপ অর্থাৎ দুঃখরূপ ফল হয় না ইহাই শেষ পুঁক্তির শেষার্দ্ধের অর্থ। এই ভাষ্য ব্যাখ্যাকালে আনন্দগিরি "সচ বিধির্যদ্যুৎসর্গ প্রাপ্তং অনর্থ হেতুত্বং ন বাধতে তর্হি প্রবর্ত্তকো নস্যাৎ প্রবর্ত্তকত্বে বা বিধি বনর্থায় স্যাৎ অতো নিরব কাশোবিধিঃ সাবকাশমুৎসর্গমবিহিত হিংসাদিষু স্থাপয়তীতি। ইদঞ্চ নিষেধ শাস্ত্রস্য হিংসাত্বাদি সামান্যেন প্রবৃত্তি সঙ্গীকৃত্যোক্তম্। বস্তুতস্তস্য রাগ প্রাপ্ত হিংসা বিষয়ত্বাৎ বৈধ হিংসায়া প্রবৃত্তের্নাশুদ্ধত্বশঙ্কাবসব ইতি দ্রষ্টব্যম্। ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, রাগপ্রাপ্ত হিংসা নিষেধে বৈধ হিংসা দ্বারা বৈদিক কর্ম্ম অশুদ্ধ হয় না। পুরুষের দোষ হয় না। বাচস্পতি মিশ্র সাঙ্খ্য ব্যাখ্যা সময়ে যে তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন উহা আনন্দগিরি তৎপূর্ব্বেই বলিয়া উদ্ধৃত মীমাংসা করিয়াছেন। মিশ্রপাদ তদ্বিরুদ্ধে কিছুই বলিতে চেষ্টা করেন নাই। যদি সাঙ্খ্যাচার্য্যগণের যুক্তি মতে "বৈধ হিংসা পাপাবহ হয়" ইহা তর্কস্থলে স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে বিচারান্তরের অবতারণা প্রয়োজন। সাঙ্খ্য স্মৃতি মতে বৈধ হিংসায় পাপ॥ মনুস্মৃতি বলিতেছেন,

"যজ্ঞায় জগ্ধির্মাংসস্যেত্যেষ দৈবো বিধিঃস্মৃতঃ।
অতোঽন্যথা প্রবৃত্তিস্তু রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥ ৩১। ৫ অ।
ক্রীত্বা স্বয়ং বাপ্যুৎপাদ্য পরো প্রকৃত মেববা।
দেবান্ পিতৃংশ্চার্চ্চয়িত্বা খাদন্ মাংসং ন দুষ্যতি॥ ৩২ ঐ

"মাংসং দেব-পিতৃভ্যো দত্ত্বা শেষং ভক্ষয়ন্ ন পাপং প্রাপ্নোতি। কল্লুকভট্টঃ।—

কল্লুক ভট্টের ঐ সকল টীকা অপেক্ষা না করিলেও স্বয়ং মনুই বলিয়াছেন।

"নিযুক্তস্তু যথা ন্যায়ং যোমাংসং নাত্তি মানবঃ।
সপ্রেত্য পশুতাং যাতি সম্ভবানেকবিংশতিম্॥ ৩৫ ঐ

"শ্রাদ্ধে মধুপর্কে চ যথাশাস্ত্রং নিযুক্তঃ সন্ যো মনুষ্যো মাংসং ন খাদতি সমৃতঃ সন্নেকবিংশতি জন্মানি পশুর্ভবতি।

কল্লুকভট্টঃ!

অতঃপর মনু আরও বিশেষ করিয়া বলিলেন,—

"মা বেদ বিহিতা হিংসা নিয়তাস্মিংশ্চরাচরে॥
অহিংসামেবতাং বিদ্যাদ্বেদাদ্ধর্ম্মোহি নির্ব্বভৌ॥ ৪৪

এখন সুস্পষ্টরূপে সাঙ্খ্য ও মনুর সম্পূর্ণ বিরোধ দেখা যাইতেছে। সাঙ্খ্য বলেন বৈধ হিংসায়ও পাপাবেশ হয়, মনুস্মৃতি বলেন পাপ হয় না বরং যথাপ্রাপ্ত স্থলে পশুহিংসার অকরণে দোষ। "দোষ নাই ও দোষ আছে, এক বিষয়ে এরূপ উক্তি যে বিরুদ্ধ-উক্তি ইহা সর্ব্বজন সম্মত। সহানবস্থান লক্ষণকে বিরোধ বলে। বিরোধ উপস্থিত হইলে মনুস্মৃতিই উপজীবন। সাংখ্য স্মৃতি অনাদেয়। মনুস্মৃতির সহিত স্মৃত্যন্তরের বিরোধ উপস্থিত হইলে মনুরই প্রাধান্য।

"মন্বর্থ বিপরীতাযা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।"

ব্যাস স্বয়ং শ্রুতিতে বলিয়াছেন "(মনুর্বৈযৎকিঞ্চিদবদত্তদ্ভেষজম্।" বৈধহিংসায় কোন দোষ নাই ইহা শাস্ত্র তাৎপর্য্য। বাচস্পতি মিশ্র যাহা বলিয়াছেন সাঙ্খ্যানুসারে, তাহা, তদীয় মত নহে। তিনি সর্ব্বদর্শন টীকাকৃৎ স্মৃতি মীমাংসক—বৈদান্তিক। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের প্রধান শিষ্য চতুষ্টয়ের একতম পদ্মপাদাচার্য্যের আবির্ভাব, বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি কদাপি উত্তর মীমাংসার সূত্রের অন্যার্থ করিতে প্রয়াস প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার সাঙ্খ্যতত্ত্বকৌমুদী ব্যাখ্যা দৃষ্টে, মিশ্রপাদ বলিয়াছেন বৈধ হিংসায় পাপাবেশ আছে এরূপ উক্তি সঙ্গত বোধ হয় না। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্বীয় তিথিতত্ত্বে বাচস্পতি মিশ্রের ঐ বিচার উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু উত্তর মীমাংসার লেখা উদ্ধৃত করিলেই ভাল হইত। আবার ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতি যে কোন পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেব ও ঋষিগণ যাঁহার প্রধান ঋষি, বশিষ্ঠ, ব্যাস প্রভৃতি, তাঁহারা স্বয়ং পশু ঘাতনবিশিষ্ট যজ্ঞে ব্রতী এবং প্রবর্ত্তক ছিলেন।—রাবণ বধান্তে ব্রহ্মহত্যা-পাপ ক্ষালন মানসে রামচন্দ্র অশ্বমেধ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিপ্রভৃতি বধজনিত দুঃখে অনুতপ্ত হইয়া অশ্বমেধানুষ্ঠানে তৎপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন স্বয়ং কৃষ্ণ তাহার প্রবর্ত্তক ও নিস্পাদক। এইরূপ বহুবিধ

শিষ্টাচার প্রদর্শিত হইতে পারে, তথাপি শাস্ত্র-শিষ্ট-সম্পাদিত বিধানে সন্দেহ করা নিতান্ত অবিধেয়।

মনুষ্যগণ মিশ্রফলভুক্। সুখ দুঃখ ভোগে জীবনাতিপাত করেন। অন্য প্রাণীর উপর অত্যাচার করিলে তাহারও স্বানুরূপ দুঃখ ভোগ করে। সুতরাং, দুঃখভোগ যাতনা প্রাণি নিবহে বর্ত্তমান। হিংসার বিধেয়তা থাকিলে এবং উহা ধর্ম্মাঙ্গ হইলে অন্তরে কেমন কেমন বোধ হয়,—সর্ব্বভূতে দয়া এই মহাবাক্যের প্রসার থাকে না। ইহা সত্য বটে। সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টির উৎপত্তি হইলে ঐ সমস্ত ক্রিয়ার অধিকার হইতে উচ্চে অবস্থান হয় তখন হিংসাঙ্গ-যজ্ঞের প্রয়োজন নাই। অধিকারীর অধিকার অনুসারেই উহার প্রয়োজন। আত্মোদর পরিপূরণ জন্য, কামনা সাফল্য জন্য পশু হিংসা অবিধেয়, কিন্তু নিত্যবিধানে বা নৈমিত্তবিধানে অধিকারানুরূপ বৈধ হিংসায় পাপ নাই। যাহারা হিংসা বিরত তাহারাও অনিচ্ছায় হিংসা করিয়া থাকেন। অজ্ঞানতঃ বা জ্ঞানতঃ হিংসা সকলেই করিয়া থাকেন। পঞ্চসূনা-জনিত পাপ পঞ্চমহাযজ্ঞে বিধৌত হইয়া যায়। দেবাদি উদ্দেশে বৈধ বলিতেও পাপ প্রবেশ করিতে পারে না।

এস্থলে অনেকে বলিতে পারেন। বৈধহিংসায় কেন পাপ হইবে না? নিরপরাধ একটী প্রাণী প্রাণবিযুক্ত হইল ইহাতে দোষ না হইলে আর দোষ হইবে কোন ক্রিয়ায়? রাম একটী পশুকে যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করিয়া তাহাকে সুখী করিতেছেন যতদূর সম্ভব তাহার দুঃখ নিবারিত হইতেছে সত্য; কিন্তু রাম-প্রদত্ত সুখের আর বৃদ্ধি নাই আজও যাহা হইতেছে কল্যও তাহাই হইবে। পশুর পশুত্ব বিদূরিত হইবে না পশুর পশুত্ব বিদূরিত করিয়া মনুষত্ব প্রদান যেমন মহত্ব, পশুর পশুত্ব বিমোচন করিয়া দেবত্ব প্রদান ততোধিক কৃতিত্ব ও উদারত্ব। মানব শিক্ষিত হইয়া ঊর্দ্ধপথে উন্নীত হইতে পারে, শাস্ত্রে গুরূপদেশে জ্ঞানবিজ্ঞান লাভ করিতে পারে, কিন্তু পশুর পশুত্ব বিমোচনের উপায় কি? যদি তাহাকে শিক্ষা প্রদান কর, অভ্যাস বশতঃ অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি শিক্ষা লাভ করিতে পারে, কিন্তু পরে লোকের সদ্‌গতির কি ব্যবস্থা হইতে পারে? মানুষ, পুরুষকারে নির্ভর করিয়া দৈবলাভ করিতে পারে। কিন্তু পশুর পুরুষকার কোথায়? পুরুষকার লাভ বাসনায় আমরা দেব চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া থাকি। কঠোর ব্রতাবলম্বনে আত্মোৎকর্ষ সহকারে আত্মদান ব্যতীত সাফল্য লাভ হয় না। তেমন পশুরও আত্মোৎসর্গ ব্যতীত পশুত্ব বিমোচনের উপায় নাই। কিন্তু পশু আত্মাদান করিতে নিতান্ত অশক্ত। তাহাকে নিঃস্বার্থভাবে মানব, দেবচরণে উৎসর্গ করিয়া, পশুত্ব বিমোচনের উপায় করিয়া দিবেন। যেখানে আপনার ও পশুর ঊর্দ্ধত্বলাভ হইবে, তথায়ই হিংসা বৈধহিংসা। পশু মাংসে রসনা তর্পণ ও উদরপূর ভোজন জন্য হিংসা বৈধহিংসা নহে। ভগবান মনু বলিয়াছেন।

"যজ্ঞার্থং পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
যজ্ঞোস্য ভূত্যৈ সর্ব্বস্য তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ॥ ৩৯
ওষধ্যঃ পশবো বৃক্ষাস্তির্য্যঞ্চঃ পক্ষিণ স্তথা।
যজ্ঞার্থং নিধনং প্রাপ্তাঃ প্রাপ্নুবন্ত্যুচ্ছ্রিত্বীঃ পুনঃ॥ ৪

মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃ দৈবত কর্ম্মনি।
অত্রৈব পশবো হংস্যা নান্যত্রেত্যব্রুবীন্মনুঃ॥ ৪১
এষর্থেষু পশূন হিংসন্ বেদতত্ত্বার্থ বিদ্দ্বিজঃ।
আত্মানঞ্চ পশুঞ্চৈব গময়ত্যুত্তমাং গতিম্॥ ৪২

যদি পশুর উত্তমগতি সাধিত হয়, পশুত্ব বিদূরিত হইয়া দেব-গন্ধর্ব্বত্ব লাভ হয়, তবে তাদৃশ স্থলে পশুবধ বোধ হয় অকর্ত্তব্য নহে, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু বাদিগণ এই মাত্র বলিতে পারেন, যে পশুর বধ মাত্রই হয়, সদ্‌গতি হয় না। উত্তর স্থলে বলা যাইতে পারে যে, হিতশাসন যেমন শাস্ত্রের শাস্ত্রত্ব তেমন অজ্ঞাতজ্ঞাপনও শাস্ত্রের কর্ত্তব্যত্ব। বৈধবধে পশুর ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্তিরূপ শাস্ত্রাদেশ প্রকটীকৃত করায় সর্ব্বজ্ঞ মনুর সর্ব্বজ্ঞতার পরিচয়। বৈধবধকে মনু অবধ বলিয়াছেন। ঔচিত্যানুসারে বধ ও বধবিরতি শাস্ত্রের মর্য্যদা। ঔচিত্য উদ্দেশ না করিয়া সাধারণতঃ শাস্ত্রবিহিত বধকে নিন্দা করা সম্পূর্ণ অকর্ত্তব্য। অধিকারীর মানসিক বৃত্তি ও সামর্থ প্রভৃতি বিবেচিত হইয়া অধিকার নিরূপিত হইয়াছে। অধিকার নিরূপণ কাহারও মনঃ কল্পিত নহে। অতএব বেদবিহিত পশু ঘাতনে পাপলেশ ও হয় না, উত্তর মীমাংসায় ভগবান বেদব্যাস ইহা সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন। বধোপেত যজ্ঞকার্য্য অশুদ্ধ নহে, "অশুদ্ধ মিতিচেন্ন শব্দাৎ, এই সূত্র তাহার নিদর্শন। ঐ অধিকরণ ও সূত্র ভাষ্যে তদর্থ সম্পূর্ণরূপে বিবৃত রহিয়াছে। শাস্ত্রানুসারে বৈধবধে পাপ নাই। যাহারা শাস্ত্রাদেশ অনায়াসে অবহেলা করিতে পারেন, তাহারাই বৈধবধকে পাপ বোধ করিয়া কৃত্রিম অঙ্গভঙ্গী প্রকাশ করেন।

শ্রীকামিনীমোহন শাস্ত্রী সরস্বতী।

সমাজ রক্ষা।

ঋষিগণ বলিয়াছেন,—

"গোভির্বিপ্রশ্চ বেদৈশ্চ সতীভিঃ সত্যবাদিভিঃ।
অলুব্ধৈর্দানশীলশ্চ সপ্তভির্ধার্য্যতে মহী॥" (অগস্ত্যঃ)

অর্থাৎ গো, ব্রাহ্মণ, বেদ, সাধ্বীসতী, সত্য, সংযম এবং দান এই সাতটীতে পৃথিবী বিধৃত রহিয়াছে। সমুদায় জনসমাজকে লক্ষ্য করিয়া একথার প্রয়োগ হয় নাই, পরন্তু আর্য্য সমাজকে লক্ষ্য করিয়াই একথার প্রয়োগ। আর্য্যসমাজের সমগ্র শ্রী, ঐশ্বর্য্য, পবিত্রতা, মহত্ব সংস্থিতির মূলে এই কয়েকটী পরমধর্ম্ম রূপে বিরাজ করিতেছে। এই কয়েকটীকে লইয়াই আর্য্যভাব। পৃথিবীস্থ অপরাপর জাতি হইতে যে আর্য্যজাতি পৃথক্—অপরাপর সমুদায় জাতীয়ভাব হইতে যে আর্য্যভাব বিশিষ্ট, ইহারাই সেই বিশিষ্ট সত্তার মূল কারণ। যেমন সপ্তধাতুকে অবলম্বন করিয়া এই দেহের অবস্থান, তেমনি এই সাতটীর অবলম্বনে আর্য্য সমাজ অবস্থিত। এই কয়েকটী হইতে বিচ্যুত হইলে, আর্য্যভাবের সহিত অপরাপর জাতীয়ভাবের কিছুমাত্র বিশিষ্টতা থাকে না। অপর কোন জাতি বেদোক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, সতী মাহাত্ম্য অথবা গো ব্রাহ্মণের সেবা, কিম্বা দান সংযম ও সত্যের দিকে লক্ষ্য করিয়াও কোন সমাজের সমগ্র কর্ম্মচেষ্টা

প্রবর্ত্তিত নয়। কেবল এই আর্য্যসমাজের সমগ্র কর্ম্মচেষ্টার মূলে এই কয়েকটী ধর্ম্ম ভিত্তি স্বরূপে অবস্থান করিতেছে। কিন্তু আমাদের নিজের দুর্বুদ্ধিতে ও কাল মাহাত্ম্যে এই মূল ভিত্তি গুলিন কি প্রকারে একে একে শিথিল হইয়া আর্য্যভাব জগৎ হইতে লোপ পাইবার উপক্রম হইতেছে তাহা একবার বিবেচনা কর। বিবেচনা কর, এই কয়েকটী একে একে জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইলে ধর্ম্ম আর কাহাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিবেন? দেখ, গাভী আর্য্যসমাজের একটী প্রধান অবলম্বন। আর্য্যের বীরত্ব, মহত্ব, সাত্ত্বিকভাব এই গাভিগণের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের জীবন স্থিতি কারণ যাহা কিছু প্রয়োজনীয়, সকলই জননী স্বরূপা এই গাভিগণে বিদ্যমান আছে। গব্য ব্যতীত ভারতবাসীর দৈহিক পুষ্টিকর অপর কোন ধর্ম্ম্য আহার্য্যই নাই। গব্য ব্যতীত যাগযজ্ঞে দেব পিতৃর তুষ্টি হয় না। গাভী সংসর্গ মহাপাতকের প্রধান প্রায়শ্চিত্ত। ব্রহ্মতেজ ব্যতীত অপর কোন তেজই গাভি দেহের জ্যোতিকে পরাভব করিতে পারে না। উহাদের বিষ্ঠা মূত্রও আমাদের ঔষধি স্বরূপ। গাভীগণ যে এইরূপ বিবিধ মঙ্গলাকর শ্রী স্বরূপা—আর্য্যের সমুদায় ধর্ম্ম যে গাভীগণে প্রতিষ্ঠিত তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু সেই প্রসূতি স্বরূপা গাভিগণের অবস্থা একবার বিবেচনা করিয়া দেখ। জগদ্ধাত্রীগণের কথা স্পষ্ট উচ্চারণেও পাপ হয়, সহস্র সহস্র ইতর পশু থাকিতে গাভিজন্ম আর্য্য সমাজে যে কি পর্য্যন্ত লাঞ্ছিত তাহা সেই বৃষরূপধারী ধর্ম্মই জানেন। সর্ব্বমঙ্গলের প্রসূতি স্বরূপা গাভিগণকে আমরা হত্যাকারীর হস্তে সমর্পণ করিয়া অশ্ব ও কুকুরগণকে এক্ষণে অতি যত্নের সহিত পোষণ করিতেছি। আমাদের গৃহে গাভিগণ আর পূজিত হন না। ইহাতে আমাদের দেহমন আর কি কখন সাত্ত্বিকভাবে বীর্য্যবান্ হইবে, না আমাদের যজ্ঞে আর কখন পিতৃদেবগণ আহুত হইবেন? আমাদিগকে ব্যায়াম করিতে বল, শারীরিক বলবৃদ্ধি করিতে উপদেশ দেও, কিন্তু আদৌ আমাদের জীবন ধারণের মূলে এই মহাপাপ প্রবেশ করিয়াছে ইহা কি দেখিতে পাওনা? আর্য্য হইয়াই বা আমরা কি প্রকারে ম্লেচ্ছত্বের পুষ্টিসাধক—চিত্তের ব্যামোহকর রশুন গৃঞ্জন ও মাংসাদি খাইয়া ধর্ম্মের বিনিময়ে দেহের পুষ্টিলাভ করিব? এই গাভিগণের কথা বিবেচনা কর, দেখিবে যে ধর্ম্ম স্বরূপা গাভিগণের অভাবে আমাদের দেব পিতৃ, দেহ মন আত্মা সকলই দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছে। গোমন্ত্যর ফল আমাদের হাতে হাতে সফল হইতেছে।

আবার দেখ, শাস্ত্রে ব্রাহ্মণগণকে আর্যসমাজের—আর্য্যভাবের আর একটী মূল ভিত্তি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সেই ভিত্তিটী কি প্রকারে দিন দিন শিথিল ও অকর্ম্মণ্য হইতেছে তাহা একবার বিবেচনা কর। ব্রাহ্মণই আর্য্যসমাজের পরম পাত্র। প্রতিদিন শৌচাচার পরায়ণ হইয়া যাগ যজ্ঞ ও তপস্যান্বিতে ব্রতী থাকিয়া অনন্যমনে জ্ঞানধর্ম্ম ও ঈশ্বর সাধনা করিবেন—দেব ও পিতৃর আধার হইয়া জনসমাজের কল্যাণকারণ অতীন্দ্রিয় ও অলৌকিক সুসমাচর সকল বহন করিবেন; এবং বৈরাগী হইয়া রাজাকে সত্যকথায় শাসন করিবেন; বিষয়ীকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেন এবং রোগে, শোকে, পাপে ও তাপে সকল সময়েই সকলকে যথাসাধ্য দৈব সাহায্য করিবেন বলিয়া এই ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা ধর্ম্ম যে সমাজের প্রাণ, ব্রাহ্মণগণই সেই সমাজের মস্তিষ্ক। ব্রাহ্মণকে সম্মাননা করা জ্ঞান, ধর্ম্ম, উচ্চবংশ ও ঐশ্বরিক ভাবের সম্বর্দ্ধনা মাত্র। ব্রাহ্মণকে সহায়তা করা আর জ্ঞান, ধর্ম্ম, তপস্যার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা একই কথা। সাংসারিক লোকের ন্যায় বিষয়লিপ্ত থাকিলে জ্ঞানচর্চ্চা হয় না, সাংসারিক লোকের ন্যায় অষ্টপ্রহর বিষয়কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে যোগফল লাভ হয় না; বিষয়ী হইতে হইলে সত্য ক্ষমাদি ধর্ম্মভাবও অবিচলিত থাকে না; সেই কারণেই মঙ্গলময় ব্রাহ্মণগণ জীবিকার জন্য জনসমাজের দান ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। ইহাতে ব্রাহ্মণের কিছুমাত্র স্বার্থপরতা নাই। জ্ঞানধর্ম্ম ও যোগাদির এমনি পুণ্যপ্রভাব যে কোন মতেই তাহা স্বার্থে পর্য্যবসিত হইতে পারে না। তাহাতে জনসমাজে নিশ্চয়ই বিবিধ কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। দেখ, আর্য্যসমাজের কোন্ কল্যাণই বা এই ব্রাহ্মণগণের তপস্যায় সাধিত না হইয়াছে? বেদ, উপবেদ, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, শিল্প, নীতিশাস্ত্রাদি আর্য্যসমাজে যাহা কিছু আছে, সকলি এই ব্রাহ্মণের। শুদ্ধ আর্য্যসমাজ কেন সমস্ত জগৎই এই সকল জ্ঞান বিষয়ে ব্রাহ্মণের নিকট ঋণী। আজও আর্য্যসমাজের প্রত্যেক গতিতে, প্রতি কর্ম্মে, প্রতি চিন্তায় ব্রাহ্মণগণেরই জ্ঞান ও পুণ্য অধিকাংশ প্রতিভাত হইতেছে। আজও জ্ঞান, ধর্ম্ম, বিশুদ্ধ চরিত্রতা, ক্ষমা ও শান্তিভাব যাহা কিছু ইহ জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও এই ব্রহ্ম মূর্ত্তিতে। আজও যে কতিপয় সাধুসিদ্ধ ও অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন যোগীগণ ধর্ম্মের নিদর্শন স্বরূপ ইহ জগতে বিরাজমান আছেন, তাহার অধিকাংশই এই ব্রহ্ম-প্রতিষ্ঠার গৌরব স্বরূপ। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, আর্য্যভাব এক্ষণে এতদূর বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে যে আর্য্যসমাজে এক্ষণে ব্রাহ্মণ বলিলে অথবা ব্রহ্মচিহ্নধারী দেখিলে সকলেই খড়্গহস্ত। আর্য্যসমাজে কত শত অমঙ্গলের নিদান পাপ সকল প্রকাশ্য ভাবে সম্পাদিত হইতেছে, কত সহস্র পাপের সহায়তা করিবার জন্য আর্য্য আজও মুক্তহস্ত রহিয়াছে, কিন্তু তথাপি পাপ বুদ্ধিতেও সে ব্রাহ্মণকে যৎকিঞ্চিৎ দান করিতে কুণ্ঠিত থাকে। কাম বৃত্তি আয়োজনে লোকের কত ব্যয় হইতেছে, অভিমান চরিতার্থ করিবার জন্য যথা সর্ব্বস্ব প্রদত্ত হইতেছে; হর্ষদান, লজ্জাদান এবং ভয়দানেরও এ সমাজে অসদ্ভাব নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণ তপস্যা করিবে—ব্রহ্মবৃত্তিতে অবস্থান করিবে, দিনান্তে একাহার বা পক্ষান্তের উপবাসের সংস্থান করিতে পারিলেই সে নিশ্চিন্ত, কিন্তু তাহাকে সহায়তা করিবে এমন আত্মীয় আর এ সমাজে কয়জন আছে? সকলেই মুখে হিন্দুর পরিচয় দেয় কিন্তু প্রকৃত আর্য্যভাবের জন্য কয়জনের প্রাণ ব্যাকুল হয়? এ সমাজে সূত্রধরের অন্ন মিলিবে, স্বর্ণকারের অন্ন মিলিবে, বেশ্যার জন্য সুরম্য হর্ম্ম্য সকল নির্ম্মিত হইবেক; এ সমাজে সুরা বিক্রেতার আর সুখস্বচ্ছন্দের সীমা থাকিবেক না কিন্তু যে জন বিদ্যাচর্চ্চা করিতেছে—আত্মজ্ঞানের জন্য চেষ্টা করিতেছে, দৈববল লাভ করিবার জন্য যে জন কায়মনোবাক্যে তপস্যা করিতেছে; এক্ষণে এই সমাজে তাহার আর মুষ্টিভিক্ষার

ও প্রত্যাশা নাই। লোকের বুদ্ধি কালমাহাত্ম্যে কি জানি কেমন বিপরীত দিকে গমন করিয়াছে যে যে স্বার্থপরতার শেষ সীমা মুষ্টিভিক্ষা—যে স্বার্থের সহিত পরার্থের ঘনিষ্ঠতম যোগ—লোকে এক্ষণে তাহাকেই যৎপরোনাস্তি স্বার্থপরতা মনে করিয়া ব্রাহ্মণ মর্য্যাদা একেবারে উল্লঙ্ঘন করিতেছে। মুষ্টিভিক্ষার অভাবে ব্রহ্ম-প্রতিষ্ঠা আর্য্য সমাজে লোপ পাইবে জানিয়াও তথাপি এই পুণ্যকার্য্যে হস্ত সংকোচ করিতেছে। সুতরাং ব্রাহ্মণ হইয়াই বা এ সমাজে কি প্রকারে বাস করা যায়? সত্য সত্যই কি মনে করিয়াছ যে এই ব্রহ্মবৃত্তিস্থ ব্রাহ্মণের অভাবে এ সমাজের পরম কল্যাণ সাধিত হইবে? মনে করিয়াছ কি যে এই আচার শূন্য, শ্রদ্ধাশূন্য, ভক্তিশূন্য, নিরীশ্বর ম্লেচ্ছ বিদ্যা শিক্ষাতে আমাদের সমাজে জ্ঞান ধর্ম্ম ও তপস্যার আর অভাব থাকিবে না? মনে করিয়াছ কি যে, যে বিদ্যার চরম উদ্দেশ্য বিষয়ী হওয়া, যে বিদ্যাতে আত্মা প্রতিফলিত হয় না, ঈশ্বর প্রতিফলিত হন না, যে বিদ্যার সহিত তপস্যার যোগনাই—যে বিদ্যার চরম উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জ্জন ও ইন্দ্রিয় সুখভোগ—যে বিদ্যাকে সম্পূর্ণ অবিদ্যা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—মনে করিয়াছ কি—যে এই বিদ্যা দ্বারা আর্য্যভাব, ধর্ম্মভাব ও তপস্যার ভাব সাধিত হইয়া দেব পিতৃ ও ঈশ্বরের সাধনায়—মনুষ্যত্বের চর্চ্চায় জন সমাজে বিবিধ কল্যাণ প্রসূত হইবেক? মনেও করিও না যে এই ব্রাহ্মণের অভাবে আর্য্যসমাজের আর কিছু মহত্ত্ব, পাবকত্ব বা অপর কোন উন্নতি সাধিত হইবেক? ধর্ম্ম-প্রধান সমাজে অপরাপর উপযুক্ত পাত্র বিদ্যমান থাকিতেও ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণগণই যে পরম পাত্র এবং এই পাত্রের অভাবে যে আর্য্যভাবেরও অভাব হইবে ইহা শাস্ত্রকারগণ বারম্বার বলিয়া গিয়াছেন। জীবিকার অভাবে নিক্ষেপ করিয়া যদি ব্রাহ্মণকেও বিষয়ী করিবার চেষ্টা কর—সকলেই যদি বিষয়ী হইয়া পড়ি, তাহা হইলে বিষয়বায়ু পূরিত চিত্তে কে আর জ্ঞান ধর্ম্ম ও শান্তি প্রদান করিবে? একারণ সকল সমাজেই পুরোহিতের জীবিকা স্বতন্ত্র ভাবে নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু এই ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যসমাজই পুরোহিত বিচ্যুত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে? এ রাজ্যে শত সহস্র পাপ উপেক্ষিত হইতেছে, কেবল গো ও ব্রাহ্মণ যত দোষাকর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। গো ও ব্রাহ্মণের ন্যায় লাঞ্ছিত জীব আর্য্যসমজে আর নাই। হায়! যে রাজ্যের বিচারে বিবিধ মঙ্গলালয় পুণ্যস্বরূপ গো ব্রাহ্মণগণ একমাত্র দোষী সাব্যস্ত হইয়া দণ্ডিত হইতেছে, ধর্ম্ম! কি তোমার সে সমাজের আর কখন কৃপা কটাক্ষ হইবে না? ঐ দেখ, গো ও ব্রাহ্মণগণ অবমানিত হইয়া আর্য্যসমাজ হইতে অপ্রকাশ্যভাবে ধীরে ধীরে বিদায় গ্রহণ করিতেছে। তথাপি এখনও আমরা নিজের দোষ দেখিতে না পাইয়া তাহাদিগকে কেবল অকর্ম্মণ্যও অপাত্র বলিয়া লাঞ্ছনা করিতেছি। আমাদের এখনও বোধ নাই যে এই সকল পুণ্যপ্রতিষ্ঠার উন্নতিকারণ আমরা বৎসরান্তে ভ্রমেও এক কপর্দ্দক প্রদান করি না।

আর একদিকে দেখ, আর্য্যভাবের আর একটি সুমহান্ সেতু ভঙ্গ করিবার জন্য আধুনিক সামাজিক বৃন্দ কেমন ব্যস্ত হইয়াছে। আর্য্য সমাজে এক্ষণে সহস্র সহস্র কষ্টের নিদান বর্ত্তমান থাকিতে আধুনিকগণের দৃষ্টি কেবল বিধবার কষ্টের উপর পতিত হইয়াছে। সাধ্বী সতীগণই এই আর্য্যস্রোত পৃথিবীতে অব্যাহত রাখিয়াছেন। এত অত্যাচার—এত উৎপীড়ন সহ্য করিয়া আর্য্যগণ আজও যে সেই বৈদিক কালের প্রাচীন ধর্ম্মভাব হইতে বিচলিত হন নাই—আজও যে আমরা ধর্ম্ম কর্ম্ম বিষয়ে সেই পিতৃলোকের সহিত যোগ প্রদানে সমর্থ আছি, ইহা কেবল এই সাধ্বীগণের মহিমায়। কোন জাতিই আমাদের ন্যায় সাধ্বীর মহিমা জানে না। আধুনিক জগতে যে কোন জাতি আছে, অধিকাংশ জাতিই বিবিধ জাতির সঙ্করণে উৎপন্ন। তাহাদেয় পূর্ব্বপুরুষ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জাতিগণের চিহ্ন পর্য্যন্ত ও তাহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। পশুভাবে তাহারা উৎপন্ন হইয়াছে—পশুভাবের উৎকর্ষ সাধন করাই তাহাদের জীবনের প্রয়োজন। তাহাদের জন্মের একত্ব বিধান নাই সুতরাং তাহাদের মধ্যে আত্মার একত্ব বিধানও দুরূহ ব্যাপার। সঙ্কীর্ণ পাত্রে কখন ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিক ভাবের সম্যক্ স্ফুরণ হয় না—সঙ্কীর্ণ পাত্রের সহিত দেব পিতৃর সহানুভূতি নাই—সঙ্কীর্ণ পাত্রের পিণ্ড ও পিতৃলোকে পৌছায় না ইহা আমাদের শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু দেখ, এই পুণ্যসেতু ভঙ্গ করিবার জন্য—সকলকেই সংকীর্ণ করিবার জন্য আজকাল বিধবা বিবাহাদি বিবিধ পাপ বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইতেছে! রাজা অনুমতি দিয়াছেন অসতী হইলে আর ক্ষতি নাই—বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইতে পারিবেক। পণ্ডিতগণও ব্যবস্থা দিয়াছেন যে যেহেতু কাম-ধর্ম্মে স্ত্রীলোকের অত্যন্ত কষ্টের সম্ভাবনা সুতরাং বহুপতিলাভ বা বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত! অসতীগণের এইরূপ প্রাদুর্ভাব হইলে—কামবৃত্তির দ্বার এইরূপে সর্ব্ব সাধারণে উন্মুক্ত হইলে—মনে করিয়াছ কি যে এই আর্য্যভাব—এই ধর্ম্ম ভাব জগতে আর কণামাত্রও বিরাজ করিবে? কাম জন্মা—পশুজন্মা লোক কর্ত্তৃক যখন আর্য্য সমাজ পরিপূরিত হইবেক, তাহাদের সংসর্গে যখন সাধুগণও পতিত হইবেন, তখন বোধ করিয়াছ কি যে এ সমাজে আর কেহ দেব পিতৃ ব্রহ্ম বা বেদ ধারণ করিতে সমর্থ হইবে? দেখ, যে ব্রহ্মচর্য্যকে শাস্ত্রে স্বর্গের সোপান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—যে সংযম ভাব যম লোকের ভাব বলিয়া প্রথিত—কাম ক্রোধ লোভ নরকের দ্বার বলিয়া শাস্ত্রকারগণ বিধিমতে ইহাদের জয়েই যে উর্দ্ধগতি বলিয়াছেন, কালে কালে মনুষ্য দুর্ব্বল স্নায়ু বিশিষ্ট হওয়াতে কামের এত আধিক্য হইয়াছে যে প্রকাশ্যে উচ্চবংশীয়গণের মধ্যেও এই অসতী স্রোত প্রবাহিত হইতে চলিল। সুতরাং আর্য্যভাব আর জগতে কি প্রকারে থাকিবে?

দান, সংযম ও সত্যাদি ধর্ম্মের কথা আর কি বলিব। ইহারা এক্ষণে আর আর্য্যসমাজের মূলে নাই বলিলেও হয়। কি গৃহাশ্রম, কি বর্ণাশ্রম আমাদের সমুদায় আশ্রমই দান ধর্ম্মের উপর নির্ভর করে। আর্য্য সমাজের সমুদায় কর্ম্মচেষ্টা—সমুদায় পরিশ্রম কেবল অর্থসঞ্চয় বা বিষয়ী হইবার জন্য নয়, পরন্তু দানের জন্যই। এ সমাজে সঞ্চয়ের প্রতিযোগিতা নাই—কেবল

দানেরই প্রতিযোগিতা দেখিতে পাই। এই দান ধর্ম্মের গুণে আমরা বহু আত্মীয়ে পরিবৃত থাকিয়া একান্নবর্ত্তী সংসারে বাস করিতাম। দানধর্ম্ম লক্ষ্য থাকাতে আমাদের মধ্যে পরস্পর ঈর্ষ্যা দ্বেষ ক্রোধ ও অভিমানাদি মনোমালিন্য উপস্থিত হইতে পারিত না। পরস্পর সকলেই সদ্ভাবে একত্রিত থাকিয়া ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে সক্ষম ছিলাম। কিন্তু যখন হইতে কালগতিকে—রাজ প্রভাবে এবং অন্যান্য বিবিধ সংঘটনায় পতিত হইয়া আমরা ঘোর বিষয়ী হইয়া পড়িলাম, সমাজে নূতন নূতন ভোগ বিলাসের অভাব সকল সৃষ্টি হইতে লাগিল—তখন হইতেই আমরা দানধর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি হয়—পরকাল রক্ষা পায়, একথা ভুলিয়া গিয়া সঞ্চয় মাহাত্ম্যে দেহ রক্ষা পায়—বিবিধ অভাব দূরে যায় এইরূপ সংস্কারাপন্ন হইয়াছি। এবং এই সঞ্চয় বাসনা—বিষয় বাসনা প্রবল হওয়াতে আমাদের পবিত্র গৃহাশ্রম আর ধর্ম্ম উপার্জ্জনের স্থান না হইয়া কেবল ঈর্ষ্যা, দ্বেষ ও কলহাদি অধর্ম্মের আবাস ভূমি হইয়াছে। দানধর্ম্মের মাহাত্ম্য ভুলিয়া গিয়া আমরা বাহিরে যেমন বর্ণধর্ম্ম প্রতিপালন করি না, গৃহেও তেমনি আমরা আশ্রমকে ধর্ম্ম উপার্জ্জনের আশ্রয় বলিয়া জানি না। দান ধর্ম্মের অভাবে আমরা বাহিরে যেমন সমগ্র-সমাজের সহিত জীবিকার জন্য বিদ্যা বুদ্ধি বল লইয়া সংগ্রাম করিতেছি—পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া সঞ্চয়ে ব্যস্ত হইয়াছি, গৃহে পিতামাতাভ্রাতাদির সহিতও আমাদের সেইরূপ প্রতিযোগিভাব প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং যখন জীবিকার জন্য—যখন সঞ্চয়ের জন্য, পরস্পর পরস্পরের প্রতিযোগী, তখন পরস্পরের মধ্যে যে ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, কলহ, অভিমান, মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও চাতুরি বৃদ্ধি পাইয়া সমগ্রসমাজে যে ধর্ম্মভাব একেবারে বিপর্য্যস্ত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? অপরাপর সমাজে বর্ণধর্ম্ম না থাকাতে জীবিকার জন্য চিরকাল প্রতিযোগিতা, কিন্তু দান ধর্ম্মের গুণে আমাদের সমাজে জীবিকার প্রতিযোগিতা নাই। অপরাপর সমাজে কেবল গ্রহণ বা সঞ্চয়ের চেষ্টা; আমাদের সমাজে কেবল দানেরই চেষ্টা। প্রতি বৎসরে, প্রতি মাসে, প্রতি দিনে আমাদের সমাজে কত উৎসব, কত পর্ব্ব, কত নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া, কত অন্নদান, মেরুদান, স্বর্ণদান, কত সংযম, কত উপবাস, কত ত্যাগ স্বীকার তাহা বলা যায় না। আইন বল, নিয়ম বল, কিছুতেই সত্যের বা ধর্ম্মের সেতু বাঁধিতে পারে না, কিন্তু যথায় দান আছে তথায় ঈর্ষ্যা দ্বেষ, ক্রোধ, কলহ, বিবাদ, বঞ্চনা শঠতাদি চিত্তগ্লানিকর কোন কারণই থাকিতে পারে না। কিন্তু কালে কালে আপাতমনোরম সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্ম্ম কেমন হ্রাস হইতেছে; আর্য্য সমাজে বা আর্য্যগৃহে নিত্যদান অথবা পর্ব্ব উৎসব, সংযম বা দেব পিতৃতে দানের কথা দূরে থাকুক, এ সমাজে জীবিতা পিতামাতা বা ভ্রাতাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ দান করিলে এক্ষণে স্বার্থের জন্য তাহারও গণনা রক্ষিত হইয়া থাকে। আমরা এক্ষণে সকলে সঞ্চয়ী ও বিষয়ী হইয়া যে পরিমাণে সুখ ভোগ করিতেছি, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ দানশীল ও সংযমী থাকিয়া তদপক্ষে কোটিগুণ বিমল সুখভোগে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। আমি স্ত্রী পুত্রের দিকে না তাকাইয়া কেবল দশ জনের জন্য শ্রম করিতেছি; দশজন আমার স্ত্রী পুত্রের জন্য ব্যস্ত রহিয়াছে, ইহাতে আমার চিত্ত প্রসন্ন, বিস্তৃত ও অগ্রিক আশাবান্—আমার স্ত্রী পুত্রগণ অধিক সুখী? না আমি কেবল আমার ও স্ত্রী পুত্রের জন্য ব্যস্ত—দশজনের উপর আমার আশা নাই, ভরসা নাই, সহানুভূতি নাই, ইহাতে আমি ও আমার স্ত্রী পুত্র অধিক সুখী হইবে? দশজনের জন্য জীবন ধারণ করা, প্রাচীনগণ, এই নীতিটী যেমন কার্য্যে প্রয়োগ করিতেন—দানধর্ম্ম আর্য্যভাবের মূল এটী তাঁহারা যেমন জানিতেন, কিন্তু আমরা আমাদের সমাজকে সেইরূপ প্রসর ভূমিতে অধিরূঢ় করাইবার চেষ্টা করি না। বসুমতী ধরিত্রীর দোষ নয়, পরন্তু আমাদের দুর্নিবার বিষয় পিপাসাই আমাদের দুর্ভিক্ষের মূল—ইহা অল্প চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

এইরূপে বিচার কর যে যে সাতটীকে শাস্ত্রকারগণ আর্য্যভাবের মূল ভিত্তি বলিয়া জানিতেন, কাল বিপর্য্যয়ে সেই সাতটীকেই অগ্রেই কেমন আঘাত লাগিয়াছে। আজকাল আর্য্যগণ যে জীর্ণ শরীরে ও ভগ্ন মনে প্রতিনিয়ত রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্যে অবসন্ন হইয়া জীবনভার দারুণ কষ্টে বহন করিতেছে, আর্য্যগণের মধ্যে যে বীরত্ব, মহত্ত্ব, আনন্দ উল্লাসাদি কিছু মাত্র দৈহিক ও মানসিক স্ফূর্ত্তি লক্ষিত হইতেছে না; আর্য্যসমাজেয় মধ্যে যে সকল বিষয়েই বিশৃঙ্খল উপস্থিত, এই কয়েকটীর অভাবই তাহার মূল কারণ। যখন এই কয়েকটীর সদ্ভাব আর্য্য সমাজে পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত ছিল, তখনই আর্য্য ভাবের পরিপূর্ণ মহত্ত্ব জগৎ দেখিতে পাইয়াছিল। আর্য্য ভাবের অভাবে—ধর্ম্মের অভাবে যে আমরা এত কষ্ট পাইতেছি তাহা আমরা দেখিয়াও দেখিতেছি না। মহামারী, দুর্ভিক্ষ্য, করভার ও দৈব উৎপাতাদি আমাদিগকে সচৈতন্য করিতে পারিতেছে না। সমাজের স্রোত যে দিকে প্রবাহিত হয় হউক, আমরা মনে করিতেছি যে চক্ষু কর্ণ বন্ধ করিয়া আমরা কাটাইয়া যাই, তারপর যাহা হয় হইবে। কিন্তু আমাদের এই চক্ষু কর্ণ বন্ধ থাকাতে আমরাই যে অচিরাৎ নিহত হইব আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। শুনিয়াছি, কতকগুলিন বৃহৎ পক্ষী আছে, ব্যাধেরা যখন শীকার করিতে আইসে, তখন তাহারা পলায়ন বা অন্য কোন প্রতীকার চেষ্টা না করিয়া নীচের দিকে অন্তরালে আপনার মস্তকটি লুকায় ও সর্ব্বশরীর বাহির করিয়া রাখে! তাহারা মনে করে আমাদের মাথা লুক্কায়িত থাকিলে অথবা আমরা দেখিতে না পাইলে ব্যাধ ও আমাদিগকে দেখিতে পাইবে না। কিন্তু ব্যাধ যে তাহাদের এরূপ নিশ্চেষ্ট ভাব দেখিয়া তাহাদের এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগকে বধ করিবার সুযোগ পায়, তাহারা তাহা বুঝিতে পারে না। আমাদের অবস্থাও ঠিক্ তদ্রূপ হইয়াছে। আর্য্যভাবের মধ্যে বাস করিয়া—ইহকাল ও পরকাল রক্ষা করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে কাটাই, এইটী আমাদের ইচ্ছা বটে; কিন্তু আমরা নিজে তজ্জন্য কোন চেষ্টা করিব

না। এক একজন লইয়াই সমগ্র সমাজ; এক একজন করিয়া সকলেরই যদি এই আর্য্যভাবের উপর শৈথিল্য হয়, তবে সমাজ অথবা আর্য্যভাব কি একটী পৃথক্ দ্রব্য যে, সে আপনার সত্তায় আপনি নির্ভর করিবে? কালমাহাত্ম্যেও আমাদের নিজের দোষে—দৈব ও পুরুষকারের একত্র সঙ্ঘটনে আর্য্যভাব—প্রকৃত ধর্ম্মভাব, যে জগৎ হইতে দিন দিন লোপ পাইবে—ধর্ম্মভাবের একেবারে অভাবে যে জগৎ প্রলয়োন্মুখীন হইবে, তাহা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ বহুকাল পূর্ব্বে বিশেষরূপ অবগত ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা এই কালমাহাত্ম্য অবগত থাকিয়াও তথাপি এ সময়ে পুরুষকারের বিস্তর প্রসংশা করিয়াছেন। এ সময়ে আমরা যদি ধর্ম্মভাব রক্ষণে কণামাত্রও চেষ্টা করি তবে আমাদের অনন্ত ধর্ম্ম ফল লাভ হইবেক, একথা তাঁহারা বারম্বার বলিয়া গিয়াছেন। যখন সমগ্র ধর্ম্মভাবের অনুকূল, তখন ধার্ম্মিক থাকা সহজ কথা ছিল, কিন্তু এই বিকৃত সময়ে চতুর্দ্দিকে অধর্ম্মভাবের প্রাদুর্ভাবে যাঁহার ধর্ম্মমতি অচলা থাকিবে, ঋষিগণ তাঁহাকেই একমাত্র ধন্য এবং প্রকৃত ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। এই আর্য্যভাবের যেমন হ্রস্বতা হইতে থাকিবে, তেমনি আমাদের কি সামাজিক—কি পারিবারিক—কি অন্ন বস্ত্রের সকল বিষয়েই কষ্ট হইবেক, এটী ঋষি-বাক্য। ম্লেচ্ছভাব বা অপর কোন ভাব অবলম্বনে আমাদের দৈহিক—মানসিক—ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে না ও আমাদের সর্ব্ব প্রকার দুঃখের প্রতীকার হইবে না, ইহা সেই আজীবন চিন্তাপরায়ণ পূজ্যপাদগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অতএব, এই সময়ে ধর্ম্মের সাহায্য করা—গো, ব্রাহ্মণ, বেদ, সতী সত্য, সংযম এবং দান এই কয়েকটী ধর্ম্মভূমি দৃঢ় করিবার চেষ্টা করা আর্য্যধর্ম্মীমাত্রেরই কর্ত্তব্য। ঋষিগণের অলৌকিক জ্ঞানের কথা স্মরণ করিলে অবাক্ ও বিস্মিত থাকিতে হয়। আমাদের যে এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিবে তাঁহারা বহুকাল পূর্ব্বে একথা দৈববাণী করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা অতি প্রাচীন কালে বাস করিয়া এ যুগের যেরূপ অবিকল চিত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া মনে সন্দেহ হয়, বুঝি একালের কোন ধূর্ত্তলোক শঠতা করিয়া প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে আমাদের কথা সন্নিবেশিত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু যখন বেদ পুরাণ স্মৃতি তন্ত্র সর্ব্বত্রই এই কলি বর্ণনা দেখা যায়, যখন ভারতের কোটি কোটি গ্রন্থে একথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যখন কার্য্যকারণ ভাব পর্য্যালোচনা করা যায়, যখন সেই পূজ্যপাদ ঋষিগণের অলৌকিক শক্তির কথা মনে হয়, যখন দুদশ বৎসরের মধ্যে যে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তাহাও সমুদায় গ্রন্থে দেখা যায়, তখন চিত্তে আর কিছুমাত্র সন্দেহ স্থান পায় না। ঋষিগণের সমুদায় ভবিষ্যদ্বাণী আলোচনা করিয়া এস্থলে কতিপয় মাত্র উদ্ধৃত করিলাম, দেখুন, ইহার একটী কথাও অযথার্থ নয়! ধর্ম্মভাব বিপর্য্যয়ে যে আমাদের সমাজের কষ্ট হইবে—অপরাপর সমাজের নয়—সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যে এই আর্য্যভাবেরই হ্রাস বৃদ্ধি গণনায়, তাহা শাস্ত্রে সুন্দর রূপে বর্ণিত আছে।

শাস্ত্রে বলিয়াছেন যে, "আয়ুর্বীর্য্যমথো বুদ্ধির্বলং তেজশ্চ পাণ্ডব। মনুষ্যাণাং অনুযুগং হ্রসতীতি নিবোধ মে॥" (মহাভারত) অর্থাৎ লোকের আয়ুর্বীর্য্য, বুদ্ধি, বল, তেজ, প্রকৃতিগত নিয়মানুসারে যুগে যুগে হ্রাস প্রাপ্ত হয়! অপরাপর জীব জন্তু অপেক্ষা মনুষ্যের পরমায়ু যে দীর্ঘ, মনুষ্যের জ্ঞান ও পুণ্যের তারতম্য অনুসারে আমাদের আয়ু বীর্য্য ও তেজের তারতম্য হয়। পুণ্য যেমন আয়ুর সহায় আয়ু ও তদ্রূপ জ্ঞান ও পুণ্যের সহকারী। এই আয়ুর হ্রস্বতা অনুসারে আবার মনুষ্যের পুণ্য হ্রাস হইয়া মনুষ্য ক্রমে ক্রমে পশুভাবে উপনীত হইয়া কেবল নিকৃষ্ট বৃত্তি নিচয়ের আধার হয়। যে সমাজের মূলে ধর্ম্মভাব বিরাজমান, ধর্ম্মই যে সমাজের প্রাণ, সেই সমাজের প্রতি লক্ষ্য করিলে এই যুগমাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারা যায়। চিরকালই নিকৃষ্ট বৃত্তির প্রেরণায় অপরাপর জাতির সমগ্র কর্ম্ম চেষ্টা—ধর্ম্মভাব তাহাদের মধ্যে নাই বলিলেও হয়। সুতরাং যুগে যুগে আয়ু ও বলের হ্রস্বতার সঙ্গে সঙ্গে যে মনুষ্যের ধর্ম্ম ও পুণ্যভাব হ্রস্বতা প্রাপ্ত হয়, অপরাপর জাতির দৃষ্টান্ত দেখিলে একথা বিশেষ বুঝা যায় না। যাহাদের মধ্যে পূর্ব্বাপর ধর্ম্মের সত্তাই অনুভূত হয় না তাহাদের মধ্যে ইহার হ্রাস বৃদ্ধি কি প্রকারে অনুভূত হইবে? একারণ শাস্ত্রে বলিয়া গিয়াছেন যে—"ইতঃ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ মধ্যশ্চান্তশ্চ গম্যতে। ন খল্বন্যত্র মর্ত্ত্যানাং কর্ম্মভূমৌ বিধীয়তে॥ চত্বারি ভারতে বর্ষে—যুগান্যত্র মহামুনে। কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চান্যত্র ন ক্বচিৎ॥" (বিষ্ণুপুরাণ) অর্থাৎ স্বর্গ, মোক্ষ, এবং অন্ত এই আর্য্যসমাজ সকলেরই সোপান। মর্ত্তলোকে অপর কোন সমাজই পরলোকের প্রবেশিকা নয়। এই আর্য্যসমাজ কর্ম্মভূমি। ইহকালের ভোগবাসনার প্রতি অপরাপর সমাজের একমাত্র দৃষ্টি—অপরাপর সমাজ ভোগভূমি। হে মহামুনে! এই ভারতবাসীগণের মধ্যে—এক আর্য্যসমাজে সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলিযুগ অনুভূত হইয়া থাকে। অপরাপর সমাজে যুগধর্ম্মের প্রভাব তত অনুভূত হয় না। "বিপরীতশ্চ লোকেয়ং ভবিষ্যত্যধরোত্তরঃ॥" (মহাভারত) প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকের যে বুদ্ধি জ্ঞান ও সংস্কারাদিরও বিপর্য্যয় ঘটনা হয়, তাহা এই সমাজ দেখিলেই বুঝা যাইবেক। "পাপিনঃ পুণ্যবন্তশ্চাপ্যশিষ্টাঃ শিষ্ট এবচ॥" পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যে যে কার্য্য দ্বারা লোকে পুণ্যবান বলিয়া গণ্য হইত—শিষ্ট বলিয়া জনসমাজে আদরণীয় হইত, যুগবিপর্য্যয়ে কলিকালে সেই সেই কার্য্য দ্বারা পাপী ও অশিষ্ট বলিয়া হেয় হইবে। হিতাহিত, ভাল মন্দ, পাপ পুণ্য সম্বন্ধে লোকের সংস্কার বিপরীত হইবে। সদাচার নিরত হবিষ্যপরায়ণ ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণগণই যে একালে একমাত্র হেয় ইহাই এই যুগ বিপর্য্যয়ের নিদর্শন। "ধনানি শ্লাঘনীয়ানি সতাংবৃত্তমপূজিতং। অনাঢ্যতৈবা সাধুত্বে সাধুত্বে দম্ভমেব হি॥" (ব্র, বৈ, পু,) কালে কালে বিষয় বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকের নূতন নূতন অভাব বৃদ্ধি হইবে—কালে কালে ক্ষীণায়ু হওয়াতে লোকে দুর্ব্বল স্নায়ু বিশিষ্ট হইবে। "লোভক্রোধপরা মূঢ়াঃ কামাসক্তাশ্চ মানবাঃ॥" (মহা) লোকে লোভ ক্রোধ ও একান্ত কামাসক্ত হইয়া পড়িবে, সুতরাং ইহাদের সহায়কারী ধনই তখন জনসমাজে একমাত্র শ্লাঘনীয় হইবে। সাধুবৃত্তির আর সম্মান থাকিবে না। ধনোপার্জ্জন গণনায় সংসারে পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম হিতাহিত মানাপমান

পরিগণিত হইবে। হিতাহিত সম্বন্ধে লোকের সংস্কার বিপর্য্যয় হইবে। ধনহীন ব্যক্তি সর্ব্ব ধর্ম্মে নিষ্ণাত হইলেও অসাধু মধ্যে পরিগণিত হইবে। "প্রকৃষ্টবংশজা হীনা ভবিষ্যন্তি কলৌযুগে॥" বংশের তারতম্য অনুসারে এযুগে উচ্চনীচ গণনা হইবে না। উচ্চবংশীয় বলিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যাহাদের সম্মান ছিল, এযুগে তাহারা হীনবংশের ন্যায় হেয় হইয়া থাকিবে। যখন জ্ঞান, বীর্য্য ও আচারের তারতম্য অনুসারে লোকে উচ্চ নীচ গণনা না হইবে, তখন লোকের জ্ঞান বীর্য্য ও আচারে আর উৎসাহ থাকিবে না। সুতরাং "বর্ণাশ্রমাচারবতি প্রবৃত্তি র্ন কলৌ নৃণাম্॥" লোকের বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালনে আর অভিরুচি থাকিবে না। "অন্নানাং নিয়মো নাস্তি যোনীনাঞ্চ বিশেষতঃ॥" এ যুগে অন্ন বিচার থাকিবে না; বিশেষতঃ লোকে এত দুর্ব্বলমনা হইবে যে কামের উত্তেজনা সহ্য করিতে না পারিয়া যে সে যোনিতে উপগত হইবে। আসন, শয়ন, একত্রে পান ভোজন, এক স্ত্রাতে সহবাসাদি মনুষ্যের মধ্যে যে যে কারণ গুলিন সমতা প্রাপ্তির হেতু সে সমুদায়ই ঘটিবে। সকলে সমান হইবে—মনুষ্যের মধ্যে উত্তম অধম আর থাকিবে না। "একবর্ণস্তদা লোকো ভবিষ্যতি যুগক্ষয়ে॥" (মহা) সকলেই একবর্ণ হইবে। জাত্যভিমান থাকিবে না। যাহার যে কার্য্যে অভিরুচি সে তাহাই করিবে। ম্লেচ্ছশাস্ত্রং পঠিষ্যন্তি স্ব শাস্ত্রাণি বিহায় চ। ব্রহ্মক্ষেত্রবিশাংবংশাঃ শূদ্রাণাং সেবকাঃ কলৌ। সুপকারা ভবিষ্যন্তি ধাবকা বৃষবাহকাঃ॥" (ব্র-বৈপু-) সকলে স্ব স্ব শাস্ত্র ত্যাগ করিয়া অর্থকরী ম্লেচ্ছশাস্ত্র পাঠে রত থাকিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবংশীয় লোকেরা শূদ্রের সেবক হইবে। যাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যজন, যাজন, অধ্যাপনাদি কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহারা কেহ বা পাচক ব্রাহ্মণ, কেহ বা পত্র বাহক ও কেহ বা বৃষ বাহক হইবে। এ যুগে ঋষি প্রণীত শাস্ত্রের আদর থাকিবে না॥ "ন বক্ষ্যন্তিন হোষ্যন্তি হেতুবাদবিমোহিতাঃ॥" (মহা) সকলেই হেতুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কুতর্কবলে যাগ যজ্ঞ অথবা হোমাদি কার্য্যে বিরত থাকিবে। "কিং বেদৈঃ কিং দ্বিজৈর্দ্দেবৈঃ কিং শৌচেনাম্বুজন্মনা॥" (বি, পু) বেদে কি হইবে উহা কৃষকোক্তি বর্ব্বরের কথামাত্র; দেবে কি করিতে পারে—উহা অসভ্য লোকের ভয়কল্পিত এবং জল দ্বারা শৌচেরই বা প্রয়োজন কি, এইরূপ সকল বিষয়ে লোকে হেতুবাদ দর্শাইতে থাকিবে। "সমান পৌরুষঞ্চেতো ভাবি বিপ্রেষু বৈ কলৌ॥" অর্থাৎ ব্রাহ্মণও মানুষ আমিও মানুষ তখন এইরূপ সাম্যনীতির প্রাদুর্ভাব হইবে। "কেচিদ্বেদং বিনিন্দন্তি পুরাণং অপরে জনা॥" কেহ বেদ নিন্দা করিবে—কেহ পুরাণ নিন্দা করিবে, পুরাণ তন্ত্রাদি শাস্ত্র সকলের সমন্বয় করিবার ক্ষমতা কাহারও থাকিবে না। কেহ বলিবে বৈদিক অপেক্ষা তান্ত্রিক মত ভাল, কেহ বলিবে পুরাণের পৌত্তলিকতা অপেক্ষা উপনিষদের ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাল; এইরূপ শাস্ত্র সকলের মধ্যে তখন পরস্পর ভেদ উপস্থিত হইবে। "যদা পুরাণে বেদেঽস্মিন্ সর্ব্বনেষু চ সর্ব্বশঃ। বিভেদো জায়তে দুঃখাক্রদ্যমানা সরস্বতী॥" ইরূপে যখন বেদ ও পুরাণাদি শাস্ত্র সকলে লোকের ভেদ বুদ্ধি উপস্থিত হইবে, তখন সরস্বতী দেবী দুঃখের রুদ্যমানা থাকিবেন "ন কশ্চিৎ অকবি র্নাম যুগে ক্ষীণে ভবিষ্যতি॥" শাস্ত্র বুঝিবার কাহারও ক্ষমতা থাকিবেক না বটে কিন্তু তথাপি সকলেই পণ্ডিতাভিমানী হইবে। এযুগে কেহই অকবি থাকিবে না। যাহার যেরূপ সাধ্য সকলেই তাহা লইয়া নাটকাদি গ্রন্থ সকল রচনা করিতে থাকিবে। "সর্ব্বমেব কুলো শাস্ত্রং যস্য যদ্বচনং দ্বিজ!॥" (বিষ্ণু,) গ্রন্থ নিবদ্ধ হইলে যে কোন ব্যক্তির যে কোন বাক্য তাহাই শাস্ত্রবৎ গ্রহণীয় হইবেক। অতি অজ্ঞাতকুল শীল দত্তজা বসুজা বা সরকার মহাশয়ের কথাও লোকে পরম আদরে গ্রহণ করিবে, কিন্তু ভ্রমপ্রমাদাদি রহিত প্রমাণ-পুরুষ ঋষিগণের বচনের উপর লোকের বিদ্বেষ বুদ্ধি জন্মাইবে। "শূদ্রা ধর্ম্মং প্রবক্ষ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ পয্যুপাসকাঃ। শ্রোতারশ্চ ভবিষ্যন্তি প্রামাণ্যেন ব্যবস্থিতাঃ॥" (মহা) এযুগে শূদ্রই নবজীবন ধারণ করিয়া ধর্ম্ম বা বেদ প্রচার করিতে থাকিবে। ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের উপাসক হইবে। যে যতগুলিন শ্রোতা বা গ্রাহক সংগ্রহ করিতে পারিবে তাহার শাস্ত্র সেই পরিমাণে প্রমাণ বলিয়া জনসমাজে আদরণীয় হইবে। এযুগে লোকের মতি কামাদি নিকৃষ্টবৃত্তি নিচয়ের উপর স্থাপিত থাকিবে। সুতরাং "বিবাহা ন কলৌ ধর্ম্ম্যা ন শিষ্য গুরু সংস্থিতি॥" (বিঃ) কলিতে ধর্ম্ম্য বিবাহ থাকিবেক না—গুরুশিষ্য মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘিত হইবে "ন কাচিং বিধবা নাম যুগে ক্ষীণে ভবিষ্যতি॥" এই ক্ষীণযুগে অতি অল্পস্ত্রীলোকেরই বিধবা নাম থাকিবে। বিধবাকে বিবাহ দিবার জন্য সমাজশুদ্ধ লোকে ব্যস্ত হইবে। কামপরবশ হইয়া লোকে এত স্ত্রৈণ হইবে যে "ভার্য্যা মিত্রাশ্চ পুরুষা ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে॥" (মহা) লোকের মিত্রতা একমাত্র ভার্য্যাতেই বদ্ধ থাকিবে। স্ত্রী ব্যতীত লোকের আর কোন কুলে কোন বন্ধু থাকিবেক না। "গৃহেশ্বরী চ গৃহিণী গৃহী ভৃত্যাধিকোঽধমঃ। চেটীভৃত্যসমৌ বধ্বাঃ শশ্রূশ্চ শ্বশুরস্তথা॥" (ব্র, বৈ) গৃহিণী গৃহেশ্বরী হইবে এবং গৃহস্থ ভৃত্যাপেক্ষাও অধম হইয়া থাকিবেন। বধূর নিকট শ্বশুরকে ভৃত্যভাবে এবং শশ্রূকে চেটীভাবে অবস্থান করিতে হইবে। বার তিথি নক্ষত্র কালাকাল অথবা প্রসূতির অবস্থা বিবেচনা না করিয়া কামের উত্তেজনায় স্ত্রী গমন করিবে। সুতরাং "বৎসরান্তে প্রসূতা স্ত্রী ষোড়শেন জরান্বিতা। এতাঃ কাচিৎ সহস্রেষু বন্ধ্যাশ্চাপি কলৌ যুগে॥" বৎসর অতীত হইতে না হইতেই স্ত্রীলোকগণ আবার প্রসূতা হইবে। সহস্রের মধ্যে একজনও বন্ধ্যা লক্ষিত হইবে না। লোকের দারিদ্র্য এত বর্দ্ধিত ও মন এত হীন হইবে যে "কন্যানাং ভগিনীনাঞ্চ জারোপার্জ্জনজীবিনঃ॥" নিজ কন্যা, বধূ বা ভগিনীর জার সংযোগের ধন লইয়া জীবন যাপন করিতে লোকে কুণ্ঠিত হইবে না। "দুর্ভিক্ষ্যমেব সততং তদা ক্লেশমনীশ্বরাঃ॥" কলিকালের মানবগণ ধনহীন হইয়া সদা দুর্ভিক্ষ্য ও নানা ক্লেশ ভোগ করিবেক। "অরক্ষিতারো হর্ত্তারঃ শুল্কব্যাজেন পার্থিবাঃ॥" "কুরাজভিশ্চ সততং করভার প্রপীড়িতাঃ॥" প্রজা রক্ষার দিকে রাজগণ মনোযোগী না হইয়া কি প্রকারে বিবিধ শুল্ক ছলে তাহাদের ধন হরণ করিবেন, তদ্দিকেই রাজদৃষ্টি পতিত হইবে ও আইন কানুন ও সেইভাবে

গঠিত হইবে। "না কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধাতা ভবিষ্যতি যুগক্ষয়ে॥" এযুগে ধর্ম্মবুদ্ধিতে কেহ কাহাকে কিঞ্চিন্মাত্রও দান করিবে না। "মৎস্যামিষেণ জীবন্তো দুহন্তশ্চাপ্যজৈড়কম্। গোষু নষ্টাসু পুরুষা ভবিষ্যতি যুগক্ষয়ে॥" (মহা) সাত্বিক আহার থাকিবে না—গো সকল এযুগে নষ্ট হইবেক—লোকে মৎস্যামিষজীবি হইবে, দুগ্ধের মধ্যে কেবল ছাগ দুগ্ধ চলিবে। "ম্লেচ্ছভূতং জগৎসর্ব্বং নিস্ক্রিয়ং যজ্ঞ বর্জ্জিতম্। ভবিষ্যতি নিরানন্দং অসুৎসবং যথা তথা॥" সমুদায় জগৎ ম্লেচ্ছীভূত হইবেক—দেব পিতৃক্রিয়া অথবা যজ্ঞাদি কিছুই থাকিবেক না। লোকে নিরুৎসব ও নিরানন্দ থাকিবে। সংক্ষেপে, "যদ্ যদ্ দুঃখায় তৎসর্ব্বং কলিকালে ভবিষ্যতি॥" অর্থাৎ যাহা কিছু দুঃখের কারণ সকলি এই কালে সংঘটিত হইবে।

দেখ, ঋষিগণ এইকালের এরূপ বিশৃঙ্খলভাব—ধর্ম্ম বিপর্য্যয়ভাব কেমন দিব্যদৃষ্টিতে অবগত ছিলেন। এ যুগে বিধবা বিবাহাদি হইবে—গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া লোকে নিজের শাস্ত্রের প্রামাণ্য সংস্থাপন করিবে—সকলেই হেতুবাদ পরায়ণ হইবে ইত্যাদি যে সকল ঘটনা এই পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যে সংঘটিত হইতেছে তাহা ধূর্ত্তলোকে কি প্রকারে তাঁহাদের নাম লইয়া ভারতের কোটী কোটী হস্তলিখিত পুস্তক মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিবে? তাঁহাদিগের সেই সর্ব্বজ্ঞতাকেই ধন্যবাদ, যাহার অনুসরণ করিতেও একালে বুদ্ধিব্যামোহ উপস্থিত হয়! দেখ, ঋষিগণ একালে যাহা যাহা ঘটিতেছে অতি পুরাকালে বাস করিয়া তাঁহারা তাহা অবগত ছিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহারা এই কলিকালকেই ধন্যবাদ দিয়াছেন। এইকালে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য তাঁহারা বারম্বার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন; কারণ এই কালই প্রকৃত ধর্ম্মপরীক্ষার কাল। ধর্ম্মের এমন কঠোর পরীক্ষা আর কোন কালেই সম্ভবে না। এই কাল পুরুষকার প্রদর্শনের প্রশস্ত ক্ষেত্র বলিয়া তাঁহারা কলিকেই ধন্যবাদ দিয়াছেন। লোকে যখন এরূপ বিপদে পড়ে যে, কোন দিকে আর কিছুমাত্র ভরসা থাকে না—বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার তাহার যখন আর কোন উপায় থাকেনা, তখন অনন্যগতি হওয়াতে তাহার যেমন ঈশ্বরের উপর একান্ত নির্ভর জন্মায়; তাহার তখন যেমন আত্মবলের উদ্দীপনা হইতে থাকে; তেমনি যখন সমুদায় জগৎ—সমুদায় লোক অধর্ম্মগ্রস্ত—যখন লোকের সমুদায় সংস্কার ও বিপর্য্যস্ত—যখন এই সমুদায় প্রতিকূল ঘটনার সহিত সংগ্রাম করিয়া ধর্ম্মভাব রক্ষা করিতে হইবে, তখন ধর্ম্মপরায়ণের ধর্ম্ম বল আরও বৃদ্ধি হইতে থাকে—দেব পিতৃগণ তাহাকে স্বতঃ প্রেরিত হইয়া সাহায্য করিতে থাকেন। বিপদে যেমন আত্মচৈতন্যের সমধিক উদ্দীপনা হয়, লোকের ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়, তদ্রূপ এই বিপর্য্যস্ত সময়ে লোকের যদি ধর্ম্মভাবের অঙ্কুর থাকে, তাহা হইলেও তাহা অতি শীঘ্র বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ঋষিগণ একারণ বলিয়া গিয়াছেন, যে যৎকৃতে দশভির্বর্ষৈ স্ত্রেতায়াং হায়নেন যৎ। দ্বাপরে যচ্চ মাসেন অহোরাত্রেণ তৎকলৌ॥ তপসো ব্রহ্মচর্য্যস্য জপাদেশ্চ ফলং দ্বিজাঃ। প্রাপ্নোতি পুরুষস্তেন কলিঃ সাধ্বিতি ভাষিতম্॥" (ব্যাস) অর্থাৎ সত্যযুগে দশ বৎসরে যে সিদ্ধি হয়, ত্রেতায় তাহা এক বৎসরে, দ্বাপর যুগে একমাসে, কিন্তু কলিযুগে তাহা এক দিবা রাত্রি মধ্যেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। তপস্যা বল, ব্রহ্মচর্য্য বল, ব্রত বল, জপহোমাদি পুণ্য কার্য্য সকলের ফলশাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। অতএব, এই সেই অবসর, যখন কিঞ্চিন্মাত্রও পুণ্যকার্য্যে সমূহ ফল উৎপাদন করিবে—যখন কিঞ্চিন্মাত্রও পুণ্যকার্য্যের অভাবে ধর্ম্মভাব জগৎ হইতে একেবারে তিরোহিত হইবে। যদি আর্য্যধর্ম্মের উপর আমাদের কিঞ্চিন্মাত্রও আস্থা থাকে, যদি সেই পূজ্যপাদ ধর্ম্মপ্রণেতাগণের উপর আমাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা অটল থাকে, যদি তপস্যার মহিমা ও পরলোকের ভাব কখনও হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে, তবে যাহাতে এই ধর্ম্মভাবের শ্রীবৃদ্ধি হয় তৎপক্ষে যত্ন করা আমাদের অতীব কর্ত্তব্য। ইহাতে আমাদের পুণ্য সহস্রগুণ বর্দ্ধিত হইবে। ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চন্। যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্॥" ধর্ম্মোৎকর্ষমতীবাত্র প্রাপ্নোতি পুরুষঃ কলৌ। অল্পায়াসেন ধর্ম্মজ্ঞা স্তেন তুষ্টোঽস্ম্যহং কলেঃ॥" (বি, পু,) অর্থাৎ সত্যযুগে একান্ত হৃদয়ে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া, দ্বাপর যুগে বিধিমতে অর্চ্চনা করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, কলিযুগে কেবল বিষ্ণুর নামোচ্চারণ করিলেই সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। কলিযুগের মনুষ্যেরা যেমন অল্পায়াসে অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে পারে, এমন কোন যুগেরই নয়। এই জন্যই কলিকে ধন্যবাদ। অতএব এমন প্রশস্ত অবসরে আইস, সকলেই ধর্ম্মোপার্জ্জনে ব্যস্ত থাকি এবং যাহাতে সেই বৈদিককালের—সেই বেদপুরুষের পুণ্য প্রতিষ্ঠা গো, ব্রাহ্মণ, বেদ, সাধ্বী, সতী আদি রক্ষিত হয়, তৎপক্ষে সকলেই যথাসাধ্য চেষ্টা করি। তাহা হইলেই আর্য্যসমাজ রক্ষিত হইবে। কালে কালে আয়ুর হ্রস্বতার সঙ্গে সঙ্গে যে আমাদের দেহ মন ও সংস্কারাদি হ্রস্ব হইবে, তাহার বিচিত্র কি? কিন্তু এই হ্রস্বতার সময়ও যিনি ধর্ম্মভাবে অবিচলিত থাকিতে পারেন, তিনিই ধন্য—তিনিই মহৎ। হেতু সকল বিদ্যমান থাকিতে যিনি বিকৃত হন না, তিনিই প্রকৃত লোক, তিনিই পূজনীয়।

তুমি কে?

রাজা ভরত যখন মৃগদেহ ত্যাগ করিয়া, সদাচার বিশিষ্ট যোগীদের নির্ম্মলকুলে জাতিস্মর ব্রাহ্মণদেহ পরিগ্রহ করিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানবান্ হইলেন; সকল শাস্ত্রের অর্থ তাঁহার জ্ঞাত ছিল। তিনি আত্মাকে প্রকৃতি হইতে পর দেখিতেন। সেই সম্প্রাপ্ত-চৈতন্য মহামতি ব্রাহ্মণ দেবাদি সকল ভূতকেই আপনা হইতে বিভিন্নরূপে দর্শন করিতে লাগিলেন। উপনয়ন হইলেও তিনি গুরুকথিত বেদপাঠ করিতেন না; কোন কর্ম্মও দর্শন করিতেন না ও কোন শাস্ত্রও গ্রহণ করিতেন না। বহুবাক্য তাঁহাকে বলিলে, তিনি জড়ের ন্যায়, অস্পষ্ট অল্প বাক্য বলিতেন। সেই বাক্য, ব্যাকরণাদি দুষ্ট হইত, কখন বা গ্রাম্য বাক্যের সহিত যুক্ত থাকিত। সর্ব্বদা

তাঁহার দেহমলিন, কেশ অপরিষ্কার ও নখ সকল অমার্জ্জিত থাকিত; এইজন্য নগরবাসিগণ সর্ব্বদাই তাঁহার অপমান করিত। সম্মাননাই সর্ব্বদাই যোগসম্পত্তির বিঘ্ন করিয়া থাকে; এই কারণে, যোগীগণ অবনত হইয়াই যোগসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। "মনুষ্যগণ যে প্রকারে অবমাননা করিয়া থাকে এবং সম্পর্ক ও সঙ্গতি করে না, সেই প্রকারেই যোগী, সন্মার্গে বিচরণ করিবে";—হিরণ্যগর্ভের এই সারযুক্ত বাক্য স্মরণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণ জনগণের নিকটে সর্ব্বদাই আপনাকে জড় ও উন্মত্তের ন্যায় দেখাইতেন। যাবক, ব্রীহি শাক, বন্যফল ও কণ প্রভৃতি যাহাই সম্মুখে দেখিতে পাইতেন, তাহাতেই কোনরূপে কাল কাটাইতে পারিলে হয়, এই প্রকার ভাবনায়, ইচ্ছানুসারে আহার করিতেন। অনন্তর তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে, ভ্রাতা, ভ্রাতৃপুত্র ও বান্ধবগণ তাঁহাকে কুৎসিত অন্নের দ্বারা পোষণ করতঃ কৃষিকর্ম্মাদি করাইতে লাগিল। তিনি বৃষভের ন্যায় পীন-শরীর, ও কর্ম্মে জড়ের ন্যায় ব্যবহার করিতেন, সুতরাং লোকগণ, আহার-মাত্র দিয়া যখন যে কর্ম্ম পড়িত, তাহা তাঁহার দ্বারাই সাধন করিয়া লইত। তাঁহাকে তাদৃশ অসংস্কৃত, অব্রাহ্মণের ব্যবহারকারি অবলোকন করিয়া সৌবীর-রাজের সারথি, বিনামূল্যে কর্ম্মকরণের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিল। একদিন সৌবীর-রাজ শিবিকায় আরোহণ করতঃ ইক্ষুমতী-তীরস্থ কপিল-ঋষির আশ্রমে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। দুঃখপূর্ণ সংসারে মনুষ্যগণের কি শ্রেয়ঃ,—ইহাই জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তিনি মোক্ষধর্ম্মজ্ঞ কপিলমুনির নিকট যাইতেছিলেন। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত সারথির বাক্যানুসারে, বিনামূল্যে শিবিকাবাহনকারী অন্যান্য অনেক ব্যক্তির সহিত, সেই ব্রাহ্মণরূপী ভরত সেই নৃপতির শিবিকা বহন করিতে লাগিলেন। সেই জাতিস্মর সর্ব্বজ্ঞানবান্ বিপ্র, এই প্রকারে বিনামূল্যে গৃহীত হইয়া, কেবল পূর্ব্বজন্মকৃত পাপক্ষয়ের জন্যই শিবিকা বহন করিলেন। অনন্তর মতিমানদিগের শ্রেষ্ঠ সেই ব্রাহ্মণ যুগমাত্র অবলোকন করতঃ জড়গতিতে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অন্যান্য শিবিকা-বাহকগণ, শীঘ্র শীঘ্র গমন করিতে লাগিল।

সৌবীর-নৃপতি শিবিকার এই প্রকার বিষম-গতি অবলোকন করিয়া কহিলেন, "আঃ ইহা কি হইতেছে? শিবিকা-বাহিগণ! তোমরা সকলে সমানভাবে গমন কর"। নৃপতি তথাপি শিবিকার সেই বিষমগতি দেখিয়া কহিলেন, "তোমরা কি করিতেছ? কেন এ প্রকার বিষমভাবে গমন করিতেছ?" নৃপতির বারবার এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্যান্য শিবিকা বাহিগণ সেই ব্রাহ্মণকে দেখাইয়া বলিল, এই ব্যক্তিই ধীরে গমন করিতেছে, তাহাতেই শিবিকার এপ্রকার বিষম গতি হইতেছে।

তখন রাজা কহিলেন,—অহে! "তুমি কে?" তুমি অল্প পথই আমার শিবিকা বহন করিয়াছ; তবে কেন এ প্রকার শ্রান্ত হইলে? তুমি কি আয়াস সহ্য করিতে পারনা? তোমাকে ত বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট দেখিতেছি।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে মহিপতে! আমি স্থূল নহি, তোমার শিবিকাকেও বহন করিতেছি না, আমি শ্রান্তও হই নাই, আমার আয়াসও সহনীয় নহে।

রাজা কহিলেন,—কি আশ্চর্য্য! প্রত্যক্ষ তোমায় স্থূল দেখিতেছি। এখনও শিবিকা তোমার স্কন্ধে রহিয়াছে; আর দেহীগণের ভারবহনে শ্রমও অবশ্যম্ভাবী; অথচ তুমি সকলই বিপরীত কেন বলিতেছ?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্! প্রত্যক্ষ আবার যাহা দেখিলেন, তাহা অগ্রে বলুন, পরে বলাবলাদি বিশেষণের কথা বলিবেন। আপনি পূর্ব্বে কহিলেন, যে, "তুমি শিবিকা বহন করিতেছ, ও শিবিকা তোমার উপর রহিয়াছে,"—এ কথাও মিথ্যা। শ্রবণ করুন। পদদ্বয় ভূমিতে রহিয়াছে, পদদ্বয়ের উপর জঙ্ঘদ্বয় অবস্থিত, উরুদ্বয়ের উপর উদর অবস্থিত ও উদরের উপর যথাক্রমে বক্ষঃস্থল, বাহুদ্বয় ও স্কন্ধ অবস্থিতি করিতেছে; সেই স্কন্ধের উপর শিবিকা রহিয়াছে; তবে আপনি আমার উপর ভারোপন্যাস কেন করিতেছেন? এবং তদুপলক্ষিত শরীর মাত্রই শিবিকাতে রহিয়াছে; তবে আপনি কি প্রকারে বলিলেন, আমি শিবিকাতে রহিয়াছি, তুমি ভূমিতে রহিয়াছ? ইহা কি মিথ্যা বলা হইল না? রাজন্! তুমি আমি ও অন্য সকল জীবকেই পঞ্চভূতগণ বহন করিতেছে। ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতও সত্ব-রজ-তমঃ স্বরূপ ত্রিগুণ প্রবাহে পতিত হইয়া কালসাগরে বহিয়া যাইতেছে।

হে পৃথিবীপতে! সত্বাদি গুণত্রয়ও কর্ম্মের অধীন; সেই কর্ম্ম, অবিদ্যা-সঞ্চিত এবং সর্ব্বজীবেই বর্ত্তমান। রাজন্! আত্মা এক, বিশুদ্ধ ক্ষয়রহিত, শান্তিময়, গুণহীন এবং প্রকৃতি হইতে পর। তিনি অখিল জন্তুতে একরূপে রহিয়াছেন, তাঁহার বৃদ্ধি বা ক্ষয় নাই। হে নৃপ! আত্মার যদি ক্ষয় ও বৃদ্ধি রহিল না, তবে আপনি আমাকে কোন যুক্তিবলে স্থূল কহিলেন? যথাক্রমে ভূমি, পাদ, জঙ্ঘা, উরু, কটি ও জঠরাদিতে অবস্থিত স্কন্ধের উপর শিবিকা থাকাতে, যদি আমার ভারবোধ হয়, তবে তোমার ভারবোধ কেন না হইল? হে মহারাজ! যে, যুক্তি অনুসারে আমার উপর শিবিকার ভারোপন্যাস করিলে সেই যুক্তিবলে, অন্য প্রাণিগণের উপর শুধু শিবিকাভার কেন, —পর্ব্বত, বৃক্ষ, গৃহ অথবা পৃথিবীর ভারোপন্যাস কেন করিতেছেন না? হে মহারাজ! প্রকৃত ভার-কারণ বস্তুগণের সহিত যদি আত্মার সম্পূর্ণ পার্থক্য রহিল, তবে আমার সহনীয় আয়াস, ইহা কিপ্রকারে সম্ভবে? হে নৃপ! যে দ্রব্য হইতে শিবিকা উৎপন্ন হইয়াছে, সে দ্রব্য হইতেই এই দেহাদিও উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং যে যুক্তিবলে, ইহা তোমার জিনিষ বলা যায়; সেই যুক্তিবলে, আমার অথবা সকল প্রাণির ইহার উপর মমতাজ্ঞান প্রকাশ পাইতে পারে।

সেই শিবিকাবাহী ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার মৌনি হইলেন। তখন রাজাও শীঘ্র শিবিকা হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার পদদ্বয় ধারণ করিলেন।

রাজা কহিলেন,—হে ব্রহ্মন! আপনি শিবিকা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। এপ্রকার ছদ্মবেশধারী আপনি কে? আপনি কে? কেনই বা এবম্প্রকার বেশ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন? এবং এখানে আসিবারই বা কারণ কি? হে বিদ্বন্! এ সকল আপনি প্রকাশ করিয়া বলুন; আমার শ্রবণ করিতে অতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে নৃপ! শ্রবণ কর। আমি কে, একথা বলা যায় না। তবে উপভোগের জন্য সর্ব্বত্র আমার গমন-ক্রিয়া হইয়া থাকে। ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন দেহাদির উপপাদক—সুখ ও দুঃখরূপ উপভোগকে ভোগ করিবার জন্য জীব, দেহাদি গ্রহণ করে। হে ভূপাল! ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম—সকল জীবের সকল অবস্থার প্রতি কারণ; তুমি ইহা ছাড়া অন্য কারণের কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? রাজা কহিলেন, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সকল কার্য্যেরই কারণ ইহার সন্দেহ নাই। এবং উপভোগের জন্যই দেহের দেশান্তরে গমন ইহাও নিশ্চয়। কিন্তু আপনি পূর্ব্বে বলিলেন যে, "আমি কে" একথা বলিয়া উঠিতে পারা যায় না,—আমার তাহাই শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। হে ব্রহ্মন্! যিনি নিত্য অবস্থিত,—"আমি সেই" এই প্রকার বাক্য বলিতে কিহেতু সমর্থ হইবেন না? এবম্প্রকার শব্দের দ্বারা তাহার বর্ণন কেন করা যায় না? হে দ্বিজ! অহং এই শব্দ আত্মার উদ্দেশে প্রয়োগ করিলে কোন দোষ হয় না।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে নৃপ! তুমি বলিলে যে অহং শব্দ আত্মাতে প্রয়োগ করিলে দোষ নাই, তাহা সত্য বটে; কিন্তু অহংশব্দে প্রায়ই আত্মভিন্নে আত্মজ্ঞান হয়। এই অহংশব্দের আত্ম-উদ্দেশে প্রয়োগ ভ্রান্তি-মূলকই হইয়া থাকে। হে নৃপ! জিহ্বা "অহং" এই বাক্য বলিয়া থাকে. এবং দন্ত-ওষ্ঠ-তালুও এই শব্দের যথাসম্ভব উচ্চারণ করে, কিন্তু মহারাজ! এই জিহ্বা প্রভৃতি অহংশব্দের প্রতিপাদ্য নহে, কেবল তাহারা "অহং"—এই শব্দের উচ্চারণের কারণ মাত্র বাগিন্দ্রিয় কি তবে উক্ত কারণ দ্বারা অহং শব্দ উচ্চারণ করিতেছে? ও তাহার প্রতি-পাদ্য হইতেছে?—একথাও বলা যায় না। কারণ তাহা হইলে, "আমি বাক্য নহি" এপ্রকার প্রয়োগ হইতে পারে না। পাণি ও পাদাদিস্বরূপ দেহপিণ্ড, আত্মা হইতে ভিন্ন। হে রাজন্! তবে, এই অহং সংজ্ঞা কাহার উপর প্রযুক্ত হয়? হে পার্থিবসত্তম! আরও যদি আমা হইতে ভিন্ন, আর কোন সজা-তীয় পুরুষ বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে নয় বলা যাইত,—এই আমি এবং ঐ ব্যক্তি আমা হইতে ভিন্ন। মহারাজ! সেই এক পুরুষ যখন সকল দেহে একভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, তখন আপনি কে, আমি কে? এসকল বাক্য বিফল। তুমি রাজা, এই তোমার শিবিকা, এই অগ্রসর তোমার বাহকবৃন্দ, এই তোমার ভৃত্যাদি, ইহারা কেহই, পরমার্থ সত্য নহে, হে মহারাজ! বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ, আর সেই কাষ্ঠ হইতে শিবিকা, তুমি ইহাতে অধিষ্ঠিত; বল দেখি, ইহাকে শিবিকা বলিব কি কাষ্ঠ বলিব? জনগণ তোমাকে, বৃক্ষারূঢ় একথা বলিতেছে না; কিম্বা শিবিকাস্থিত তোমাকে কেহই কাষ্ঠস্থিত বলিতেছে না। হে নৃপ! শ্রেষ্ঠ-রচনা-বিশেষ সংস্থিত দারু সমূহই শিবিকা; যদি শিবিকা অন্য পদার্থ হয়, তবে ঐ কাষ্ঠগুলিকে ভেদ করিয়া শিবিকাখানি অন্বেষণ কর দেখি, পাও কি না? এইপ্রকার তোমার ছত্রস্থিত শলাকাগুলি পৃথক্ করিয়া দেখ, ছত্র কোথায় গিয়াছে। এই প্রকার তোমার বা আমার দেহে অন্বেষণ কর, দেখিবে হস্ত বা পদ, তুমি বা আমি নহি। এইরূপে কাষ্ঠাদিতে শিবিকা ব্যবহারের ন্যায়—পুরুষ, স্ত্রী, গো, অজ, অশ্ব, হস্তী, হস্তি হরি, বৃক্ষ প্রভৃতি ব্যবহার কর্ম্মহেতুক, দেহেতে হইয়া থাকে, ইহা জানিবে। রাজন্! আত্মা, দেব নহেন, মনুষ্য নহেন, পশু নহেন বা বৃক্ষাদিও নহেন; কেবল মাত্র কর্ম্মভেদে তাঁহার শরীরাদির ভেদ হইয়া থাকে। তিনি চিরকালই এক-রূপে অবস্থিত লোকে ধন, রাজা, রাজার যোদ্ধা এবং অন্যান্য যাহা ব্যবহার করে তাহা এইপ্রকার সত্য নহে, কেবল কল্পনা মাত্র। মহারাজ! যে পদার্থের কোনকালে সংজ্ঞান্তর হয় না, তাহাই সত্যবস্তু, সেই আত্ম-পদার্থ কি প্রকার?—তাহা তোমাকে কি প্রকারে বুঝাইব? হে মহারাজ! তুমি সকল লোকের রাজা, আবার তুমি তোমার পিতার পুত্র, শত্রুর শত্রু, স্ত্রীর স্বামী এবং তোমার পুত্রের পিতা;—এক্ষণে তোমাকে কি বলিয়া ডাকা যায়? আমার সম্মুখে তুমি অবস্থিত, অথবা তোমার মস্তক ও উদর অবস্থিতি করিতেছে; তুমি কি চরণ প্রভৃতি স্বরূপ?—অথবা এই চরণাদি তোমার, হে মহীপতে! এস্থলে কি বলা উচিত? রাজন্! তুমি সকল অবয়ব হইতে পৃথকভাবে অবস্থিত, তুমি এক্ষণে নৈপুণ্য সহকারে চিন্তা কর দেখি,—"আমি কে?" মহারাজ! আত্মতত্ত্ব এই প্রকারে ব্যব-স্থিত; সুতরাং অন্য হইতে পৃথক্ করিয়া উচ্চার্য্য "আমি এই"—এই প্রকার শব্দ আমি কি প্রকারে বলিব?

তখন রাজা সৌবী সেই ব্রাহ্মণের এবম্প্রকার পরমার্থ সমন্বিত বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক, বিনয়াবনত হইয়া, তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি যে পরমার্থময় বাক্য বলিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আমার মনের বৃত্তি সকল যেন পরিভ্রমণ করিতেছে। অশেষ জন্তুতেই যে এক পরম বিজ্ঞানময় আত্মা আছেন, তিনি নিরবচ্ছিন্ন, এবং প্রকৃতি হইতে পর,—ইহা আপনি বুঝাইয়াছেন। আমি শিবিকা বহন করিতেছি না, এবং শিবিকাও আমার উপর নাই। এই শিবিকা যাহাতে রহিয়াছে, তাহাও আমা হইতে ভিন্ন। গুণের (সত্ত্ব রজঃ তমঃ) প্রবৃত্তি দ্বারা জন্তুগণ প্রবর্ত্তিত হইতেছে। আবার সেই ত্রিগুণও কর্ম্মপ্রেরিত হইয়াই প্রবর্ত্তিত হইতেছে। এই যে সকল কথা বলিলেন, ইহা কি? হে পরমার্থজ্ঞ! এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া পরমার্থ-জিজ্ঞাসু আমার মন, অতিশয় বিহ্বল হইতেছে। আমি ইহার পূর্ব্বে এই "সংসারে মনুষ্যগণের শ্রেয়ঃ কি",—এই কথা কপিল মহর্ষির নিকট জিজ্ঞাসা করিবার জন্য গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। ইহার মধ্যে আপনি যে সকল বাক্য বলিলেন, তাহা শুনিয়া আমার চিত্ত, পরমার্থ শ্রবণেচ্ছায় আপনার নিকট প্রার্থি হইতেছে। সর্ব্বভূতময় ভগবান বিষ্ণুর অংশে কপিল-মহর্ষি জগতের মোহ-বিনাশের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া-ছেন। হে বিপ্র! আমি নিশ্চয়ই বিবেচনা করিতেছি, আপনি যে প্রকার বাক্য বলিতেছেন, সেই মহর্ষিই আমার মঙ্গলের জন্য, আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছেন; আপনি নিশ্চয় মহর্ষি। আমি প্রণাম করিতেছি। হে দ্বিজ! যাহা শ্রেয়ঃ তাহা আমাকে বলুন! আপনি সকল প্রকার জ্ঞান-তরঙ্গের আশ্রয় জলনিধি স্বরূপ।

(ক্রমশঃ)

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।

৯ম বর্ষ। **বেদব্যাস ও ব্রাহ্মণ।** ৪র্থ সংখ্যা।

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ।
মনুঃ।—

১৮১৬ শক। শ্রাবণ।

শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায়
ও
শ্রীযুক্ত তেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ
সম্পাদিত।

বিষয়।	লেখকগণ।	পৃষ্ঠা।
বাসুদেব স্তুতি	... ...	৪৭
তুমি কে?	... ...	৪৮
ক্ষমা	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ ...	৫০
উন্নতিচিন্তা	... ...	৫১
নূতন কথা	শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন ...	৫৩
সু ও কু	শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মজুমদার ...	৫৬
সমালোচনা	... ...	৫৮

কলিকাতা।
২৩নং যুগলকিশোর দাসের লেন,
কালিকা যন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩০১।

বেদব্যাস পত্রিকার ডাক মাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য বিশিষ্ট-সংস্করণ ৪৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ৩২৲ টাকা।
৭০ নং সুকীয়া ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

তত্ত্বাবধায়ক—শ্রীহরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

বেদব্যাস পত্রিকার নিয়মাবলী।

১। বেদব্যাস পত্রিকা প্রত্যেক মাসের সংক্রান্তিতে প্রকাশিত হইবে। বেদব্যাসের আকার সম্বন্ধে কোন নিয়ম থাকিবে না, তবে দুই ফর্ম্মার ন্যূন কখন প্রকাশিত হইবে না।

২। বেদব্যাসের মূল্য কলিকাতায় এবং মফস্বলে সর্ব্বত্রই বিশিষ্ট সংস্করণ ৪৲ টাকা ও সাধারণ সংস্করণ ২৲ টাকা; স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগে না। মূল্য সকলকেই এককালীন দিতে হয়। কিস্তিতে কিস্তিতে মূল্য লওয়া হয় না।

৩। বেদব্যাস আফিস প্রত্যেক দিন ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। এই সময়ে টাকা কড়ি জমা ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য হইয়া থাকে, ইহার পরে ও পূর্ব্বে আফিস বন্ধ থাকে।

৪। পত্রের উত্তরপার্থীগণ রিপ্লাইকার্ডে পত্র লিখিবেন, অথবা টিকিট পাঠাইয়া দিবেন, নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় আপন আপন ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বরটী অবশ্য লিখিয়া দিবেন।

৫। বেদব্যাসের বিনিময় পত্র পত্রিকা নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। বেদব্যাসে কেহ কোন ধর্ম্ম বিষয়ক অথবা সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিলে, তাহা যদি সারবান্ বোধ হয়, তবে সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধটী পরিষ্কার অক্ষরে লেখা হওয়া আবশ্যক।

৭। গ্রাহকগণের নিজ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্বেই আমাদিগকে নূতন ঠিকানাটী জানাইবেন, নতুবা পূর্ব্ব ঠিকানায়ই পত্রিকা বরাবর পাঠান হইবে; সেই পত্রিকা পাইতে কোন গোলযোগ হইলে, আমরা আর সেই পত্রিকাখানি পুনর্ব্বার পাঠাইতে পারিব না।

৮। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় অধ্যক্ষের নামে বেদব্যাস সম্বন্ধীয় চিঠী পত্রাদি লিখিতে হইবে; ইহার অন্যথা করিলে, আমরা তাহার জন্য দায়ী হইব না।

কার্য্যাধ্যক্ষ

৭০ নং সুকীয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বিশেষ অনুরোধ যে যাঁহারা বেদব্যাস লইতে ইচ্ছা না করেন তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া নিষেধ লিখিয়া পাঠান। তাহা না করিলে আমরা বেদব্যাস রীতিমত পাঠাইতে বাধ্য হইব এবং সময়ে বার্ষিক মূল্য আদায় করিয়া লইব। বেদব্যাসের উপহার পুস্তক প্রেরিত হইয়াছে বোধ হয় গ্রাহকগণ মাত্রেই পাইয়া থাকিবেন।

ওঁ মহাকালিকায়ৈ নমঃ।

মহাত্মাপ্রসাদলব্ধ

মহাকালীতৈল।

যস্যা গুরোর্বিশ্বজনীনমেতৎ
উপাত্তমত্যদ্ভুতশক্তি তৈলম্।
কৃতজ্ঞতাপাশনিয়ন্ত্রিতোঽহং
ভক্ত্যা ভজে তচ্চরণারবিন্দম্॥

এই সিদ্ধমহৌষধ বহুকালাবধি পরীক্ষিত হইয়া আসিতেছে; ইহা বেদনার পক্ষে বজ্র-স্বরূপ। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার বাত, পার্শ্ব-শূল, শিরঃপীড়া, চক্ষু কর্ণ প্রভৃতির শূল, (কানের পূঁয, কানে তালা লাগা, ঊর্দ্ধগজনিত চোক উঠা) ব্রণ্কাইটিস্, নিউমোনিয়া, প্লুরিসির বেদনা, আঘাতজনিত বেদনা, ফোলা ও যন্ত্রণা, সর্দ্দি-জনিত গলার বেদনা ও চোক গিলিবার কষ্ট, দাদ্, চুল্কানি, খোস্, ব্রণ ও উদরাধ্মান প্রভৃতি রোগ ও বৃশ্চিক-দংশনের যাতনা, নিঃসন্দেহ আরোগ্য হয়।

মূল্য ৬ আউন্স সিসি ১৵০

কলিকাতা লাইব্রেরি। ২৫নং সুকিয়া ষ্ট্রীট্। } শ্রীচিন্তামণি শর্ম্মা।

বেদব্যাস

ও

ব্রাহ্মণ।

৯ম বর্ষ।

৯ম ভাগ। } কলিকাতা, ১৩০১ সন, শ্রাবণ। { ৪র্থ সংখ্যা।

শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং মুনিমনুজপশূনাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং ত্বমসি শরণমেকা দেবি! দুর্গে! প্রসীদ॥

বাসুদেবস্তুতি।

আরাধনায় লোকানাং বিষ্ণোরীশস্য যাং গিরম্।
বক্ষ্যামো ভগবানাদ্যস্তয়া বিষ্ণুঃ প্রসীদতু॥ ১॥
যতো ভূতান্যশেষাণি প্রসূতানি মহাত্মনঃ।
যস্মিংশ্চ লয়মেষ্যন্তি কস্তং সংস্তোতুমীশ্বরঃ॥ ২॥
তথাপ্যরাতিবিধ্বংসধ্বস্তবীর্য্যা ভবার্থিনঃ।
ত্বাং স্তোষ্যামস্তবোক্তীনাং যাথার্থ্যং নৈব গোচরে॥ ৩॥
ত্বমুর্ব্বী সলিলং বহ্নির্ব্বায়ুরাকশমেব চ।
সমস্তমন্তঃকরণং প্রধানং তৎপরঃ পুমান্॥ ৪॥
একং তবৈতদ্ভূতাত্মন্ মূর্ত্তামূর্ত্তময়ং বপুঃ।
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং স্থানকালবিভেদবৎ॥ ৫॥
তত্রেশ তব তৎ পূর্ব্বং ত্বন্নাভিকমলোদ্ভবম্।
রূপং সর্গোপকারায় তস্মৈ ব্রহ্মাত্মনে নমঃ॥ ৬॥
শক্রার্ক রুদ্রবস্বশ্বিমরুৎসোমাদিভেদবৎ।
বয়মেব স্বরূপং যৎ তস্মৈ বেদাত্মনে নমঃ॥ ৭॥
দম্ভপ্রায়মসম্বোধি তিতিক্ষাদমবর্জ্জিতম্।
যদ্রূপং তব গোবিন্দ তস্মৈ দৈত্যাত্মনে নমঃ॥ ৮॥
নাতিজ্ঞানবহা যস্মিন্ নাড্যস্তিমিততেজসি।
শব্দাদিলোভি যৎ তস্মৈ তুভ্যং যক্ষাত্মনে নমঃ॥ ৯॥
ক্রৌর্য্যমায়াময়ং ঘোরং যচ্চ রূপং তবাসিতম্।
নিশাচরাত্মনে তস্মৈ নমস্তে পুরুষোত্তম॥ ১০॥
স্বর্গস্থধর্ম্মিসদ্ধর্ম্মফলোপকরণং তব।
ধর্ম্মাখ্যঞ্চ তথা রূপং নমস্তস্মৈ জনার্দ্দন॥ ১১॥
হর্ষপ্রায়মসংসর্গি গতিমদ্গমনাদিষু।
সিদ্ধাখ্যং তব যদ্রূপং তস্মৈ সিদ্ধাত্মনে নমঃ॥ ১২॥
অতিতিক্ষাধনং ক্রূরমুপভোগসহং হরে।
দ্বিজিহ্বং তব যদ্রূপং তস্মৈ সর্পাত্মনে নমঃ॥ ১৩॥
অববোধি চ যচ্ছান্তমদোষমপকল্মষম্।
ঋষিরূপাত্মনে তস্মৈ বিষ্ণো রূপায় তে নমঃ॥ ১৪॥
ভক্ষয়ত্যথ কল্পান্তে ভূতানি যদবারিতম্।
ত্বদ্রূপং পুণ্ডরীকাক্ষ তস্মৈ কালাত্মনে নমঃ॥ ১৫॥
সংভক্ষ্য সর্ব্বভূতানি দেবাদীন্যবিশেষতঃ।
নৃত্যত্যন্তে চ যদ্রূপং তস্মৈ রুদ্রাত্মনে নমঃ॥ ১৬॥
প্রবৃত্ত্যা রজসো যচ্চ কর্ম্মণাং কারকাত্মকম্।
জনার্দ্দন নমস্তস্মৈ ত্বদ্রূপায় নরাত্মনে॥ ১৭॥
অষ্টাবিংশদ্বধোপেতং যদ্রূপং তামসং তব।
উন্মার্গগামি সর্ব্বাত্মন্ তস্মৈ পশ্বাত্মনে নমঃ॥ ১৮॥
যজ্ঞাঙ্গভূতং যদ্রূপং জগতঃ সিদ্ধিসাধনম্।
বৃক্ষাদিভেদৈর্যদ্ভেদি তস্মৈ মুখ্যাত্মনে নমঃ॥ ১৯॥
তির্য্যঙ্মানুষদেবাদিব্যোমশব্দাদিকঞ্চ যৎ।
রূপং তবাদেঃ সর্ব্বস্য তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ॥ ২০॥
প্রধানবুদ্ধ্যাদিময়াদশেষাৎ যদন্যদস্মাৎ পরমং পরাত্মন্।
রূপং তবাদ্যং ন যদন্যতুল্যংতস্মৈ নমঃ কারণ কারণায়॥ ২১
শুক্লাদিদীর্ঘাদিঘনাদিহীনমগোচরে যচ্চ বিশেষণানাম্।
শুদ্ধাতিশুদ্ধং পরমর্ষিদৃশ্যং রূপায় তস্মৈ ভগবান্ নতাঃ স্ম॥ ২২॥
যন্নঃ শরীরেষু যদন্যদেহেষ্বশেষজন্তুষ্বজমব্যয়ং যৎ।
যস্মাচ্চ নান্যদ্ব্যতিরিক্তমস্তি ব্রহ্মস্বরূপায় নতাঃ স্ম তস্মৈ॥ ২৩॥
সকলমিদমজস্য যস্য রূপং পরমপদাত্মবতঃ সনাতনস্য।
তমনিধনমশেষবীজভূতং প্রভুমমলং প্রণতাঃ স্ম বাসুদেবম্॥ ২৪॥

আমারা লোকপ্রভু বিষ্ণুর আরাধনার নিমিত্ত যে সকল বাক্য বলিব তদ্দ্বারা সেই আদিভূত ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হউন। ১। যে মহাত্মা হইতে অনন্ত ভূতনিবহ উৎপন্ন হইয়াছে ও যাঁহাতে সকলেই বিলীন হইবে, কোন্ ব্যক্তি তাঁহার স্তব করিতে সমর্থ হইবে॥ ২॥ হে প্রভো! তোমার স্তবোক্তির বিষয় যদিও আমাদের বাক্য ও মনের অগোচর, তথাপি আমরা শত্রুকৃত পরাজয় দ্বারা হীনবীর্য্য হইয়া, আপনাদের মঙ্গলার্থে তোমার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলাম॥ ৩॥ তুমি পৃথিবী, তুমি সলিল, তুমি অগ্নি, তুমি বায়ু, তুমি আকাশ, তুমি সমুদায় অন্তঃকরণ, তুমি প্রকৃতি, তুমি প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র পুরুষ॥ ৪॥ হে ভূতাত্মন্! তোমায় একমাত্র মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তময় শরীর, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তও সমুদায় স্থান ও কালের বিভেদ করিতেছে॥ ৫॥ হে ঈশ্বর! সৃষ্টি করিবার জন্য তোমার নাভিকমল হইতে সমুৎপন্ন যে প্রথম মূর্ত্তি তিনিই ব্রহ্মা, তুমিই সেই ব্রহ্মা-স্বরূপ, আমরা ব্রহ্মরূপী তোমাকে নমস্কার করি॥ ৬॥ আমরা ইন্দ্র, সূর্য্য, রুদ্র, বসু, অগ্নি, মরুৎ, সোম, প্রভৃতি বিবিধ ভেদে যাঁহার স্বরূপ হইতেছি, সেই সমুদায় দেবতাস্বরূপ তোমাকে নমস্কার॥ ৭॥ হে গোবিন্দ! তোমার যে মূর্ত্তি দম্ভময় বিবেক শূন্য, ক্ষমা ও দান্ততা বিবর্জ্জিত, সেই দৈত্যরূপী তোমাকে নমস্কার॥ ৮॥ হৃদয়রূপ নাড়ী সকল সমধিক জ্ঞানের আধার বলিয়া যাহাদের তেজ স্তিমিত, শব্দরূপ রস প্রভৃতি বিষয়ে যাহাদের আসক্তি, তাদৃশ যক্ষরূপী তোমাকে নমস্কার॥ ৯॥ হে পুরুষোত্তম! ক্রূরতা ও মায়ার অদ্বিতীয় আধার যে মূর্ত্তি ঘোর তমোময় বলিয়া খ্যাত, তুমি সেই নিশাচর স্বরূপ তোমাকে নমস্কার॥ ১০॥ হে জনার্দ্দন! স্বর্গস্থিত ধার্ম্মিকগণের উত্তম ধর্ম্মের ফলস্বরূপ অদৃষ্ট, তোমারই রূপভেদ, সেই অদৃষ্টরূপী তোমাকে নমস্কার॥ ১১॥ যাঁহারা অগ্নি জল প্রভৃতি গমনীয় স্থানে গমন করেন, অথচ কিছুতেই লিপ্ত হন না, যাঁহারা সর্ব্বদা প্রসন্নতাময়, তাদৃশ সিদ্ধগণ স্বরূপ তোমাকে নমস্কার॥ ১২॥ হে হরে! অক্ষমাই যাহাদের সর্ব্বস্ব, যাহারা ক্রূর, যাহাদের উপভোগে পরিতৃপ্ত হয় না, ঈদৃশ দ্বিজিহ্বগণরূপী তোমাকে নমস্কার॥ ২৩॥ তোমার যে মূর্ত্তি জ্ঞানময়, প্রশান্ত, দোষহীন ও পাপরহিত, সেই ঋষিরূপ তোমার মূর্ত্তিকে নমস্কার॥ ১৪॥ হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমার যে মূর্ত্তি, কল্পান্তে অবারিত রূপে সমুদয় ভূতকে ভক্ষণ করে, সেই কালরূপী তোমাকে নমস্কার॥ ১৫॥ তোমার যে মূর্ত্তি দেব, মনুষ্য প্রভৃতি সমুদায় জীবসমূহকে নিঃশেষ-রূপে ভক্ষণ পূর্ব্বক নৃত্য করে, তোমার সেই রুদ্রমূর্ত্তিকে নমস্কার॥ ১৬॥ হে জনার্দ্দন! যাহারা রজোগুণের পরিচালন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তুমি সেই মনুষ্যরূপ, তোমাকে নমস্কার॥ ১৭॥ হে সর্ব্বাত্মন্! যাহারা অষ্টাবিংশতি প্রকার বধোপেত তমোময় ও উন্মার্গগামী, সেই পশুমূর্ত্তি স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার॥ ১৮॥ তোমার যে মূর্ত্তি, জগতের সিদ্ধি সাধন যজ্ঞাঙ্গ-স্বরূপ, বৃক্ষলতাদি ভেদে বিভিন্ন প্রকার, সেই উদ্ভিদাত্মক তোমাকে নমস্কার॥ ১৯॥ তুমি সকলের আদি কারণ। তির্য্যক্, মানুষ, দেব, আকাশ, শব্দ প্রভৃতি সকলই তোমার মূর্ত্তি, অতএব সর্ব্বস্বরূপী তোমাকে নমস্কার॥২০॥ হে পরমাত্মন্! তোমার যে মূর্ত্তি, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার প্রভৃতি প্রপঞ্চময় অশেষ জগৎ হইতে পৃথক্ সৃষ্টি, সকলের আদি, যাহার সদৃশ অন্য কোনরূপ নাই, সেই কারণ-কারণ মূর্ত্তিস্বরূপ তোমাকে নমস্কার করি॥ ২১॥ হে ভগবান্! তোমার যে মূর্ত্তি, শুক্ল, কৃষ্ণ প্রভৃতি রূপ রহিত, যে মূর্ত্তির হ্রস্বতা দীর্ঘতা প্রভৃতি পরিমাণ নাই, যে মূর্ত্তি ঘনাদি গুণশূন্য, যাহা সমুদয় বিশেষণের অগোচর, যাহা পবিত্র হইতেও পবিত্রতর, মহর্ষিরা যে মূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকেন, সেই মূর্ত্তিকে নমস্কার করিতেছি॥ ২২॥ যিনি আমাদের শরীরে, অন্যান্য সমুদায় শরীরে ও সমুদায় পদার্থে অবস্থান করেন, যিনি জন্ম ও ক্ষয়রহিত, যাহা হইতে ভিন্ন আর কোন বস্তুই নাই, সেই ব্রহ্মস্বরূপ, বিষ্ণুকে নমস্কার॥ ২৩॥ যিনি উৎপত্তিহীন এই সমুদায় প্রপঞ্চ যাঁহার রূপভেদ, পরমপদ ব্রহ্মই যাঁহার আত্মা, যিনি নিত্য অক্ষয় নির্ম্মল প্রভু, যিনি নিখিল জগতের কারণীভূত, সেই বাসুদেবকে নমস্কার করি॥ ২৪॥

তুমি কে?

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ব্রাহ্মণ কহিলেন,হে ভূপতে! তুমি শ্রেয় ও পরমার্থ কি,—তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ? কিন্তু শ্রেয়ঃ ও পরমার্থ অশেষবিধ। হে নৃপ! যে ব্যক্তি দেবারাধনা করিয়া ধনসম্পদ পুত্র ও রাজ্য ইচ্ছা করে, তাহার নিকট পুত্রাদিই শ্রেয়ঃ সংকল্প রহিত, যজ্ঞাদি কর্ম্মই মুখ্য শ্রেয়ঃ। আবার কেহ বা সংকল্প পূর্ব্বক যজ্ঞাদি করিয়া তাহার ফল স্বর্গাদিকেই শ্রেয়ঃ করে। কেহ বা যোগযুক্ত হইয়া আত্মার ধ্যান করে; তাহার পক্ষে আত্মধ্যানই শ্রেয়ঃ; কিন্তু সেই পরমাত্মার যে সংযোগ তাহাই পরম-শ্রেয়ঃ এইরূপ অনেক, শত সহস্র প্রকার শ্রেয় বিদ্যমান রহিয়াছে। এক্ষণে পরমার্থ কি? তাহার তত্ত্ব আমার নিকট শ্রবণ কর। ধনই যদি পরমার্থ হয়, তবে লোকে কামপ্রাপ্তির উপলক্ষে সেই ধনের ব্যয় কিপ্রকারে করে? সুতরাং ধন, পরমার্থ নহে। প্রজকে যদি পরমার্থ বল, তাহা হইলে তাহার পিতাও পরমার্থ, কেননা তাহার পিতার সে প্রজ; এইরূপ আবার তাহার পিতাও পরমার্থ হইয়া উঠে; কাযে কাযে তাহা হইলে পরমার্থ, সাধারণ-বস্তু হইয়া উঠিল; অতএব প্রজাদিও পরমার্থ নহে। এই চরাচর জগতে এই প্রকার পুত্রাদিকে পরমার্থ বলা যায় না; কারণ পুত্ররূপ-কার্য্য যদি তাহার কারণ পিতার পরমার্থ হয়, তবে জগতের অনন্ত পুত্ররূপ-কার্য্য, অনন্ত পিতার পরমার্থরূপে বিদ্যমান; সুতরাং পুত্র পরমার্থ নহে। রাজ্যাদি প্রাপ্তিই পরমার্থ,—ইহা নানা স্থলে উক্ত হয়। এই বলিয়া যদি "রাজ্য পরমার্থ হয়" ইহাই বল, তাহাও বলা যায় না, কারণ রাজ্যাদির উৎপত্তি এবং বিনাশ রহিয়াছে, সুতরাং তাহাও পরমার্থ নহে। ঋগ্ যজুঃ সামদ্বারা সম্পাদনীয় যজ্ঞাদি কর্ম্মই যদি তোমার মতে পরমার্থ হয় তবে তাহার বিষয়ে আমি যাহা বলি, শ্রবণ কর। হে নৃপ! প্রত্যক্ষই দেখিতে পাওয়া যায় মৃত্তিকা রূপ কারণ হইতে নিষ্পন্ন

—যে ঘটাদিকার্য্য, তাহা কারণানুগত বলিয়া মৃত্তিকাময়ই হইয়া থাকে। এইরূপ, অনিত্য সমিদ্, ঘৃত ও কুশ প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা নিষ্পাদিত যে স্বর্গাদি কার্য্য, তাহা অনিত্য হইবে,তাহার সন্দেহ কি? সেই স্বর্গাদি ফল, বিনাশী কারণ; তাহার কারণ সকল বিনাশী দ্রব্য? সুতরাং স্বর্গাদি পরমার্থ নহে, যে হেতু পণ্ডিতগণ অবিনাশী পদার্থকেই পরমার্থ বলিয়া স্বীকার করিলেন। যদি ফলহীন কর্ম্মই তোমার মতে পরমার্থ বল, তাহাও অসম্ভব। কারণ তাদৃশ কর্ম্ম, মুক্তিরূপ ফলের সাধন, সুতরাং অফলদ কর্ম্মই তাহা হইল না। এবঞ্চ তাহা নিরপেক্ষও নহে; সুতরাং তাহাও পরমার্থ নহে। হে ভূপ! যদি বল, দেহাদি হইতে ভিন্ন-রূপে আত্মার বিচার করিয়া তাঁহার ধ্যানই পরমার্থ, তাহাও হইতে পারে না; কারণ এবম্প্রকার ধ্যান, দেহ হইতে আত্মার ভেদবিশিষ্ট নহেন। কারণ শ্রুতি বলিতেছেন, এক মেবাদ্বিতীয়ম্ (অর্থাৎ তিনি একই এবং সজাতীয় বিজাতীয় জগৎ ভেদ শূন্য) উপাসনা দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদস্বরূপ যোগই পরমার্থ,—এই কথা যদি বল, তাহাও নয়। কারণ পূর্ব্ববাক্যটী মিথ্যাভূত। একবস্তু অপরবস্তুর সহিত মিলিত হইয়া এক হয় না; এইহেতু জীবাত্মা যদি পরমাত্মা হইতে ভিন্ন হয়, তবে উভয়ে একতা অসম্ভব। এই যে সকল বিষয় তোমার নিকট বলিলাম, ইহা আপেক্ষিক শ্রেয় হইতে পারে বটে, কিন্তু পরমার্থ নহে। হে ভূপাল! এক্ষণে পরমার্থ কি, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর।

আত্মা,—সর্ব্বত্রেই অবস্থিত, অদ্বিতীয়, সর্ব্বকালেই একরূপ বিশুদ্ধ, নির্গুণ, এবং প্রকৃতি হইতে পৃথক্। তাঁহার জন্ম বা বৃদ্ধি নাই, তিনি অবিনাশী, তিনি পরমজ্ঞান স্বরূপ, এবং সর্ব্বব্যাপক। অবিদ্যা প্রপঞ্চ নাম জাত্যাদির সহিত তাঁহার যোগ হয় নাই, হইবে না, ও হইতেছে না। তিনি, আত্মদেহে ও পরদেহে অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যমান,—এই প্রকার যে বিশেষরূপে জ্ঞান, তাহাই পরমার্থ। মহারাজ! যাহারা দ্বৈতবাদী, তাহারা ভ্রান্ত। অভিন্ন এবং ব্যাপক—এক বায়ু যেরূপ বেণুগত রন্ধ্রাদিভেদে ষড়জ্ ঋষভ গান্ধারাদি উপাধি প্রাপ্ত হইলেও, বস্তুত অভিন্ন—একই থাকে, সেইরূপ পরমাত্মাও ভিন্ন ভিন্ন দেহাদি উপাধি বিশিষ্ট হইলেও, এক এবং সর্ব্বব্যাপক ভাবেই অবস্থিত। আত্মার যেরূপ ভেদ কল্পিত হয়, তাহা কেবল আত্মভিন্ন দেহাদির কর্ম্মপ্রবৃত্তি হইতেই উৎপন্ন। আবার দেহাদি ভেদ অপধ্বস্ত হইলে, সে বহুরূপত্ব থাকে না, কারণ তাহা মায়ার আবরণ-মাত্রে অবস্থিত, তৎকালে মায়ার আবরণ থাকে না।

এই কথা বলায়, মহীপতি মৌনী হইয়া, চিন্তা করিতেছেন দেখিয়া,ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধিনী কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ! পুরাকালে ঋভু মহাত্মা নিদাঘের জ্ঞান জন্মাইবার জন্য যে সকল কথা বলেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার ঋভুনামে এক পুত্র হয়। হে ভূপতে! ঐ ঋভু স্বভাবতই সকল তত্ত্বের যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন। পূর্ব্বে পুলস্ত্যতনয় নিদাঘ তাঁহার শিষ্য হন। তিনিও অতিশয় আনন্দের সহিত নিদাঘকে অশেষবিধ জ্ঞান প্রদান করেন। হে নরেশ্বর! নিদাঘ সকল বিষয়ে জ্ঞানবান্ হইলেও তাঁহার এখনও অদ্বৈত-বাসনা হয় নাই, ঋভু ইহা জানিতে পারিলেন। পুলস্ত্য-প্রতিষ্ঠিত, বীরনগর নামে এক পুর ছিল। ঐ পুর অতি মনোহর ও সমৃদ্ধিশালী, এবং দেবিকা নামে নদীতটে অবস্থিত ছিল। সেই মনোহর উপবনযুক্ত বীরনগরের প্রান্তভাগে যোগজ্ঞ, ঋভুশিষ্য নিদাঘ পূর্ব্বে বাস করিতেন। দিব্য সহস্র বৎসর অতীত হইলে, একদিন সেই ঋভু,—শিষ্য-নিদাঘ কি ভাবে অবস্থান করিতেছেন, ইহা দেখিবার জন্য অতিথিরূপে বীরনগরে গমন করিলেন। বৈশ্বদেব-কর্ম্ম সমাপনান্তে, নিদাঘ দ্বারদেশে অতিথি প্রত্যাশায়, অবলোকন করিতে গিয়া, তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন, এবং অর্ঘ্য-প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইলেন। ঋভু, হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন, দেখিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিদাঘ আদরের সহিত তাঁহাকে বলিলেন "আপনি আহার করুন"।

তখন ঋভু কহিলেন, হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! আপনার গৃহে ভোক্তব্য যে অন্ন আছে তাহা বর্ণন কর; কারণ কুৎসিত অন্নে আমার কখনই প্রীতি হয় না। নিদাঘ কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমার গৃহে ভক্ত, যাবক, (যবনির্ম্মিত খাদ্য বিশেষ) কন্দ-ফল-মূলাদি এবং অপূপাদি আছে; ইহার মধ্যে আপনার যাহাতে রুচি হয়, আপনি তাহাই ভোজন করুন। ঋভু কহিলেন, হে দ্বিজ! তুমি যাহার নাম করিলে, ঐ সকল অন্ন কদন্ন, আহার-যোগ্য নহে। তুমি আমাকে মিষ্ট অন্ন, সংযাব পায়স, ঘন ভিন্ন দধি এবং ফাণিত (গৌড়ী) প্রভৃতি দান কর। নিদাঘ তখন নিজ স্ত্রীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে শোভনে! আমার যাহা কিছু অতিশোভন, মধুর, ভক্ষ্যোপসাধন আছে, তাহা দ্বারা ইহাঁর অন্ন প্রস্তুত করিয়া দাও।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে রাজন্! নিদাঘ, গৃহিণীকে এই কথা বলিলে, তাঁহার গৃহিণী ভর্ত্তার বাক্যে গৌরবপ্রযুক্ত সেই ব্রাহ্মণের যথোক্ত অন্নসমূহ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। হে নৃপ! অনন্তর মহামুনি স্বীয় ইচ্ছানুসারে সেই মিষ্ট-অন্ন আহার করিলে পর, নিদাঘ বিনয়ানত হইয়া তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

নিদাঘ কহিলেন, হে দ্বিজ! আহার করিয়া আপনার পরমতৃপ্তি হইয়াছে ত? আপনি তুষ্ট হইয়াছেন ত? আর আপনার মন সুস্থ হইয়াছে ত? হে বিপ্র! আপনার নিবাস কোথা? আপনি কোথায় বা যাইতে উদ্যত হইয়াছেন? হে দ্বিজ! এখানেই বা আপনি কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন?

ঋভু কহিলেন হে ব্রাহ্মণ! যাহার ক্ষুধা হয়, তাহারই আহার করিলে তৃপ্তি হইয়া থাকে। আমার ক্ষুধাও নাই, সুতরাং তন্নিবৃত্তি-জন্য তৃপ্তিও হয় নাই। তবে কেন, এই বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ? অগ্নি, পার্থিবধাতু ক্ষয় করিলে, ক্ষুধার উৎপত্তি হয়, এবং জল ক্ষয় হইলে, মনুষ্যদিগের তৃষ্ণা হইয়া থাকে। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দেহেরই ধর্ম্ম,—ইহা আমার নহে; সুতরাং ক্ষুধার সম্ভাবনা না থাকায় আমি সর্ব্বদাই পরিতৃপ্ত আছি। এই চিত্তধর্ম্ম স্বস্থতা এবং তুষ্টি, ইহারা মনে থাকে; সুতরাং যাহার ধর্ম্ম তাহাকে জিজ্ঞাসা কর; পুরুষের (আত্মার) সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই; আত্মা ইহাতে যুক্তও নন্। তুমি যে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে তোমার গৃহ কোথায়?

কোথায় যাইতেছ? এবং কোথা হইতে বা এখানে আসিলে?—এই তিন কথারই উত্তর আমার কাছে শ্রবণ কর। পুরুষ আকাশের ন্যায় যখন সকল স্থলই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, তখন তাহার উদ্দেশে, কোথা হইতে আসিয়াছ, কোথা যাইবে, এই সকল প্রযুক্ত বাক্যের কি কোন প্রকার অর্থ সম্ভব হয়? আমি কোন স্থলেই গমন, বা কোন স্থল হইতে আগমন, করি না,—একটিমাত্র নির্দ্দিষ্ট স্থলে আমার স্থিতি নহে। যাহাদের এক দেশস্থ বলিয়া বিবেচনা কর, তাহারা বা তুমি বাস্তবিক তাদৃশ নহ। তুমি আমাকে যে প্রকার দেখিতেছ, বা আমি তোমাকে যে প্রকার দেখিতেছি, বাস্তবিক তুমি বা আমি সে প্রকার নহি। আমি বাস্তবিক তোমার নিকট মধুর অন্নের প্রার্থনা করি নাই; কেবল আমি মধুর প্রার্থনা করিলে, তুমি কি উত্তর দাও, তাহা শুনিবার জন্য ঐ প্রকার বলিয়াছিলাম। ভোজনকারীর স্বাদু বা অস্বাদু অন্নে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কিন্তু তোমাদের মধুর রসই অস্বাদু হয়,—ইহাই উদ্বেগের কারণ। আশ্চর্য্য দেখ, কালবশে, কুৎসিত অন্নই মধুর হয়; আবার কালক্রমে, মধুর অন্নের দ্বারাই মনুষ্যের উদ্বেগ জন্মে। বল দেখি, এমন কোন্ অন্ন আছে, যাহা প্রথমে, ও শেষে রুচিকারক? মৃণ্ময়গৃহে যেমন মৃত্তিকা-লেপ করিলে ঐ গৃহ স্থিরভাবে থাকে, সেইরূপ পার্থিব-দেহ পার্থিব-পরমাণু সমষ্টিদ্বারা আলিপ্ত হইয়া স্থির হয়। যব, গোধূম, মুদ্গ, আদি, ঘৃত, তৈল, পয়ঃ, দধি, গুড় ও ফল প্রভৃতি ইহারা সকলই পার্থিব পরমাণুসমষ্টি, সুতরাং স্বাদুত্ব, বা অস্বাদুত্ব সকলেরই সমান। তুমিও এই সকল জানিয়া মৃষ্টামৃষ্টি বিচারকারী মনকে সমতাবলম্বী কর। কারণ সাম্য-জ্ঞানই মুক্তির কারণ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে নৃপ! মহাভাগ নিদাঘ, এই প্রকার পরমার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋভুকে প্রণামপুরঃসর বলিতে আরম্ভ করিলেন। নিদাঘ কহিলেন, হে দ্বিজ! আপনি প্রসন্ন হউন, মঙ্গলের জন্য আপনি এখানে আসিয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই। আপনি কে? আপনার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার মোহ নষ্ট হইল। ঋভু কহিলেন,—হে দ্বিজ! আমার নাম ঋভু, আমি তোমার আচার্য্য। তোমার প্রজ্ঞা-দানের জন্য এখানে আসিয়াছি। এই তোমার নিকট পরমার্থও কহিলাম। এই নিখিল জগৎকে, এক এবং বাসুদেবাখ্য পরমাত্মার স্বরূপ বলিয়া জানিও; ইহাতে ভেদ জ্ঞান করিও না।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—তখন নিদাঘ পরম ভক্তিসহকারে তাহাই করিব, এই কথা বলিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলে, সেই ঋভু ইচ্ছাক্রমে, সেখান হইতে গমন করিলেন।

ক্ষমা।

সাম্প্রদায়িকতা মনুষ্যজাতিসুলভ। ভোগীই হউন, আর যোগীই হউন, কেহই সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করিতে সমর্থ নন। বৈদান্তিক "একমেবাদ্বিতীয়ং"—এই মন্ত্রের সাধক হইয়া মন্ত্রান্তরের অযৌক্তিকতা সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পান। সাংখ্যেরা প্রকৃতি, পুরুষের স্নেহে লালিত হইয়া অন্যের প্রকৃতিগত বিকৃতি প্রদর্শন করেন। পৌরাণিক, বিষ্ণুর মহিমালোকে উপহত দৃষ্টি হইয়া অন্য গুণ দর্শনে অন্ধ হন। এবং তান্ত্রিক, শক্তির সাধক হইয়া অশক্তিকৃত অন্যের দোষারোপ করেন। এইরূপ সাম্প্রদায়িকতায় মুগ্ধ হইয়া কেহ ব্রহ্মার, কেহ বিষ্ণুর, কেহ বা মহেশ্বরের কুৎসা বা প্রশংসা করেন। একবার বিচার করিয়া দেখা যাক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মধ্যে কে বা প্রশংসার পাত্র, কেই বা কুৎসার পাত্র।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর মহামায়ার সাক্ষাৎ অংশ বা পুত্র। প্রত্যেকে পৃথকভাবে পিতার এক একটী শক্তির আধিক্য লইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। ব্রহ্মার ক্রিয়াশক্তি, বিষ্ণুর জ্ঞানশক্তি এবং মহেশ্বরের সংহার শক্তি সমধিক প্রবল। এই শক্তির অনুরোধে পরস্পর ভ্রাতৃগণের মধ্যে পৃথক্ বলিয়া প্রতীত। শক্তিরূপ উপাধি পরিত্যাগ করিলে দেখিবে—সব এক। তখন মূল কারণ ভগবানের সহিতও ভেদ তিরোভূত হইবে। ভাবিয়া দেখ, আকাশ সবই এক; কেবল উপাধি ভেদে এবং প্রয়োজন ভেদে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত। কোন প্রয়োজন ঘটাকাশে সিদ্ধ হয়, কোন কোন প্রয়োজন বা গ্লাসের আকাশে সিদ্ধ হয়, কোন প্রয়োজন বা স্থালীর আকাশ সাপেক্ষ এবং অন্য প্রয়োজনের জন্য মহাকাশের প্রয়োজনীয়তা। ফল কথা—আকাশ বিশেষ প্রয়োজন বিশেষের সাধক। আবার এমন প্রয়োজন আছে, যাহা সমস্ত আকাশে সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব কোনও আকাশই একেবারে আমাদের অনুপাদেয় নয়। তবেই বল দেখি, কোন আকাশ প্রশংসনীয়? আমি বলি প্রয়োজন বিশেষে সব আকাশ প্রশংসার্হ। এই প্রয়োজন বিশেষ সাম্প্রদায়িকতার মূল। ব্রহ্মাদি সম্বন্ধেও এইরূপ বলা যায়। কোন প্রয়োজন ব্রহ্মার, কোন প্রয়োজন বিষ্ণুর, কোন বা মহেশ্বরের নিকট সিদ্ধ হয়। অপিচ যেমন পারলৌকিক মঙ্গলরূপ প্রয়োজন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—এই তিনের নিকট সিদ্ধ হইতে পারে, সেইরূপ জগদম্বার নিকটও সিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং কাহাকে বড় বল,—তাই ভাবিয়া আকুল। আমি আজ কেবল আকুল হইয়াছি এমন নয়। একাল সেকাল সকলেই আকুল।

ঘট, গ্লাস ও স্থালী বাহ্য দৃষ্টিতে পৃথক, অন্তর দৃষ্টিতে তিনই এক। ঘট, গ্লাস, স্থালী এ তিনের উপাদান কারণ মৃত্তিকা। মৃত্তিকা হইতে ঘট, গ্লাস ও স্থালী অপৃথক্, অর্থাৎ একই বস্তু। তবে ঘট, গ্লাস, স্থালী—ইহারা পরস্পর পৃথক্ হইবে কেন?—বস্তুতরই বা বলিব কেন? উহারা সব মাটী। যদি বল আমরা রূপে পৃথক দেখি, ঐ রূপেই তো ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর পৃথক্ বলি। এবং পৃথক্ গুণের আশ্রয়হেতু তাঁহাদের দ্বারা পৃথক্‌২ প্রয়োজন সাধন কর। মৃত্তিকার মৃত্তিকাত্ব যেমন ঘটাদিত্রিতয়ে আছে, সেইরূপ ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরে সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। উপাধিই ভেদ ব্যাধির কারণ। তবেই দেখুন ব্রহ্মাদি পরস্পর ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব লইয়া সমান; কিন্তু নিজের নিজত্ব লইয়া অসমান। এই উপাধিগত অসমানতা পরস্পরের উৎকর্ষাপকর্ষের প্রতি কারণ হইতে পারে কি না বিচার্য্য।

মনে করুন আমি বিশ্বনাথ-বৃত্তির প্রার্থী। এই বৃত্তির জন্য ভূদেব বাবুর নিকট প্রার্থনা করিতে পারি এবং তাঁহার উপযুক্ত পুত্র গোবিন্দ বাবু ও মুকুন্দ বাবুর নিকটও অনুরোধ করিতে পারি।* তবে বিশেষ এই—ভূদেব বাবু বৃত্তি প্রদানে স্বাধীন। তাঁহারা পুত্রদ্বয় আজ্ঞার বা নিয়মের অধীন। এ বিষয়ে ভূদেব বাবুর উৎকর্ষ সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু বল দেখি—এই বৃত্তিপ্রদানে গোবিন্দ বাবু ও মুকুন্দ বাবুর মধ্যে কে উৎকৃষ্ট? যদি উভয়ে সমান হন, তবে আমাদের পারমার্থিক বৃত্তিপ্রদ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—এ তিনই সমান।

প্রকারান্তরে গোবিন্দ বাবুর এবং মুকুন্দ বাবুর অসমানতার উপলব্ধি হইতে পারে। মনে করুন,—গোবিন্দ বাবু নিজব্যয়ে অন্ন দান করেন এবং মুকুন্দ বাবু বস্ত্রদান করেন। অতএব অন্নের জন্য গোবিন্দ বাবুর এবং বস্ত্রের জন্য মুকুন্দ বাবুর উপাসনা করিতে হয়। এ অসামান্য তাঁহাদের নিন্দা বা প্রশংসার প্রয়োজক নহে; কেন না অতুল্য বিষয় বশতঃ পরস্পর অতুলনীয়। যেমন পরমান্নের সহিত খেচরান্নের তুলনা হয় না। কেন না পরমান্নের একস্বাদ, খেচরান্নের আর এক স্বাদ। তবে লোকে যথারুচি অন্যতরের প্রশংসা করে। বস্তুতঃ তাহা করা উচিত নয়। সেইরূপ অসমান কর্ম্মা ব্রহ্মাদির তুলনা হয় না। যিনি যাঁহার ইষ্ট, সে তাঁহার প্রশংসা করে। তবে মিষ্টগুণে পরমান্নের প্রশংসা করিতে পার। কিন্তু ঘৃত কলায়োদনের বিজাতীয় আস্বাদ গুণে খেচরান্ন সমধিক প্রশংসিত, এইরূপ গুণবিশেষে অসমান বস্তুর তুলনা করা যাইতে পারে। এক্ষণে দেখা যাক, ব্রহ্মাদির মধ্যে ক্ষমাগুণে কে প্রশংসনীয়। সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে আমার নিজের ত প্রয়াস পাইতে হইবে না। মহামুনি ভৃগু ইহার মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। ভাগবতে আছে—

একদা সরস্বতী-তীরে সমবেত ঋষিগণের মধ্যে বিতণ্ডা উপস্থিত—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মধ্যে কে ক্ষমাগুণে বড়? সকলে আপন২ অভিমতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনেকে তাহাতে অতৃপ্ত হইয়া পরীক্ষার্থ ভৃগুমুনিকে প্রেরণ করিলেন। মহামনা ভৃগু প্রথমতঃ ব্রহ্মার সভায় উপনীত হইলেন। পরীক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকে অভিবাদন বা স্তব করিলেন না। ব্রহ্মা স্বীয় পুত্রের ধৃষ্টতা দর্শন করিয়া ক্রোধে সঙ্কুচিত অগ্নির ন্যায় সহসা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন। "স্বীয় পুত্রের এই প্রথম অপরাধ, অতএব ক্ষমার যোগ্য—এই বিবেচনায় ব্রহ্মা ক্রোধ সম্বরণ করিলেন" ভৃগুর পরীক্ষা হইল। তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিয়া কৈলাসে দেবের দেব মহাদেবের নিকট গমন করিলেন। মহেশ্বর ভৃগুকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়া আলিঙ্গন পুরঃসর সাদর সম্ভাষণ করিতে উদ্যত হইলেন। ভৃগু উৎপথগামী এবং অশুচি শিবের সহিত আলিঙ্গন করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় শিব ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া ঘাতক বুদ্ধিতে শূল উত্তোলন করিলেন। অবশেষে মহামায়ার মায়ার অনুরোধে দারুন অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর ভৃগু তথা হইতে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া দেখিলেন বিষ্ণু লক্ষ্মী সনে একাসনে শয়ন করিয়া আছেন। ভৃগু কিছু না বলিয়া ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করিলেন। ক্ষমার অবতার ভগবান্ বিষ্ণু সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া বিনীতভাবে বলিলেন "মহাত্মন্! আপনার চরণে তো আঘাত লাগে নাই? আপনার আগমন জানিতে পারি নাই বলিয়াই যথোচিত অভ্যর্থনা করিবার অবসর পাই নাই। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন। হে ভগবন্! পাদোদক দ্বারা বৈকুণ্ঠের সহিত আমাকে পবিত্র করুন। অদ্য হইতে আমার খ্যাতি জগতে বিস্তৃত হইল এবং অদ্য হইতে আপনার পদচিহ্ন বক্ষ-স্থলে ধারণ করিলাম।" তাই ভগবানের বক্ষস্থলে ভৃগুপদচিহ্ন। ভৃগু পরীক্ষা সমাপ্ত হওয়ায় স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর ভৃগু সমেত ঋষিগণের নিকট গমন করিয়া বলিলেন, "ক্ষমাগুণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মধ্যে বিষ্ণু প্রশংসনীয়"। ক্ষমাগুণের উৎকর্ষ না থাকিলে সামান্য সংসার পালন করা দুষ্কর। এ হেন অসামান্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সংসার পালনের ভার যাহার উপর নির্ভর করিতেছে, সেই বিষ্ণুর ক্ষমাগুণের কি তুলনা আছে?

পাঠক! সত্য করিয়া বলুন, ক্ষমাগুণের এরূপ প্রদীপ্ত দৃষ্টান্ত আর কোথায় দেখিয়াছেন কি? পাশ্চাত্য-শিক্ষায় বিকৃত মস্তিষ্ক বলিতে পারেন,—"বিষ্ণুর উপদেশ—এক গালে চড় খাইলে অন্য গাল পাতিয়া দিতে হয় ইহাই ক্ষমাগুণের চরম নিদর্শন"। পাঠক বিবেচনা করুন,—সে চপেটাঘাত, এ যে পদাঘাত—ইহার সহিত কি তাহার তুলনা হয়? সে উপদেশ এ ঘটনা। তাহাও স্ত্রীর সম্মুখে—বিনা অপরাধে। এরূপ লোকশিক্ষা হিন্দুর দেবতা ভিন্ন কি কেহ দিতে পারে? আমরা অতি মূঢ়, গৃহের খবর রাখি না, পরের খবর লইতে বিলক্ষণ পটু। নতুবা ক্ষমা, দয়া, স্নেহ, মাতৃভক্তি প্রভৃতি প্রবন্ধমালা গাঁথিতে অন্যের উদ্যানে দুর্গন্ধ পুষ্পচয়ন করিতে যাই কেন? আপনার উপবনে অযত্নসুলভ বিবিধ সুগন্ধ পুষ্প রহিয়াছে, যথেচ্ছা চয়ন করিয়া ব্যবহার করিলে হয় না?

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ। মহেশপুর।

উন্নতিচিন্তা।

সুখপ্রাপ্তি জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্যের সাধক ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়ার অধীন। সে ক্রিয়ার প্রধান উপদেষ্টা ও অনুষ্ঠাতা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত।—এহেন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের উন্নতির উপর সাক্ষাৎ-পরম্পরাসম্বন্ধে সাধারণের শারীরিক মানসিক, বৈষয়িক উন্নতি নির্ভর করিতেছে। সে উন্নতির চিন্তার সমালোচনা অপরিহার্য্য বিধায় এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

অনেকের ধারণা, সামাজিক, আর্থিক উন্নতির সহিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উন্নতি সাধিত হইতেছে। এইরূপ উন্নতিপ্রবাহ কিছুদিন অপ্রতিহত প্রবহমান থাকিলে তাঁহারা পুনর্ব্বার স্বীয়াসনে বসিতে পারেন। কলিকালে সত্যকালের বিকাশ হইতে পারে। তখন ধর্ম্মের তীক্ষ্ণজ্যোতিতে জগৎ প্রভাসিত হইবে। সেই

* মনে করুন, ভূদেব বাবু জীবিত আছেন।

প্রভাসে সমস্ত তত্ত্বের অন্তস্তল পরিস্ফুটরূপে প্রকাশমান হইবে। বৈধর্ম্ম তিমির তিরোভূত হইলে সকলে শান্তির কমনীয় ক্রোড়ে শয়ান থাকিয়া সুখে কাল কাটাইবে। সাংসারিক জরামৃত্যুর অত্যাচারের স্মৃতি পর্য্যন্ত অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইবে। কলিকালে এসব আশা দুরাশামাত্র। রাত্রি হইলে ভাবা যায় পুনর্ব্বার অরুণোদয় পূর্ব্বক সূর্য্যের উদয় হইবে। কিন্তু মেঘ সূর্য্য আচ্ছাদিত করিলে সমস্ত ভাবনা নিস্ফল হয়। কতকগুলি ঘটনা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উন্নতি-সূর্য্য আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। সেরূপ প্রবল বায়ু বহিলে মেঘ অন্তর্হিত হইতে পারিত, সমাজ আকাশ নির্ম্মল হইত; কিন্তু সে বাতাস কৈ? পাথর বাতাসে কি মেঘ নড়ে না আকাশ নির্ম্মল হয়।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ! একবার ভাবিয়া দেখ দেখি—কাহার দোষে তোমাদের অধোগতি? কাহার দোষে তোমাদের সে জ্যোতি অস্তমিত হইয়াছে? দোষ তোমাদের। ভাব দেখি, তোমরা কি ছিলে কি হইলে? তোমাদের সে অমায়িকতা কৈ? সে আশুতোষভাব কৈ? সে বাঙ্‌নিষ্ঠা কৈ? সে বিলাসবিতৃষ্ণতা কৈ? সে জ্ঞানজ্যোতি কৈ?—যাহার তেজে রাজা প্রজা তোমার বশীভূত ছিল সে নিস্পৃহতা কৈ?—যাহার বলে একদিন তোমারই বংশধুরন্ধর, গৃহিণীর পক্ক তিন্তিড়ি পত্রের তরকারি উপাদেয় জ্ঞানে ভক্ষণ করিয়া বলিয়া ছিলেন "গৃহিণি! এতবড় তিন্তিড়ী বৃক্ষ সত্ত্বে আমরা দরিদ্র কিসে?" তোমার সে গৃহিণী মনোমোহন প্রেম কৈ? একদা যাহার খাতিরে গৃহিণী শাঁখার অভাবে হাতে সূতা বাধিয়া থাকিতেন এবং রাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পরিচারিকাগণের সগর্ব্ববাক্যবাণ সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন "রাজার চাকরাণী বলে তোদের এতগর্ব্ব, যে আমার হাতের সূতা দেখে উপহাস করিস্। জানিস্—আমার হাতের সূতা যদিন, নদের গৌরব ত দিন।" সে অধ্যাপনামত্ততা কৈ?—যাহার বলে তীক্ষ্ণধী শ্রীরাম শিরোমণি ভ্রাতা রঘুমণির উদরাধ্যান হইলে নিজের উদরে তৈলজলমর্দ্দন করিতে করিতে অধ্যাপনা করিতেছিলেন। এমন সময় চিকিৎসক আসিয়া বলিল "ও কি মহাশয়! পীড়া হইলে আপনার ভ্রাতার উদরে ঔষধ প্রয়োগ হইতেছে আপনার শরীরে, ফল হইবে কেন?" তখন তাঁহার ধারণা হইল কার্য্যকারণের ব্যাধিকরণতা হেতু ফল ফলিতেছে না।

মহাত্মাগণ! পূর্ব্বে যে বেশে আসরে আসিতে একবার সেই বেশ ধর দেখি—নয়ন ভরিয়া দেখি, আর তোমার ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি ভুবনকে দেখাই। চিরসঞ্চিত কোষাগারের রত্নরাজি অপহৃত হইতেছে, তাই তোমরা দিন দিন দারিদ্র্যের ধাপে ২ পদার্পণ করিতেছে। ঐ দেখ, তোমাদের বিশুদ্ধ বেশ মুক্তিফৌজ খ্রীষ্ট সম্প্রদায় পর্য্যন্ত অপহরণ করিতেছে, আর তোমরা শ্মশ্রুধারী হইয়া কাঞ্চনের পরিবর্ত্তে কাচ গ্রহণ করিয়া সমাজ উচ্ছৃঙ্খল করিতেছ, লোকের মনে কুভাব সঞ্চারিত করিতেছ। তোমাদের নিজস্ব গীতোক্ত ধর্ম্ম ভ্রাতৃগণ আত্মসাৎ করিতেছে; আর তোমরা ইংরেজি যুক্তির আভাষে শাস্ত্র সমর্থন করিতেছ। সাধুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অসাধু হইয়াছ, চৌর্য্যকর্ম্মে বিলক্ষণ পটু হইয়াছ। আপন বেশ হারাইয়া পরের বেশ চুরি করিতেছ। পরের আহার ব্যবহারের অনুকরণে প্রচ্ছন্নভাবে চতুরতা প্রকাশ করিতেছ। বল দেখি, যে দিন রাজার নিকট এ চৌর্য্যাপরাধের বিচার হইবে, সেদিনের দণ্ড অনুমান করিলে কি হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয় না? তুমি জ্ঞানপাপী—এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত এই সময়ে না করিলে পরিণামে বিষম পরিতাপ ভোগ করিতে হইবে। জান না কি—সমাজের রক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়া ভক্ষক রূপে পরিণত হইয়াছ? এ সমস্ত ভাবিলে ২।৪ পয়সার লোভে অব্যবস্থা দিয়া সমাজের ও আত্মার এতাদৃশ অনিষ্ট সাধন করিতে না। আর কিছুদিন পরে যে তোমাদের ব্যবস্থা কেহ লইতে আসিবে না, সে ভাবনাও বুঝি মনে উদিত হয় না।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত! তোমার স্বজাতীয় অর্ব্বাচীনের দল তোমার গৌরব বুঝিতে না পারে; কিন্তু মহামতি ছোটলাট বুঝিয়াছেন, তাই তাঁহার আসন টলিয়াছে। তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। কালবৎ মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন "হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্দীপনায় রাজকার্য্যেও খৃষ্টধর্ম্মের অপচয় হইতেছে, হিন্দুধর্ম্মের উপচয়াপচয়ের সহিত তোমার উপচয়াপচয় অবিনাভাবে অবস্থিত। হিন্দুধর্ম্মের প্রশংসা করাও যা, তোমার প্রশংসা করাও তাই, হিন্দুধর্ম্মের নিন্দায় তোমার নিন্দা। ছোটলাটের হিন্দুধর্ম্ম হইতে ভীতি প্রকাশ করায় তোমারই মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। অথচ সেই ছোটলাট তোমাদের জন্য, তোমাদের সুখসচ্ছন্দতার জন্য, তোমাদের গৌরববৃদ্ধির জন্য বৃত্তির বরাদ্দ করিয়াছেন। মহামোহোপাধ্যায় উপাধি আবিষ্কার করিয়াছেন। কেন করিয়াছেন?—স্বার্থান্ধ! বুঝিয়াছ কি? ছোটলাট বেশ বুঝিয়াছেন। নতুবা স্বজাতিগণ যাহাদিগকে বর্ব্বর বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকে, বিজাতি তাহার সম্মান প্রদর্শন করিবে কেন? তোমাদিগকে জয় করিতে পারিলে ইংরেজরাজের প্রকৃত জয় করা ঘটিবে। বাহুজয়ে দূরদর্শী ইংরেজ সন্তুষ্ট নয়।

একদা চুয়াডাঙ্গার ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মফঃস্বলে যান। তাঁহার সঙ্গে জনৈক ব্রাহ্মণকুমার কর্ম্মচারী ছিল। সেই সময় কোন ব্যক্তি ম্যাজিষ্ট্রেটকে ছেলাম করিল; কিন্তু কর্ম্মচারী ব্রাহ্মণকে দেখিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিল। সাহেব এই বিসদৃশ দৃশ্য দেখিয়া বলিলেন, "আমার ধারণা ছিল—ভারতের জেতা আমরা, এখন দেখিতেছি ভারতের জেতা ব্রাহ্মণ। যে রাজা প্রজার অন্তর অধিকার করিতে না পারে সে রাজা রাজপদ বাচ্য নহে। যতদিন ব্রাহ্মণের আধিপত্য না কমিবে, ততদিন ব্রিটিশ রাজার আধিপত্যের স্থায়িত্ব সংশয়িত।"

রাজহীন রাজ্যে অরাজকতা হয় বলিয়া রাজার প্রয়োজন। ব্রাহ্মণপণ্ডিত সমাজরাজ্যের রাজা। তাঁহার কর্ত্তব্য—সমাজের অভাবদূরীকৃত করা এবং একতা-মন্ত্রে সকলকে দীক্ষিতা করা। লোকের দোষ কি? আমি যদি স্বীয় পদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে না পারি, তাহা হইলে আমিই তাহার প্রত্যবায়ভাগী। গুরুর দোষে শিষ্যের অধঃপতন হয়। আজ কাল গুরু শিষ্য প্রায় সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উভয়ের সমান। গুরুও চাকুরে, শিষ্যও চাকুরে। চাকরির প্রমাদে জাতিগত বৃত্তির সহিত ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইতেছে এবং হইবে। থাকিবে কেবল মুখে আর পরীক্ষায় স্মৃতির প্রশ্নে।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত! ধন্য তোমার অর্থ পিপাসা। দুপয়সার লোভে অব্যবস্থা দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হও না। এ পাপের পরিণাম তোমায় ভুগিতেই হইবে। কাল তোমার ব্যবস্থায় বিলাত প্রত্যাগত সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। আজও তোমার কৃপায় বিধর্ম্মা বিবিবিবাহী বিলাত প্রত্যাগত সমাজে প্রচলিত হইল। ক্রমে তোমার সাহস বাড়িতেছে,—আগামী কাল কি করিবে, জানি না। তোমার দোষে সমাজের গ্রন্থন, ধর্ম্মের বন্ধন, শিথিল হইয়াছে। তাই বলি, দোষ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নয়, অধ্যাপক পুঙ্গবগণের নয়, দোষ কলিসুলভ রোগের। রোগ অসাধ্য হইয়াছে, সুতরাং অনুকূলও প্রতিকূলে পরিণত হইতেছে। এরোগ সহজ মুষ্টিযোগসাধ্য নয়। ইহার বৃহৎ ঔষধের বৃহৎ আড়ম্বর কে করে তাই ভাবি।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত! এখনও তুমি ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের জাতি রক্ষার ভারধারণ করিয়া আছ; কিন্তু তোমার জাতি রক্ষিত হইতেছে, কি অপচিত হইতেছে, সে বিষয়ে লক্ষ্য নাই। একবার নিজের জাতির প্রতি দৃষ্টিপাত কর। দেখিতে পাইবে, যে জাতি-এমারৎ চারিটী স্তম্ভে নিহিত তাহা আজ তোমার অনবধানতায়, কলির স্বভাবে, একটীমাত্র স্তম্ভে টলমল করিতেছে। এখনও সাবধান হও, নতুবা সে স্তম্ভটীও পাশ্চাত্য বায়ুর প্রবাহে পড়িতে পারে। জাতি স্তম্ভচ্যুত হইলে তাহার সত্তামাত্রেরও উপলব্ধি হইবে না। ক্রিয়া, বৃত্তি, আহার ও বিবাহ—এই স্তম্ভ চতুষ্টয়ের উপর জাতি অবস্থিত।

ভগবান্ গুণ ও কর্ম্ম বিভাগে জাতি বিভক্ত করিয়াছেন। সত্ত্বগুণ ব্রাহ্মণের নিয়ামক, এবং ক্ষত্রিয়াদি জাতিতে রজঃ প্রভৃতি গুণ সঙ্কীর্ণ এবং অসঙ্কীর্ণ ভাবে অনুপ্রাণিত। জাতি দ্বিবিধ, কুলক্রামগত ও স্বক্রিয়াদি নিয়ন্ত্রিত। কুলক্রমাগত জাতির ধ্বংস নাই, কেন না ব্রাহ্মণ কুমার বিধর্ম্মা হইলেও তাহার ব্রাহ্মণকুমারত্বের নাশ নাই। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগুণাবলম্বী হইলেও ক্ষত্রিয় শুক্র শোনিতময় দেহসত্ত্বে কৌলিক ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। স্বক্রিয়নিয়ন্ত্রিত জাতির জন্ম মৃত্যু হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণতনয় গুণক্রিয়ানুসারে ক্ষত্রিয় হইতে পারেন। ক্ষত্রিয়ও কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। তাহার দৃষ্টান্ত বিশ্বামিত্র। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। এই শেষোক্ত জাতিই আমাদের প্রস্তাবের বিষয়।

এক্ষণে তোমার আহার, ব্যবহার, দেবকার্য্য লৌকিককার্য্য কিছুতেই সাত্ত্বিকতা নাই। সুতরাং জাতিগৃহের ক্রিয়ারূপ স্তম্ভ ভগ্নপ্রায় হইয়াছে। দ্বিতীয় স্তম্ভ,—বৃত্তি; তাহাও ইংরেজ প্রসাদে ভঙ্গুর হইয়াছে। এখন তুমি চাকর, শূদ্র-অধ্যাপক ইত্যাদি। আহারও তথৈবচ—এখন পূর্ব্বের ন্যায় তোমারও আহার-বিচার নাই। রেলে, ষ্টীমারে, সবর্ণাসবর্ণ পাকে, সাত্ত্বিক-অসাত্ত্বিক সকলই তোমার ভোজ্য। তোমারও আহার বিপর্য্যয়ভাবে প্রাপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে; সংবাদপত্রে অবগত হইলাম, ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রভৃতির উদ্যোগে মুলাজোড়ে একটী ছাত্রনিবাশ অর্থাৎ ছাত্রসমিতির হোটেল সৃষ্ট হইবে। তাহা হইলেই যাহা কিছু আহারের বাল্যসংস্কারসুলভ নিয়ম ছিল তাহাও এই হোটেলের কল্যাণে বিপর্য্যস্ত হইবে। এমন অলক্ষিতভাবে আহারের নিয়মের সহিত ধর্ম্মবন্ধন শিথিল হইবে, যে তাহা ছাত্রগণও বুঝিতে পারিবে না। আপাততঃ যদি কাহারও মনে উদিত হয়, কিন্তু পরে বিদ্যার্থীর কিছুতেই দোষ নাই,—এই অনুকূল যুক্তি অনর্থের মূল হইবে। তাই বলিতেছি, শাস্ত্রাধ্যয়ননিরত ব্রাহ্মণ মণ্ডলের আহারের নিয়মটীও লঙ্ঘিত হইতে চলিল। এই সময়ে সতর্ক হইলে কিছু ফল ফলিতে পারে। কিন্তু কাহার কথা কে শুনে?

তিনটী স্তম্ভের আলোচনা করিয়া দেখিলাম, তিনটীই জীর্ণ, তিনটীই ভগ্নপ্রায়। কেবল চতুর্থ স্তম্ভটী দৃঢ় আছে। তাহার নাম বিবাহ। বিবাহে অদ্যাপি জাতিগত বিচার বর্ত্তমান রহিয়াছে। তোমার, সমাজে জাতিচ্যুত হয়, এরূপ বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি দেখি না; কিন্তু এই একটী স্তম্ভের উপর বহুকাল গুরুভার থাকিলে যে ইহাও জীর্ণ হইবে তাহাতে সংশয় নাই। এখন উপায় কি? পরে জানাইব।

উপসংহারে বক্তব্য যে, সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিতই আমার প্রস্তাবের বিষয় নন। এমন অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত আছেন, যাঁহারা স্বধর্ম্ম নিরত এবং জাতি রক্ষায় সবিশেষ যত্নশীল। যাঁহারা চাকরে বা বৃত্তিভোগী এবং বিরুদ্ধাচারী তাঁহারাই আমার এ প্রস্তাবের লক্ষ্য। "অধিকেন ব্যপদেশা ভবন্তি"—এই ন্যায়ানুসরণ করিয়া এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

নূতন কথা।

ইতর ভদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, সকলেই জানেন, যে, মানবশরীরে কামক্রোধাদি কতকগুলি রিপু বড়ই আধিপত্য প্রকাশ করিয়া থাকে। ব্যক্তিবিশেষের শরীরে এই কামাদি রিপুর আধিপত্যের ইতরবিশেষ দ্বারাই এ সংসারে কেহ কামুক, কেহ ক্রোধী এবং কেহবা লোভী সংজ্ঞায় সজ্ঞিত হয়। কিন্তু এই কামাদি রিপুর ন্যায় * সত্ত্ব, রজ, তম এই গুণত্রয়ও যে মানবের উপর স্ব স্ব প্রভুত্ব দেখাইতে সম্পূর্ণ সমর্থ, ইহা অতি অল্পলোকেই অবগত আছেন। আবার এই সত্ত্বই যে শুদ্ধ, রাজস ও তামসভেদে অসংখ্য ভেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহা প্রকৃত খুব কম লোকেই জানেন। অনেকেই জানেন না বলিয়াই আমরা এ প্রবন্ধটী "নূতন কথা" বলিয়া সাধারণে নিকট প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। যাহা হউক, নিম্নে ত্রিবিধসত্ত্বের সংক্ষেপতঃ ভেদাংশ দেখান যাইতেছে।

চরক বলেন;—

শুদ্ধস্য সত্ত্বস্য সপ্তবিধং ভেদাংশং বিদ্যাৎ কল্যাণাংশত্বাৎ তৎ সংযোগাত্তু ব্রাহ্ম্যমত্যন্ত শুদ্ধং ব্যবস্যেৎ।

অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্বের সপ্তপ্রকার ভেদ জানিবে। তন্মধ্যে ব্রাহ্ম্যসত্ত্ব শুভকারী ও অত্যন্ত শুদ্ধ বলিয়া জানিবে। নিম্নে শুদ্ধসত্ত্বের সপ্তপ্রকার ভেদ ও লক্ষণ বলা যাইতেছে।

শুচিং সত্যাভিসন্ধং জিতাত্মানং সংবিভাগিনং জ্ঞানবিজ্ঞান-

---

* কামাদি রিপু প্রভৃতি সমস্তই যখন গুণত্রয়েরই অন্তর্গত তখন "কামাদি রিপুর ন্যায়" ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হয় না। বে, সং।

বচনপ্রতিবচনসম্পন্নং স্মৃতিমন্তং কামক্রোধলোভমানমোহের্ষ্যামর্ষাপেতং সমং সর্ব্বভূতেষু ব্রাহ্মাংবিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যিনি শুচি, সত্যসন্ধ, জিতেন্দ্রিয়, যাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিভাগ করণে উৎকৃষ্ট বুদ্ধি বিদ্যমান থাকে, যিনি জ্ঞানবিজ্ঞান, বচন ও প্রতিবচন বিষয়ে উৎকৃষ্ট শক্তিসম্পন্ন, স্মরণশক্তিবিশিষ্ট, যিনি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষ্যা এবং অমর্ষ প্রভৃতি দোষে দূষিত নহেন এবং যাঁহার সর্ব্বভূতেই সমান জ্ঞান, তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া জানিবে।

ইজ্যাধ্যয়নব্রতমোহব্রহ্মচর্য্যমতিথিব্রতমুপশান্তমদমানরাগদ্বেষমোহলোভরোষং প্রতিবচনবিজ্ঞানোপধারণশক্তিসম্পন্নমার্ষং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যিনি যজন, অধ্যয়ন, হোম এবং ব্রহ্মচর্য্যায় সতত অনুরক্ত, যিনি উৎকৃষ্টরূপে অতিথিসৎকার করেন এবং যাঁহার আসক্তি, দ্বেষ, লোভ, মোহ এবং রোষ প্রভৃতির উপশম হইয়াছে, যিনি প্রতিভাসম্পন্ন এবং বচন, বিজ্ঞান ও ধারণাশক্তিসম্পন্ন তাঁহাকে আর্য অর্থাৎ ঋষিসত্ব বলিয়া জানিবে।

ঐশ্বর্য্যবন্তমাদেয়বাক্যং যজ্বানং শূরমোজস্বিনং তেজসোপেতমক্লিষ্টকর্ম্মাণং দীর্ঘদর্শিনং ধর্ম্মার্থকামাভিরতমৈন্দ্রং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যিনি ঐশ্বর্য্যশালী, যাঁহার বাক্য লোকে গ্রাহ্য করে, যিনি যাগশীল বিক্রমশালী, ওজস্বী ও তেজস্বী, আর যিনি কোন কষ্টকর কর্ম্ম না করেন, যিনি দূরদর্শী, অর্থ, ধর্ম্ম ও কামনায় যাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ, ঐন্দ্র অর্থাৎ ইন্দ্রসত্ব বলিয়া তাঁহাতে জানিবে।

লেখাস্থবৃত্তং প্রাপ্তকারিণমসংহার্য্যমুত্থানবন্তং স্মৃতিমন্তমৈশ্বর্য্যালম্বিনং ব্যাপগতরাগদ্বেষমোহং যাম্যং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যাঁহার কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বিষয়ে ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট থাকে, যিনি অসঞ্চয়ী, সমর্থ্যবান্, স্মৃতিমান্, ঐশ্বর্য্যশালী এবং যাঁহার বিষয়াসক্তি, দ্বেষ, ঈর্ষা ও মোহ না থাকে, তাঁহাকে যাম্য অর্থাৎ যমসত্ব পুরুষ বলিয়া জানিবে।

শূরং শুচিমশুচিদ্বেষিণং যজ্বানমম্ভোবিহাররতিমক্লিষ্টকর্ম্মাণং স্থানকোপপ্রসাদং বারুণং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যিনি বিক্রমশালী, শুদ্ধাচারী, অশুচিদ্বেষী, যাগকারী, জলবিহারে রত, আক্লিষ্টকর্ম্মা, আর যিনি যথাযোগ্য স্থলে কোপ ও অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে বারুণ অর্থাৎ বরুণসত্ব বলিয়া জানিবে।

স্থানমানোপভোগং পরিবারসম্পন্নং সুখবিহারং ধর্ম্মার্থকামনিত্যং শুচিং ব্যক্তকোপ প্রসাদং কৌবেরং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যিনি যথাস্থানে মান উপভোগ করেন, আর যিনি পরিবারসম্পন্ন, সুখবিহারী, ধর্ম্ম, অর্থ ও কামনাতে স্থিরমতি, শুচি এবং যাহার কোপ ও অনুগ্রহ ব্যক্ত, তাঁহাকে কৌবের অর্থাৎ কুবেরসত্ব বলিয়া জানিবে।

প্রিয়নৃত্যগীতবাদিত্রোল্লাপকং শ্লোকখ্যায়িকেতিহাসপুরাণেষু কুশলং গন্ধমাল্যানুলেপনবস্ত্রস্ত্রীবিহারকামনিত্যমনসূয়কং গান্ধর্ব্বং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যিনি গীত, বাদ্য, নৃত্য এবং উল্লাপকপ্রিয়, আর যিনি শ্লোক, আখ্যায়িকা, ও ইতিহাস প্রভৃতির আলোচনায় অত্যন্ত নিপুণ, যাহার গন্ধ, মাল্য, অনুলেপন, বস্ত্র এবং স্ত্রী ইত্যাদিতে অত্যন্ত অভিলাষ ও যিনি অসূয়াশূন্য, তাঁহাকে গান্ধর্ব্ব অর্থাৎ গন্ধর্ব্বসত্ব বলি৷ জানিবে।

সেইরূপ রোষাংশ বলিয়া রাজস সত্ব ছয় প্রকার। নিম্নে তাহাদের লক্ষণ বিবৃত হইতেছে।

শূরঞ্চণ্ডমসূয়কমৈশ্বর্য্যবন্তমৌদরিকং রৌদ্রমননুক্রোশকং আত্মপূজকমাসুরং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যে অত্যন্ত বিক্রমশালী, চণ্ড, অসূয়াপরতন্ত্র, ঐশ্বর্য্যশালী ঔদরিক, উগ্র, নির্দ্দয় এবং আত্মম্ভরি, তাহাকে আসুর অর্থাৎ অসুরসত্ব বলিয়া জানিবে।

অমর্ষিণমনুবন্ধকোপঞ্চিদ্রপ্রহারিণং ক্রূরমাহারাতিমাত্ররুচিমামিষপ্রিয়তমং স্বপ্নায়াসবহুলমীর্ষ্যুং রাক্ষসং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যে অত্যন্ত অমর্ষণ (অপমানাসহিষ্ণু), একবার কুপিত হইলে অনেক দিবস পর্য্যন্ত কুপিত থাকে, অল্প অপরাধেই প্রহার করে, অত্যন্ত ক্রূর, আর যাহার আহারে অত্য রুচি এবং যৎপরোনাস্তি মাংসপ্রিয়, নিদ্রাপরতন্ত্র, অত্যন্ত পরিশ্রমী ও ঈর্ষাবান্, তাহাকে রাক্ষস অর্থাৎ রাক্ষসসত্ব বলিয়া জানিবে।

মহালসং স্ত্রৈণং স্ত্রীরহস্কামং অশুচিং শুচিদ্বেষিন্তীরুন্তীষয়িতারং বিকৃতিবিহারাহার শীলং পৈশাচং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যে অত্যন্ত অলস, স্ত্রৈণ, স্ত্রীবিহারী, অশুচি, শুচিদ্বেষী, ভীরু, ভয়ঙ্কর বিকৃত আহারবিহারশীল ব্যক্তিকে পৈশাচ অর্থাৎ পিশাচসত্ব বলিয়া জানিবে।

ক্রুদ্ধংশূরং প্রকৃচ্ছ্র ভীরুন্তীক্ষমায়াসবহুলং মন্ত্রস্তুগোচরমাহারবিহারপরং পার্প্পং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ, বিক্রমশালী, ভীরু, তিক্ষপরিশ্রমী, যে অল্পেতেই মন্ত্রণা বুঝিতে পারে এবং যে সর্ব্বদা আহার ও বিহারাসক্ত, তাহাকে সার্প অর্থাৎ সর্পসত্ব বলিয়া জানিবে।

আহারকামমতিদুঃখশীলাচারোপচারমসূয়কমসংবিভাগিনমতিলোলুপমকর্ম্মশীলম্প্রৈতংবিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যাহার আহারে সর্ব্বদা অত্যন্ত অভিলাষ, আচার ও উপচার দুঃখজনক, যে অসূয়াপরতন্ত্র, অসংবিভাগী (কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিধায়ক বুদ্ধিশূন্য) লোভী এবং অকর্ম্মণ্য, তাহাকে প্রৈত অর্থাৎ প্রেতসত্ব বলিয়া জানিবে।

অনুষক্তকামমজস্রমাহারবিহারপরং অনবস্থিতমমর্ষিণমসঞ্চয়ং শাকুনং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যাহার মনে সর্ব্বদা কামনা বিদ্যমান থাকে, আর যে সর্ব্বদা আহার ও বিহারাসক্ত, অনবস্থিত, অমর্ষণশীল এবং অসঞ্চয়ী, তাহাকে শাকুন অর্থাৎ শকুনসত্ব বলিয়া জানিবে।

সেইরূপ মোহাংশ বলিয়া তামসসত্ব ত্রিবিধভেদে বিভক্ত যথা—

নিরাকরিষ্ণুমধমমেধসমজুগুপ্সিতারং আহারবিহার মৈথুনপরং স্বপ্নশীলং পাসবং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যে কেবল সর্ব্বদা নিরাকরণ করিয়া থাকে, যাহার নীচবেশ, যে নিয়ত নিন্দনীয় আহার বিহার ও মৈথুনাসক্ত এবং নিদ্রাপরতন্ত্র তাহাকে পাশব অর্থাৎ পশুসত্ব বলিয়া জানিবে।

ভীরুমবুধমাহারলুব্ধমনবস্থিতমনুষক্তকামক্রোধং সরণশীলতন্তোয়কামং মাৎস্যং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যে ভীরু, মুর্খ, আহারলোভী, অনবস্থিত এবং সর্ব্বদা কাম ও ক্রোধের দ্বারা অভিভূত, গমনশীল ও সর্ব্বদা জলকামী, তাহাকে মাৎস্য অর্থাৎ মৎস্যসত্ব বলিয়া জানিবে।

অলসং কেবলমভিনিবিষ্টমাহারে সর্ব্ববুদ্ধ্যঙ্গহিনং বানস্পত্যং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যে অত্যন্ত অলস, যাহার কেবল আহার ও বিহার বিষয়ে সর্ব্বদা অভিনিবেশ এবং আর আর বিষয়ে বুদ্ধিহীন, তাহাকে বানস্পত্য অর্থাৎ বনস্পতিসত্ব বলিয়া জানিবে।

ইত্যপরিসংখ্যেয়ভেদানাং খলু ত্রয়াণামপি সত্বানাং ভেদৈকদেশো ব্যাখ্যাতঃ।

অর্থাৎ তিনপ্রকার সত্বের অপরিসংখ্যেয় ভেদ হইলেও আমরা কিন্তু সেই সত্বের ভেদবিষয়ে একদেশমাত্র ব্যাখ্যা করিলাম।

তবেই দেখুন, কেবল ব্রহ্ম, ইন্দ্র এবং পিশাচ, শকুনি ও রাক্ষস প্রভৃতির প্রকৃতির সহিত মানব প্রকৃতির তুলনা করিয়াই ঋষিগণ ক্ষান্ত হন্ নাই। অপিচ মশা, মাছি, কীট, পতঙ্গ আদি জীবগণের প্রকৃতির সহিত ও মানব প্রকৃতির সাদৃশ্য আছে বলিয়া ঋষিবাক্যের আভাসে বুঝিয়া লইতে হইবেক। কেননা দেখা যায়, যেমন মাছিগুলা বিনা স্বার্থে দলে দলে মানবশরীরে বসিয়া অনর্থক জ্বালাতন করে, তেমনই কতকগুলি লোকের প্রকৃতই এই, যে, প্রয়োজন না থাকিলেও অনর্থক এ ব্যক্তি সে ব্যক্তির নিকট গিয়া জ্বলাতন করিয়া থাকে। যেমন দেখা যায়, মশাগুলা রক্তপানের সঙ্গে সঙ্গে একটা শব্দ করিয়া মনুষ্যকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে, তেমনি এ সংসারে এমন লোক অনেক আছে যাহারা কিঞ্চিৎ লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাক্যাড়ম্বরের জ্বালায় জ্বালাতন করিয়া তুলে। যেমন দেখা যায়, ছারপোগুলিন যাহার আশ্রয় থাকিয়া প্রতিপালিত হয় সেই আশ্রয়-দাতাকেই দিবারাত্র বিরক্ত করিয়া থাকে, সেইরূপ মানবজাতির মধ্যে এমন লোকেরও অভাব নাই, যাহারা কোনও ব্যক্তির আশ্রয়ে থাকিয়া সততপরত দিবারাত্র আশ্রয়দাতাকে বিরক্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। সুতরাং প্রকৃতিগত তুলনা করিয়া দেখিলে এমন বোধ হয় কোন জীবই দেখিতে পাইবে না. যাহার প্রকৃতির সহিত কোন না কোন মনুষ্যের প্রকৃতির তুলনা করা যাইতে পারে। সর্ব্বপ্রকার জীবের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য মানব জাতিতে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়াই ঋষিগণ পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ সত্বের অপরিসংখ্যেয় ভেদের নির্দ্দেশ করিয়া প্রধানতঃ কয়েকটীমাত্র ভেদপ্রদর্শন করিয়া দিয়াছেন।

সে যাহা হউক, মনুষ্যাকৃতি বলিয়া এ সংসারের সকলেই যে প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য নহে, আর অধিকাংশই যে শৃগাল শকুনি বা প্রেত ও রাক্ষস সদৃশ, তাহা উপরোক্ত ঋষি বাক্যদ্বারা সম্যকরূপেই প্রতিপন্ন হইল। অতঃপর দেখা যাউক, বর্ত্তমান ভারতের রাজা মহারাজা হইতে ভিখারি পর্য্যন্ত মনুষ্যগুলি পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্ম ও রাক্ষস আদি সত্বের মধ্যে কোন্ কোন্ সত্বের অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অতএব নিম্নে একে একে তাহারই সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। তন্মধ্যে সাতপ্রকার শুদ্ধসত্বের মধ্যে প্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মসত্ব ;—শুচি, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় বিশেষতঃ সর্ব্বভূতেই সমানজ্ঞান ইত্যাদি প্রকৃত ব্রাহ্মভাব যে বর্ত্তমান ভারতে কয়জনের মধ্যে আছে, তাহা সুধীর পাঠক বিশেষতঃ বর্ত্তমান ব্রাহ্ম নামধারী মহাত্মারাই স্ব স্ব প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিচার করিয়া দেখিবেন।

দ্বিতীয় ঋষিসত্ব ;—যাঁহার আসক্তি, দ্বেষ, লোভ, মোহ এবং রোষ প্রভৃতির উপশম হইয়াছে, ইত্যাদি শক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণই ঋষি বলিয়া পরিগণিত। এই সুবিশাল ভারতে যুগযুগান্তর পূর্ব্বে এক সময়ে যে কয়েকজন ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়া যেরূপ অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়া জগৎশুদ্ধ লোককে স্তম্ভিত করিয়া গিয়াছেন ; বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, উপনিষৎ, রামায়ণ, মহাভারত ও চরক সুশ্রুত আদি যে সমস্ত আর্ষগ্রন্থের আজও পর্য্যন্ত মহিমা কীর্ত্তিত হইতেছে, সেই ঋষি বর্ত্তমান ভারতে আর একজনও আছেন কি না, তাহা বর্ত্তমান সময়ে আর্য্য ঋষিসন্তানগণই একবার ভাবিয়া দেখিবেন। বস্তুতঃ ব্রাহ্ম বা ঋষি বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই ভারতে লোপ পাইয়া গিয়াছে। কেননা অন্ততঃ ব্রাহ্ম ও ঋষি স্থানীয় দশজন ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান থাকিলেও ভারতের আজ এহেন শোচনীয় দশা উপস্থিত হইতে পারিত না বলিয়া আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস।

তৃতীয় ইন্দ্রসত্ব ;—যিনি ঐশ্বর্য্যশালী, যিনি বিক্রমশালী, যিনি যশস্বিতা ও তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণে বিভূষিত, সেই ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাক্রান্ত প্রকৃত বীরপুরুষই ইন্দ্রসত্ব বলিয়া অভিহিত। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতে এরূপ বিক্রমশালী বীরপুরুষ ক্ষত্রিয় জাতি আর একজনও আছেন কি না, "তাহা বেলিয়াঘাটার" (?) মহারাজেরাই বিচার করিয়া দেখিবেন। ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ,—যমসত্ব, বরুণসত্ব ও কুবেরসত্বশালী লোকও যে ভারতে আর নাই, তাহা এই সমস্ত সত্বের লক্ষণের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলেই স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করা যায়। তারপর, ৭ম গন্ধর্ব্বসত্ব,—গীতবাদ্য, নৃত্য ও আনন্দপ্রিয়, শ্লোক, আখ্যায়িকা ও ইতিহাস পুরাণাদির আলোচনায় অত্যন্ত নিপুণাদি গন্ধর্ব্বসত্বের লোকও আর এখনকার দিনে নাই। যেমন প্রকাণ্ড সুগভীর জলাশয় কালবশে শুষ্ক হইয়া আসিতে থাকে এবং শেষটা মৃত্তিকাতেই পরিণত হয়, যেমন স্তূপাকার অগ্নিরাশি ক্রমশঃ নিবিতে নিবিতে ভস্মরাশিতে পরিণত হয়, তেমনই পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্ম, ঋষি আদি শুদ্ধসত্বের ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতে পাইতে শেষে তাহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত একবারেই লোপ হইয়া গিয়াছে। সপ্তবিধ শুদ্ধসত্বের যে আর একটীরও চিহ্ন পর্য্যন্তও আর নাই, তাহা শেষোক্ত গন্ধর্ব্বসত্বের লক্ষণ দ্বারাই অনায়াসে প্রতিপন্ন করা যায়।

ব্রহ্ম, ঋষি, ইন্দ্র, যম, বরুণ বা কুবেরাদি সত্বের চিহ্ন পর্য্যন্ত যে বহুশতাব্দী পূর্ব্বেই ভারত হইতে লোপ পাইয়াছে, তাহা উপরোক্ত সত্বের স্ব স্ব লক্ষণের বিষয় একটু চিন্তা করিয়া বর্ত্তমান মনুষ্য চরিত্রের লক্ষণের সহিত মিলাইয়া দেখিলেই স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করা যায়। তবে অন্ততঃ শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে ভারতে শেষোক্ত গন্ধর্ব্বসত্বের কতকটা লক্ষণ প্রচলিত ছিল বলিয়াই

অনুমান করা যায়। কেননা ভারচন্দ্র ও রামপ্রসাদাদি কবিগণের সময়ে যে ভারতের অধিকাংশ ব্যক্তিই গীতবাদ্য, নৃত্য, আনন্দ, শ্লোক, আখ্যায়িকা ও ইতিহাস পুরাণাদির আলোচনায় অত্যন্ত নিপুণ থাকিয়া আপনাকে আনন্দিত বোধ করিতেন এবং গন্ধ, মাল্য, বস্ত্র ও স্ত্রী আদিতে অত্যন্ত অভিলাষী থাকিতেন, বিশেষতঃ অসূয়াশূন্য ছিলেন, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু কালবশে কয়েক বৎসরের মধ্যেই সে গন্ধর্ব্বসত্ত্বও ভারত ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছেন।

সত্য বটে, আধুনিক ব্যক্তিগণের মধ্যে ক্বচিৎ কাহারও বৈঠকখানায় কদাচিৎ অসার গীতবাদ্যাদির আভাস পাওয়া গিয়া থাকে, কিন্তু শ্লোক আখ্যায়িকা ও ইতিহাসাদির আলোচনার নামমাত্রও যে আর নাই, এ কথা সহস্রবারই স্বীকার করিতে হইবেক। কেননা নদীয়াধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় যে সমস্ত সত্যপ্রিয় ধনশালীরা সে দিনও শ্লোক ও গল্পাদি শ্রবণ করিয়া অপার আনন্দ উপভোগ করিতেন এবং বক্তাকে প্রচুর পুরস্কার উপহার দিতেন, আর আজ সেই ভারতে এমন একজন লোকও নাই, যিনি ধীরভাবে মনঃসংযোগপূর্ব্বক দুইদণ্ড বসিয়া শ্লোক বা গল্প শুনিয়া আত্মাকে পরিতৃপ্ত করেন। অপিচ সময় সময় গল্প বা শ্লোকবক্তাকে যে অনেক স্থলেই প্রহার পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হয়, তাহাও বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। যদিও দুই এক স্থানে অদ্যাপিও ২।১০ জন টিকিধারী কৃত্রিম ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক ২।১টা শ্লোকাদির বর্ণনা শোনা গিয়া থাকে, কিন্তু শ্রোতার অন্তর সে সময় ঘুঘুডাঙ্গা বা সাতপুকুরের কোন্ বাগানে অবস্থিতি করে, তাহা বর্ত্তমান ধনী সম্প্রদায়ের নিকট সর্ব্বদা যাতায়াতকারী সুচতুর ব্যক্তিরাই বেশ অনুভব করিয়া থাকেন।

তাই প্রথমেই বলিয়াছি যে সপ্তপ্রকার শুদ্ধসত্ত্বের আর চিহ্ন পর্য্যন্তও ভারতে নাই। প্রকৃত সাত্ত্বিক লোক আর যথার্থই ভারতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দিষ্ট গীতোক্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি চতুর্ব্বিধ জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতির চিহ্ন পর্য্যন্তও আর ভারতে নাই। তবে আছে কি? বলা বাহুল্য যে, সেই অধম শূদ্র অর্থাৎ অজ্ঞান জাতিতেই ভারত পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেই ঋষি নির্দ্দিষ্ট রাজস ও তামসসত্ত্বের অন্তর্গত রাক্ষস, প্রেত, শাকুন, পাশব ও পিশাচসত্ত্বের দ্বারাই ভারত পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। যথার্থই এখন ভারতে প্রেতকুল, পিশাচকুল ও রাক্ষসকুল নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। কেননা বর্ত্তমান ভারতের যাহার দিকেই দৃষ্টিপাত করিবে, তাহাকেই হয় ঐশ্বর্য্যশালী অথচ ঔদরিক, নির্দ্দয়; আত্মম্ভরি ও অসূয়াপরতন্ত্র, নয়ত অত্যন্ত ক্রূর, যৎপরোনাস্তি মাংসপ্রিয়, নিদ্রাপরতন্ত্র ও ঈর্ষাবান্ হয়, স্ত্রৈণ, ভীরু, ভয়ঙ্কর, নয় ত ক্রুদ্ধ, সর্ব্বদা আহারাসক্ত; হয় লোভী, নীচবেশ, মৈথুনাসক্ত, মূর্খ, অনবস্থিতচিত্ত, মিথ্যাবাদী, কামক্রোধাদিদ্বারা অভিভূত, নয় ত অলস, বুদ্ধিহীন আদি রাক্ষস,পিশাচ, সর্প, প্রেত ও পশুগণের ধর্ম্মাক্রান্ত দেখিতে পাইবেই পাইবে।

তাই ঋষিবাক্যের আশ্রয় লইয়া তাই ঋষিপদের শরণ লইয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া প্রথমেই গাহিয়াছিলাম যে, বর্ত্তমান ভারতে মানুষ আর নাই। তাই জোর করিয়া এখনও বলিতেছি যে এখনকার লোকগুলিন হয় রাক্ষস, নয়ত প্রেত, হয় গো, নচেৎ গর্দ্দভ, হয় শকুনি নচেৎ পিশাচ, হয় মশা নয়ত মাছি ভিন্ন যথার্থ মানুষ আর এ ভারতে আদৌ নাই। অথবা যদি তাহাই থাকিবে, তবে ত্রিশকোটী লোকের বুকের উপর হাঁটু দিয়া ২০।২৫ বা ৩০।৪০ সহস্র লোক বসিয়া থাকিয়া অহরহঃ পাদুকাঘাত করিতে পারিতেন কি?

সু ও কু।

সু কু, হিত অহিত, ভাল মন্দ, ইষ্টানিষ্ট প্রভৃতি শব্দ গুলি এত প্রচলিত যে আমি যদি উহার লক্ষণ বা ব্যাখ্যা করিতে বসি, তাহা হইলে হয়ত আপনারা আমাকে অতি পণ্ডিত ও মহাপণ্ডিত বলিয়া উপহাস করিবেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সু, কু, হিত, অহিত, প্রভৃতির সমস্যা স্থির করা অতি কঠিন ব্যাপার। একটা সহজ কথা ধরুন। "নবদ্বীপ বড় সুলেখক"। "সুলেখক" ইহার অর্থ কি? যাঁহার হস্তাক্ষর উত্তম? না, যাঁহার রচনার শব্দ বিন্যাসের পারিপাট্য আছে? বোধ হয় তাহাও নয়। যাঁহার রচনায় অর্থগৌরব, ভাবের মাধুর্য্য বা লালিত্য আছে? বোধ হয় তাহাও নয়। যাঁহার রচনায় সত্য আছে? যাঁহার রচনায় লোকের মন আকৃষ্ট হয়? যাঁহার রচনায় পাঠকের বর্ত্তমান উপকার হয়? যাঁহার রচনায় পাঠকের ভবিষ্যৎ মঙ্গল হয়? সমুদ্রের বা মরুভূমির বালুকণার গণনা হয়, সর্ষপক্ষেত্রের সর্ষপ বীজের গণনা হয়, আকাশের নক্ষত্র রাজিরও বুঝি গণনা হয়, কিন্তু লেখকের অন্ততঃ বর্ত্তমান সময়ের বঙ্গ-সাহিত্যের লেখকের গণনা হয় না। ইঁহাদের মধ্যে সু কে ও কু কে?

বাবু, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পশ্চিমে মহাজন বলিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও যে উক্ত বাবুকে কিছু না বলিতেন এমন নয়। আর তোমার আমার মত নগণ্য লেখক "ব্রহ্মা বিষ্ণুকে"ও আমল দিই না। কিন্তু অনেকেই কাহাকেও কু কাহাকেও সু বলেন। কেন বলেন? আমাদের মনে সু ও কুর অর্থ কি? আর একটী দৃষ্টান্ত ধরুন। "গৌরহরি বড় ভাল লোক"। "ভাল লোকের" অর্থ আপনি কি বুঝেন? যে সাতেও হুঁ দেয় পাঁচেও হুঁ দেয়? না যে সাতচড়েও কথা কয় না? না যে সরল সত্যনিষ্ঠ ও পরোপকারী? না যে ধার্ম্মিক ও ঈশ্বর পরায়ণ? না যে অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম? এ সমস্ত প্রশ্নের কোন সর্ব্ববাদিসম্মত উত্তর সম্ভব কি না?

পণ্ডিতাগ্রগণ্য জগন্মান্য স্পেন্সার সাহেব ইহার একটা উত্তর দিয়াছেন। উত্তরটা এই। "ভাল ছুরি" বলিলে বুঝায়, যে, ছুরির যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ কোন বস্তু কাটা তাহা এই ছুরি দ্বারা উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়। 'ভাল আঁব' বলিলে এই বুঝা যায় যে, আঁবের যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ জিহ্বার তৃপ্তিসাধন করা তাহা এই আঁবের দ্বারা উত্তমরূপে সংসিদ্ধ হয়। এইরূপ "সুলেখক" বলিলে এই বুঝায় যে, লেখার যে উদ্দেশ্য তাহা ইহা দ্বারা সুসম্পন্ন হয়। ভাল লোকের অর্থ এই যে যাঁহা দ্বারা মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য গুলি সংসাধিত হয়। ইত্যাদি—

এ সমস্যাটী সমাচীন হইলে হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে আমার সন্দেহ ঘুচিল না। আমি আপনাকে বলিলাম যে আমার জন্য একখানি "ভাল কাপড়" কিনিয়া আনিবেন। আপনাকে এস্থলে প্রথমে ঠিক করিতে হইবে—"কাপড়ের" উদ্দেশ্য কি? কাপড়ের উদ্দেশ্য দুইটী—লজ্জা নিবারণ ও শোভা সম্পাদন। কিন্তু এই দুইটী গুণ থাকিলেই কি ভাল কাপড় হইবে? মনে করুন ৫০০ টাকা দামের একখানি বেনারসী সাড়ী ও তাহা অপেক্ষা চটকদার ২৫ টাকা দামের একখানি বোম্বাই সাড়ী এ উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী কাহা অপেক্ষা ভাল? তাহার উপর "ভাল লোক" বুঝিতে হইলে আপনাকে মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য কি বুঝিতে হইবে। বাঘ কি জানিতে হইলে শার্দ্দূল কি জানিতে হইবে। "চোর" কি জানিতে হইলে মলিম্লুচের অর্থ জানিতে হইবে। একজন চাষা একজন পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"মহাশয়! আজি কি বার"। পণ্ডিত বলিয়াছিলেন—"গতকল্য কি বার গিয়াছে বলিতে পার?" যদি মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি তবে ভাল লোক কি বুঝিতে পারিব। ও বাবা! এ যে কেঁচো খুঁড়িতে সাপ বাহির হইয়া পড়িল। না। স্পেনসারের সমস্যায় কাজ আগাইল না। অনেকে মনে করেন, যে সু ও কু বিচার দ্বারা স্থির করা যায় না। আমাদের অন্তরে এমন একটী শক্তি নিহিত আছে যদ্দ্বারা আমরা বিনা তর্কে বিনা সন্দেহে সু ও কু স্থির করিয়া লই। যখন দেখি পুত্র পিতাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিতেছে তখন কি কাহাকেও বলিয়া দিতেহয় যে উহা সু। আবার যখন দেখি যে পুত্র পিতার অবমাননা করিতেছে তখনও কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না যে উহা কু। যে মিথ্যাবাদী সে নিজেই মিথ্যাকে কু বলিয়া মনে করে এবং ঐ মিথ্যা যে সত্য তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পায়। ইহা যে অনেক পরিমাণে সত্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেন না আমি যে এসব কথা লিখিতেছি এবং আপনি যে এসব কথা পাঠ করিতেছেন আমারই সেই অন্তর্নিহিত শক্তিকেই উদ্দেশ করিয়া সকল কথা বলিতেছি ও লিখিতেছি। উকীল যখন বিচারকের নিকট অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় প্রকার যুক্তি উপস্থাপিত করেন তখন তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস থাকে যে বিচারক উহার একটা ন্যায় সঙ্গত ও সমীচীন মীমাংসা করিবেন। আমাদেরও মনে মনে বিশ্বাস যে আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তিই সকল বিষয়ের সুসঙ্গত বিচার করিতে সক্ষম। আমরা সকল বিষয়েই ঐ অন্তর্নিহিত শক্তির প্রতিই লক্ষ্য করিয়া থাকি কিন্তু এ স্থলেও কয়েকটী কথা বিবেচ্য আছে। আমাদের সকলেরই মনে অন্তর্নিহিত শক্তি বিদ্যমান আছে। কিন্তু ঐ শক্তির বিচার সকল সময়ে বা সকল বিচার ঠিকরূপ হয় না। একজন অশিক্ষিত কৃষক যাহাকে সু বলে, একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাহাকে কু বলিবেন। আবার ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতে একই প্রকার চরিত্রকে কেহ বা সু কেহ বা কু বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন। আবার এদেশে যাহা সু অন্যদেশে হয়ত তাহা কু। আবার বাল্যকালে যাহা সু বলিয়া ভাবিতাম যৌবনে তাহা হয়ত কু বলিয়া প্রতিয়মান হইল। যৌবনের সিদ্ধান্ত প্রৌঢ়ে টিকেনা। প্রৌঢ়াবস্থার বিশ্বাস বার্দ্ধক্যে ভ্রান্ত বলিয়া অনুমিত হয়। এতদ্‌ভিন্ন অধিকাংশ স্থলে আমরা আলোচ্য বিষয়ের সুত্ব ও কুত্ব সম্বন্ধে এরূপ সন্দিহান হইয়া কিছুই নিশ্চয় করিয়া স্থির করিতে পারি না। রামচন্দ্র প্রজারঞ্জনার্থে সীতাকে নিরপরাধীনী জানিয়াও তাঁহাকে বনবাসে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহা সু না কু? রামচন্দ্র রাজা সুতরাং প্রজারঞ্জন তাঁহার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু রামচন্দ্র, এজন্য ন্যায় ও ধর্ম্ম সঙ্গত পন্থা অনুসরণ করাই তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য। তিনিত একবার সত্যের সম্মানার্থ বনগমন করিয়াছিলেন। এবারেও যদি তিনি ন্যায় ও ধর্ম্মের সম্মানার্থ সস্ত্রীক বনগমন করিতেন, তাহা হইলে উহা সু না কু হইত? শ্রীকৃষ্ণ কৌশলে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ ঘটাইয়াছিলেন। ইহা সু না কু? আমার অন্তর্নিহিত শক্তি ইহার উত্তরদিতে পারে না। সুতরাং অন্তর্নিহিত শক্তির মীমাংসা সকল সময়ে কার্য্যকারিণী হইল না।

তর্কের অনুরোধে স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক যে আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তিই সু ও কু নির্দ্ধারণে সক্ষম। কিন্তু অন্যান্য শক্তির ন্যায় এ শক্তিরও উন্নতি ও অবনতি আছে। যত্নে পরিপোষিত বা পরিবর্দ্ধিত না হইলে এবং যথোপযুক্ত সঞ্চালন ব্যতিরেকে কোন শক্তিরই সম্যক্ পরিস্ফূর্ত্তি হয় না। দৈহিক শক্তি, মানসিক শক্তি নৈতিক শক্তি, সকলই এনিয়মের অধীন। সুশিক্ষা, সুসংসর্গ, সুদৃষ্টান্ত প্রভৃতি কতকগুলি সুবিধা না জুটলে আমাদের অন্তর্নিহিত হিতাহিত বিচারশক্তিও ম্লান ও পরিশুষ্ক হইয়া মৃতপ্রায় হয়। তদ্ভিন্ন এই বিচার শক্তির উন্নতি কাল সাপেক্ষ। বাল্যে, কৈশোরে বা যৌবনে এই শক্তির উন্নতি বা সর্ব্বাঙ্গীনতা সম্ভাবিত নহে। ধরিয়া লওয়া যাউক যে ত্রিশ ও চল্লিশের মধ্যে এই বিচারশক্তির সর্ব্বাঙ্গীনতা সংসাধিত হয়। কিন্তু ত্রিশবৎসরের পূর্ব্বেই আমাদের মন ও চরিত্র একরূপ গঠিত হইয়া যায়। জ্ঞানার্জ্জন করিবার উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন। ত্রিশ বৎসরের পর যে জ্ঞান অর্জ্জিত হয় তাহাদ্বারা চরিত্র গঠনের কোন সাহায্যই হয় না। ঐ বয়সের পূর্ব্বেই অন্য অন্য কারণে কেহ বা সাধু কেহ বা অসাধু, কেহবা শিষ্ট কেহ বা অশিষ্ট, কেহ বা ক্রোধী কেহবা ধীর, কেহ বা জিতেন্দ্রিয় কেহবা লম্পট হইয়া গিয়াছেন। যেমন নির্ব্বাণদীপে তৈল দানের প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ গঠিত চরিত্রের জ্ঞানের কার্য্যকারিতা থাকে না, অতএব সু ও কুর নির্দ্ধারণ বাল্যে ও কৈশোরেই হওয়া উচিত। সমাজস্থ মনীষীগণ যেরূপে হউক সু ও কুর একটা মীমাংসা করিবেন। বালকগণ ও যুবকগণ ঐ ঐ মীমাংসা কার্য্যে পরিণত করিবেন। সুতরাং জীবনের প্রথমভাগে সু ও কু নির্দ্ধারণের জন্য আমাদিগের অন্যের মুখাপেক্ষা করিতে হইবেই হইবে। তাহার পর, যদি বয়োবৃদ্ধির সহিত জ্ঞানবৃদ্ধি হয় এবং সৌভাগ্য ক্রমে বিচার শক্তির পরিস্ফূর্ত্তি হয় তাহা হইলে আমাদের উপদেশে ভবিষ্যদ্বংশীয়দের চরিত্র গঠিত হইতে পারে। কিন্তু হায়! বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সমাজে সুশিষ্যের সংখ্যাই অতি অল্প, সুগুরু আসিবে কোথা হইতে? সুগুরুর বহিশ্চক্ষু স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ত্রিভুবনের উপর আতত। তাঁহার

অন্তশ্চক্ষু ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালদর্শী। সুগুরু জিতেন্দ্রিয়, নির্লোভ, নির্দ্বন্দ্ব ও নির্মৎসর। সুগুরু সর্ব্বলোক ও সর্ব্ব প্রাণিহিতকর। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা এই সমস্ত গুণে বিভূষিত তাঁহারা সদ্‌গুরু হউন। কিন্তু যাঁহাদের এ সমস্ত সদ্‌গুণ নাই তাঁহাদিগকে কাজে কাজেই অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। সু কু না জানিলে তত বিশেষ ক্ষতি নাই। কিন্তু কু ছাড়িয়া সু না করিলে ইহকাল ও পরকাল উভয়ই নষ্ট হয়। নদীর জলস্রোত বাহিয়া ২ শুষ্ক হইলে নদীপার হইব এইরূপ ভাবিয়া কূলে বসিয়া থাকা যেরূপ উন্মত্তের কার্য্য, জ্ঞানবৃদ্ধি হইলে সুও কুর নির্দ্ধারণ করিয়া কু পরিত্যাগ করিয়া সু করিব এইরূপ মীমাংসা করাও সেইরূপ বাতুলের কার্য্য।

বর্ত্তমান সময়ে ইয়ুরোপ প্রভৃতি দেশ কি প্রণালীতে সু অন্বেষিত ও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস দেওয়া গেল। যদি আমরা নিজের জ্ঞান বা বুদ্ধির উপর নির্ভর করি তাহা হইলে কোন্‌টী সু বা কোন্‌টী কু ইহাই ঠিক করিয়া বুঝিতে পারি না,—কু পরিত্যাগ করিয়া সু অনুষ্ঠান করাত দূরের কথা। ফলতঃ নিজ ২ বুদ্ধির উপর নির্ভর করায় ইয়ুরোপে যে কি ভয়ানক জ্ঞানবিপর্য্যয় সঙ্ঘটিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহা বলা যায় না। কেহ বলিতেছেন স্বার্থপরতা সুনীতির মূল সূত্র। কেহ বলিতেছেন দয়া মায়া প্রভৃতি সদ্‌গুণ কবি কল্পনা। কেহ বলিতেছেন যে দুর্ব্বলের মৃত্যু ও বলবানের জয় ইহাই সংসারের নিয়ম। কেহ বলিতেছে যে বিবাহ প্রথাই যত অমঙ্গলের মূলীভূত কারণ। ফলতঃ যিনি যে পরিমাণে পণ্ডিত তিনি সে পরিমাণে অবিশ্বাসী ও ঈশ্বরদ্রোহী। কোথাও গন্তব্য পথের নির্দ্ধারণ হয় না। কেবল সুবুদ্ধি রচনা, দ্বন্দ্ব ও কোলাহল এবং বুদ্ধিভেদ জনিত এ সমস্ত কুফল আমাদের সমাজকেও পর্য্যুদস্ত করিতেছে। কুতর্ক, অবিশ্বাস, সন্দেহ প্রভৃতির ঘনঘটায় দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন। সুপথে গমন করা দূরে থাকুক সুপথ কোথায় তাহাই লক্ষ্য হইতেছে না। চতুর্দ্দিকে হাহাকার আর্ত্তনাদ ও রোদনধ্বনি। ভগবান্ বলিয়াছিলেন যে যখন ধর্ম্মের লয় ও অধর্ম্মের প্রশ্রয় হইবে, যখন সাধুর তিরস্কার ও অসাধুর পুরস্কার হইবে, তিনি তখনই অবতীর্ণ হইবেন। হে প্রভো, এখনও কি আমাদের কাল পূর্ণ হয় নাই, হে প্রভো, পাপের মাত্রা পূর্ণ হইতে কি এখনও বাকী আছে। ঐ দেখুন অর্থলোভে পুত্র পিতাকে অম্লানবদনে হত্যা করিতেছে। ঐ দেখুন হিন্দুরমণী সীতা সাবিত্রী অরুন্ধতী প্রভৃতির বংশোদ্ভূতা হিন্দুরমণী পতির অঙ্কে শয়না থাকিয়াও পরপুরুষের কামনা করিতেছে। ঐ দেখুন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেও সামান্য অর্থলালসায় নিজের পূত পবিত্র মস্তকে কলঙ্কের পসরা বহন করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না। ঐ দেখুন বিলাসিতার পঙ্কিল সলিলে সমগ্র সমাজ নিমজ্জিত। এখনও কি তোমার আসিবার সময় হয় নাই! অনেকবার হিন্দুধর্ম্মের উপর অনেকরূপ আক্রমণ হইয়াছে; অনেক বার হিন্দু-সমাজের অনেকরূপ বিপদও হইয়াছে; এবং অনেকবার তুমি অনেকরূপ অবতার হইয়া ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষাও করিয়াছ! কিন্তু এবার আমাদের ঘোর বিপদ। এবার আমাদের কেহ বহিঃশত্রু নাই। এবার আমরাই আমাদের পরমশত্রু। হে প্রভো! আমাদিগকে আমাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ কর!

পূর্ব্বে আমাদের সমাজে কিরূপে সু ও কু বিবেচিত হইত, এবং কিরূপেই বা কু বর্জ্জিত হইয়া সু অনুষ্ঠিত হইত, এক্ষণে তাহার কিঞ্চিৎ সমালোচনা করা যাইতেছে। পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে সু ও কু নির্দ্ধারণের পক্ষে বিশেষ কষ্ট বা অসুবিধা ছিল না। বেদবিহিত সমস্ত কার্য্যই সু, বেদবিরুদ্ধ সমস্ত কার্য্যই কু। বেদের ভক্তিকাণ্ড বিশদ করিবার জন্য কাব্য ও পুরাণ এবং বেদের জ্ঞানকাণ্ড ব্যাখ্যার জন্য দর্শন ও উপনিষৎ, বেদের কর্ম্ম কাণ্ড ব্যাখ্যার জন্য স্মৃতি ও সংহিতা, বেদের যোগকাণ্ড ব্যাখ্যার জন্য তন্ত্র। এবং সর্ব্বকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত অথচ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অববোধের জন্য গীতা। বর্ণাশ্রম অনুসারে যে যাহার কর্ত্তব্য শিক্ষা ও প্রতিপালন করিত। গুরু ও আচার্য্য ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন, সর্ব্বসাধারণে ঐ শিক্ষা সাদরে গ্রহণ ও অনুসরণ করিত। সমাজমধ্যে বিশৃঙ্খলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা স্রোত প্রবাহিত ছিল না। পাণ্ডিত্যাভিমান বশতঃ কেহ ধর্ম্মকে অধর্ম্ম, বা অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিত না। এরূপ শিক্ষা ও দীক্ষার অমৃতময় ফল কালিদাস রঘুবংশে বর্ণিত করিয়াছেন। শৈশবে বিদ্যা অভ্যস্ত হইত (সভা সমিতির আড়ম্বর নহে); যৌবনে সংসারধর্ম্ম (মর্কট বৈরাগ্য নহে) অনুষ্ঠিত হইত, বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তি (ঘোর সংসার কীট বা বিষয় দাসের বৃত্তি নহে) সমাচরিত হইত। এবং যোগবলে লোকে প্রাণত্যাগ করিতেন। অগ্রে বিদ্যা, পরে কর্ম্ম, পরে বৈরাগ্য সর্ব্বশেষে যোগ অনুষ্ঠিত হইত। এ শিক্ষার মনের গতি কিরূপ হইত আজও দিলীপ, রঘু ও দশরথ, ভরত ও দুষ্মন্ত তাহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দুষ্মন্ত তপোবনে শকুন্তলার রূপে মোহিত হইয়াও বলিলেন—"আমার মন কখনও কোনও অসন্মার্গে প্রধাবিত হয় না।" যে শিক্ষার বলে লোকে এইরূপ স্পর্দ্ধা করিতে সক্ষম হয়, সে শিক্ষার কি মহত্ত্ব বুঝিয়া লউন।

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা।

Treatment of Electricity or Electro Therapeutics. ডাক্তার শ্রীযুক্ত নন্দলাল ঘোষ প্রণিত। এল, বি, মিত্র কর্ত্তৃক অপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত।

তড়িৎ শক্তির সংযোগে কিরূপে কত প্রকারে দুঃসাধ্য রোগ সমূহ আরোগ্য হইতে পারে তাহাই সংক্ষেপে এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথমে গ্রন্থকার সংক্ষেপে বুঝাইয়াছেন যে শরীরস্থ তাড়িত পদার্থের অসমতা প্রযুক্তই নানাপ্রকার পীড়া অঙ্কুরিত হইয়া থাকে; সুতরাং শরীরস্থ তাড়িত পদার্থের সমতা সাধিত করিতে পারিলেই ব্যধিমুক্ত হওয়া যায়। বহিস্থ তড়িৎ সঞ্চার দ্বারা শরীরস্থ তড়িতের সমতা সম্পাদন করিয়া যে যে রোগ আরোগ্য হওয়া সম্ভব তাহাই এই পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন। তৎপর নন্দবাবু কর্ত্তৃক এই নব প্রচলিত মতে যে যে পীড়া

আরোগ্য হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া সেই রোগমুক্ত ব্যক্তিগণের দত্ত অনেকগুলি প্রশংসাপত্র ও অনেকগুলি গণ্যমান্য লোকের স্বাক্ষরিত মতও সংগৃহিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। চিকিৎসার গুণাগুণ, ফল দ্বারাই বিচারিত হয়, কল্পনা (Theory) বলে মানুষ অনেক দূর উঠিতে পারে, কিন্তু সেই কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিয়া ফলদ করা সকল সময়ে সুসাধ্য হয় না। আবার প্রণালী সুচারু হইলেও প্রয়োগকর্ত্তার অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত তদ্দ্বারা ফল সাধিত হয় না। এই সব কারণে, কোন বিষয়ের সত্যতা নিরূপিত হইলেও, তাহার ফল আমরা সকল সময়ে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। যদি নূতন চিকিৎসা মতে দুই দশটীও রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে তাহা হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই নব প্রচলিত মত পরীক্ষার সুযোগ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরনাথ রায় মহাশয় এই পুস্তকে যে একটী মুখবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপ হইলেও, ইহাতে রায় মহাশয়ের বহু দর্শন ও অন্তঃসারবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা বর্ত্তমান প্রসঙ্গ লইয়া আমাদের শাস্ত্রোক্ত দুই একটী পুরাতন কথা বলিতে উৎসাহিত হইলাম। বর্ত্তমানে স্থূলজড়বিজ্ঞান ইহাই স্থির করিয়াছেন যে প্রতি মনুষ্য দেহে তড়িৎ শক্তি দুই প্রকারে অবস্থিত থাকিয়া পরস্পরের সমতা রক্ষা করিয়া দেহকে সুস্থ রাখিয়া থাকে। স্থূলজড় বিজ্ঞান ইহার অধিক আর উঠিতে পারে নাই। কিন্তু আর্য্যগণ অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া শাস্ত্রে তাহার আভাস দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা প্রতিদেহে উক্তরূপ দুইটী শক্তিরই অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা অতি অপূর্ব্বভাবে। তাঁহারা ঐ শক্তিদ্বয়ের নাম দিয়াছেন "ভাবিকা শক্তি" ও "ব্যঞ্জিকা শক্তি" অথবা মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি। দেহের দক্ষিণাংশ অধিকার করিয়া পিতৃশক্তি এবং বামাঙ্গ অধিকার করিয়া মাতৃশক্তি বিরাজ করিতেছে। এমন কি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ক্রিয়াশীল চেতন পদার্থে উক্ত উভয়বিধ শক্তির অস্তিত্ব তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

ঐ যে কদম্ব কুসুমটি দেখিতেছ উহা দেখিতে একটি কুসুম হইলেও বাস্তবিক একটি নহে। উহা বহু কুসুমের সমষ্টি। তাহার অবস্থা এইরূপ। উহার মধ্যে একটি গোল গোটা আছে, তাহার চতুর্দ্দিক হইতে শত শত কুসুম বিকসিত হইয়াছে। ঐ কুসুম গুলির আবার পিত্তলের বাঁশীর মত উহার নীচের দিক্‌টা সরু, আর উপরটা ঠিক সেই বাঁশীর অগ্রভাগের ন্যায়, অর্থাৎ ধুস্তূর পুষ্পের ন্যায় বিস্তৃত। ঐ নীচ ভাগটা গোটাটীর মধ্যে বিধান আছে, অগ্রভাগটা বাহিরে আছে। তন্মধ্যে একটি দণ্ডাকার শ্বেতবর্ণ ধ্বজ প্রবিষ্ট আছে। ঐ ধ্বজান্তর্ব্বর্ত্তী অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র হইতে সূক্ষ্ম শ্বেতবর্ণ দ্রবাকার পদার্থ সমুদ্গীর্ণ হইয়া ধ্বজের অগ্রে অগ্রে আসিতেছে। আসিয়া ঐ বাঁশীর আকার কুসুমটির অন্তঃস্তরে বিসর্পিত হইতেছে। এ দিকে আবার ঐ কুসুমটির মধু স্থানের ও নিম্নে একবারে মূল প্রদেশে অতি সূক্ষ্ম আর এক প্রকার রেণু সঞ্চিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ধ্বজোদ্গীর্ণ দ্রব পদার্থ আসিয়া এই রেণুর সহিত সঙ্গত হইতেছে। এই হইল এদিকে। তৎপর ঐ যে গোলাকার গোটাটী দেখিতেছ, উহাও আবার একটি জিনিষ নহে। গর্ত্তস্থধান্য কোষের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শত শত কোষের সমষ্টি মাত্র। ঐ কোষ গুলির মধ্যে এক একটু ফাঁক আছে। তাহাতে এক প্রকার অমৃতরস এবং তন্মধ্যে এক একটি মধ্যদ্বারী ডিম্বাকার মন্দির আছে, অর্থাৎ অর্দ্ধবিভক্ত মটর কলায়ের মত এক একটি জিনিষ আছে। উক্ত কোষ সমূহের মুখদেশ হইতেই পূর্ব্বোক্ত সেই ধ্বজ সঙ্গত কুসুমসমূহ বাহির হইয়াছে। এইরূপ শত শত কুসুম আর শত শত কুসুম কোষ একত্রিত হইয়া বড় একটি গোলাকার গ্রহণ করিয়াছে এবং দৃষ্টিতে একটির মত প্রতিভাত হইতেছে। এইত হইল ঐ পুষ্পটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এখন ভাবিকা ও ব্যঞ্জিকাশক্তি বা মাতৃশক্তি এবং পিতৃশক্তি ইহার কোন স্থানে প্রকাশিত হইয়াছেন এবং কোন স্থানে কি করিতেছেন, তাহাই দেখা যাউক। এই যে কুসুম কোষ বা বীজ কোষের অন্তর্গত অমৃতরসে ভাসমাণ মন্দিরের কথা বলিয়াছি, মাতৃশক্তি পিতৃশক্তি উভয়েই ঐখানে বিকসিত। উক্ত উভয় শক্তির পরস্পরের সমাগমোৎসক্য হইয়া কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি বা বিক্ষোভ হইলেই তদ্দ্বারা ঐ অপত্যাশয়রূপ ডিম্বাকার মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। বীজ কোষও তদ্দ্বারাই রচিত। মাতৃশক্তি আর পিতৃশক্তি যখন এইরূপ ক্রিয়া করেন, তখন ইহাদের নাম সৃষ্টিশক্তি। কারণ ঐ ক্রিয়াটিই ভবিষ্যৎ কদম্ব বৃক্ষের সৃষ্টি ক্রিয়া। পরে ঐ দ্বিবিধ শক্তির দ্বারাই দ্বিবিধ রেণু বা বীর্য্য বিশেষ নির্ম্মিত হয়। উহা ঐ কদম্ব বৃক্ষের সার সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা গঠিত। উহার মধ্যে কদম্ব বৃক্ষের মূল প্রকৃতি আর উহার শরীর গঠনের অতি সূক্ষ্মতম মূল উপাদন সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই রেণু নির্ম্মাণও সৃষ্টি শক্তির ক্রিয়া। তৎপর যে রেণু বা বীর্য্য পিতৃশক্তি দ্বারা নির্ম্মিত তাহা ঐ ধ্বজের অন্তর্ব্বর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম পথে উদ্গীর্ণ হইয়া ধ্বজের অগ্রভাগে উপস্থিত হইল। আবার মাতৃশক্তির দ্বারা যাহা নির্ম্মিত, তাহা উদ্গীর্ণ হইয়া পুষ্পটির মূল প্রদেশে আসিল। ইহাও পিতৃ মাতৃ শক্তির সেই সৃষ্টি ক্রিয়ার অন্তর্গত ক্রিয়া, সুতরাং সৃষ্টি ক্রিয়াই বটে। বলা বাহুল্য উক্ত উভয়বিধ বীজের মধ্যেও যথাযথ পিতৃ মাতৃ শক্তির আবির্ভাব আছে। সুতরাং তাঁহাদের পরস্পরের সমাগমে যেটায় পিতৃশক্তিও ধ্বজাগ্রবর্ত্তী পৈতৃক বীজ লইয়া মাতৃবীজের নিকট অধঃপতিত হইলেন, আবার মাতৃশক্তিও ঐ বীজে শরীরের দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া রাখিলেন। তৎপর ঐ পরস্পরালিঙ্গিত বীর্য্যদ্বয় সেই মূল বীজকোষে প্রত্যাহৃত করিলেন। পিতৃশক্তির এই ক্রিয়াটির নাম ব্যঞ্জনা ক্রিয়া। এ নিমিত্ত এই অবস্থায় পিতৃশক্তিকে ব্যঞ্জিকাশক্তি বলা যায়। আর মাতৃশক্তি যে ঐ সম্মীলিত বীজদ্বয় বীজকোষে আনীয়া আত্মসাৎ করিলেন তাহার নাম ধারণা ক্রিয়া। এই অবস্থায় মাতৃশক্তিকে ধারণা শক্তি বলা যায়। তৎপর পিতৃশক্তিতে অনুপ্রবিষ্টা হইয়াই মাতৃশক্তি ঐ বীজদ্বয়কে একত্রিত করিয়া কদম্ব বৃক্ষের প্রকৃতি ও তদীয় দেহের সার রস সমাকর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা উহার পুষ্টি ও নির্ম্মাণ করিতে থাকে। ঈদৃশ পোষণ ক্রিয়ার নাম ভাবনা ক্রিয়া। এনিমিত্ত এই অবস্থায় মাতৃ শক্তিকে ভাবনা বা ভাবিকাশক্তি বলা যায়। * * "তৎ

স্ত্রিয়ামাত্মভূয়ং গচ্ছতি যথা স্বমঙ্গং। মা তং ভাবয়তি, ভাবয়িত্রী সা ভাবয়িতব্যা" * * * * ইত্যাদি শ্রুতি।

উক্ত ধ্বজ আর কুসুমটিরও আর দুটি নাম আছে। একটির নাম পুংলিঙ্গ আর একটির নাম স্ত্রীলিঙ্গ। ধ্বজটির মধ্যে যে পিতৃশক্তির ক্রিয়া হইতেছে সেই পিতৃশক্তিরই অন্য নাম পুংশক্তি, অতএব ধ্বজটি পিতৃশক্তি বা পুংশক্তির লিঙ্গ অর্থাৎ পরিচায়ক চিহ্ন, এজন্য উহারই নাম পুংলিঙ্গ। আর কুসুমটির নাম স্ত্রীলিঙ্গ, ওখানে মাতৃশক্তির বিকাশ হইয়াছে। মাতৃশক্তিরই নামান্তর স্ত্রীত্ব শক্তি।

উক্ত বীজকোষে রাখিয়া পোষণ করিতে২ যখন উহ বৃক্ষত্ব লাভের উপযুক্ত হইবে, তখন দীপ হইতে দীপান্তরের ন্যায় ঐ কদম্ব বৃক্ষে মাতৃ পিতৃ শক্তি দ্বিধাভূত হইবেন। একাংশে কদম্ব বৃক্ষই থাকিবেন অপরাংশে ঐ বীজগুলি কোলে করিয়া বৃক্ষ হইতে বিশ্লিষ্টা হইবেন। পরে উহাকে মৃত্তিকারসে সমবেত করিয়া ক্রমে একটি বৃহৎ বৃক্ষাকারে উপস্থিত করিবেন।

এই যে কদম্বগুলি কুসুম গর্ভধারণ ও রক্ষণ পোষনের উপযুক্ত করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে, যাহার এক রেখা ব্যতিক্রম হইলেও উহা কিছুই হইতে পারে না, ইহা ঐ ভাবনা নামক মাতৃ শক্তির কার্য্য। ঐ কদম্ব পুষ্প মধ্যে যে যে পদার্থ যে ভাবে থাকার বিষয় প্রদর্শিত হইল পুষ্পাদি হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রাণীতে উক্ত উভয়বিধ শক্তি বিরাজিত।

উহাদের সকলের মধ্যেই, পুংলিঙ্গ বা পুংশক্তি আছে স্ত্রীলিঙ্গ বা স্ত্রীশক্তি আছে, পুংবীজ আছে স্ত্রী বীজ আছে, মধু আছে বীজ কোষ আছে, তন্মধ্যে সেই ডিম্বাকার বীজাধারও আছে। ক্রিয়াও সকলেরই একই মত হয়। কেবল কতকগুলি যন্ত্রের আকার প্রকার ভিন্ন ভিন্ন মত মাত্র।

আমাদের শাস্ত্র বলেন মানব শরীর মধ্যে উক্ত "ভাবিকা" ও "ব্যঞ্জিকা" শক্তিই সর্ব্বমূলাধারা। উক্ত শক্তিদ্বয়ের অন্তরালে থাকিয়া অধীনভাবে যাবতীয় শক্তি ক্রিয়া করিয়া থাকে। এখন তুমি সে শক্তিগুলিকে যে সংজ্ঞার ইচ্ছা সংজ্ঞিত কর। এ গভীরতত্ত্ব বুঝিতেও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অপারগ।

আর্য্য শাস্ত্র প্রদীপ বা সাধকোপহার। শ্রীযুক্ত রামেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা মাত্র। এ পুস্তকখানি আমরা বর্ত্তমান প্রত্যেক শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিকে একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি। যাঁহারা ইংরাজের প্রসাদ ভিক্ষারী এবং ইংরাজী বিজ্ঞানের মহিমা ঘোষণায় সর্ব্বদা উন্মত্ত, তাঁহারা এ পুস্তক পাঠে শাস্ত্রতত্ত্ব লাভে বিশেষ সহায়তা পাইবেন। গ্রন্থকার গ্রন্থপ্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এইখানে প্রকাশ করিলাম।

"লোকে যাহাই মনে করুন,আমার গ্রন্থপ্রকাশের উদ্দেশ্য যে সাধারণ-গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থপ্রকাশোদ্দেশ হইতে ভিন্ন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অপরকে জ্ঞান দিবার জন্য, কিংবা হিন্দুধর্ম্মে শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত, ইহা লিখিত হয় নাই। যথাশক্তি সংযতচিত্ত হইয়া, নির্জ্জনে আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিয়া, বুঝিয়াছি, নামপ্রসার বা যশঃ আমার আত্মার আকাঙ্ক্ষিতপদার্থ নহে। প্রকৃতিস্থব্যক্তির ইচ্ছা যোগ্যতা-বা-শক্তি-অনুসারে হইয়া থাকে। যাঁহার যে কার্য্য সম্পাদন করিবার সামর্থ্য নাই, বিকৃতমস্তিষ্ক না হইলে, তিনি কখন তাহা করিতে প্রবৃত্ত হ'ন্ না। আমি জ্ঞানী নহি, এবং আমি যে জ্ঞানী নহি, দয়াময়ের কৃপায় আমার হৃদয়েরও তাহাই ধারণা, সুতরাং, অপরকে জ্ঞানদিবার প্রবৃত্তি আমার হইবে কেন? হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদন করিবার প্রয়োজন কি, আমি তাহা এ পর্য্যন্ত যথাযথরূপে উপলব্ধি করিতে পারি নাই। অপর-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান অন্যদেশে হইয়া থাকে বটে, কিন্তু, যে ধর্ম্ম হইতে নিঃশ্রেয়স বা স্থিরকল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে, যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে মানব কৃতকৃত্য হয়,—ঈপ্সিততমের দর্শনলাভ করিয়া, ত্রিতাপসন্তপ্তপ্রাণকে শীতল করিতে পারগ হয়, ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যকোনদেশে যে সেই পরমধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে পারে না, তাহা নিঃসন্দেহ; যুক্তিদ্বারাও ইহা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইতে পারে। কিন্তু পরমধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে ধর্ম্ম বা শক্তির অভাববশতঃ যাঁহারা অনিচ্ছুক, তাঁহাদের সমীপে পরমধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদন করিবার চেষ্টাকরা প্রয়োজনীয় নহে, আমার ক্ষুদ্রহৃদয়ের ইহাই বিশ্বাস। অতএব, ইয়ুরোপ-আমেরিকা প্রভৃতি কামনাপ্রধানদেশে নিষ্কামপরমধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদনচেষ্টা কদাচ ফলবতী হইবে না। ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যেও যাঁহাদের হৃদয়, শিক্ষা ও-সঙ্গ দোষে বিকৃত হয় নাই, পবিত্র-আর্য্যভাব (কালমাহাত্ম্যে মলিন হইলেও) ত্যাগ করে নাই, পরমধর্ম্মই যে পরমধর্ম্ম, কেবল তাঁহারাই তাহা উপলব্ধিকরিবার অধিকারী; অতএব, যদি কোন প্রকৃত ধার্ম্মিকব্যক্তি, এইরূপ পরমধর্ম্মশ্রবণাধিকারিদিগকে কৃপাপুরঃসর প্রকৃতধর্ম্মের উপদেশপ্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ইহাদ্বারা যথেষ্ট কল্যাণ হইতে পারে বটে। আমি প্রকৃতধার্ম্মিক নহি, সুতরাং আমি যদি হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদন করিতে যাই,—লোকে আমার নাম প্রসারিত হইবে, সকলে আমাকে ধার্ম্মিক বলিয়া বিশ্বাস করিবে, এই বৃত্তিসঙ্কটদিনে আমার অর্থাগমনপথ নিরর্গল হইবে, এই নিমিত্ত যদি প্রকৃতধার্ম্মিকের ভাণ করি, তাহা হইলে, ধর্ম্মজিজ্ঞাসুদিগের যে তদ্দ্বারা কোনরূপ ইষ্ট না হইয়া, ঘোর অনিষ্টই হইবে, আমি ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত। আমি হিন্দু, প্রেত্যভাব বা পুনর্জ্জন্মে আমার বিশ্বাস আছে, শুভাশুভকর্ম্মানুসারেই উচ্চাবচ, ক্লিষ্টাক্লিষ্ট বিবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, একথাতে আমি সম্পূর্ণ আস্থাবান্। পূর্ব্বজন্মে নিশ্চয়ই কোন বিশিষ্টকৃষ্ণকর্ম্ম করিয়াছিলাম, নতুবা যাহা শ্রেয়স্কর বলিয়া বুঝিতেছি, তাহা করিতে পারিতেছি না কেন?"

এইরূপ আক্ষেপ করিয়া তিনি উক্ত পুস্তক মুদ্রিত করিতে কষ্ট পাইয়াছেন তাহাই বর্ণনা করিয়াছে। আমরা তাঁহার দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা ভাবিয়া বিষণ্ণ হইয়াছি। এরূপ গ্রন্থেরও যে সমাজে আদর নাই সে সমাজ জীবিত ইহা আর বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

আমরা প্রত্যেক হিন্দুধর্ম্মতত্ত্বান্বেষী মহোদয়কে এই পুস্তক এক একখানি ক্রয় করিয়া গ্রন্থকর্ত্তাকে উৎসাহ দিতে অনুরোধ করি। সময়ান্তরে এই গ্রন্থের সুচারু সমালোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।

১ম বর্ষ। **বেদব্যাস** ৫ম সংখ্যা।

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ।
মনুঃ।—

১৮১৬ শক। ভাদ্র।

শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত।

বিষয়।	লেখকগণ।	পৃষ্ঠা।
সূর্য্যস্তোত্রম্	... ...	৬১
সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ ...	৬২
আগমনী	শ্রীযুক্ত শশধর শর্ম্মা	৬৪
শিবশক্তি সমন্বয়	শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু	৬৭
আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ সমালোচনা	... ...	৭০

কলিকাতা।
২৩নং যুগলকিশোর দাসের লেন,
"কালিকা যন্ত্রে"
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩০১।

বেদব্যাস পত্রিকার ডাক মাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য বিশিষ্ট-সংস্করণ ৪৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ২৲ টাকা।
৭০ নং সুকীয়া ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

তত্ত্বাবধায়ক—শ্রীহরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

বেদব্যাস

৯ম বর্ষ।

৯ম ভাগ। | কলিকাতা, ১৩০১ সন, ভাদ্র। | ৫ম সংখ্যা।

শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং মুনিমনুজপশূনাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং ত্বমসি শরণমেকা দেবি! দুর্গে! প্রসীদ॥

সূর্য্যস্তোত্রম্।

নমঃ সবিত্রে দ্বারায় বিমুক্তেঃ সিততেজসে।
ঋগ্‌যজুঃসামভূতায় ত্রয়ীধামবতে নমঃ॥ ১॥
নমোঽগ্নীষোমভূতায় জগতঃ কারণাত্মনে।
ভাস্করায় পরং তেজঃ সৌষুম্নমুরু বিভ্রতে॥ ২॥
কলাকাষ্ঠানিমেষাদিকালজ্ঞানাত্মনে নমঃ।
ধ্যেয়ায় বিষ্ণুরূপায় পরমাক্ষররূপিণে॥ ৩॥
বিভর্ত্তি যঃ সুরগণান্ আপ্যায়োন্দুং স্বরশ্মিভিঃ।
সুধামৃতেন চ পিতৄন্ তস্মৈ তৃপ্তাত্মনে নমঃ॥ ৪॥
হিমাম্বু ধর্ম্মবৃষ্টীনাং কর্ত্তা হর্ত্তা চ যঃ প্রভুঃ।
তস্মৈ ত্রিকালরূপায় নমঃ সূর্য্যায় বেধসে॥ ৫॥
যো হন্তি তিমিরাণ্যেকো জগতোঽস্য জগৎপতিঃ।
সত্ত্বধামধরো দেবো নমস্তস্মৈ বিবস্বতে॥ ৬॥
সৎকর্ম্মযোগ্যো ন জনো নৈবাপঃ শৌচকারণম্।
যস্মিন্নুদিতে তস্মৈ নমো দেবায় বেধসে॥ ৭॥
স্পৃষ্টো যদংশুভির্লোকঃ ক্রিয়াযোগ্যোঽভিজায়তে।
পবিত্রতাকারণায় তস্মৈ শুদ্ধাত্মনে নমঃ॥ ৮॥
নমঃ সবিত্রে সূর্য্যায় ভাস্করায় বিবস্বতে।
আদিত্যায়াদিভূতায় দেবাদীনাং নমো নমঃ॥ ৯॥
হিরণ্ময়ো রথো যস্য কেতবোঽমৃতধারিনঃ।
বহন্তি ভুবনালোকিচক্ষুষং তং নমাম্যহম্॥ ১০॥

মোক্ষের দ্বারস্বরূপ শুভ্রদীপ্তি সবিতাকে নমস্কার। বেদ যাঁহার তেজঃস্বরূপ, সেই ঋক্ যজুঃ ও সাময় সবিতাকে নমস্কার॥ ১॥ যিনি অগ্নীষোমীয় যজ্ঞমূর্ত্তি এবং জগতের কারণস্বরূপ, যিনি সুষুম্ননামক মহৎ তেজ ধারণ করেন, সেই ভাস্করকে নমস্কার॥ ২॥ সেই কলাকাষ্ঠা নিমেষাদির জ্ঞান, কারণ, ধ্যেয়, বিষ্ণুস্বরূপ, পরমাক্ষররূপী দিবাকরকে নমস্কার॥ ৩॥ যিনি নিজ কিরণ দ্বারা চন্দ্রকে পরিবর্দ্ধিত করতঃ সুধারূপ অমৃত দ্বারা পিতৃগণের পরিতুষ্টি করেন, সেই পরিতৃপ্তাত্মা সূর্য্যকে নমস্কার॥ ৪॥ যিনি যথাসময়ে হিম, বৃষ্টি ও গ্রীষ্ম বিতরণ করেন, ও সমুদায় সংহার করিয়া থাকেন, সেই ত্রিকালস্বরূপ বিধাতা প্রভু সূর্য্যকে নমস্কার॥ ৫॥ যিনি একাকী এই জগতের তিমিরসমূহ দূর করেন, যিনি সত্বগুণের আধার ও জগতের অধিপতি, সেই দেব দিবাকরকে নমস্কার॥ ৬॥ যিনি উদিত না হইলে জনসমূহ সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারে না, জলও শৌচের কারণ হয় না, সেই দেব দিবাকরকে নমস্কার॥ ৭॥ মানবগণ যাঁহার অংশু দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া ক্রিয়ানুষ্ঠানের যোগ্য হয়, পবিত্রতার কারণ শুদ্ধ-স্বভাব সেই দিবাকরকে নমস্কার॥ ৮॥ সবিতাকে নমস্কার, সূর্য্যকে নমস্কার, ভাস্করকে নমস্কার, বিবস্বান্‌কে নমস্কার, দেবগণের আদিভূত আদিত্যকে নমস্কার॥ ৯॥ যাঁহার চক্ষুঃ সমুদায় ভুবন অবলোকন করিতেছে, যাঁহার রথ হিরণ্ময়, অমৃতাহারী বেদময় অশ্বগণ যাঁহাকে বহন করিতেছে, সেই সূর্য্যকে নমস্কার॥ ১০॥

সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা।

আমরা সতত যাহা প্রত্যক্ষ করি; তাহার ধারণা ও বিশ্বাস অনায়াসে করিতে পারি ; কিন্তু যাহা কখন দেখি নাই, কল্পনার তুলিকায় কখন অঙ্কিত করি নাই, তাহার ধারণা ও বিশ্বাস নিতান্ত অসম্ভব। অনুমানের অনুগ্রহে অনেক বিষয়ের ধারণা হয় ; কিন্তু সে অনুমানও প্রত্যক্ষের অন্তরালে অবস্থিত। পর্ব্বত দেখিয়াছি, বহ্নি দেখিয়াছি, ধূমও দেখিয়াছি এবং যেখানে ২ ধূম সেখানে সেখানে বহ্নি অব্যাভিচারিভাবে অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি,—কেবল প্রত্যক্ষ করি নাই, পর্ব্বতে বহ্নি, তাই অনুমান করিলাম "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ।" যে কখন পর্ব্বত, বহ্নি ও ধূম দেখেনাই, সে কখন অনুমান করিতে পারে না—"পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ।" হেতু সাধ্য পক্ষ প্রতক্ষ্য না হইলে অনুমানের ভিত্তি দৃঢ় হয় না। সৃষ্টি ও প্রলয়ের অনুমান বিড়ম্বনা মাত্র। আমরা তাহা (সৃষ্টি ও প্রলয়) কখন দেখি নাই, দ্রষ্ঠা লোকের প্রমুখাৎ সাক্ষাৎ শুনিও নাই। তাহার সদৃশ বস্তুও দেখিনাই, যে উপমা প্রমাণ বলে কথঞ্চিৎ ধারণা করিয়া লইব। অতএব কি উপায়ে বাহ্যবস্তুর সহায়তায় সৃষ্টি ও প্রলয় কালের অবস্থার ধারণা করিব? অতীন্দ্রিয় বিষয়ক অনুমান তাদৃশ তৃপ্তিপ্রদ ও সংশয় নিবারক নয়। সে স্থলে শব্দই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সে শব্দ ভ্রমপ্রমাদাদি পরিশূন্য আপ্তবাক্য। কে আপ্ত কে অনাপ্ত, কে ভ্রান্ত কে অভ্রান্ত, কে প্রমত্ত কেবা অপ্রমত্ত জানিবার উপায় তাঁহারই বাক্যান্তরের সত্যতা ও ভ্রান্তাদি দোষ পরিশূন্যতা।

পুরাণ আমাদের আপ্তবাক্য। পুরাণে সৃষ্টি, ঈশ্বরনিরূপণ সদাচার, ব্যবহার, ভূগোল, খগোল, দ্রব্যগুণ, ঔষধগুণ, পথ্য, অপথ্য, গণিত ও ফলিত জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত আছে। অতীন্দ্রিয় গ্রাহ্য সৃষ্টি ও ঈশ্বর নিরূপণ ব্যতীত আর সমস্ত বিষয়ের সত্যতা ও অভ্রান্তাদি দোষ পরিশূন্যতা অল্পায়াসে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে ; সুতরাং সে বিষয়ে বড় কেহ সন্দিহান হয় না। যত সন্দেহ অতীন্দ্রিয় বিষয় লইয়া। সংসারীর সংসার চক্ষুতে আর্ষচক্ষুদৃশ্য সৃষ্টি ও ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। অতএব পুরাণের সৃষ্টি প্রক্রিয়া আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করা উচিত। বিশেষতঃ সেই ত্রিকালদর্শী, সত্যনিষ্ঠ, সংসারানাসক্ত যোগী ঋষিগণ কোন্ স্বার্থসিদ্ধির প্ররোচনার সাধারণের দুষ্কর একাংশ সত্য একাংশ অসত্য বিষয়ে অকারণ লেখনী ধারণ করিবেন? যাহাই হউক, আমি তাঁহাদের চরণ বন্দনা পূর্ব্বক তাঁহাদের কথিত সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থার অনুশীলন করি। পরে সৃষ্টির অনুশীলন করিব।

জগতের বিষয় অনুশীলন করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়,—ইহার একজন কর্ত্তা আছে। সমস্ত দেশের প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তি জগতের কর্ত্তা স্বীকার করিয়া থাকেন। জগতের কর্ত্তা স্বীকার করা হইলে সৃষ্টির পূর্ব্বকাল স্বীকার করিতে হয় যে কালে জগৎছিল না একমাত্র কর্ত্তা ছিলেন। তৎকালে জগতের কিয়দংশ ছিল এবং কিয়দংশ ছিলনা—এরূপ বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত স্বীকার উচিত নয়। জগৎ দ্বিবিধ—সৌর ও পার্থিব। সৌর জগৎ চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি, পার্থিব জগৎ ক্ষিতি, অপ ইত্যাদি। আস্তিকেরা সহজেই স্বীকার করিতে পারেন এবং মনেও ধারনা করিতে পারেন—সৃষ্টির পূর্ব্বে এ উভয় বিধ জগৎছিল না। যাহা যুক্তি বলিতেছে, বিষ্ণু পুরানাদিতেও তাহাই কথিত হইয়াছে।

"নাহো ন রাত্রির্ন নভো ন ভূমি
নসীত্তমো জ্যোতিরভূন্ন চান্যৎ।"

তাৎপর্য্য—সৃষ্টির পূর্ব্বে দিবস ছিলনা, রাত্রিছিল না। সূর্য্যই দিবা ও রাত্রির কারণ। সূর্য্যের দর্শনে দিবা, সূর্য্যের অদর্শনে রাত্রি হয়, সুতরাং সূর্য্যও ছিল না। রাত্রির অভাব বশতঃ নৈশ অন্ধকারের অভাব ছিল, এবং দিবসের অসদ্ভাব বশতঃ জ্যোতির অভাব ছিল। আকাশ ছিল না, পৃথিবী ছিল না। এক কথায় দৃশ্যমান কোন বস্তু ছিল না, অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ব্যোম—কিছুই ছিল না। সূর্য্যাদি ছিল না বলায় সৌর জগৎ ছিল না বলা হইল, ভূম্যাদি ছিল না বলায় পার্থিব জগৎ ছিল বলা হইল। তবে ছিল কি?—

"শ্রোত্রাদিবুদ্ধ্যাদ্যুপলভ্যমেকং
প্রাধাণিকং ব্রহ্ম পুমাংস্তদামীৎ।"
বিষ্ণোঃ স্বরূপাৎ পরতোহিতেন্যে
রূপে প্রধানং পুরুষশ্চ বিপ্র!
তস্যৈব তেহন্যেন ধৃতে বিযুক্তে
রূপাদি যত্তৎ দ্বিজ! কালসংজ্ঞং॥"

প্রলয় কালে কেবল শব্দমাত্রের উপলভ্য এক মাত্র পরমব্রহ্ম বিরাজমান ছিলেন। হে বিপ্র! সেই নিরুপাধি পরব্রহ্মের যেরূপ প্রকৃতি ও পুরুষ এইরূপদ্বয় বিদ্যমান, সেইরূপ তাঁহার কাল নামে আর একটী রূপ আছে, উহা প্রকৃতি ও পুরুষ রূপের সহিত সৃষ্টি কালে সংযুক্ত ও প্রলয় কালে তাহা হইতে বিযুক্ত হইয়া থাকে।

মনু বলেন,

"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥"

তাৎপর্য্য—সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ তমঃ শব্দ প্রতিপাদ্য প্রকৃতিতে লীন ছিল। তৎকালে জগৎ প্রত্যক্ষের আকারে অননুমেয় এবং অপ্রতক্ষ্য ছিল। যাহা না থাকে তাহা হয় না, যাহা থাকে তাহা যায় না ; অতএব গীতায় উক্ত হইয়াছে,

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।"

শ্রুতি বলেন "তদিদমব্যাকৃতমাসীৎ"—নামরূপে প্রকাশমান জগৎ ছিল না, সমস্ত কারণে লীন ছিল। তাই মনু বলিয়াছেন প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ। সমস্ত যেন ঘুমায়ে ছিল।

পৃথিবী ছিল না, জল ছিল না, তেজ ছিল না ও বায়ু ছিল না বেশ বুঝিলাম, বুঝিলাম না কেবল—আকাশ ছিল না। আকাশ শব্দের অর্থ অবকাশ, ছিদ্র, শূন্য। এ অবকাশ কোন বস্তুর দ্বারা নিরাকাশ ছিল? পরব্রহ্মতো অবয়ব বস্তু নয়, যে তাঁহার দ্বারা এ শূন্য পরিপূর্ণ ছিল? বিশেষতঃ কার্য্যমাত্রের সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত এই ত্রিবিধ কারণ থাকে। মনে কর, ঘট একটী কার্য্য, কুম্ভকার প্রভৃতি তাহার নিমিত্ত কারণ, কপালও কপালিকার সংযোগ অসময়বায়ী কারণ,

মৃত্তিকা সমবায়ী কারণ। সমবায়ী কারণই রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়া কর্ম্মরূপে পরিণত হয়। আকাশ শূন্য পদার্থ। শূন্য বস্তু ব্যতীত উহার সমবায়ী কারণ হইতে পারে না। যদি আকাশের সমবায়ী কারণ থাকিত, তাহা হইলে অসমবায়ী কারণ রূপ তাহার সংযোগে আকাশ উৎপন্ন হইত। কিন্তু তাহার অভাব দেখিতেছি, সুতরাং তদনুগ্রহ প্রবৃত্ত আকাশের নিমিত্ত কারণও দূরাপেত হইল। সুতরাং আকাশ নিত্য, অজ, অকার্য্য অর্থাৎ সৃষ্টি স্থল। এই পূর্ব্ব পক্ষের মীমাংসার ব্রহ্ম-মীমাংসায় আম্নাত হইয়াছে, যথা—

"প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাচ্ছব্দেভ্যঃ।"

এই সূত্রের শাঙ্করশারীরক ভাষ্যের তাৎপর্য্য একটু বিস্তৃত-রূপে বলি। শ্বেতকেতু বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিদেশ গিয়া ছিলেন। কিছুদিন পরে পণ্ডিতন্মন্য হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হন। তাঁহার পিতা উদ্দালক মুনি আধ্যাত্মবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। পুত্রের মনের ভাব আমি পিতা অপেক্ষা দিগ্‌গজ পণ্ডিত হইয়াছি। এই অহম্মুখতায় তিনি পিতার সহিত সদালাপও করিতেন না। পিতা বুঝিতে পারিয়া পুত্রের বিদ্যার পরীক্ষার আশয়ে পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"শ্বেতকেতো! যন্নু সোম্যেদং মহামনা অনূচানমানীস্তব্ধো ইস্যুত! তমাদেশম্প্রাক্ষ্যো যেনাশ্রুতং শ্রুতংভবতি অমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাত মিতি?" ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

অর্থাৎ হে শ্বেতকেতো! যেহেতু তোমাকে অনূচানমানী (পণ্ডিতাভিমানী) অপ্রণত স্বভাব দেখিতেছি, তাই জিজ্ঞাসা করি,—বলি, গুরুর সকাশে তাদৃশ আদেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছ কি? যাহা শুনিলে শ্রোতব্য বিষয় অবশিষ্ট থাকে না, যাহা তর্কিত হইলে সমস্ত তর্কিত হয় এবং যাহা জ্ঞাত হইলে কিছুই অজ্ঞাত থাকে না?

শ্বেতকেতু পিতার এই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,

"কথং নু ভগবঃ! স আদেশোভবতীতি?

ভগবান্! সে আদেশ কি প্রকার?

পিতা বলিলেন,—যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতংভবতি, বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ংমৃত্তিকেত্যেবসত্যম্॥

... ... এতং সোম্যঃ স আদেশোভবতি।"

... "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্॥"

মনে কর, যেমন কেবল মৃৎপিণ্ড বিজ্ঞাত হইলে সমস্তমৃণ্ময় বস্তু বিজ্ঞাত হওয়া যায়; কেননা ঘট, স্থালী, শরাব প্রভৃতি মৃণ্ময়। মৃণ্ময় মৃত্তিকা ভিন্ন উহাদের পৃথক্ সত্তা নাই, সুতরাং পৃথক নাম হওয়াও যুক্তি সঙ্গত নয়। তবে যে উহা ঘট, স্থালী, শরাব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে ব্যবহৃত হয়,তাহা কেবল লৌকিক ব্যবহার সিদ্ধির জন্য বাক্যের অবলম্বনমাত্র। অর্থাৎ আমার ঘটের প্রয়োজন, আমি যদি ঘট না বলিয়া নিরুপপদ মৃত্তিকা আনিতে বলি, তাহা হইলে ঘটের পরিবর্ত্তে স্থালীও আনিতে পারে, শরাবও আনিতে পারে, তাহাতে কিন্তু আমার অভিপ্রেত সিদ্ধ হয় না। অগত্যা ব্যবহারের জন্য তাদৃশ মৃৎপিণ্ডের বাক্যের অবলম্বন স্বরূপ মিথ্যাভূত ঘটাদিরূপ পৃথক নামের উল্লেখ করিতে হয়,। অতএব সূক্ষ্ম দর্শনে উহার মৃত্তিকাত্বই সত্য। রূপভেদ বা নাম ভেদে বস্তুর ভেদ হয় না, একথা শাঙ্করশারীকভাষ্যে সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। প্রবন্ধ বিস্তার ভয়ে অদ্য উল্লিখিত হইল না।

মনে কর, কোন দিন কোন ব্যক্তি কুম্ভকারের গৃহে প্রসারিত রাশি রাশি নামরূপ বিবর্জ্জিত মৃৎপিণ্ড দেখিয়া স্থানান্তরে গমন করে, পর দিন তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া কুম্ভকারের ভিন্ন ভিন্ন রূপধারী ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায় আখ্যাত অগ্নিপক্ক মৃণ্ময় ঘটাদি দর্শন করিয়া মনে মনে স্থির করে, পূর্ব্বে ইহা ঘটাদি সৃষ্টির কারণ মৃৎপিণ্ড মাত্র ছিল, এক্ষণে ঘটাদিরূপে পরিণত হইয়াছে; সুতরাং একমাত্র মৃত্তিকা পরিচিত থাকিলে মৃণ্ময় বস্তু চিনিতে আর বাকি থাকে না। সেইরূপ জগতে সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ সৃষ্টির কারণ কেবল শক্তিময় পরব্রহ্ম ছিলেন, পরে তিনিই জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন। তিনি এক। কার্য্যমাত্রের সহকারী কারণ থাকে, কিন্তু তিনি সহকারী কারণরূপ দ্বিতীয় রহিত। অতএব একমাত্র ব্রহ্মশ্রবণে, মননে ও পরিজ্ঞানে সমস্তশ্রুত, মত ও পরিজ্ঞাত হয়।

অনভিজ্ঞ ব্যক্তি চিনের মাটীরবাসন দেখিয়া মৃত্তিকা বলিয়া চিনিতে পারে না, পরন্তু রূপবিপর্য্যয়ে ও নামভেদে পৃথক্ বস্তু বলিয়া তাহার ভ্রম জন্মে। সেই প্রকার অতত্ত্বদর্শী অনার্যলোচনে জগৎ দেখিয়া বুঝিতে পারে না—এ জগৎ আর কিছু নয়, জগৎ স্রষ্টার বিকার মাত্র। যেমন ঘটস্থালী, শরাব, প্রস্তর, কাঁচ, লৌহ, তরু, লতা শরীর প্রভৃতি মৃত্তিকার, কিন্তু হটাৎ বুঝা যায় না যে এ সমস্তই একজাতি; সেইরূপ জগৎ তাঁহার বিকার কিন্তু এ বিকার বোঝা বড় কঠিন। তাঁহার ছায়া সর্ব্বত্র বিরাজমান। লূতা যেমন তন্তুর নিমিত্ত কারণ এবং সমাবয়ী কারণ সেইরূপ ভগবান স্বতঃ নিমিত্ত কারণ, শক্তি পরতঃ সমাবায়ী কারণ। সুতরাং একমাত্র ব্রহ্মা জানিলে সব জানা হয়, তাঁহাকে মানিলে সব মানা হয়। এ বিষয় পরে বিস্তৃত ভাবে লিখিব।

পূর্ব্বোক্ত মৃত্তিকা সত্য, ঘটাদি অসত্য ইহার তাৎপর্য্য—তৎসন্ধের উত্তর স্বার্থেষ্ণ্য প্রত্যয় করিয়া সত্যপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যোগার্থ বলে সৎ ও সত্য এক পর্য্যায়ে। সৎ সন্ধের অর্থ বর্ত্তমান—ত্রিকালে যাহার ধ্বংস হয় না। সত্য শব্দের অর্থও বর্ত্তমান। ঘটের মৃত্তিকাত্ব টুকু সত্য, ঘটত্ব অসত্য; কেন না মৃত্তিকাত্ব ঘটে ত্রিকাল সমবেত থাকে। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বকালেও ঘট মৃত্তিকা, ধ্বংস কালেও ঘট মৃত্তিকা, বর্ত্তমানে ঘট মৃত্তিকা কিন্তু ঘট সকল কালে ঘট নয়, কেবল বর্ত্তমান কালেই ঘট। ঘট বলিয়া ব্যবহৃত যাহা সত্য, তাহা চিরস্থায়ী, যাহা অসত্য তাহা অচিরস্থায়ী, প্রমাণবলে তাহার স্থায়িত্ব থাকে না। তাই দেব বলিয়াছে, "মৃত্তিকেত্যেব সত্যং।" সেইরূপ পরব্রহ্মই সৎ বা সত্য তদ্ভিন্ন অসৎ বা অসত্য অতএব শ্রুতি বলিতেছেন "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেব।" অর্থাৎ একমাত্র সদ্রূপী ভগবান্, অসদ্রূপী জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন। তখন আকাশ ছিল না।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিবলে ও শাস্ত্রীয় প্রমাণবলে স্থিরিকৃত হইল আকাশ জগতের বস্তু, জগতের কারণ পরব্রহ্ম, আকাশ প্রভৃতি কার্য্য এবং পরব্রহ্ম নিত্য ও আকাশ প্রভৃতি অনিত্য। যদি পরব্রহ্মের ন্যায় আকাশকে নিত্য পদার্থ স্বীকার কর, তাহা

হইলে একমাত্র পরব্রহ্মের বিষয় শ্রুত হইলে শ্রোতব্য বিষয় অবশিষ্ট থাকে না। কেবল ব্রহ্ম বিষয় তর্কিত ও পরিজ্ঞাত হইলে আর কিছুই অতর্কিত ও অপরিজ্ঞাত থাকে না—বেদোক্ত উদ্দালক ঋষির এই প্রতিজ্ঞার ভঙ্গ হয়; কেন না তোমার মতে আকাশের সহিত ব্রহ্মের কোন সংশ্রব নাই, কাজেই আকাশ জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান সাপেক্ষ হয় না। অতএব আকাশকে নিত্য পদার্থ বলা উচিত নয়। বিশেষতঃ আকাশের সৃষ্টি স্বীকার না করিলে ভগবানকে জগৎস্রষ্টা বলা যায় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আকাশ জগৎ ছাড়া নয়; সুতরাং আকাশ সৃষ্টি ছাড়া নয়।

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত আপত্তি উত্থিত হইতে পারে যে আকাশের স্থানে কোন বস্তু ছিল? এ শূন্য কিসে পরিপূর্ণ ছিল। এ প্রশ্নের উত্তর অবাঙ্মানস গোচর। যে সময়ে ক্ষিত্যাদি ছিল না, কেবলমাত্র জগৎ তমোভৃত ছিল, অনির্ব্বচনীয় পদার্থে শূন্য পরিপূর্ণ, সে সময় আমাদের প্রত্যক্ষের গোচর নয়, বুদ্ধিরও বিষয় নয়। কাজেই আমরা ধারণা করিতে পারি না; জগৎ কেন? প্রায় কোন বস্তুরই সৃষ্টির বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া তাহার প্রাগবস্থার (প্রলয়াবস্থায়) ধারণা করিতে কেহ পারে না। একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা স্বপক্ষ সমর্থন করিতেছি।

তৃণ ও বহ্নি সংযোগে কাচ উৎপন্ন হয়। তৃণ বহ্নিই কাচের কারণ। কিন্তু কার্য্যভূত কাচের বর্ত্তমান অবস্থা দর্শন করিয়া কে তাহার (কাচের) তৃণবহ্নিময়ী প্রাগবস্থার ধারণা করিতে পারে? মনই সহজে বিশ্বাস করিতে চায় না যে, সেই মলিন তৃণবহ্নি সংযোগে এমন নির্ম্মল মসৃণ চাকচিক্যময় কাচ উৎপন্ন হইয়াছে। যে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, অথবা যে আপ্তবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, সেই বুঝিতে পারে, কাচের কারণ তৃণ ও বহ্নি।

ত্রিগুণং তজ্জগদ্যোনিরনাদিপ্রভবাপ্যয়ং।
তেনাগ্রেসর্ব্বমেবাসীদব্যাপ্তং বৈপ্রলয়াদনু॥

সেই ত্রিগুণাত্মক জগজ্জগৎযোনি পরব্রহ্ম যাবতীয় কার্য্যের প্রলয় স্থান। জগৎ মহাপ্রলয়ের পর সৃষ্টির পূর্ব্বে তাঁহার অন্তরে লীন ছিল অর্থাৎ তৎকালে একীভূত ক্ষিত্যাদির প্রলয়স্থান পরব্রহ্মময় সমুদয় ছিল। পৃথক্ ভাবে ক্ষিতি ছিল না, আকাশ ছিল না, কিছুই ছিল না। যদি এই বিরাট মূর্ত্তি ধারণা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আর লিখিতাম না বা পড়িতাম না।

সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থাকে প্রাকৃত প্রলয় বা প্রতিসঞ্চর কহে।

বিষ্ণু পুরাণ যথা।

প্রকৃতৌ সংস্থিতং ব্যক্তমতীতপ্রলয়েতু যৎ।
তস্মাৎপ্রাকৃতসংজ্ঞোঽয়মুচ্যতে প্রতিসঞ্চরঃ॥

মহাপ্রলয় কালে বিশ্ব প্রকৃতি লীন থাকে, এই হেতু ইহাকে প্রকৃত প্রলয় বলে। বারান্তরে সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বিদ্যাগীশ, স্মৃতিতীর্থ।

আগমনী।

সদানন্দ তত্ত্বনিধি মহাশয় (ভোলাদাস) প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে মণ্ডপ-প্রতিষ্ঠিত মায়ের আসনোপান্তে উপবিষ্ট হইয়া মায়ের শুভাগমন চিন্তা করিতেছেন,—"এবার কি উপায়ে মাকে আনিতে হইবে, হরিহরের হৃদয়-সরোবিলাসী চরণ-কমল কেমন করিয়া এই পাপভূমি সংস্পর্শ করিবে, কেমন করিয়াই বা ইন্দ্রাদি দেবগণের মুকুট-মণির আলিঙ্গন উপেক্ষা করিয়া সদানন্দের অনুরোধ রক্ষা করিবে" ইত্যাদি নানাবিধ অনুকূল প্রতিকূল বিতর্ক করিতেছেন। অপত্য-বৎসলা মায়ের দয়াময়ী নামটী মনে করিয়া এক একবার আশ্বস্ত হইতেছেন, আবার সেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ঘটনাবলী স্মরণ করিয়া আশাভরসা শূন্য হইতেছেন; তাল-লয়-সংযুক্ত উদাত্তস্বরে একবার গাহিতেছেন,—"ডাক্ দেখি মন ডাকের মত, তবে কি মা রইতে পারে * * *" আবার হতাশ্বাস-কালে গাহিতেছেন,—"যার ভাবনা ভাব রে মন, সে ত নয় সদয়া তেমন। মা বটে তার নাইকো দয়া, শোন্ বলি তার দয়া কেমন; সে যে প্রসবিয়ে প্রাণহরে, ভুজঙ্গী সন্তানে যেমন * * *" এইরূপ নানাভাবের গান, নানাবিধ বিতর্কনা, নানাবিধ ভাবনা-চিন্তায় সদানন্দের পূর্ব্বাহ্ন অতীতপ্রায় হইল। এদিকে অধ্যয়নার্থী শিষ্য সুব্রহ্মণ্য বৃহদারণ্যক পুস্তকখানি কক্ষে করিয়া গুরুর দৃষ্টিপাত-প্রতীক্ষায় পশ্চাদ্ভাগে মৌনীভাবে দণ্ডায়মান। দৈবাৎ সদানন্দ পশ্চাদ্মুখ হইয়া উপস্থিত প্রিয়-শিষ্যের অধ্যয়ন-কাল অতীত প্রায় বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ সমুৎকণ্ঠ হইলেন, এবং সুব্রহ্মণ্যকে বসিতে আদেশ করিয়া অধ্যয়নের অনুমতি করিলেন। শিষ্যও গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দণ্ডবৎ প্রণামান্তে সকৃতাঞ্জলি নিবেদন করিতে লাগিলেন;—

শিষ্য। ভগবন্! ভবদীয় চরণপ্রান্তে থাকিলেই আমার অধ্যয়নের ফলপ্রাপ্তি হয়। আপনার স্বাভাবিক বাক্যই বেদান্তার্থে সমুদ্দীপক, আর ব্যবহারাবলী তাহার উদাহরণ-স্বরূপ। অতএব গ্রন্থের শ্লোকাধ্যয়ন না হইলেও আমার অভীষ্ট লাভ পক্ষে কোনই ত্রুটি হয় না। অদ্য ভবন্মুখারবিন্দ-নিঃসৃত যে বচনামৃত পান করিলাম, যেরূপ তৎপরায়ণতা দেখিলাম, তদ্দ্বারাই আমার অদ্যকার পাঠ পিপাসা নিবৃত্ত হইয়াছে। অদ্য আর গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত হইয়া গুরুদেবের নিত্যক্রিয়ার অন্তরায় হইতে উৎসাহী নহি। কিন্তু আপনার বর্ত্তমান সমাচারের দ্বারা আমার চিরসম্ভূত একটী সন্দেহের সমুদ্দীপনা হইয়াছে; সপ্রসাদ আদেশ পাইলে তাহা নিবেদন করিতে পারি এবং সে বিষয়ে যদি আমি কিছু শুনিবার পাত্র হই, তবে শুনিতে অভিলাষ করি।

সদানন্দ। বৎস! আমি প্রসন্নই আছি। যদি মা-সম্বন্ধীয় কোন কথা হয়, তবে উপস্থিত কর, আহ্নিক কালের পূর্ব্বে সমাধার উপযুক্ত হইলে, এখনই বলিব।

শিষ্য। দেব! "উতামুং দ্যাং বার্ষ্মণোপস্পৃশামি" "অহং দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ" ইত্যাদি ঋঙ্মন্ত্রপাঠ-কালে ভগবৎপদপ্রান্তেই এইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াছি যে, মা স্বয়ং বলিতেছেন, তিনি সর্ব্বদাই ত্রিভুবন ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার

কোথাও অভাব নাই, অসত্তা নাই, তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর বাহিরে সমভাবে বিদ্যমানা,—তাঁহার সত্তাই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা, তিনি সত্তারূপা, চিদ্রূপা, শক্তিরূপা। তিনি না থাকিলে কিছুই থাকিতে পারে না। তিনি দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ, দশভূজাদি সমস্ত রূপেই সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বর্ত্তমানা রহিয়াছেন, তাঁহার রূপ নিত্য, অস্তিত্য নিত্য, সর্ব্বত্র থাকাও নিত্য। ইহার কোনটীরই কখনও অন্যথা হইবার নহে। এইরূপ, আরও বহুসংখ্যক ঋক্, যজুঃ, সাম এবং আথর্ব্বণ মন্ত্রাবলী অধ্যয়নে এই জ্ঞানই সুদৃঢ় হইয়াছে। সুতরাং জগদ্ব্যাপিনী মায়ের আগমন নির্গমন উভয়ই তুল্যরূপে অসম্ভবপর। যিনি সর্ব্বত্রই সমভাবে বিরাজমানা, তিনি আর আসিবেন কি, যাইবেনই বা কি? কোন স্থান হইতেই বা কোথা আসিবেন, কোথা যাইবেন? মা ত প্রতিমাদির মধ্যেও বিরাজ করিতেছেন; অতএব মায়ের অর্চ্চনাদি কালে শাস্ত্রোপদিষ্ট আবাহন, বিসর্জ্জন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠাদির তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝিতে পারি না। আমি এই পরস্পর-বিরুদ্ধভাবে প্রতীয়মান শাস্ত্রের সামঞ্জস্য করিতে অসমর্থ হইয়া বিমোহিত এবং সন্দিহান হইতেছি। তৎপর ভবদীয় অনুষ্ঠান দ্বারাও সেই সংশয় অধিকতর ঘনীভূত হইয়াছে। আপনি প্রতি বৎসরই এই শরৎ সময়ে মায়ের অভাব-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া দেহ-পরিত্যাগে যত্নবান হইয়া থাকেন। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বৎসরে সেই উত্তুঙ্গ গিরিশিখর হইতে দেহপাত করিয়াছিলেন; তৎপরে মা আসিয়া আমাদিগকে নাথবান্ রাখিলেন। গত বৎসরেও সেই সুগভীর পদ্মানদীর আবর্ত্তে আত্মবিসর্জ্জন করিলে, পূর্ণাভিলাষ হইয়া আমাদিগকে উজ্জীবিত করিলেন। আবার এবারেও সেইরূপ অবস্থাই সমীপবর্ত্তিনী বলিয়া বোধ হইতেছে। মায়ের শুভাগমনের অন্তরায়াবলী চিন্তা করিয়া এবারও সেইরূপ ব্যাকুল, সেইরূপ অধীর হইতেছেন বলিয়া মনে করিতেছি। তাই সন্দেহ হইতেছে,—মা কি তবে সর্ব্বব্যাপিনী নহেন? তাঁহার কি কোন খানে অভাব আছে? তিনি কি সাধারণ প্রাণীর মত গমনাগমন করেন? তাহা হইলে মায়ের কথিত শ্রুতিবাক্য-পরম্পরার কিরূপ সংস্থা হইবে? আর না হইলেই বা আবাহন বিসর্জ্জনের শাস্ত্র এবং ভবদীয় অনুষ্ঠানে মর্য্যাদা কি প্রকারে পরিরক্ষিত হয়, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। অতএব, আমি ইহা শুনিবার উপযুক্ত হইলে, গুরুপ্রসাদ-লাভে হৃদয়ান্ধকার বিদূরিত করিতে অভিলাষ করি।

গুরু। বৎস! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা জ্ঞাতব্য বিষয়ই বটে; তুমি ইহা শ্রবণের উপযুক্ত পাত্র, তাহাতেও সন্দেহ নাই; কিন্তু এখন আমার সময় অতি অল্প, সুতরাং অতি সংক্ষেপে কয়েকটী কথা বলা যাইতেছে। তুমি অবহিতমনা হইয়া শ্রবণ করিলে ইহা দ্বারাই তৃপ্ত হইতে পারিবে।

বাবা! তুমি শ্রুতি হইতে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছ, তাহাই সত্য। মা সর্ব্বব্যাপিনী, সনাতনী, এবং সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজমানা, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং তাঁহার কোন স্থানে অভাবও নাই, আগমন-নির্গমনও নাই, ইহাও নিশ্চিত বিষয়। কিন্তু তথাপি অর্চ্চনাকালে প্রতিমাদি-বিম্বের মধ্যে তাঁহার আবাহন বিসর্জ্জনানুষ্ঠান নিতান্ত প্রয়োজনবান্ হয়। তাই শাস্ত্রও তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। উপাসকগণও তদনুবর্ত্তী হইয়া সেই নিত্য বর্ত্তমান, নিত্যোপস্থিত বস্তুকেই আবাহন বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন এবং তদনুসারেই মায়ের আগমন-নির্গমন, ভাব অভাব, আসা যাওয়া ইত্যাদি ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে।

আবাহনের প্রয়োজন, তাঁহার বর্ত্তমান সত্তারই উপলব্ধি করা। তিনি এই বিম্বাদির অভিন্নভাবে বিরাজ করিতেছেন, ইহা হৃদয়ের বিশ্বাসক্ষেত্রে সুদৃঢ়রূপে নিবদ্ধ করা। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সর্ব্বাত্মার সহিত এই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত না হয়, কি, প্রতিবিম্বের প্রতি-অঙ্গে মায়ের শ্রী-অঙ্গ দৃষ্টিগোচর না হয়, ইহার মুখারবিন্দ হইতে মায়ের বাঙ্মাধুরী শ্রুতিবিষয় না হয়, স্পর্শে মায়ের স্পর্শ, ঘ্রাণে মায়ের ঘ্রাণ, ত্বগিন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত না হয়, যতক্ষণ ইহার অচেতন-ভাব অন্তরাল করিয়া চৈতন্যময়ীর সচেতন-ভাব মনের দ্বারা অনুভূত না হয়, এবং দয়া-স্নেহাদি-সহচর গুণরাশির সহিত জগন্মাতার মাতৃত্ব-শক্তির উপলব্ধি না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই বিম্বমধ্যে মায়ের অস্তিত্বের উপলব্ধি হইতেছে, অথবা সেই রূপ বিশ্বাস হইতেছে, ইহা বলা যাইতে পারে না। এই বিশ্বাস পরিদীপনার নিমিত্তই বিদ্যমানা মাকেও আবাহন করিতে হয় এবং প্রতিষ্ঠিতা মায়েরও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। আবাহন এবং প্রাণ প্রতিষ্ঠার দ্বারা উল্লিখিত মত বিশ্বাসটী পরিপক্ব হয়।

অবশ্যই, শাস্ত্রাধ্যয়নাদি দ্বারা সকলেরই মায়ের সর্ব্বব্যাপকতাদি সমস্তই পরিজ্ঞাত হয় সত্য, কিন্তু সেই জ্ঞান উপলব্ধি বা অপরোক্ষ জ্ঞান নহে; তাহাকে শ্রাবণিক জ্ঞান এবং অনুমান জ্ঞান বলে, সুতরাং তাহা পরোক্ষ বা অপ্রত্যক্ষজ্ঞান। ঈদৃশ জ্ঞানের দারা কোনরূপ ফললাভ হয় না, তৃপ্তিও পায় না। নিকটে জল আছে ইহা শুনিলে বা অনুমানে জানিতে পাইলে যেমন কখনও পিপাসাশান্তি বা তৃপ্তিসাধন হয় না, অথবা শ্রবণ এবং অনুমানের দ্বারা জানিতে পাইলে যেমন কাহারও দিগ্‌ভ্রম অপনোদিত হয় না, মায়ের অস্তিত্বের শ্রাবণিক জ্ঞান এবং আনুমানিক জ্ঞানও তেমন কোন কার্য্যাবহ হয় না। জল পান করিতে পাইলেই পঞ্চপ্রাণ আপ্যায়িত হয়, প্রকৃত দিকের প্রত্যক্ষ হইলেই দিগ্‌ভ্রম বিদূরিত হয়। সেইরূপ জগন্মাতাকেও উপলব্ধি করিতে পারিলেই সর্ব্বাত্মা চরিতার্থ হয়, মন প্রাণ সমাপ্যায়িত হয়, পূজার প্রবৃত্তি এবং পূজাধিকারও সেই সময়েই হয়। কিন্তু তাঁহার জ্বলন্ত উপলব্ধি না হইয়া কেবল শ্রাবণিক জ্ঞান আর আনুমাণিক জ্ঞান থাকিলে কোন ফলই হয় না, পূজাধিকার পূজাপ্রবৃত্তিও জন্মে না। তাই আবাহন,—প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি সেই বিশ্বাস সুদৃঢ় করিয়া পরে পূজারম্ভ করা বিহিত হইয়াছে, এবং এইরূপ বৈশ্বাসিক সত্তা-অসত্তা লইয়াই হিন্দু-সমাজে জগন্মাতার আগমন-নির্গমন-ব্যবহার প্রচলিত রহিয়াছে।

এই কারণেই মানস পূজার সময়েও ভূতশুদ্ধির পরে আর্য্য-উপাসকগণ স্বতোবিরাজমানা জগন্মাতাকে আপনার হৃদয়ে আবাহন এবং প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। মুসলমানাদি আধুনিক উপাসকগণও অনেক সময়ে তাঁহাকে হৃদয় মধ্যে আবাহন করিয়া থাকেন। কিন্তু হৃদয়মধ্যে অন্তরাত্মরূপিণী জগন্মাতার

সত্তা কাহারই অস্বীকৃত বা শ্রাবণিক ও আনুমানিক জ্ঞানের অবিষয়ীভূত নহে, অথচ হৃদয়ে আবাহন-ব্যবস্থা সকলেরই আছে। অতএব স্বতঃসিদ্ধ বস্তুর আবাহন যে কেবল প্রতিবিম্বে পূজাকালেই করা হয়, তাহা নহে; আর কেবল হিন্দু-সমাজই যে তাহা করেন, এমতও নহে। শ্রাবণিক এবং আনুমানিক জ্ঞান থাকিলেও প্রত্যক্ষোপলব্ধি না করিতে পারিয়া যিনি যেখানে তাঁহার অভাব বোধ করেন, মা স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশবতী হইলেও, তিনি আপনার উপলব্ধিতে আনিবার নিমিত্ত সেইখানেই মাকে আবাহন করিয়া থাকেন। প্রতিমাতেও সেই ভাবেই আবাহন-বিষর্জ্জন করা হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত, আবির্ভাব তিরোভাব হইতেও মায়ের আগমন-নির্গমন পরিকল্পিত হয়। মায়ের আবির্ভাবই আগমন, আর তিরোভাব নির্গমন। সর্ব্বশক্তিময়ী, সর্ব্বগুণময়ী, সর্ব্বচৈতন্যময়ী মা সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজমানা হইলেও, সকল সময়েই তাঁহার সমস্ত শক্তি এবং সমস্ত গুণের সমান ভাবে ক্রিয়া দৃষ্ট হয় না। মায়ের স্রষ্টৃশক্তি বা রজোগুণের প্রাবল্য সময়ে স্থিতি শক্তি বা সত্ত্বগুণ এবং সংহর্ত্তৃ-শক্তি বা তমোগুণের প্রবলতা থাকে না, তাহাদের ক্রিয়াও থাকে না। আবার স্থিতি-শক্তির প্রবলতাকালেও রজঃ আর তমোগুণের প্রাবল্য থাকে না, এবং সংহর্ত্তৃ শক্তির প্রবলতা সময়ে রজঃ আর সত্ত্বগুণের তেমন আধিক্য থাকে না। যখন যে শক্তির প্রবলতা হয়, তখন তাহারই আধিপত্য হয়, পূর্ণমাত্রায় ক্রিয়াও জগতের উপরি তাহারই পরিদৃষ্ট হয়। এইরূপ প্রাবল্যাবস্থাই "সেই শক্তির আবির্ভাব, এবং অপ্রাবল্যাবস্থাই অপর শক্তির তিরোভাব শব্দের অর্থ। অনন্ত-শক্তিময়ী মায়ের অনন্ত-শক্তি রাশিরই এইরূপ পরপর ক্রমে আবির্ভাব-তিরোভাব হইয়া আসিতেছে। মায়ের শক্তির আবির্ভাব' আর মায়ের আবির্ভাব' এই কথাদ্বয়ের অর্থতঃ কোন ভেদ নাই। শক্তি আর গুণাবলী দ্বারাই মায়ের সত্তা অনুভূত হয়, কিন্তু তাহা বাদ দিয়া মায়ের সত্তা ধরিতে পারা যায় না, সুতরাং শক্তির আবির্ভাবতিরোভাবই মায়ের আবির্ভাব-তিরোভাব। মায়ের স্রষ্টৃশক্তির আবির্ভাবকালে ব্রহ্মাণী রূপের আবির্ভাব এবং বৈষ্ণবী-রুদ্রাণী-রূপের তিরোভাব বলা যাইতে পারে, আবার অপর দুইটীর আবির্ভাবকালেও অবশিষ্ট দুইটী রূপের তিরোভাব ব্যবহৃত হয়। এজন্য আর্য্যগণ প্রাতঃসন্ধ্যানুষ্ঠানাদি-কালে মায়ের ব্রহ্মাণী-রূপ চিন্তা করিয়া থাকেন, মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যায় বৈষ্ণবীরূপ এবং সায়ংসন্ধ্যায় রুদ্রাণীরূপ ধ্যান করিয়া থাকেন। প্রাতঃকালে মায়ের রজঃশক্তির আবির্ভাব হয়, মধ্যাহ্নে তমঃপ্রধান সত্ত্ব, সায়াহ্নে সত্ত্বপ্রধান তমঃশক্তির প্রাবল্য হইয়া থাকে। জগতের মধ্যে মায়ের যে শক্তির প্রাবল্য থাকে না, তাহার উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য, সুতরাং উপাসনাও দুঃসাধ্য। তাই মায়ের যখন যে রূপের ক্রিয়ার প্রবলতা অনুভূত হয়, তখন সেইরূপেরই চিন্তা করা যাইতে পারে। এই হেতুকে মূলীভূত করিয়া প্রত্যূষে এই জগতে ব্রহ্মাণীর আগমন এবং বৈষ্ণবী শূদ্রাণীর নির্গমন বলা যাইতে পারে, আবার মধ্যাহ্নসায়াহ্নেও যথাক্রমে এক একটীর আগমম এবং অপর দুইটীর নির্গমন ব্যবহৃত হয়, তদনুসারে ইহাঁদের আবাহন বিসর্জ্জনও আছে।

সেইরূপ এই শরৎ সময়ে ভাদ্রীয় কৃষ্ণনবমী হইতে এই পৃথিবীতে মায়ের সেই সর্ব্বশক্তি সর্ব্বগুণের মূল কারণ- স্বরূপ মাতৃশক্তির আবির্ভাব হয়। ইহার সুবিস্তীর্ণ বিবরণ পূর্ব্বেই * অবগত আছ, সুতরাং এখন আর বলিবার আবশ্যকতাও নাই।

উক্ত সমস্ত প্রকার আবির্ভাব-তিরোভাবই সাধারণ-হৃদয়ে কিছুই অনুভূত হয় না। যাহারা নিতান্ত দুর্ম্মেধা, নিতান্ত জড়, নিতান্ত তমসাচ্ছন্ন, এবং নিতান্ত রজোগুণোদ্ধত, তাহারা কোন কিছুই উপলব্ধি করিতে পায় না; রজস্তমোমলবিধৌত হইয়া যাঁহাদের হৃদয় বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে উদ্ভাসিত হয়, এবং তাঁহার উপলব্ধির নিমিত্ত অতীব পিপাসার্ত্ত হয়, কেবল তাঁহারাই সেই জগন্মায়ের স্বরূপোপলব্ধির উপযুক্ত পাত্র, অন্য কেহ নহে। উপলব্ধি না হইলে আনন্দও হয় না, তৃপ্তিও হয় না; পূজার্চ্চনাদিও একরূপ বিফলই বলা যাইতে পারে। সেই জন্য আমি প্রতি বৎসর এত ব্যাকুল হই। বিষয় সংঘর্ষণ এবং কুসংসর্গাদি দ্বারা হৃদয় কলুষিত হয়, মার্জ্জনা করিলেও আবার কিছুকাল পরেই আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ হয়, মায়ের পিপাসা-পরিশূন্য হয়, তাই কি উপায়ে মাকে দেখিব, কেমন করিয়া হৃদয় উপযুক্ত হইবে, এই সকল চিন্তা করিতে করিতে হতাশ্বাস হইয়া পড়ি, উত্তপ্ত হইয়া পড়ি, অবশেষে আত্মবিসর্জ্জনও করি। এইরূপ করিতে করিতেই হৃদয়ের রজস্তমোমল কাটিয়া যাইতে থাকে, আত্মা উপযুক্ত হয়, পরে মায়ের দর্শন লাভ হয়। কিন্তু বাবা! এবার এই হৃদয় গহ্বরে যেরূপ চতুরশীতি কুণ্ডের অনুভব করিতেছি, তাহাতে সে আশা একেবারেই অস্তমিত হইয়াছে, তাই এত ব্যাকুলভাবে সর্ব্বদা ভাবনা-চিন্তায় নিমগ্ন থাকি।

মায়ের উল্লিখিত আবির্ভাব যদিও পৃথিবীব্যাপকই বটে এবং দৃষ্টিপ্রসন্ন হইলে, যে কোন স্থানেই মায়ের উপলব্ধি হইতে পারে, তাহাও সত্য, কিন্তু তথাপি পূর্ব্বোল্লিখিত মতে প্রতিমাতেই মায়ের সর্ব্বাঙ্গীন উপলব্ধি হয়। প্রতিমা ব্যতীত আর কিছুতেই সর্ব্বপ্রাণে মায়ের সমস্ত গুণের প্রত্যক্ষ করা যায় না। অন্য আধারে কেবল মনের দ্বারাই অনুভূতি করা যায়, কিন্তু চক্ষু কর্ণাদি দ্বারা নহে। এজন্য মাতৃদর্শনের নিমিত্ত প্রতিমাতেই মায়ের আবাহন করা বিশেষ রূপে শাস্ত্রবিহিত, আর্য্যগণও তাহাই করিয়া থাকেন, সুতরাং আমিও তাহার অনুপাতী।

শিষ্য। ভগবন্! ভবদীয় কৃপাপ্রসাদে আমার হৃদয়ান্ধকার দূরীভূত হইয়াছে। শাস্ত্রের তাৎপর্য্যভেদে আমার যে দ্বৈধভাব ছিল, তাহা অপনোদিত হইয়াছে; এখন আর একটী কথা বুঝিতে পারিলেই কৃতার্থ হই। কথাটী এই,—ভগবানের উপদেশের শেষাংশ দ্বারা বুঝিতে পারিলাম যে, মায়ের আবির্ভাব

* ১২৯৯ সনের ভাদ্রীয় এবং ১৩০০ সনের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ের বেদব্যাসপত্রে এবিষয় বিস্তারমতে লিখিত হইয়াছে।" আমার সময়ও নাই। অতএব উল্লিখিত নিয়মে এই সময়েই মাতৃশক্তিময়ী মায়ের আবির্ভাব এবং আগমন কথা ব্যবহার করা হয়। আবার আশ্বিনীয় শুক্লদশমী সময়ে ইহার আপেক্ষিক কিছু অপ্রাবল্য হয়, এ নিমিত্ত তখন মায়ের তিরোভাব বা গমন করা ব্যবহৃত হয়।

এই সময়ে সকল স্থানেই হয়, কিন্তু তাহা উপলব্ধি করার সুষ্ঠুতর আলম্বন প্রতিমা। সেইজন্য প্রতিমাতেই তাঁহার আবাহন, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করা হয়। যদি ইহাই সত্য হয়, তবে কৃতাবাহনা এবং কৃতপ্রাণ-প্রতিষ্ঠা প্রতিমা আর সাধারণ কোন বস্তু—এই উভয়ই কি সমান? ইহাতে মায়ের আবির্ভাব সম্বন্ধে তৎকালে কোন বিশেষত্ব জন্মে না কি?

গুরু। অহোবত! অহোবত! তাহা ত নিশ্চয়ই জন্মে। পূজাকালে ভক্তের সোৎকণ্ঠ আবাহন এবং প্রাণপ্রতিষ্ঠার দ্বারা প্রতিমাতে মায়ের আবির্ভাব স্ফুটিত হইয়া পড়ে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে মায়ের সর্ব্বাঙ্গের জ্যোতি প্রকাশিত হয়—প্রতিমা তখন মা-ময় হইয়া যায়; কিন্তু অন্য বস্তুতে যে মায়ের আবির্ভাব থাকে তা অপ্রস্ফুটিত। যেমন অগ্নি তাড়িতের আবির্ভাব মাত্র থাকিলেও ঘর্ষণাদি উপায় দ্বারা সেই সুপ্ত স্থানেই তাহা স্ফুটিত হইয়া পড়ে এবং ক্রিয়াও প্রস্ফুটিত হয়, সেইরূপ মায়ের ব্যাপক আবির্ভাবও ভক্তের মন, প্রাণ, নয়ন এবং মন্ত্ররূপ বাক্যের সংঘর্ষণ দ্বারা প্রতিমাতেই মায়ের আবির্ভাব ফুটিয়া পড়ে, ক্রিয়াও পরিদীপ্ত হয়, কিন্তু অন্যত্র নহে। এ নিমিত্ত ভক্তের আরাধিত প্রতিমাকেই মায়ের মত গৌরব করিয়া প্রণামাদি করিতে হয়, কিন্তু অন্যত্র নহে। ইহাই সাধারণ স্থান এবং প্রতিমাদি-পূজাবলম্বনের প্রভেদ।

এই অদ্ভুত ঘটনা কেন হয়, কি প্রকারে হয়, তাহাও অন্যত্র অন্য প্রসঙ্গে (প্রতিমা পূজা রহস্যে) প্রকাশ করিয়াছি, তাহাই ধারণা করিয়া যোজনা করিয়া লও। এখন আমার আহ্নিকের সময় উপস্থিত, অতএব এইখানেই থাকিল।

শিষ্য। ভগবন্! আমি কৃতার্থ হইয়াছি, আমার আর কোন সন্দেহ নাই। সাধকের মনঃপ্রাণের সংঘর্ষণে কিরূপে মায়ের আবির্ভাবের পরিস্ফুটন হয়, তদ্বিষয় ভগবচ্চরণোপান্তে যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তৎসমস্তই স্মৃতিগোচর হইল। অতএব এখন আদেশ হইলে চরণ গ্রহণ করিয়া দেবের আহ্নিক নিরন্তরায় করি। এই বলিয়া মস্তক দ্বারা গুরুর চরণ দুখানি সংশ্লেষণ করিয়া সুব্রহ্মণ্য চতুষ্পাঠি-গৃহে প্রস্থান করিলেন। গুরু সদানন্দও আহ্নিকের নিমিত্ত যত্নবান হইলেন।

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

শিবশক্তি সমন্বয়।

যিনি প্রকৃতি, তিনিই শক্তি, তিনিই মায়া এবং তিনিই কাম-ধর্ম্ম বীজ স্বরূপিনী জগন্মাতা। তিনি পরমেশ্বরেরই শক্তি। তাঁহা দ্বারা প্রভু ভগবান এই বিশ্বের সৃষ্টি ও পালন করিয়া থাকেন। তিনি পরমেশ্বর হইতে সত্ত্বাতে ভিন্ন নহেন।

"দেবাত্ম শক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং" (শ্বেতাশ্বতর-উপঃ) দেবস্য দোতনাদি যুক্তস্য মায়িনো মহেশ্বরস্য পরমাত্মন আত্মভূতামস্বতন্ত্রাং ন সাংখ্যপরিকল্পিত প্রধানাদিব পৃথগ্‌ভূতাং স্বতন্ত্রাং শক্তিং কারণমপশ্যন" (শাঙ্কর ভাঃ)। মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরং (শঙ্করাচার্য্য ধৃত শ্বেতাশ্বতরঃ-উপঃ)। তাৎপর্য্য—প্রকৃতিকেই মায়া এবং মহেশ্বরকে সেই মায়ার স্বামী বলিয়া জানিবে। সেই মায়া, পরম দেব মহেশ্বরেরই আত্ম শক্তি,—তিনি তাহা হইতে অস্বতন্ত্র। সুতরাং সাঙ্খোক্ত অচেতন প্রধানের ন্যায় কোন পৃথগ্‌ভূতা জড় শক্তি নহেন। অথবা "দেবাত্ম শক্তিং দেবতাত্মনা ঈশ্বর রূপেনাবস্থিতাং শক্তি (শাঙ্করঃ ভাঃ)। এরূপও বুঝিতে পার যে, উক্ত শক্তিই দেবতা ও ঈশ্বর রূপে অবস্থিত। অথবা "দেবস্য পরমেশ্বরস্য আত্মভূতাং তু জগদুদয়স্থিতি-লয়-হেতু ভূতাং ব্রহ্মবিষ্ণু শিবাত্মিকাং শক্তিমিতি"। (ঐ)। কিম্বা ইহাই বুঝ যে, ঐ শক্তি পরম দেব পরমেশ্বরের আত্মভূতা জগদুৎপত্তি-স্থিতি-লয়ের হেতুভূতা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবস্বরূপিনী শক্তি।

সেই কাম-কর্ম্ম বীজময়ী মহামায়া স্বরূপিনী প্রকৃতি শক্তিকে যখন পরব্রহ্মের সহিত অন্বিতরূপে অভেদজ্ঞানে গ্রহণ করা যায়, তখন তাঁহার ভগবতী, ব্রহ্মময়ী, ব্রহ্মসনাতনী বা নারায়নী নাম হয়। পক্ষান্তরে, এমনও বলিতে পার যে, নির্গুণ পরব্রহ্মকে যখন তাঁহার শক্তি ও সেই শক্তিগত গুণের সহিত অন্বিত করা যায় তখন, জননী-বুদ্ধিতে সেই পর ব্রহ্মকেই ঈশ্বরী বলা যায়, অথবা, পিতৃভাবে ঈশ্বর বলা গিয়া থাকে। এই দৃষ্টিতে, ব্রহ্মময়ী প্রকৃতি, ত্রৈলোক্যের অর্চ্চনীয়া।

উক্ত ব্রহ্মময়ী জগজ্জননী শক্তি দেবী, সূর্য্যাদি লোক মণ্ডল সহিত অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান স্বরূপিনী এবং তৎসমস্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি সমগ্র জৈবিক দেহ ও স্থাবরাদি জড়পদার্থের উপাদান কারণ এবং আধিভৌতিক দেবতা। তিনি অধিযজ্ঞ রূপে সমস্ত কর্ম্মকাণ্ডের কর্ম্ম সমবায়ী মন্ত্র, অগ্নি, হোম ও আজ্য স্বরূপিনী এবং কর্ম্মাধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি আধ্যাত্মিক স্বভাব রূপে জীবের বুদ্ধি, স্মৃতি, কীর্ত্তি, মেধা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি, দয়া, শান্তি প্রভৃতি বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি স্বরূপিনী।

এই ভগবতী শক্তিদেবীকে যদি ব্রহ্ম হইতে ব্যতিরেক পূর্ব্বক, দ্বৈত ভাবে, স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে গ্রহণ করা যায় তবে তাহা জড় হইবে। ব্রহ্মের কামনারূপ ঈক্ষণ ব্যতীত তাদৃশ জড় প্রকৃতি যেমন জগৎসৃষ্টি করিতে পারে না; সেইরূপ ব্রহ্মাধিষ্ঠানরূপ চৈতন্যের সহিত সমুচ্চিত না হইলে, তাহা, সুর-নর-অসুর সমাজের পূজা মণ্ডপের রত্নবেদীতে উপাস্য পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কেন না জড় শক্তির পূজা নাই। জাজ্বল্যমান সচেতন কামনা-বিশিষ্ট সুর-নর-অসুর হৃদয়, জগতের আদিম, মধ্যম বা বর্ত্তমানাদি কোন অবস্থায়, চৈতন্যময় ঈশ্বরবিহীন জড়পদার্থের, জড় শক্তির বা অচেতন প্রভাবের উপাসনানিষ্ঠ হয় নাই। প্রত্যুত জগতের সর্ব্ব যুগেই প্রকৃতিরূপ স্বর্ণময়ী-প্রতিমা, ব্রহ্মচৈতন্য সহ সমুচ্চিত ভাবে পূজিত হইয়া আসিয়াছেন। প্রকৃতি রূপ দেহে, সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত পরব্রহ্ম, যেন দেহী স্বরূপে অবতীর্ণ হইয়া উপাসকগণের কার্য্য সিদ্ধি করিয়া আসিতেছেন।- যাঁহাদের চক্ষু আছে, মন আছে, বুদ্ধি আছে, হৃদয় আছে, তাঁহারা শ্রদ্ধা সহকারে এই মণিকাঞ্চনযোগ দৃষ্টি করিয়া কৃতার্থ হউন।

জড় শক্তির পূজা নাই। ফলতঃ যাহা শক্তি তাহা ব্রহ্মেরই। তাহা যে, স্বতন্ত্র ও জড় একথা কে বলিল? যদি বুদ্ধিবলে অথচ

মূল হারা হইয়া ব্রহ্ম হইতে ব্যতিরেক পূর্ব্বক তাহাকে জড় বল, তবে তাদৃশ ব্যতিরেক কৃত, ব্রহ্ম সংস্পর্শ শূন্য, প্রাণহীন চৈতন্য হীন, স্বতন্ত্রাস্তিত্ব শূন্য, অনুমিত পদার্থকে জড়ই বা কেন বলিব? শাস্ত্রানুসারে তাহাকে একেবারে বন্ধ্যার পুত্র,শশশৃঙ্গ, বা আকাশ কুসুমের ন্যায় মিথ্যা বলাই কর্ত্তব্য। কেননা ব্রহ্মাশ্রয় ও ব্রহ্ম-ব্যাপ্তি শূন্য হইয়া কোন পদার্থ তিষ্ঠিতে পারে না। সাধকের সম্বন্ধেও সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট যে ব্রহ্মদৃষ্টি, তদভাবে সমস্তই অসৎ।

পক্ষান্তরে, যদি শক্তিকে কেবলমাত্র মিথ্যা উপাধি, সুতরাং পরমার্থতঃ অসৎ জ্ঞান করিয়া পরব্রহ্মকে স্বতন্ত্রভাবে, স্বরূপতঃ, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বরূপে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করা যায়,তবে বিশুদ্ধ ভাবে ব্রহ্মদৃষ্টি হইতে পারে বটে; কিন্তু তাহার অধিকারী বিরল। তাদৃশ নিরুপাধিক ব্রহ্মদৃষ্টি দেহাভিমানী অবিমুক্ত জীবের পক্ষে সুলভ নহে। বিশেষতঃ এই প্রবন্ধে তাদৃশ উন্নত ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু বলা আমাদের প্রতিজ্ঞা নহে। প্রকৃতি শক্তি বিরচিত হিরণ্যবর্ণ বা বহুশোভমান বিচিত্র বর্ণ বিশিষ্ট আধিদৈব, আধিভৌতিক, অধিযজ্ঞ ও আধ্যাত্মিকাদি নানা মূর্ত্তির সহিত যে প্রথম মণি ও পরম মণি স্বরূপ ব্রহ্ম-চৈতন্যের মহাপূজা এই সসাগরা-সদ্বীপা-সকাননা-পুণ্যক্ষেত্র ভারতরাজ্যে আদিকাল হইতে আচরিত হইয়া আসিতেছে, এই উপস্থিত প্রবন্ধে আমরা সেই মণিকাঞ্চন যোগের কথা বলিব। ফলে বলিয়া রাখা উচিৎ যে, গৃহস্থব্যক্তি যদি প্রাগুক্ত প্রকার উন্নত ব্রহ্মজ্ঞানীও হন, তথাপি শক্তির সহিত সমুচ্চিত ব্রহ্মের নানা প্রকার আধ্যাত্মিক, আধিদৈব ও আধিভৌতিকাদি সূক্ষ্ম স্থূল রূপের যে সকল প্রকার উপাসনা ও তদবলম্বিত যজ্ঞবন্দনা ভারতীয় সামাজিক ধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা, নিষ্কাম ভাবে, ঈশ্বরার্থ ও লোকশিক্ষার্থ পালন করা তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে।

গৃহস্থাশ্রমে থাকিলে সকলেরই পক্ষে দেবদেবীর উপাসনা রূপ সামাজিক ধর্ম্ম রক্ষা করা শাস্ত্রবিহিত। জাতীয় ধর্ম্মোন্নতির পক্ষে তাদৃশ সর্ব্বাধিকারযোগ্য উপাসনা কাণ্ডই একমাত্র সোপান। অতএব দেবদেবীপূজা নিষ্ফল এমন আশঙ্কা করিবে না। প্রত্যুত, এই বিশ্বাসকে দৃঢ়তর রূপে হৃদয়ে স্থান দিবে যে, ব্রহ্ম, স্বীয় প্রকৃতিশক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রভাবের সহিত নর-লোকে অবতীর্ণ হওয়ায়, তাঁহারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও নাম হইয়াছে। সেই সমস্ত রূপ ও নামানুসারে তিনিই নানা দেবতা হইয়াছেন। নানা ফলকামী নানা প্রকৃতিসেবী সাধকগণ, স্ব স্ব রুচী অনুযায়ী প্রকৃতি রূপ অবয়বের মধ্যদিয়া, নানা দেবদেবী রূপে সেই এককেই বরণ করেন। সেই এক ব্রহ্ম, নানা দেবতা রূপে সেই নানা ফলার্থী সাধকগণের বাঞ্ছাপূর্ণ করিয়া থাকেন। সেই সকল সাধকগণ, শাস্ত্রানুসারে গুরুপরম্পরা ব্যবহারানুযায়ী, ভগবানের সেই সমস্ত দেবদেবীরূপের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক, এই ভারত খণ্ডে মহাঘটা করিয়া তাঁহার পূজা করিয়া আসিতেছেন। সে পূজা, জড়ের পূজা নহে। তাহা সয়তান বা ভূতের পূজা নহে। তাহা রাজনৈতিক অভিসন্ধি বিশেষ পূরণার্থ কোন লৌকিকোৎসব নহে। কিন্তু তাহা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ একমাত্র ভগবানেরই উপাসনা। বিশেষতঃ, সামান্য সাধকের সাধ্যাতীত ব্রহ্মজ্ঞানের বা ব্রহ্মোপাসনার ন্যায় তাহা কষ্ট সাধ্য নহে। তাহা অতি সুখ-সাধ্য। স্ত্রী, শূদ্র, পতিতদ্বিজ এবং অতি মূর্খ ব্যক্তিগণের পক্ষেও তাহা ত্রাণজনক। এইরূপ সুখসাধ্য সাধনাদ্বারাই ভক্তির ফল স্বরূপ পরমপ্রেম অথবা ব্রহ্মজ্ঞানানুকূল চিত্তশুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। এইরূপ পূজা অর্চ্চনা সমস্ত গুরু পরম্পরা পরীক্ষিত। তাহা শুভছায়া যুক্ত ও পুষ্প ফল সমাকীর্ণ প্রাচীন পন্থা। ইহাতে তিরস্কার ও আবিষ্কার করিবার কোন বিষয় নাই। ইহাতে অভিমান নাই, চিন্তা নাই, গঞ্জনা নাই, কষ্ট নাই।

শাস্ত্রেও যত পূজা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে সে সমস্তই শিব ও শক্তি সমন্বিত। সর্ব্বত্রেই শিব-সমন্বয় পূর্ব্বক শক্তির অথবা শক্তি সমন্বয় পূর্ব্বক শিবের পূজা উপদিষ্ট হইয়াছে। সন্দিগ্ধচেতা ও পাঠ শ্রবণ-বিরহিত পাঠকগণের বোধার্থ বলিতেছি যে এস্থলে "শিব" শব্দে সামান্যতঃ ব্রহ্ম, পরমেশ্বর, ভগবান, বিষ্ণু, নারায়ণ ইত্যাদি। ভগবানকে শক্তির সহিত সমন্বয় করিলে, ভেদ দৃষ্টিতে তাঁহার নানাবিধ যুগলভাব হয়। যথা—ব্রহ্ম ও মহামায়া শিব ও শক্তি, হিরণ্যগর্ভ ও প্রকৃতি, বিষ্ণু ও লক্ষ্মী, ব্রহ্মা ও সাবিত্রী বা সরস্বতী, যজ্ঞ ও দক্ষিণা, দেবতা ও ক্রিয়া ইত্যাদি। এই যুগলগণের মধ্যে, ব্রহ্ম, শিব, হিরণ্যগর্ভ, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, যজ্ঞ, দেবতা—এ সমস্ত নামই শিব বাচক। আর, মহামায়া, শক্তি, প্রকৃতি, লক্ষ্মী, সাবিত্রী বা সরস্বতী, দক্ষিণা, ক্রিয়া এ সমস্ত শব্দ শক্তি বোধক। এই সমস্ত যুগলগণের মধ্যে প্রত্যেক যুগলের সমুচ্চিত অর্চ্চনা বেদবিহিত। এইরূপ অর্চ্চনার বিধি যজুর্ব্বেদীয় ঈশোপনিষদে আছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক সেই উপনিষৎ ভক্তি পূর্ব্বক পাঠ করিলেই বেদের অভিপ্রায় জানিতে পারিবেন। সার কথা এই, যে,—

ব্রহ্মবুদ্ধি ব্যতীত মহামায়ার পূজা করিবে না। মহামায়ার সহ সমুচ্চিত না করিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবে না। কেননা মায়ার অতীত পরব্রহ্ম উপাসনাক্রিয়ার অবিষয়। শিবরহিত শক্তির পূজা করিবে না। কেননা সে শক্তি জড় মাত্র। শক্তি বিনা শিবের পূজা নিষিদ্ধ, কেননা সে শিব প্রেত মাত্র। হিরণ্য-গর্ভের অধিষ্ঠাতৃত্বজ্ঞান ব্যতীত প্রকৃতির পূজা করিবে না। কেননা সে প্রকৃতি অচতন। প্রকৃতি রূপ পরমৈশ্বর্য্য বিহীন করিয়া হিরণ্যগর্ভের আরাধনা করিবে না। কেননা সে হিরণ্য-গর্ভ যোগৈশ্বর্য্যরহিত। বিষ্ণুকে ত্যাগ করিয়া লক্ষ্মীর, লক্ষ্মীকে ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর, ব্রহ্মারূপী নারায়ণকে ত্যাগ করিয়া সাবিত্রী ও সরস্বতীর, সাবিত্রী ও সরস্বতীকে ত্যাগ করিয়া নারায়ণের, যজ্ঞরূপী নারায়ণকে ত্যাগ করিয়া দক্ষিণার, দক্ষিণা রূপিণী লক্ষ্মীকে ত্যাগ করিয়া যজ্ঞদেবতার উপাসনা করিবে না। দেবোদ্দেশ ব্যতীত ক্রিয়া করিবে না এবং কর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া শুষ্ক দেবতা জ্ঞানে রত হইবে না।

পরব্রহ্মের আয়ত্তাধীনা সমষ্টি প্রকৃতিকে যদি ব্রহ্মের সহিত সমন্বিত ভাবে গ্রহণ না করা যায়, তবে তাহা জীবগণের অশেষ মায়াবন্ধন রূপে পরিণত হয়; কিন্তু ব্রহ্ম সমন্বিত হইলেই তাহা ব্রহ্মজ্ঞানের অনুকূল মহাবিদ্যা রূপে পরিণত হইয়া থাকে। প্রত্যেক জীবব্যাপী আধ্যাত্মিকী ব্যষ্টিপ্রকৃতি, যাহা স্বভাব

নামে উক্ত হয়, তাহা যদি ব্রহ্মসমন্বিত না হয়, তবে তাহাই জীবগণের অবিদ্যাবন্ধন রূপে পরিণত হয়; কিন্তু ব্রহ্মসমন্বিত হইলে তাহা চিত্তশুদ্ধিরূপিনী বিদ্যারূপে জীবের কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে। বৈদিকী, তান্ত্রিকী, বা লৌকিকী ক্রিয়া যদি ব্রহ্মেতে অর্পিত না হয়—যদি ঈশ্বরোদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হয়, তবে তাহা কর্ম্মবন্ধন রূপে জীবকে বদ্ধ করে; কিন্তু ঈশ্বরার্পিত হইলে তাহা অন্তঃকরণের শুদ্ধি জনক হয়। যাঁহারা সেই ব্রহ্মময়ী বিদ্যা, মহাবিদ্যা বা ক্রিয়া শক্তিকে ব্রহ্মপরা রূপে উপাসনা করেন তাঁহারাই আস্তিক। তাঁহাদের জীবন সফল হয়। আর যাঁহারা জগৎব্যাপিনী, জীবব্যাপিনী এবং ক্রিয়াব্যাপিনী গুণবতী শক্তিদেবীকে জড়শক্তিরূপে আশ্রয় করেন তাঁহারা নাস্তিক। যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানী বা ব্রহ্মোপাসক তাঁহারা যেমন প্রকৃতি বা শক্তির অতীত রূপে অবস্থিত, সেইরূপ প্রকৃতি বা শক্তির মধ্যেও ব্রহ্ম দর্শন করেন।

প্রকৃতির আদিম ও বিশুদ্ধ সমষ্টি অবস্থা হইতে পরব্রহ্মের সনাতন ও অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম সূত্রে জগতে অপরিমিত শক্তি বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। সেই অপরিমিত জগদ্ব্যাপিনী শক্তির অসীম গুণাবলী, সেই সমস্ত অনির্ব্বচনীয় গুণ সত্ত, রজঃ, ও তমঃ এই ত্রিবিধ ভাগে উক্ত হয়। উক্ত মহাশক্তি সেই সমস্ত গুণের দ্বারা নিগূঢ় সেই গুণময়ী শক্তি দেবীর জগদ্রূপে বিক্ষিপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, পরব্রহ্ম, সত্তা ও আত্মা রূপে সেই বিক্ষিপ্তা ও পরিণামশীলা প্রকৃতি দেবীর সর্ব্বভাগে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং প্রকৃতি-শক্তির মূল অবস্থান যেমন ব্রহ্মসমন্বিত ও ব্রহ্ম হইতে অস্বতন্ত্র, সেইরূপ তাঁহার জগদ্রূপ বিক্ষেপ ও পরিণামও ব্রহ্মসমন্বিত ও তাঁহা হইতে অস্বতন্ত্র। এতাদৃশ ব্রহ্মসমন্বিতা ব্রহ্মময়ী শক্তি দেবী, সর্ব্বপ্রকার উপাধি, ঐশ্বর্য্য, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, ভোগ স্থান, ভোগায়তন, ভোগ্যবস্তু. মানসিক প্রবৃত্তি প্রভৃতির বীজ স্বরূপিনী তাঁহার সত্ত, রজঃ ও তমোগুণ সাংর্গে পরব্রহ্ম, বিষ্ণু. ব্রহ্মা ও রুদ্র রূপে পরিলক্ষিত হন। তাহাতে সেই সত্ত্বগুণ সমগ্র বিষ্ণু দেবতার উপাধি বা দেহবীজ রূপে গৃহীত হইয়া থাকে। রজগুণ সমগ্র ব্রহ্মার এবং তমোগুণ সমগ্র রুদ্রদেবতার উপাধি বা দেহ-বীজ রূপে গণ্য হইয়া থাকে। ব্রহ্মময়ী মাতৃশক্তি প্রকৃতিদেবী যেমন পরব্রহ্মের, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এই ত্রিমূর্ত্তির উপাধি স্বরূপিনী; সেই রূপ তিনি, ভোগ স্থানরূপ ভোগ্যবস্তু ও ঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অশেষ ব্রহ্মাণ্ডের এবং কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, ভোগায়তন, মানসিক প্রবৃত্তি অনির্ব্বচনীয় জীবরাজ্যের উপাধি ও উপাদান স্বরূপিনী। তিনি একদিকে, জীবগণের অনাদি কামকর্ম্মবশাৎ জৈবীক স্বভাব, জৈবীক চরিত্র, জৈবীক অদৃষ্ট, মানসিক প্রকৃতি, মনোবৃত্তি, বুদ্ধি বৃত্তি, অহঙ্কারাত্মিকা দেহাত্মবুদ্ধি, মমতাবুদ্ধি, কামক্রোধ লোভমোহাদি—অন্তঃকরণবৃত্তি ইত্যাদি আধ্যাত্মিকী প্রকৃতিরূপে পরিণতা হইয়াছেন, অন্যদিকে, ঐ সমস্ত জৈবিক কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বের উত্তর সাধকতা জন্য ভূলোকাবধি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত অনন্তকোটী ভোগরাজ্য এবং তির্য্যক, মনুষ্য গন্ধর্ব্ব দেব প্রভৃতি ভোগায়তন দেহে পরিণত হইয়াছেন। সেই ব্রহ্ম সমন্বিতা প্রকৃতি দেবী, সমষ্টি ব্যগ্র আদি নানাভাবে ও নানা ভাগে, মহামায়া, পরমাপ্রকৃতি, আদ্যাশক্তি, ঈশ্বরী, ব্রহ্ম সনাতনী, মহাদেবী, দুর্গা, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী, সাবিত্রী, সরস্বতী, শ্রীরাধা, গায়ত্রী, কালী প্রভৃতি মধুর নামে উক্ত এবং বিবিধ বরণীয় রূপে ধ্যাত ও অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। তাঁহার এইসকল নামে ও এই সকল অর্চ্চনায় ভারতে আবাল বৃদ্ধ বনিতা আনন্দাশ্রু-প্লুত হন এবং জীবন সার্থক জ্ঞান করেন। সংক্ষেপতঃ এইসমস্ত দেবদেবীগণের দয়াকে বিভাগ ক্রমে সম্ভোগ করিবার নিমিত্ত সুরাসুর-নর উন্মত্ত হইয়া আছেন।

শাস্ত্রে আছে উপাসকের কার্য্যার্থ ব্রহ্মের রূপ কল্পনা। ইহার এমন অর্থ নহে যে মনুষ্য, স্বীয় কল্পনা শক্তি দ্বারা বা বুদ্ধি পূর্ব্বক চিন্ময় অদ্বিতীয়, নিষ্ফল, অশরীরী ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, এ সমস্ত রূপ, ব্রহ্মেরই কল্পনা। এক দিকে সত্তা ও আত্মা রূপে যেমন তাঁহার সৃষ্টিতে অংশতঃ অনুপ্রবেশ, অন্যদিকে ভক্ত ও উপাসক দিগের কার্য্যার্থও সেই-রূপ তাঁহার প্রকৃতিতে অনুপ্রবেশ। ব্রহ্ম, স্বীয় প্রকৃতি শক্তিকে বশীভূত করিয়া তদীয় বিবিধ উপাধি যোগে আপনাকে নানা-রূপে, নানা নামে, নানাগুণে, নানা শক্তিতে, নানা ঐশ্বর্য্যে কল্পনা করেন। ব্রহ্মকৃত এই সকল প্রকৃতি শক্তি ঘটিত কল্পনা, মায়া কল্পনা মাত্র। কেননা প্রকৃতি যাহা তাহার দেহ কল্পনার উপাদান তাহা মায়া মাত্র। মোক্ষ ও প্রলয় উভয় অবস্থাতেই প্রকৃতির তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অসত্যতা প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সৃষ্টিরাজ্যে এই ব্রহ্মকৃত মায়া কল্পনা ব্রহ্মেরই সার্ব্বভৌমিক প্রাকৃতিক নিয়মের অনুগত। সমস্ত দেবদেবীর আবির্ভাব এবং অবতারগণের জন্ম কর্ম্ম এই নিয়মের অনুবর্ত্তী। যদিও মনুষ্য স্বীয় বুদ্ধির তারতম্যানুসারে ঈশ্বরকে অনেক প্রকারে কল্পনা করিতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া শাস্ত্রোক্ত দেবদেবীগণের সূয়ম্প্রকাশ মূর্ত্তিসকল যে নরকল্পনা এমন অভি-প্রায় নহে। সূর্য্যের, মানবাদিজীবগণের চক্ষুতে তদাকারা-কারিত রূপে প্রতিফলিত হওয়া নরকৃত কল্পনা নহে, কিন্তু তাহা চক্ষু রূপ বিশুদ্ধ উপাধিতে স্বয়ং সূর্য্যেরই অংশতঃ আবির্ভাব। সুতরাং চক্ষুর জ্যোতিকে সূর্য্যকৃত কল্পিত জ্যোতি কহিতে হইবে। অন্ধমর্ত্ত্যভুবনবাসী জীব, সে জ্যোতিকে কিরূপে কল্পনা করিবে? আকাশ যে ঘটাকাশ, মঠাকাশ রূপে কল্পিত হয়, তাহা কি মনুষ্যকৃত কল্পনা? না আকাশ উপযুক্ত আধার পাইলেই আপনা আপনি সেই আধারের আকার অনুসারে পরিচ্ছিন্ন রূপে কল্পিত হয়? ভাবিয়া দেখ উহা মানুষের কল্পনা নহে কিন্তু স্বাভাবিকী শক্তিগুণে আকাশেরই স্বীয় কল্পনা। জ্যোতি, আকাশ, অগ্নি, বায়ু যদি এইরূপে রূপে রূপে কল্পিত না হইত তবে মানবের কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইত না। এই স্বাভা-বিক নিয়মের মূলে পরমকারুণিক জগদীশ্বরের যে করুণা পূর্ণ কৌশল আছে তাহা স্মরণ করিয়া দেখ। স্মরণ করিলেই বুঝিতে পারিবে যে সে সকল কল্পনা জগদীশ্বর প্রেরিত। মানবের সাংসা-রিক উপকারের প্রতি যাঁহার এই সকল কল্পনা, মানবের প্রাণের নিমিত্তে তিনিই স্বয়ং মানবের নানাবিধ প্রবৃত্তি, রুচি মনোবৃত্তি, বাসনা ও প্রয়োজনকে অধিকার করিয়া নানা রূপে কল্পিত হইয়া থাকেন। এই সমস্ত কল্পনা তাঁহারই আত্মকৃত এবং অনুগৃহীত। এই রূপে অনেক দৃষ্টান্ত আছে; তাহা দর্শন বাহুল্য।

বটে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অনেক স্থলে এ সার্ব্বভৌম নিয়মের যে ব্যভিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাও ঠিক। গ্রন্থ রচনা করিতে হইলে গ্রন্থ রচয়িতাকে যেরূপে প্রস্তুত হইতে হয়, যে উদ্দেশ্য সাধনার্থ প্রকৃত গ্রন্থকার গ্রন্থরচনা করিয়া থাকেন, বর্ত্তমান সময়ে, আমাদের দেশে, অধিকাংশ গ্রন্থকর্ত্তাই যে সেরূপে প্রস্তুত হয়েন না, তাহা নিঃসন্দেহ, এবং ঋষি বা আচার্য্যেরা যে উদ্দেশ্য সংসাধনার্থ গ্রন্থ রচনা করিতেন, ইদানীন্তন গ্রন্থকারদিগের মধ্যে অনেকেই যে তদুদ্দেশ্য সাধনার্থ গ্রন্থ রচনা করেন না, তাহাও সত্য। গ্রন্থ হইতে, বর্ত্তমান গ্রন্থকারদিগের জ্ঞান এই জন্য সর্ব্বত্র অধিকতর হয় না। এমন গ্রন্থ দেখিতে পাওওা যায়, যাহা পাঠ করিয়া তাহার রচয়িতাকে অমানুষিকগুণ সম্পন্ন পুরুষ বোধে পূজা করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, যে মস্তিষ্ক ঈদৃশ গ্রন্থ রত্ন প্রসব করিয়াছে নিশ্চয়ই তাহা সাধারণ মস্তিষ্ক নহে, এবম্প্রকার ধারণা হইয়া থাকে। কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তার সহিত পরিচয় হইবার পর মনের সেরূপ ভাব থাকে না, গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের মধ্যে অসমতা রহিয়াছে, লক্ষ্য হওয়াতে ক্ষুব্ধ হইতে হয়।

প্রকৃতি মূলগ্রন্থ, ঈশ্বর মূল গ্রন্থকর্ত্তা, যাঁহারা যথাবিধি প্রকৃতি গ্রন্থ (বেদ) অধ্যয়ন করিয়াছেন, চতুর্ব্বিধ উপায় দ্বারা (আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ ভূমিকা ৶০) যাহাদিগের প্রাকৃতিক বিদ্যা উপযুক্তা হইরাছে, তপঃ সাধন ও ব্রহ্মচর্য্য পালন দ্বারা যাঁহাদের চিত্ত মুকুর সর্ব্বথা বিমল হইয়াছে, যাঁহারা প্রকৃতি গ্রন্থকর্ত্তার চরণ সন্দর্শন করিয়া কৃতকৃত্য হইরাছেন, পূর্ব্বে তাঁহারাই পরোপকারার্থ দয়া করিয়া গ্রন্থ রচনা করিতেন, এই জন্য তখন গ্রন্থকর্ত্তা স্বরচিত গ্রন্থ হইতে অধিকতর বিজ্ঞান হইতেন, এই জন্য তখন গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের মধ্যে অগ্নিজলের ন্যায় বিষমভাব লক্ষিত হইত না। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, যাহারা পরাপবাদশীল—যাহারা গুণেতে দোষারোপ করে, যাহারা অনৃজু—অসরল, যাহাদের মানসিক, বাচিক ও দৈহিক প্রবৃত্তির সমতা নাই ভাব ভাষা ও কার্য্য যাহাদের একরূপ নহে, যাহারা সংযতেন্দ্রিয় বা যমনিয়ম সাধন তৎপর নহে, ব্রহ্মবিদ্যা তাহাদের সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে প্রতিভাত হয়েন না। অতএব প্রকৃতি গ্রন্থাধ্যায়ন করিবার কাহারা উপযুক্ত এবং কাহারাই বা প্রকৃত গ্রন্থ কর্ত্তা হইবার যোগ্য, এতদ্দ্বারা তাহা বুঝিতে পারা গেল। প্রকৃতি গ্রন্থ এখন যথারীতি অধীত হয়েন না, গ্রন্থ রচনা করিবার প্রয়োজন ও এখন স্বতন্ত্র। গ্রন্থ ও গ্রন্থকার এই উভয়ের মধ্যে এই জন্য এখন অনেক স্থলে বিস্তর প্রভেদ লক্ষিত হয়, নতুবা গ্রন্থ হইতে তৎকর্ত্তার জ্ঞান অধিকতর হওয়াই স্বাভাবিক। যাহা হউক প্রকৃত অপ্রকৃত সকল গ্রন্থ কর্ত্তারই পরিচয় লওয়া উচিত। গ্রন্থ যখন গ্রন্থকারের ছায়া গ্রন্থকারের প্রতিকৃতি গ্রন্থকারের জড়মূর্ত্তি, এবং গ্রন্থকার যখন জীবন্ত গ্রন্থ, তখন গ্রন্থ হইতে গ্রন্থকারের মূল্য অধিকতর।

সত্য কথা বলিবে ; সত্যবানেরই জয় হইয়া থাকে, মিথ্যার জয় কদাচ হয় না শত সহস্রবার এইরূপ উপদেশ শ্রবণ করিলে, যে ফল লাভ না হয়, সত্যাভ্যাসশীল মহাত্মার মূর্ত্তি একবার সন্দর্শন করিলে তদপেক্ষা লক্ষগুণ অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। বহু বৈরাগ্যোদ্দীপক গ্রন্থ পাঠ করিয়াও যে বিষয়াসক্ত হৃদয়ে বিন্দুমাত্র বৈরাগ্যের উদয় হয় নাই, বৈরাগ্যের জীবন্ত মূর্ত্তি দর্শন মাত্রেই অন্ততঃ কিছুকালের জন্য সে হৃদয় ও বৈরাগ্যের বিমল জ্যোতিতে প্রদ্যোতিত হইয়া উঠে। যিনি সবল, ভাব, ভাষা ও কার্য্য যাঁহার সমান, তাঁহার গ্রন্থাক্ষর উপদেশ দ্বারা উপদেশ্য যে মহদুপকার সাধিত হয়, অসরল বাগ্মিশ্রেষ্ঠের তেজস্বিনী বক্তৃতা দ্বারা তাহার শতাংশের একাংশ উপকারও হয় না।

আর্য্য শাস্ত্র প্রদীপ যাঁহার লেখনী প্রসূত বহুদিন হইতে তাঁহাকে আমরা বিশেষরূপে জানি, তিনি যে শাস্ত্রভক্ত, তিনি যে স্বধর্ম্মপালন করিতে যথাসাধ্য যত্নশীল, ভূমিকাতে তিনি যেরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহার একবর্ণও যে অতিরঞ্জিত নহে, বৎসরের মধ্যে অনেক দিনই যে তাঁহাকে সপরিবারে অনাহারে দিন যাপন করিতে হয়, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। লেখক সরলভাবে স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন ইহা আমার গ্রন্থ নহে—"ভিক্ষা-পত্র', তাই বলি, এরূপ গ্রন্থকারের পরিচয় লওয়া সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। অযাচিত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিবার কারণ কি বুঝাইবার জন্য লেখক বলিয়াছেন—"সরিৎ যখন সরিৎপতির সহিত সঙ্গম হইবার জন্য ধাবমান হয়, বিরুদ্ধ শক্তি দ্বারা বাধিত না হইলে স্বেচ্ছাক্রমে সে যেমন গতি স্থগিত করে না, বহুদিন দুঃখময় বিদেশে বিদেশে ভ্রমণ করিয়া দয়িতদর্শন পিপাসার্থ পথিক যেমন পান্থনিবাসে বৃথা কালহরণ করে না, সম্মুখে ভীষণকান্তার, দিনমণি অস্তমিত প্রায়, নিকটে পান্থশালা নাই, এইরূপ অবস্থায় পতিত পান্থ যেরূপ কোনদিকে না তাকাইয়া, কাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, যথাশক্তি ক্ষিপ্রগতিতে গন্তব্য দেশাভিমুখেই অগ্রসর হয়, সেইরূপ প্রাণের প্রাণকে দেখিবার নিমিত্ত যাঁহাদের হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছে, এই জন্মজরাদি কষ্ট সংকুল ভবার্ণব পার হইয়া, ত্রিতাপহারিনী বিশ্বজননীর চরণ সন্দর্শন করিবেন, এই আশায় প্রদেশাভিমুখে ক্ষিপ্রগতিতে যাঁহারা ধাবমান, অনিশ্চিত জীবিত কাল রবি অস্তমিত প্রায় জানিয়া, চতুর্দ্দিকে দুরতিক্রমনীয় সংসার কান্তার নিরীক্ষণ করিয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে, যথাপ্রাণ দ্রুতগতিতে লক্ষ্য স্থানে উপনীত হইবার নিমিত্ত যাঁহারা চলিষ্ণু, অর্থোপার্জ্জনের জন্য পথিমধ্যে কালহরণ করিতে তাঁহারা স্বভাবের নিয়মে অপারক হইয়া থাকেন। শরীরাদির রক্ষা করিতে হইলে কোনরূপ বৃত্তি অবলম্বন করা চাই। ভিক্ষাই এইরূপ লোকদিগের শাস্ত্রানুমোদিত বৃত্তি।

লেখকের এই সরল হৃদয়োচ্ছাস এই যুক্তি পূর্ণ বাক্য, চিন্তা শীল সহৃদয়ের মর্ম্মস্পর্শী হইবে সন্দেহ নাই।

ক্রমশঃ

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।

১ম বর্ষ। **বেদব্যাস** ৬ষ্ঠ, ৭ম সংখ্যা।

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ।
মনুঃ।—

১৮১৬ শক। আশ্বিন ও কার্ত্তিক।

শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত।

বিষয়।	লেখকগণ।	পৃষ্ঠা।
শক্তিস্তোত্রম্ ...	... ...	৭৩
অধঃপতন	শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন শাস্ত্রী ...	৭৪
নীতিতত্ত্ব	শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে ...	৭৬
আর্য্যশাস্ত্র-প্রদীপ (সমালোচনা) ...	... ...	৭৯
হিন্দু-রমণী	শ্রীযুক্ত পাঁ—	৮৮
গীতা-পদ্যানুবাদ ...	শ্রীযুক্ত শরদিন্দু মিত্র ...	৯১

কলিকাতা।
২৩নং যুগলকিশোর দাসের লেন,
"কালিকা যন্ত্রে"
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩০১।

বেদব্যাস পত্রিকার ডাক মাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য বিশিষ্ট-সংস্করণ ৪৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ২৲ টাকা।
৭০ নং সুকীয়া ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

তত্ত্বাবধায়ক—শ্রীহরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

বেদব্যাস

৯ম বর্ষ।

৯ম ভাগ। | কলিকাতা, ১৩০১ সন, আশ্বিন, কার্ত্তিক। | ৬ষ্ঠ, ৭ম সংখ্যা।

শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং মুনিমনুজপশূনাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং ত্বমসি শরণমেকা দেবি! দুর্গে! প্রসীদ॥

শক্তিস্তোত্রম্।

(ত্রিপুরা জেলাস্থ 'মেহার' নামক স্থানে শবাসন-সাধনে দেবী-দর্শন-লাভে সদ্যঃ সিদ্ধিপ্রাপ্ত বঙ্গ-বিখ্যাত সিদ্ধ পুরুষ শ্রীসর্ব্বানন্দ নাথের মুখ-কমল নিঃসৃত)

ঘনাকারাকারা রিপু-রুধির-ধারাঞ্চিতমুখী
গলদ্বেণীভারা গললিতহারা হর-বধূঃ।
উদারা দুর্দ্ধারা সুরগণবিহারা সুরসমা
ময়া মেহারে সা ভুবন-জননী দর্শনমিতা॥ ১॥
বিধাত্রাদেয়ম্বা সুরতরুনিতম্বাম্বুজমুখী
সুরম্ভা স্তম্ভোরুঃ স্তন তুলিত কৃষ্ণাঞ্জন নিভা।
জগত্তারা সারা রবিতনয়-কারা-ভয়হরা
ময়া মেহারে সা ভুবন জননী দর্শনমিতা॥ ২॥
অসুর-রক্ত-গলিত বক্ত্র-চলদলক্ত রাগিণী
ধরণি-লিপ্ত-কুটিল-মুক্ত-চিকুর নক্ত কারিণী।
কলিত খণ্ড বিকৃত চণ্ড দনুজ মুণ্ড মালিনী
বিগত-বস্ত্র-নিশিত শস্ত্র কৃণপ মস্ত ধারিণী॥ ৩॥
সুরত কর্ম্ম বিদিত মর্ম্ম গিরিশ শর্ম্ম দায়িনী।
অখিল সব্য মনন লভ্য-ভুবন ভব্য কারিণী।
অমৃত বৃষ্টি-ভুবিক রিষ্টি-পরম সৃষ্টি দায়িনী।
প্রণত নিষ্ণু-গিরিশ-জিষ্ণু-ভব করিষ্ণু-তারিণী॥ ৪॥
নত-শুভঙ্করী শব-শিরোধরা।
রিপু-ভয়ঙ্করী রণ-দিগম্বরা।
জলধর-দ্যুতিঃ-সমর-নাদিনী।
মদ-বিমোহিতা দ্বিরদ-গামিনী॥॥ ৫॥
নিশিত শায়কা সুর বিদারিণী
হিমগিরীশজাচল নিবাসিনী।
ভবসরিত্তরী গিরিশ কামিনী
চরণ-নূপুর-ধ্বনি-বিনোদিনী॥ ৬॥
জগদুপদ্রব ব্রজ বিভাবরী—
শত দিবাকরা পরম সুন্দরী।
অনিভৃত জলৎ কুটিল-কুন্তলা
শব-করাবলী-ধৃত-কটিস্থলা॥ ৭॥
দেব দনুজাদি রণ ভীম রসনোজ্জ্বলা।
ভীমতর দৈত্যকর বদ্ধ কটি মেখলা।
কণ্ঠ গলদস্র নর মুণ্ডচয়-মালিনী
সৈব মম চেতসি বিভাতি কুলকামিনী॥ ৮॥
সব্যকর সায়ক সুরারি কুল ঘাতিনী
কল্পঘন-রাব-রব-ঘোরতর নাদিনী।
দেব-পশুনাথ-শব-বক্ষসি বিরাজিতে!
দেহি তব পাদ যুগং ভক্তিমতি হীনকে॥ ৯॥
শতকোটি দিবাকর-কান্তি যুতং,
বিধি-বিষ্ণু-শিরোমণি রত্ন ধৃতম্।
চলদুজ্জ্বল নূপুর গান যুতং
জগদীশ্বরি! তারিণি! তে চরণম্॥ ১০॥
বিষয়ানল তাপিত তাপহরং,
বিধি-শৌরি-মহেশ বিধান করং।
শিব শক্তি ময়ং ভয়নাশ করং
জগদীশ্বরি! তারিণি! তে চরণং॥ ১১॥
কুসুমাকর শীকরং ধূসরিতং,
মদ মত্ত মধুব্রত গুঞ্জরিতং।
জগদুদ্ভব-পালন-নাশকরং
জগদীশ্বরি! তারিণি! তে চরণং॥ ১২॥

অধঃপতন।

জন্ম হইলে মৃত্যু হয়, উন্নতি হইলে পতন হয়, দারুণ গ্রীষ্মের সুতপ্ত-প্রকৃতি, অচিরে ধারসম্পাতে শীতলতা লাভ করে। প্রকৃতির এই নিয়ম চক্রবৎ পরিভ্রমণ করিতেছে। পতিতের উন্নয়ন হয়, মৃতের জন্ম হয়, অস্তমিত উদিত হয়, রুগ্ন নিরাময় হয়, দরিদ্র ধনী হয়, এরূপ প্রক্রিয়া নিরন্তর চলিতেছে। ইহা দর্শনে অনেক দুঃস্থ, কালে দুর্গতির সীমা অতিক্রমণ করিতে পারিবে বলিয়া আশার সুখময় শয্যায় শয়ান থাকে; কিন্তু ভারতের অধঃপতন নিত্য ও অনপেত। ভারত পৃথিবীর মধ্যে পূর্ণ দেশ হইয়াও অশেষ উপচারে অধঃপতিত। ভারত অধঃপতিত বলিলেই আদৌ বুঝিতে হইবে, ভারতের ব্রাহ্মণ অধঃপতিত। ভারতের জ্যেষ্ঠাঙ্গ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখোদ্ভূত। ব্রাহ্মণ ব্যতীত ভারতের অধোগতি অপসারণ অসম্ভব। সেই ব্রাহ্মণ ধ্বংসের জন্যই যেন জগৎ বদ্ধপরিকর। সেই জন্যই ব্রাহ্মণের শত্রু ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণের শত্রু ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র ব্রাহ্মণের শত্রু; মুসলমান, খৃষ্টান। স্বপর পরিবেষ্টিত প্রাকার মধ্যে মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ্য সাধন করিতেছেন। ব্রাহ্মণের এরূপ দুর্গতি কেন? কেন ব্রাহ্মণ এরূপ অধঃ পতিত হইয়া বিকৃত হইতেছে? যে ব্রাহ্মণ অস্ত্রস্পর্শ না করিয়া শসাগরা সপ্তদ্বীপা মেদিনীর উপর নিরন্তর প্রভুত্ব করিত, সেই ব্রাহ্মণ আজ অশেষ প্রভুর কিঙ্করতা লাভ করিতে পারিলে কৃতার্থম্মন্য হয়! এতাদৃশ দুষ্পরিনাম-উৎকট-দোষ-সন্নিপাতজ দুশ্চিকিৎস্য পাপকর্ম্মজ ব্যাধির নিদান কি? নিদান স্থির করিয়া উন্মূলন করিতে পারিলে স্বস্থতা লাভ হইতে পারে; কিন্তু সুদূরদর্শী বিজ্ঞ চিকিৎসক না হইলে নিদান নিরূপিত হয় না; প্রকৃত ঔষধও প্রযুক্ত হয় না। অধিকারোক্ত ঔষধ দিলেই যে রোগ সারিবে, ইহা বলা যাইতে পারেনা; বহুত্ব তাহার ব্যভিচার পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

তাহা হইলে উহার কারণ কি? কারণ অনুসন্ধান করিবার পূর্ব্বে বিভিন্ন চিকিৎসার বিভিন্ন বিজাতীয় পথ্য গলাধঃ করিবার অগ্রে একবার ভাবিয়া দেখা উচিত ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব হওয়ার কারণ কি? ইহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রাহ্মণগণ গুলি গোলা বা তরবারি চালনা দ্বারা জগৎ পদানত করিয়াছিলেন না, রাজদণ্ড হস্তে গ্রহণ করিয়া কূট রাজনীতিজালে জগতের হস্তপদ বন্ধন পূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট ও নির্জ্জীব করিয়া করতলগত করিয়াছিলেন না। জগৎ স্বয়ং আসিয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের চরণ-রেণু চুম্বন করিতে অগ্রহাতিশয় প্রদর্শন করিত! যদিও অধুনা খৃষ্টানগণ অশেষ উপায়ে সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, ব্রাহ্মণগণ বড়ই স্বার্থপর; নির্ব্বোধ লোকদিগকে চাতুর্য্য-কৌশলে মুগ্ধ করিয়া বাধ্য করিয়াছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি। উহা অসুয়-বাক্য। অসুয়-বাক্য বিশ্বাস, বুদ্ধিমান কদাপি করেনা! ভোজন যাহাদের ফলমূল, শয়ন অজিন, গৃহ পর্ণকুটীর, শীতাতপ তপঃ প্রভাবে দূরাপেতঃ, তাঁহারা স্বার্থপর, আর যাঁহারা সুধা-ধবলিত গৃহে বাস করেন, শকটারোহণে পরিভ্রমণ করেন, উদরপুর-ভোজনে তুষ্টিলাভ, মূল্যবান বসনে সর্ব্বাঙ্গ পরিবেষ্টিত, প্রলোভনে—স্বার্থ সাধনে নিত্যব্রতী, তাঁহারা পরার্থপর উদার! আমরা এই সমস্ত আচার সমালোচনা না করিয়া বর্ণিত বিষয়ের অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

ব্রাহ্মণের অক্ষুণ্ণ প্রভুত্ব ছিল, ইহা সর্ব্ব সম্মত। ইতিহাস-পুরাণ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই প্রভুত্ব অস্ত্র শস্ত্র মূলক নহে; তাহাও বলা হইয়াছে, তবে প্রভুত্ব হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করিলে আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণগণ যাবতীয় শাস্ত্রের প্রবর্ত্তকও প্রচারক বা নির্ম্মাতা এবং যাবতীয় বিদ্যার বিকাশক। তাঁহারাই বিদ্যা-বিভব ও সভ্যতার গুরুস্থানীয়। ইহাই কেবল প্রভুত্বের কারণ নহে; উহারও অন্তরালে সূক্ষ্ম নিদান রহিয়াছে; তাহার নিষ্কাশন করা যাইতেছে।—

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন;

"উত্তমাঙ্গোদ্ভবাৎ জ্যৈষ্ঠ্যাদ্ব্রহ্মণশ্চৈবধারণাৎ।
সর্ব্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্ম্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ॥"

১ম অ ৯৩ শ্লোক।

উত্তমাঙ্গ হইতে উৎপত্তি, জ্যৈষ্ঠ বলিয়া এবং ব্রহ্ম-ধারণা করিতে পারেন বলিয়া, এই সকল সৃষ্টির ধর্ম্মতঃ ব্রাহ্মণ প্রভু। ব্রহ্মধারণ প্রভুত্বের অন্যতর কারণ এবং তাহাই প্রধানতম কারণ। আর পূর্ব্বোক্ত কারণও রহিয়াছে।

"উত্তমাঙ্গোদ্ভবাৎ" শ্রুতি স্মৃতি বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন। নাভির উপার্দ্ধ পবিত্র, মুখ ততোঽধিক পবিত্র।

"উর্দ্ধংনাভে মেধ্যতরঃ পুরুষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মান্মেধ্যতমং তস্য মুখমুক্তং স্বয়ম্ভুবাঃ॥

মনু ১ম ৯২ শ্লোক।

ব্রহ্মার মুখ কমল হইতে ব্রাহ্মণের সম্ভব বিষয়ে পাশ্চাত্য বাত প্রকোপিত চিত্ত আস্থা স্থাপন না করিলেও, উহার তাৎপর্য্য এই বুঝিতে পারেন যে, বিশুদ্ধতম শ্রেষ্ঠবীজে ব্রাহ্মণের জন্ম। বিশুদ্ধ প্রভাব প্রাধান্যের কারণ, ইহা অদ্যাপি পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমাদৃত। যাহাদের জাতিভেদ নাই, তাহাদের মধ্যেও আছে। অনুসন্ধান করিলেই দেখা যায়। তবে যাহারা ভ্রান্ত, তাহারা মুখে আপাততঃ অস্বীকার করিলেও পরিণামে উহার পক্ষপাতী হন।

ব্রাহ্মণ বয়োজ্যেষ্ঠ। মনুষ্য মাত্রের প্রথমে জন্ম, অতএব বয়োজ্যেষ্ঠ মুসা ঈশা প্রভৃতি ও কথিত আদম ও ইবেরও বহু পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাবির্ভাব। কারণ তন্মতে পৃথিবীর বয়স চারি সহস্র বৎসর মাত্র! আমাদের ৪৯৯৫ যুধিষ্ঠিরাব্দ অতীত হইতে চলিল। উহাতে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। ভারতের সর্ব্বত্র পঞ্জিকায়, চিরকাল লিপিবদ্ধ হইতেছে। অন্ধের কথা স্বতন্ত্র।

যাহারা আর্য্য হইবার জন্য অশেষ প্রমাণ সংগ্রহে ব্যতিব্যস্ত, সেই বস্তুতঃ অনার্য্যগণও বলিয়া থাকেন, "ব্রাহ্মণগণ ভারতে অগ্রে আসিয়াছিলেন, পরে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য।" জন্মতেও ব্রাহ্মণ জ্যেষ্ঠ।

ব্রহ্মধারণা জন্য ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব। ব্রহ্ম-বেদ, ব্রহ্ম—ব্রহ্মা, ব্রহ্ম পরব্রহ্ম। ব্রাহ্মণে ব্রহ্মধারণা করিতেন, অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম বেদ ও পরব্রহ্ম ধারণা করিতে পরিতেন বলিয়া সকলের উপর

ধর্ম্মতঃ প্রভু। ভগবান মনু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, ব্রাহ্মণ জাতিতে বিশুদ্ধতম, স্থিতিতে আদিম; অগ্রজন্মা শক্তিতে ব্রহ্মধারণক্ষম। প্রথম দুইটী সহজে বুঝাযায়; শেষের কারণটী অতি সরল না হইলে জটিলও নহে। প্রথম দুইটির আলোচনার বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন। তৃতীয়টি আলোচিত হইতেছে।

মুনি ঋষিগণ পুরাকালে ব্রহ্মধারণা করিতে পারিতেন, ইতিহাস পুরাণ তাহার সাক্ষী। যাবতীয় সাধনা-শাস্ত্র ধারণার পক্ষে উপস্থাপিত করিবার জন্য কত উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গৃহে গৃহে বিরাজিত, তাহাও অসংখ্য। সুতরাং তদানীন্তন ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্ম ধারণা করিতে পারিতেন, ইহাতে সন্দেহ করা আর স্বীয় অস্তিত্বে সন্দেহ করা প্রায় তুল্য। রজোগুণ প্রাধান্যে ইউরোপ বিষয়-সুখ-লালসায় নিরতিশয় অনুরক্ত, কাজেই ব্রহ্ম ধারণা যে কি, তাহা তাহাদের বুদ্ধির অগম্য। ইউরোপ শীঘ্র যে তাহার ত্রিসীমাও স্পর্শ করিতে পারে, ইহার সম্ভাবনা অতি অল্প। বিশেষতঃ ইউরোপ জড়বিজ্ঞান তত্ত্বে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে। সত্ত্বগুণ সুদূরে। শক্তির একীকরণ, বিশ্লেষণ প্রভৃতি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের লক্ষ্য ও কার্য্য। ইহ কালই কাল, পরকাল কেবল নামে। পাশ্চাত্যগণ জড়বাদী। মন, জড় পদার্থ অতিক্রম করিয়া আর উর্দ্ধে উঠিতে পারে নাই। বস্তু গুলি পরমাণু সমষ্টি। মাধ্যাকর্ষণে পরমাণু সংযুক্ত হইয়া দৃঢ় হইতেছে; বিভিন্ন পরমাণুর রসায়ন সম্বন্ধে অভিনব নূতন পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে। ভারতবর্ষের কনাদ যাহা বলিয়াছেন, গোতম যাহা পোষণ করিয়াছিলেন, ইউরোপে তাহারই চর্ব্বিত চর্ব্বণ! কিন্তু কনাদ ও গোতমের পরমাণু সংশ্লেষ ঈশ্বর-সাপেক্ষ। ইউরোপ মাধ্যাকর্ষণকে তৎস্থানবর্ত্তী করিয়া ঈশ্বর-সত্তার প্রয়োজন মনে করেন না। জড় পদার্থের শক্তি-বিজ্ঞানেই পাশ্চাত্য মতি গতি পর্য্যবসিত। অতএব পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বুঝাইয়া দেয়, মাধ্যাকর্ষনই পরমাশক্তি, স্থিতিতে সমবায়ী পরমাণু। কারণ পাশ্চাত্যগণ জড়-সেবক।

ব্রহ্ম "একমেবাদ্বিতীয়ম্" পাশ্চাত্যগণ এই মহাবাক্য-তাৎপর্য্য বুঝিতে সম্পূর্ণ অক্ষম; ধারণা করিবার কথা ত সুদূরে অবস্থিত। কিন্তু পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণগণ "একবোদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" ধারণা করিয়া সর্ব্বোপরি প্রভু হইতেন। মনু তাহাই বলিয়াছেন ব্রহ্মধারণায় ব্রাহ্মণ প্রভু।

সকলেই জানেন ধনে প্রভুত্ব, বলে প্রভুত্ব, বুদ্ধিতে প্রভুত্ব হয়। অল্প পরিমাণে প্রভুত্ব সকলেই আছে, কিন্তু অধিক প্রভুত্ব থাকিলেই প্রভু। ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মধারণ সর্ব্ববিজ্ঞানের চরম জ্ঞান ও চরম সিদ্ধান্ত। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানে প্রভুত্ব হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। আপনার ধন, বল, বুদ্ধি, বিদ্যা প্রভৃতির কোন কিছুনা বাড়িলে প্রভুত্ব হয় না, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। অতএব আত্ম বিস্তৃতিই প্রভুত্বের নিদান। আর আত্ম-সঙ্কোচ হীনতা। আত্ম-সঙ্কোচ বুঝিতে আত্ম-সংযম নয়। আত্ম-সংযমে মানুষ দেবতা হয়, অমরা এখন সেকথা বলিবনা। যদি আমি আমার কপিন মাত্র নিয়া নির্জ্জনে বসিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি প্রভুত্ব করিব কাহার উপরে? এবং ষড়্রিপুর প্রভুত্বে আমি ক্রীত-দাস।—যদি আমি আমার পরিবারবর্গের সকলকে আপনার বলিয়া অন্তরের সহিত মনে করি, তাহা তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে আমার একটু প্রভুত্ব হয়। যদি আমার দাস দাসীদের যথাযোগ্য ভরণ পোষণ জন্য আমি ব্যস্ত থাকি, পরিবার মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে আমি শুশ্রূষায় নিবিষ্ট থাকি, রক্ষণাবেক্ষণে মনোযোগী থাকি, তবে তাহাদের মধ্যে আমার প্রকৃত প্রভুত্ব আপনা আপনি হইয়া উঠে। আমার আত্মশক্তি পরিবারে বিস্তৃত হইয়াছে, কাজেই সেই আত্ম বিস্তৃতিতে আমার প্রভুত্ব হইয়াছে। তদ্রূপ আমি যদি গ্রামের সকলকে আপন ভাবিয়া কার্য্য করি, আবশ্যক হইলে বলের সাহায্য করি, ধনে পোষণ ও অভাব পূরণ করিতে যত্ন করি, বিদ্যাদানে উন্নত করি, বিপদে আনুকূল্য করি, তাহা হইলে গ্রামের মধ্যেও আপনাআপনি প্রভুত্বের উৎপত্তি হয়। আত্ম বিস্তৃতি প্রভুত্বের মূল। অধুনা ঘোর কলির প্রভাব পূর্ণ সময়ে আত্ম-বিস্তৃতির কথা উপহাস মাত্র। এখন পরিবারের মধ্যেই আত্ম-বিস্তৃতির প্রচার সঙ্কুচিত হইতেছে। হরির ভগিনীর জ্বর হইল, রাম তাহার একটু শুশ্রূষা করিবার জন্য কাছে বসিল। ক্ষণকাল পরে রামের পিতা আসিয়া বলিলেন "রাম! তুমি তোমার পড়ার ক্ষতি করিয়া এখানে কেন? যাও, পড়ার ক্ষতি করিওনা।" বালক তখনই আত্ম সঙ্কোচ শিক্ষা করিল। তাহার পর বিদ্যালয়ে গেলে শিক্ষক মহাশয় স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিলেন যে, "দেখ, কেহ কাহাকেও কিছু বলিয়া দিও না।" রামের আত্ম সঙ্কোচের আরও পরিপোষণ হইল। ইউরোপীয় অনুকরণে কেবল মাত্র স্ত্রীপুত্রের ভরণ পোষণ ব্যবহার দেখিয়া আত্ম সঙ্কোচের মাত্রা পাঠবৃদ্ধির সহিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ইউরোপীয় সন্নিকর্ষতায় রাম এখন স্বপ্রধান কাজেই ব্যস্ত আত্ম বিস্তৃতির কথা উপস্থিত হইলে হাসিয়া দন্তরাজি বিনির্গত করেন! এইরূপে দেশ ক্রমশঃ ব্রহ্মধারণার আয়োজন ভুলিয়া যাইতে লাগিল। সম্পূর্ণ ব্রহ্মধারণ হইলেই আত্ম বিস্তৃতির চরমোৎকর্ষ হইয়া থাকে। অল্পে অল্পে অল্পানুষ্ঠানেও ক্রমশঃ আত্মবিস্তৃতি বাড়িতে থাকে। পুরাকালে দেবর্ষিনারদ আত্ম বিস্তৃতিরূপ উদারতায় দেব, অসুর, রাক্ষস প্রভৃতি সর্ব্বস্থলে অপ্রতিহত প্রভাবে গমনাগমন করিতেন এবং সমাদৃত ও পূজিত হইতেন; প্রভুত্বও অব্যাহত ছিল। ব্রহ্ম ধারণায় আত্ম বিস্তৃতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, ইহার উদাহরণ দুর্ব্বাসা। দুর্ব্বাসা কোপন স্বভাব ছিলেন, তথাপি তাঁহার অসীম প্রভুত্ব ছিল। পুরাকালে ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মধারণাক্ষম ছিলেন, ইহা বেদ, ইতিহাস পুরাণ, দর্শন, কাব্য ও সাহিত্যে বর্ণিত রহিয়াছে। তাহা জল্পিত সৃষ্টি বা ভণ্ড কল্পনা বলিতে পারা যায় না। তৎসমুদায় অলীক, আর তোমার সমস্ত সত্য—প্রমাণসঙ্গত, ইহার কোন কারণ নাই—অর্থ নাই। এক সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি অদ্বয় ব্রহ্মধারণ ব্যতীত হইতে পারেনা; এইরূপ সমদৃষ্টিই আত্ম বিস্তৃতি, ইহা আর দেখাইয়া দিতে হইবেনা। সুতরাং মনুক্ত ব্রহ্মধারণা ব্রাহ্মণের প্রভুত্বের কারণ, ইহা যত সমালোচনা করা যাইবে, ততই হৃদয়ঙ্গম হইবে এবং মনুক্তি যে অতি প্রামাণিক, তাহাও বোধ হইবে। যেদিন ব্রাহ্মণগণ এই ব্রহ্মধারণা হইতে বিচ্যুত হইতে লাগিলেন, সে দিন হইতেই ব্রাহ্মণের ও ভারতের অধঃপাত উপস্থিত। বৌদ্ধের অত্যাচারে,

বৌদ্ধ-শূদ্রনৃপতির কঠোর শাসনে অনেক ব্রাহ্মণ ব্রহ্মধারণা বিহীন হইয়া অধঃপতিত হয়। ভগবান শঙ্কর-সূর্য্য উদিত হইয়া আবার ব্রহ্মধারণার পথ পরিষ্কার করেন। তখন অনেক ব্রাহ্মণের দুর্গতি ঘটিয়াছিল। অধুনা আবার বিশেষ দুর্গতি ঘটিয়াছে। বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, লেখনী নিস্পন্দ হয়, নয়ন অশ্রুময় হইয়া উঠে, ব্রাহ্মণের মত দুর্গতিগ্রস্ত অধুনা পৃথিবীতে আর নাই। যে ব্রাহ্মণ একদা ভূদেব ছিল, আজ সেই ব্রাহ্মণ অধঃপাতের শেষ সীমায়! ঋষি সন্তানগণ আজ যবন ও ম্লেচ্ছের ক্রীতদাস ও প্রসাদাকাঙ্ক্ষী! ব্রাহ্মণ অশ্ব পরিচর্য্যায়, গোরক্ষণে, মৃত্তিকা কর্ষণে, রন্ধনে, ঘোর মূর্খতায় ও কঠোর দরিদ্রতায় জর্জরিত হইয়া দিনাতিপাত করিতেছে। উহাতে কেবল যে দুঃখ হয়, তাহা নহে; জাতীয়ত্বের আশা ভরসাও অনেক পরিমাণে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। যে দূরবীক্ষণ হস্তে সম্মুখে দূর দৃষ্টি করিয়া লক্ষ্য স্থির পূর্ব্বক অগ্রসর হইবে, সে যদি অবসন্ন হইয়া ম্রিয়মাণ হয়, তবে আর উপায় কি? বিদেশীয় মিশনরীদের কুহকে পড়িয়া যাহাদের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইয়াছে, তাহারা ব্রাহ্মণ-শ্রেণীর এরূপ অধঃপতনে হর্ষানুভব করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা ব্রাহ্মণের প্রকৃত ইতিহাস বুঝেন, তাঁহারা এই অধঃপতন দেখিয়া মর্ম্মাহত হইবেন, সন্দেহ নাই। সম্রাট যাঁহার চরণে অবনত, যাঁহার মর্য্যাদা প্রদর্শন জন্য ভগবান বক্ষঃস্থলে পদচিহ্ন ধারণ করিয়া ছিলেন,সেই ব্রাহ্মণ কত দুষ্কর্ম্ম করিয়া এক্ষণে অধঃপতিত, ব্রহ্মধারণায় সম্পূর্ণ অসমর্থ। যে কোন কুকর্ম্ম হউক, ব্রাহ্মণ এক্ষণে তাহা অগ্রে করিবেন! খৃষ্টান, যবন, ব্রাহ্ম অগ্রে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, স্বধর্ম্ম ত্যাগ অগ্রে ব্রাহ্মণের দ্বারা হইয়াছে, অখাদ্য-ভোজনে অগ্রে ব্রাহ্মণ, বিধবা বিবাহে অগ্রে ব্রাহ্মণ, অব্যবস্থায় কুব্যবস্থায় অগ্রে ব্রাহ্মণ; এমন কি, দুর্গা পূজার ছুটি নির্দ্দেশে ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তিন দিন হইলেই যথেষ্ট"! ব্রাহ্মণ না করিতে পারেন এমন কাজ নাই, না বলিতে পারেন এমন কথাই নাই। একজন কাফ্রি বা নিগ্রো আসিয়া কোন ব্যবস্থা অভিপ্রায়ে স্বাভিমত যাহা চাহিবে, ব্রাহ্মণ তাহাই প্রদান করিবেন! একতা নাই, পরিণামদর্শন নাই, বিচার নাই, ব্রাহ্মণোচিত আচার ব্যবহার নাই, কাজেই সকলেই ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিবে, বিচিত্র কি?

ব্রহ্মধারণা বিহীন হইয়া ব্রাহ্মণের—সুতরাং ভারতের দুর্গতি অনিবার্য্য।

ব্রাহ্মণগণ! ঘোর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া ভাবিয়া দেখ,

"ছিলেম বা কি? হলেম বা কি?
আরো বা কি হয় কপালে!"

চেতন হইয়া ভ্রাতৃভাবে ব্রাহ্মণগণ এক হও, ব্রহ্মধারণা কর, আত্ম বিস্মৃতির নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠান কর, বিলাস বিভ্রম পরিত্যাগ কর, আর আত্ম দ্রোহ করিয়া আত্মঘাতী হইও না। নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ করিওনা। এখনও সময় আছে; এখনও বিবেচনা করিয়া চলিলে অনেক উপকার হয়। তুমি ব্রাহ্মণ, আমি ব্রাহ্মণ, তোমার ক্ষতিতে আমার ক্ষতি। তোমার আমার ক্ষতিতে ভারতের ক্ষতি। তোমার উপকার করিতে অথবা ক্ষতির প্রতীকার করিতে অন্যের বাহ্যিক বা বৈষয়িক ক্ষতি হইলেও তাহা কর্ত্তব্য। তোমার অবমাননায় আমার অবমাননা, এইরূপ আত্মভাব বিস্তার ব্যতীত সুগতির আশা নাই। দুরবস্থায় দদূরেও পদাঘাত করিতে সঙ্কুচিত হয় না। ইচ্ছা করিয়া দুর্গতিকে আলিঙ্গন করা উচিত কি? অন্যের অবমাননায় আমার কি? আমিত অক্ষত আছি; এই আত্মসঙ্কোচ সর্ব্বথা পরিহর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ মাত্রের একই লক্ষ্য। বিলাস বাসনা সর্ব্বথা পরিহার করিয়া, গন্তব্য স্থলে গমন জন্য, প্রাপ্তব্য প্রাপণ নিমিত্ত, ব্রহ্ম ধারণার অনুষ্ঠান কর। ভিক্ষা বৃত্তি দ্বারা শাস্ত্র চর্চ্চা রক্ষা করিয়াও অনুষ্ঠানে বিমুখ থাকা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নহে। আত্ম সঙ্কোচে ক্ষণিক স্বার্থ সাধনোদ্দেশে অপব্যবস্থাদি দিয়া আর লোক হাসানের দরকার নাই। ঐ দেখ, শত্রুকুল সতত তোমাকে নির্মূল করিবার জন্য কুহকজালে বিস্তার করিতেছে। তুমি ইচ্ছা পূর্ব্বক ভাবী মহৎ অনিষ্টের বীজ বপন করিতেছ। একবার পূর্ব্বাপর ভাবিয়া দেখ। ত্রিকালজ্ঞ ঋষির বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান পর্য্যন্ত বুঝিতে অক্ষম হইয়া পড়িতেছ! ব্রাহ্মণ! ঐ দেখ ঘরে পরে তোমার শত্রু। এখনও সাবধান হও। ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত। পদে পদে বিড়ম্বিত হইয়াও আত্মবোধ হইতেছেনা, বড়ই আশ্চর্য্য! অধঃপাতের চরমে উপস্থিত হইয়াছে। অনুষ্ঠান বিরহে, তপস্যার অভাবে ও অজ্ঞানে এতই নীচ হইয়া পড়িয়াছ যে, এখন গুণগ্রামে উচ্চতম না হইয়া সমান হইতেছে। কেহ কেহ বা ততোধিক! ব্রাহ্মণ বয়োজ্যেষ্ঠ—আদিস্থিত, সত্য; অপরিহার্য্য বলিয়া আছে, কিন্তু প্রাধান্য লাভ করিতে আত্মবিস্মৃতি ও ব্রহ্মধারণার সম্পূর্ণ প্রয়োজন। শূদ্রবৃত্তি ব্রাহ্মণের অতি গর্হিত, অথচ তাহার জন্যই অধুনা ব্রাহ্মণ লালায়িত! ব্রাহ্মণের এই পরিণাম বড়ই দুঃখকর। ব্রাহ্মণগণ! আত্ম বিস্মৃত হইও না। চেতন হও। লোভে আত্মকুল নির্মূল করিওনা। ব্রহ্মতেজ শাণিত করিয়া কষায়-বিধৌত কর। দিন যায়, আলস্য ত্যাগ কর।

শ্রীকামিনীমোহন শাস্ত্রী।

নীতিতত্ত্ব।

আজি কালি আমাদের দেশে নীতি শিক্ষার ভারি ধুম লাগিয়াছে। সকলেরই বিশ্বাস, নীতি শিক্ষার অভাবেই আমাদের যুবকগণ ঈদৃশ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, নীতি কাহাকে বলে, একথা কেহই বুঝাইয়া দিতে পারেন না; নীতির লক্ষণ কি, কেহই বলিতে পারেন না। 'নীতি' শব্দটী আমাদের সংস্কৃত বটে, কিন্তু সংস্কৃত অভিধানে উহার যে অর্থ প্রকাশিত, এক্ষণে আর উহার সে অর্থ নাই। বিষ্ণু শর্ম্মার কথিত নীতি এক্ষণে নীতিনামে অভিহিত হয়না; উহা আধুনিক নীতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। আমাদের কোন্ কার্য্য কর্ত্তব্য, কোন্ কার্য্য অকর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিতে হইলে পূর্ব্বে ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শাস্তা ছিল। যাহা ধর্ম্মজনক, তাহাই কর্ত্তব্য ও যাহা অধর্ম্মজনক, তাহাই অকর্ত্তব্য বলিয়া অভিহিত হইত। রাজনিয়ম সামাজিক নিয়ম সকলই ধর্ম্মের অধীন ছিল। ধর্ম্ম শাস্ত্র সকলেরই নিয়ামক ছিল। ধর্ম্ম শাস্ত্রের উপর কিছুই ছিলনা। এক্ষণে নীতি সে ধর্ম্ম

শাস্ত্রকে অপদস্থ করিয়াছে। এক্ষণে ধর্ম্মের মান অপেক্ষা নীতির মান অনেক অধিক হইয়াছে—অধিক কি ধর্ম্মের জীবন এক্ষণে সম্পূর্ণভাবে নীতির হস্তে। ধর্ম্ম যদি নীতির মতানুযায়ী হয় তবেই এক্ষণে ধর্ম্ম আমাদের গ্রহণীয় নচেৎ সে ধর্ম্ম সকলেরই পরিত্যজ্য। অমুক বড় ধার্ম্মিক বা ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ এ খ্যাতি অপেক্ষা আজি কালি অমুক বড় নীতিপরায়ণ এই খ্যাতি অধিক গৌরবভাজন হইয়াছে। নীতি শিক্ষা, নৈতিক উন্নতি প্রভৃতি শব্দাড়ম্বরের নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা, ধর্ম্মোন্নতি প্রভৃতি শব্দ এককালে পরাজিত হইয়াছে। নীতির ভয়ে ধর্ম্ম নিতান্ত দীনের ন্যায় তটস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। মানবের ধর্ম্ম বলিলে, এক্ষণে পশুর ধর্ম্ম, জড়ের ধর্ম্ম, প্রাকৃতিক ধর্ম্ম, তাপের ধর্ম্ম ইত্যাদিরূপ অর্থ প্রকাশ করে, অবশ্যকর্ত্তব্য ঈশ্বর নির্দ্দেশ জ্ঞাপন জন্য প্রকৃত মনুষ্যত্ব জ্ঞাপন জন্য ধর্ম্ম শব্দের সেরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। শিক্ষিতগণ এক্ষণে মানবের মহত্বব্যঞ্জক ভাবগুলি নীতিরই সম্পূর্ণ অধীন করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সে নীতির কোন লক্ষণ নাই। যাহার কোন লক্ষণ নাই (Definition) তাহা লোকে চিনিবে কি প্রকারে? কোন্ চিহ্নে চিহ্নিত হইলে নীতি আখ্যা প্রাপ্ত হইবে, তাহার পালনে কি গুণ অপালনেই বা কি দোষ তাহা না জানিতে পারিলে কি প্রকারে বুঝিব এইটী নীতি ও এইটী নীতিবিরুদ্ধ। কোনটী ধর্ম্ম ও কোনটি অধর্ম্ম তাহা বুঝিবার অন্য কোন লক্ষণ না পাইলেও এটী জানা আছে, যাহা ধর্ম্মশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা ধর্ম্ম ও তাহার বিপরীত গুলি অধর্ম্ম। ধর্ম্মশাস্ত্র ঈশ্বর প্রণীত সুতরাং সে কথা অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রও বলেন ধর্ম্মচর্য্যা করিলে মুক্তিলাভ হয়, অধর্ম্মাচরণ করিলে পরকালে ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। সুতরাং আমরা অন্ততঃ পরকালের মঙ্গলের জন্য, সাক্ষাৎ ঈশ্বরের আদেশ পালন করিবার জন্য তাঁহার নির্দ্দিষ্ট বিধির অনুবর্ত্তী হই। কিন্তু আমরা কাহার ভয়ে ভীত হইয়া নীতি পরায়ণ হইব? এবং কি প্রকারেই বা জানিব এইটী নীতি ও এইটী নীতি নয়।

মূল অনুসন্ধান করিলে এই মাত্র জানা যায় ইংরাজী Morality শব্দের স্থানে আধুনিক নীতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। সুতরাং নীতির স্বরূপ জানিতে হইলে Morality শব্দের স্বরূপ জানিতে হয়। কিন্তু কোন গ্রন্থেই উহার স্বরূপ বর্ণনা নাই। অভিধানকারেরা বলেন মনুষ্যের কর্ত্তব্য সূত্রের নাম Morality, উহার কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ নাই। কারণ কর্ত্তব্য কি তাহা যদি অবধারণ করিতে পারি তবে আর Morality অনুসন্ধানের প্রয়োজন কি? কর্ত্তব্য অবধারণ করিবার জন্যই আমরা ধর্ম্ম বা নীতির অনুসন্ধান করি। এক্ষণে দেখা আবশ্যক ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিবার জন্য যেমন গ্রন্থ বিশেষ আছে, Morality বিজ্ঞাপক সেরূপ কোন গ্রন্থ আছে কি না। তাহা যদি থাকে, তাহা হইলেও বিজ্ঞান দর্শন শাস্ত্রাদির ন্যায় সে গ্রন্থের অনুসরণ করিলেও আমরা নীতিমার্গানুসারী হইতে পারি। কিন্তু কৈ সেরূপ গ্রন্থ ত দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কোন গ্রন্থই দেখিতে পাওয়া যায় না যাহাতে সমস্ত নীতি গুলিরই সন্নিবেশ আছে, এবং সেগুলি কিজন্য নীতি নামে অভিহিত হয়, কিজন্য মানব সেই গুলির পালনে বাধ্য তাহারকারণ নির্দ্দিষ্ট আছে। বহুতর নীতি গ্রন্থের আলোচনা করিলে এইমাত্র জানা যায়, যে ধর্ম্মশাস্ত্রে মধ্যে যে সকল কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহারই কতকগুলি নীতি নামে অভিহিত হইয়াছে। কোন ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে নাই এমন কোন কথাই নীতি মধ্যে নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রের সকল কথাও নীতি মধ্যে ধৃত হয় নাই। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে কতকগুলি নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া নীতি নামে অভিহিত হইয়াছে। এরূপ নির্ব্বাচনের আবশ্যকতাও আছে। কেননা ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে এমন সকল বিধান আছে, তৎসমস্ত সকল শ্রেণীর সকল অবস্থার লোকের বোধগম্য ও অনুষ্ঠান যোগ্য নহে। এবং উহাতে যেমন শিক্ষার উপযোগী উপদেশ আছে, তেমনি অনুষ্ঠানের উপযোগী ক্রিয়া প্রণালীও বিবৃত আছে। বাল্যকাল সে সকল অনুষ্ঠানের সময় নহে, তখন কেবল উপদেশ শিক্ষার সময়। সুতরাং বালকদিগের জন্য সেই অনুষ্ঠান পদ্ধতি বাদ দিয়া উপদেশ গুলি স্বতন্ত্র করিয়া শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। প্রথমে সেই উপদেশ বাক্য গুলিই নীতি নামে অভিহিত হইয়াছিল। ক্রমে যখন দেখা গেল, বালহৃদয় দুরূহ উপদেশ গুলির মর্ম্ম বোধে সমর্থ নহে, তখন যেগুলি সরল ও তাহাদের অধিকারভুক্ত সেই গুলি স্বতন্ত্র সঙ্কলিত হইল। শিশুদিগের জন্য যে ব্যাকরণাদি গ্রন্থ সঙ্কলিত হয় তাহাতে যেমন কেবল সাধারণ সূত্র ও উদাহরণ গুলি মাত্র থাকে তদ্রূপ এই সকল নীতি গ্রন্থ মধ্যে সেইরূপ কেবল সাধারণ নীতিসূত্র গুলি থাকে। বিশেষ বিধি ও জটিল বিষয় গুলি তাহাতে থাকেনা। আবার সকল শ্রেণীর বালকের সকল রকম নীতি শিক্ষা সমান আবশ্যক নহে, সেই জন্য শ্রেণী বিশেষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নীতি শাস্ত্র সংঙ্কলিত হইল। বিষ্ণু শর্ম্মার হিতোপদেশ রাজার পুত্রদিগের জন্য সঙ্কলিত হইয়াছিল সেই জন্য উহা সাধারণের নীতি গ্রন্থ নহে। শ্রেণী বিশেষে বালকদিগের জন্য যেমন ভিন্ন ভিন্ন রূপ সংগ্রহের আবশ্যক শ্রেণী বিশেষের যুবকদিগের জন্যও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নীতিসংগ্রহের আবশ্যক। তাই রাজনীতি, সমাজ নীতি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নীতি গ্রন্থের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। যিনি যে শ্রেণীর অবস্থাসম্পন্ন তিনি সেইরূপ নীতিগ্রন্থ ভাল করিয়া আলোচনা করিতেন। ফলতঃ তৎসমস্তই যে ধর্ম্মমতানুযায়ী এ বিশ্বাস সকলেরই ছিল, সেই সকল নীতি গ্রন্থানুসারে যে কার্য্য করিতেন তাহা যে ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে করা হইতেছে এ বিশ্বাস সকলেরই ছিল। সুতরাং তাহাতে ইষ্ট ভিন্ন কোনরূপ অনিষ্টের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এক্ষণে যাহা নীতি বলিয়া অভিহিত তাহা সম্পূর্ণ নূতন জিনিস বলিয়া পরিচিত। ধর্ম্ম শাস্ত্রের সঙ্গে এক্ষণে উহার কোন সম্পর্কই নাই, প্রত্যুত এক্ষণকার নীতি অনেক সময়েই ধর্ম্ম বিরোধী। যতদূর আলোচনা করা গেল তাহাতে বুঝা গেল ধর্ম্মশাস্ত্রই নীতির জনক অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্র হইতেই নীতির উৎপত্তি ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতি পরস্পর পিতাপুত্র সম্বন্ধ বিশিষ্ট। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য যে আধুনিক নীতি পুত্র হইয়াও জনক ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী। এক্ষণে পিতাকে পুত্রের মতানুসারে চলিতে হয়। এক্ষণ যেমন যুবকদল ইংরাজি শিক্ষা করিয়া আপনাদিগকে পরমজ্ঞানী বিবেচনায়

পিতাকে অগ্রাহ্য করে, নীতিও সেইরূপ আপনাকে জ্ঞানালোক জ্বলিত বিবেচনায় পিতা ধর্ম্ম শাস্ত্রকে জ্ঞানান্ধ বিবেচনায় অগ্রাহ্য করে।

আধুনিক নীতি শাস্ত্রের উৎপত্তির কারণ বুঝিতে পারিলেই ইহার প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে পারা যায়। ইয়ুরোপীয়গণই আধুনিক নীতি তত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তা। তাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্মের উপাসক। তাঁহাদের বিশ্বাস খৃষ্টের ভজনা ভিন্ন মানবের পরিত্রাণের আর কিছুই উপায় নাই; বাইবেল গ্রন্থই জগতের একমাত্র ঈশ্বরের প্রণীত প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র; আর সমস্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রই মিথ্যা, পৌত্তলিকতাময় ও মানবের একান্ত অনবলম্বনীয়। সুতরাং তাঁহারা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে মনুষ্য বলিয়াই বিবেচনা করিতেন না। কিন্তু ক্রমে যখন তাঁহারা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত ভাল করিয়া মিশিতে লাগিলেন তখন দেখিলেন তাঁহাদের মধ্যে এমন উচ্চ প্রকৃতি লোক আছেন, যে খৃষ্টানদিগের মধ্যেও সেরূপ নাই এবং তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে এমন উৎকৃষ্ট সদুপদেশ আছে, সেরূপ বাইবলেও নাই। এই মিথ্যা প্রতারণ পূর্ণ ধর্ম্ম শাস্ত্র মধ্যে এরূপ উচ্চ উপদেশ কি প্রকারে আসিল তাহাই ভাবিয়া তাঁহারা আকুল হইলেন। ক্রমে দার্শনিকগণ স্থির করিলেন, কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে সক্ষম করিবার জন্য ঈশ্বর সকল মনুষ্যহৃদয়ে Concience নামে বৃত্তি বিশেষ দিয়াছেন সেই বৃত্তির শক্তি প্রভাবে সকলেই ঈশ্বরাদেশ জানিতে ও কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে ক্ষমবান হয়। তাই অন্যান্য ধর্ম্ম শাস্ত্র মধ্যে ঈদৃশ উপদেশ লক্ষিত হয়। এইরূপ মীমাংসায় উপনীত হইয়া তাঁহারা Concience এর কথিত উপদেশ গুলিকে Morality নামে অভিহিত করিলেন। Morality ভিন্ন ধর্ম্ম শাস্ত্রে উপাসনা প্রভৃতি যে ক্রিয়া কাণ্ড থাকে তাহাকে Religion নামে অভিহিত করিলেন। ধর্ম্ম, Morality ও Religion দুই ভাগে বিভক্ত হইল। যাঁহারা এই বিভাগ সম্পন্ন করিলেন তাঁহারা গোড়া খৃষ্টান নহেন। পৃথিবীতে নানা প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রের বর্ত্তমানতা দেখিয়া ও ঈশ্বরের সর্ব্বময়ত্বের বিষয় চিন্তা করিয়া তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট একটী মাত্র ধর্ম্ম শাস্ত্র অবলম্বনে চলিলে মানবকুলের উদ্ধারের উপায় নাই, এ কথা বড় অসম্ভব বিবেচনা করিলেন। তাই তাঁহারা এইরূপে নীতির আবিষ্কার করিয়া অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণের উদ্ধারের উপায় করিলেন। concience সাধারণের সম্পত্তি হইল, Religion সম্প্রদায় বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন বলিল। কিন্তু নীতি অংশেও সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রের সামঞ্জস্য নাই। কাযেই যে নীতিগুলি খৃষ্টধর্ম্ম শাস্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য সম্পন্ন, খৃষ্টোপাসকগণ সেই গুলিকে প্রকৃত concience এর উক্তি স্থির করিয়া নীতি নামে অভিহিত করিলেন। নব্যজগতের সভ্য খৃষ্টান এইরূপে নীতি শাস্ত্রের পত্তন করিলেন।

ক্রমে নাস্তিক দল প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাহারা ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করিতে পারিলেন না—কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের সত্যতাই স্বীকার করিলেন না। Nature প্রকৃতিই এ বিশ্বের কারণ স্থির করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য প্রাকৃতিক নিয়ম সকল জানিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন, বিজ্ঞান দর্শনের আলোচনা করিয়া বৈজ্ঞানিক বিচারে নীতিশাস্ত্রের বিচার করিলেন। নীতিশাস্ত্র সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ হইল। Morality আস্তিক নাস্তিক সকলেরই আদরণীয় হইল। কোন সম্প্রদায় বিশেষের কতকগুলি লোক মাত্র Religion বিশেষের মতানুসারে চলেন, কিন্তু সকল আস্তিক সম্প্রদায়ের লোক ও নাস্তিক সকলেও নীতিশাস্ত্রের মত গ্রহণ করেন। সকল সময়ে সকল আদেশ না মানুন অনেক আদেশই Religion পরায়ণ ও নাস্তিকগণ উভয়েই মানেন। Morality সুতরাং, Religion এর উপরে অধিষ্ঠিত হইল, Religion অপেক্ষা Moralityর মান বৃদ্ধি হইল। হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই। উহা ত ধর্ম্ম শাস্ত্রেরই অঙ্গ। যদি সকলেই কোন না কোন Religion এর অনুবর্ত্তী হইয়া সেই সঙ্গে Morality পরায়ণ হয় তাহা হইলে ত সকলে ধার্ম্মিক হইলেন। একটী অংশ না হয় ধর্ম্ম বলিয়া না মানিয়া Morality বলিয়া মানিলাম, তাহাতে ক্ষতি কি? বাস্তবিক এরূপ হইলে ক্ষতি না হইয়া উপকারই হইত। কারণ যাঁহারা Moralityর অনুসরণ করিয়া কার্য্য করেন তাঁহারা অনেকটা নিষ্কাম ভাবে Duty ভাবিয়া কার্য্য করেন, Religion এর অনুসরণ প্রায়শঃ সকাম পরকালের ফল প্রত্যাশা সম্পন্ন। প্রথমোক্ত ভাব যে অতি উচ্চ ও মহৎ তাহাতে আর কথা কি? কিন্তু বাস্তবিক সেরূপ হয় না। কারণ Moralityর আধিপত্য হওয়ায় মানুষের ধর্ম্মভাব অত্যন্ত শিথিল হইয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন, Religion অবলম্বনের কোন প্রয়োজনই নাই Morality অবলম্বন করিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইবে। তাঁহাদের বিবেচনায় Morality সর্ব্বত্রই একরূপ; অবস্থাভেদ নাই, কালভেদ নাই, পাত্রভেদ নাই, শক্তি ভেদ নাই, উদ্দেশ্য ভেদ নাই। নীতি শাস্ত্রের মতে যাহা কর্ত্তব্য তাহা সকল অবস্থাতেই কর্ত্তব্য, এবং যাহা অকর্ত্তব্য তাহা সকল অবস্থাতেই অকর্ত্তব্য। Religion এর কোন অনুষ্ঠান নীতির কিঞ্চিন্মাত্রও বিরুদ্ধ হইলে সুতরাং নীতিপরায়ণ তাহাকে অকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন। সুতরাং মন হইতে Religion এর প্রতি শ্রদ্ধা দূর হইয়া যায়। কিন্তু Religion অংশটী না থাকিলে ধর্ম্ম পূর্ব্বাপর হয় না, এইরূপে Religion পরায়ণ না হইলে মানব প্রকৃত Morality পরায়ণও হইতে পারে না। ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে হৃদয়ের বলসঞ্চার হয় না। ধর্ম্মানুষ্ঠান-শূন্য নীতি নাস্তিকের নীতি, উহা কোন কার্য্যেই লাগে না।

নীতি শাস্ত্র যে মানবের প্রকৃত পথদর্শী হয়না তাহার আরও কয়েকটী কারণ আছে। প্রথমতঃ অযথা সাম্যবাদ ও স্বাধীনতাবাদ ইহার মূল সূত্র এবং ভাক্ত Concience ইহার নেতা। যাহা প্রকৃত সাম্য আধুনিক নীতি শাস্ত্রের মতে তাহা বৈষম্য এবং যাহা নিরতিশয় বৈষম্য তাহাই নীতি শাস্ত্রের মতে সাম্য। যাহা প্রকৃত স্বাধীনতা আধুনিক নীতিশাস্ত্র তাহাকে পরাধীনতা এবং যাহা পরাধীনতা তাহাকে স্বাধীনতাবলে। দ্বিতীয়তঃ যাহা প্রকৃত আত্মজ্ঞান তাহাকে Concience না বলিয়া একটা অবাস্তব বিষয়কে Concience নামে অভিহিত করিয়া তাহার আদেশ ভাণ করিয়া নীতি নামের কল্পনা হইয়াছে। অগ্রে আমরা এই কয়েকটী মূলের বিচার করিয়া পরে প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ করিব।

ক্রমশঃ

আর্য্য-শাস্ত্র প্রদীপ।

(সমালোচনা)

'সমালোচনা' শব্দটীর অর্থ একবার স্মরণ করিব।

সম্যগ্‌রূপে আলোচন—ঈক্ষণ বা কোন পদার্থের স্বরূপনির্ণয়ার্থ নিরপেক্ষভাবে পুনঃ পুনঃ সন্দর্শনকরার নাম সমালোচনা। *

সমালোচনার প্রয়োজন।

"অজ্ঞাতকুলশীল অপরিচিত ব্যক্তি, কিংবা অবিদিত-গুণ নবাধিগত বস্তুকে সংসারে (সংসার সদসদাত্মক; সরল-কুটিল, অমৃত-গরল, সকল প্রকার পদার্থই এ বাজারে বিদ্যমান, এই জন্য) সহসা বিশ্বাস বা গ্রহণ করিতে সকলেই সঙ্কুচিত হ'ন। * * * * * গুণ-দোষ বিচার বা যথাশাস্ত্র (রাগ-দ্বেষবশবর্ত্তী পুরুষের স্ববুদ্ধিপূর্ব্বক পরীক্ষাকার্য্য অভ্রান্তরূপে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে, তাই যথাশাস্ত্র) পরীক্ষা না করিয়া অজ্ঞাত কুলশীলকে বিশ্বাস, অথবা অবিদিত-ধর্ম্ম অভিনব বস্তুকে গ্রহণ করা নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য।" (আর্য্যশাস্ত্র-প্রদীপ, ১ম পৃষ্ঠা)।

সংসার কর্ম্মভূমি—ব্যাপার-স্থল। "অপূর্ণকাম, সুতরাং অভাববিশিষ্ট জীবই এখানকার ব্যাপারী। * * সংসার-বাজারে যিনি দণ্ডায়মান, নিশ্চয়ই তিনি সপ্রয়োজন, ব্যাপার করিতে তিনি আসিয়াছেন। প্রাপ্ত দ্রব্যে তাঁহার কামনা তৃপ্ত হয় নাই, তা'ই নূতনের অন্বেষণার্থ পণ্যবীথিকাতে তিনি উপস্থিত। * * ঈপ্সিততম (যাহা পাইলে, আর কিছু পাইবার ইচ্ছা থাকে না, যাহা পাইলে, চিরদিনের জন্য সর্ব্বপ্রকার কামনা চরিতার্থ হইয়া যায়) যত দিন না করগত হইতেছে, ততদিন সকলেই ব্যাপার করিবে; চিন্তামণি যতদিন না সমধিগত হইতেছে, ব্যাপার-স্থল অশান্তিময় হইলেও, প্রাকৃতিক নিয়মে (যে নিয়মে ঊর্দ্ধ-প্রক্ষিপ্ত লোষ্ট কিয়ৎক্ষণ পরে পৃথিবীর অঙ্কে প্রত্যাগত হয়, সকাম বা অভাববিশিষ্ট জীবও সেই নিয়মে মৃত্যুর পর সংসার-বাজারে পুনর্ব্বার আগমন করিয়া থাকে) ততদিন তাঁহারা এখানে (সংসার পণ্য-শালাতে) আসিতে বাধ্য। সংসার-বাজারে সরল-কুটিল, অমৃত-গরল সকল প্রকার পদার্থই বিদ্যমান, অতএব ব্যাপারী কোন্ উপায়ে অমৃত-গরল নির্ব্বাচন করিবে? কোন্ উপায়ে ব্যাপারীর বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞান-লাভ হইবে?"

(ঐ, ১, ২ পৃষ্ঠা)

জ্ঞাতা বা প্রমাতা, (বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মকর্ত্তা) প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা (প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ) কোন বিষয়ের উপলব্ধি করিবার পর, উপলভ্যমান অর্থকে গ্রহণ বা ত্যাগ করিয়া থাকেন, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা উপলভ্যমান পদার্থ যদি অভীপ্সিত হয়—আত্মার অনুকূল বলিয়া বোধ হয়, জ্ঞাতা বা প্রমাতা, তদ্দ্বারা যদি তাঁহার কোন রূপ প্রয়োজন-সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে, মনে করেন, তবে তাহাকে গ্রহণ করেন; আর যদি তাহা না হয়, বুদ্ধি-গৃহীত বিষয় যদি তাঁহার অভীষ্ট-সিদ্ধির অনুপযোগী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহা ত্যাগ করিয়া থাকেন। * * * * কি ত্যাজ্য, কি গ্রাহ্য, প্রমাণই তদ্বিষয়ের নির্ণায়ক, জ্ঞাতা বা প্রমাতা তদবধারণার্থ প্রমাণকেই বিচারকের আসনে উপবেশন করাইয়া থাকেন। সুখ ও সুখের হেতুভূত দ্রব্যের প্রাপ্তি এবং দুঃখ ও দুঃখের হেতুভূত দ্রব্যের ত্যাগের জন্যই নিখিল লোক-ব্যবহার; কি ত্যাজ্য, কি গ্রাহ্য, তাহা নিরূপিত না হইলে, কেহ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'ন না। প্রমাণদ্বারাই কি ত্যাজ্য, কি গ্রাহ্য, তাহা নিরূপিত হইয়া থাকে; অতএব সকলেই জ্ঞাতসারেই হউক অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক প্রমাণবশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করেন। নিখিল-লোক-ব্যবহার প্রমাণাধীন।*

'প্র' উপসর্গ পূর্ব্বক 'মা' ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে 'ল্যুট্' প্রত্যয় করিয়া 'প্রমাণ' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। 'মা' ধাতুর অর্থ মান। যদ্দ্বারা কোন কিছু মিত হয়—নিশ্চিতরূপে বা বিশিষ্ট-প্রকারে জ্ঞাত হয়, প্রমা বা যথার্থজ্ঞানের যাহা করণ, তাহাকে প্রমাণ বলে।

"পূর্ব্বানুভূতির সহিত তুলনা না করিয়া আমরা কোন পদার্থকেই জানিতে পারি না। কোন পদার্থকে বিশেষরূপে জানিতে হইলে, আমরা তাহাকে অন্য জ্ঞাতপদার্থের সহিত মিলাইয়া থাকি। বিদিততত্ত্ব বস্তুন্তরের ধর্ম্ম-বা-গুণের সহিত তদ্বস্তুর ধর্ম্ম-বা-গুণের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিচার করিয়া থাকি, অর্থাৎ জ্ঞাত-পদার্থের মানে অজ্ঞাতপদার্থ প্রমিত হইয়া থাকে। অতএব ত্যাগগ্রহণাত্মক কর্ম্মের সুচারুরূপে নিষ্পত্তির জন্য সমালোচনার প্রয়োজন। সমালোচনা-বা-সম্যগ্‌দর্শন-ব্যতীত কোন প্রকার কর্ম্মে প্রবৃত্তহওয়া উচিত নহে, কোন পুরুষই বিনা সমালোচনায় (সমালোচনা অভ্রান্তরূপে নিষ্পাদিত না হইতে পারে)

* ইংরাজী 'Review' ও 'সমালোচনা' সমানার্থক। 'Review' শব্দটীর অর্থ হইতেছে পুনর্দ্দর্শন (To view again), যত্নসহ পরীক্ষা (To examine carefully), A careful or critical examination), 'সমালোচনা' দর্শনার্থক 'লোচ' ধাতু হইতে এবং 'Review ল্যাটিন্ 'Video to see' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

* নিখিল লোক-ব্যবহার যে প্রমাণাধীন, সকলই যে প্রমাণ-বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য হইলেও সকলেরই ইহা জানা নাই। "অতএব সকলেই জ্ঞাতসারেই হউক অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক, প্রমাণবশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করেন" একথা বলিবার ইহাই উদ্দেশ্য। পণ্ডিত জেবন্‌স এ সম্বন্ধে যেমত প্রকাশ করিয়াছেন 'আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপের' ৫৯ পৃষ্ঠার অধষ্টিপ্পনীতে তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—

"Ninety-nine people out of a hundred might be equally surprised on hearing that they had long been converting propositions, syllogizing, falling into paralogisms, framing hypotheses and making classifications with genera and species. If asked whether they were logicians, they would probably answer, No! They would be partly right, for I believe that a large number even of educated persons have no clear idea what logic is. Yet, in a certain way, every one must have been a logician since he began to speak."

কোন বস্তু গ্রহণ বা ত্যাগ করেন না। সন্দর্শন (Observation) ও পরীক্ষা (Experiment) দ্বারাই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

"ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হইবামাত্র, 'কোন কিছু আছে' এইরূপ অবিকল্পিত—নামজাত্যাদি যোজনারহিত, বৈশিষ্ট্যানবগাহি, নিষ্প্রকারক (Indefinite) জ্ঞান হইয়া থাকে। এজ্ঞানে উপলভ্যমান পদার্থ, 'ইহা এই' এতদ্রূপ বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব দ্বারা বিবেচিত হয় না; এ জ্ঞান উপলভ্যমান পদার্থের অস্তিত্ব নির্দ্ধারণ করে মাত্র। ইহাকে আলোচন-জ্ঞান বলে। আলোচন-জ্ঞান হইবার পর, সংকল্পাত্মক মনঃ প্রত্যুপস্থিত বস্তুর ইদন্তা নির্দ্ধারণ করে—উপলভ্যমান-বা আলোচিত বস্তুর বিশেষ২ ধর্ম্ম সম্যগ্‌রূপে কল্পনা করে, পূর্ব্বজ্ঞানের সহিত তুলনা করিয়া বর্ত্তমান আলোচন-জ্ঞানের ইদন্তা নিরূপণ করে—সমালোচনা করে। ইহার নাম সম্যগ্‌রূপে আলোচনা বা সমালোচনা।" অতএব ইহা গ্রাহ্য কি ত্যাজ্য, সমালোচনা-ব্যতিরেকে তাহা যে নির্ণয় হইতে পারে না, বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম-মাত্রেই যে সমালোচনা-পূর্ব্বক, তাহা নিঃসন্দেহ।

রাগ-দ্বেষ-বশগ, মলিন হৃদয়ে সর্ব্বদা অবিতথ জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না, রাগ-দ্বেষবশবর্ত্তী সর্ব্বদা সত্যকথা বলিতে সমর্থ নহেন। "প্রকৃতির পূর্ণরূপ যিনি দেখেন নাই—প্রকৃতির পূর্ণরূপ দেখিবার উপযুক্ত ইন্দ্রিয়শক্তি যাঁহার নাই, তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন বা সত্যানৃত জ্ঞান লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে, সংশয়বিরহিতজ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।" বিদেশীয় পণ্ডিতবর জেবনস্‌ও একথা বুঝিয়াছিলেন (আর্য্য-শাস্ত্রপ্রদীপের ৫৬ পৃ অধষ্টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। "অনুভবদ্বারা যিনি সর্ব্ব পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান লাভকরিয়াছেন, নিখিল বস্তুতত্ত্ব যাঁহার অভ্রান্তরূপে নিশ্চিত হইয়াছে, রাগাদির বশীভূত হইয়াও যিনি অপ্রকৃত কথা বলেন না, শাস্ত্র তাদৃশপুরুষকেই 'আপ্ত' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।" শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট আপ্তপুরুষের জ্ঞানই ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য, আপ্তপুরুষের উপদেশই এই জন্য জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাত সারেই হউক, সর্ব্বত্র সর্ব্বোপরি প্রামাণিক বলিয়া সমাদৃত হইয়া থাকে। বিদ্বজ্জন (আজকাল বিদ্বৎ শব্দটী যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সে অর্থে বিদ্বান্ শব্দটী প্রযুক্ত হয় নাই) যাহাকে সাধু বলেন, বুদ্ধিমান্ লোক নিঃশঙ্কিত চিত্তে তাহা গ্রহণ এবং বিদ্বজ্জন যাহাকে মন্দ বলেন, আত্ম-হিতার্থী তৎক্ষণাৎ তাহা ত্যাগ করিয়া থাকেন। আপ্তেতর ব্যক্তি সুশিক্ষিত হইলেও (অবশ্য এ দৃষ্টান্ত এ অভিমানপ্রবল দুর্দ্দিনে নিতান্ত বিরল, সন্দেহ নাই) যাবৎ বিদ্বজ্জন কর্ত্তৃকঅনুমোদিত না হয়, তাবৎ স্বকৃত কোন কর্ম্মেরই সাধুত্বে নিশ্চিতমতি হইতে পারেন না। সুশিক্ষিত ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস অতি ক্ষীণ; নিরভি-মান শিক্ষিত পুরুষেরা নিজ সামর্থ্যের প্রতি সতত সন্দিহান। কবিশ্রেষ্ঠ মহামতি কালিদাস তা'ই স্বপ্রণীত বিশ্ব-পূজিত অভি-জ্ঞান শকুন্তলাতে বলিয়াছেন,—

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্য প্রত্যয়ং চেতঃ।"

শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট আপ্তপুরুষ এক্ষণে দুর্লভ হইলেও, অদ্যাবধি অভিনবপদার্থের সাধুত্বাসাধুত্ব নির্ব্বাচনার্থ লোকে, যাঁহারা লব্ধপ্রতিষ্ঠ, যাঁহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে, আজিও বহুল-প্রচার সংবাদপত্র ও খ্যাতনামা ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা সমালোচিত পদার্থই সাধারণতঃ গৃহীত বা ত্যক্ত হইয়া থাকে। গ্রন্থকারগণ এই জন্যই, কোন গ্রন্থ রচনা করিয়া সমা-লোচনার্থ সংবাদপত্র-সম্পাদক ও খ্যাতনামা ব্যক্তিবৃন্দকে তাহা প্রদান করেন।

সমালোচকের কর্ত্তব্যপরায়ণতা।

যাঁহাদের কথার উপরি বিশ্বাস করিয়া লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, যাঁহারা কোন বস্তুকে সাধু বলিয়া অনুমোদন করিলে লোকে বিনা তর্কে তাহা গ্রহণ এবং অসাধু বলিয়া স্থির করিলে ত্যাগ করিয়া থাকে, তাঁহাদের স্কন্ধে গুরুতর কর্ম্মভার বিন্যস্ত আছে, সন্দেহ নাই। এই সকল ব্যক্তির যত দূর সম্ভব, নিরপেক্ষ ভাবে—রাগাদির বশীভূত না হইয়া, স্বকার্য্য সাধন করা উচিত। সহায়হীন, অকিঞ্চন দরিদ্র ও সহায়সম্পন্ন শক্তিমান্ আঢ্য, সমালোচকের দৃষ্টিতে উভয়ই সমানরূপে প্রতিভাত হওয়া উচিত। ("Bring candid eyes to the perusal of men's works."—Browne)

ভারতবর্ষে গ্রন্থ-সমালোচনার দুর্দ্দশা।

একটু চিন্তাকরিয়া দেখিলে স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়, রাগ-দ্বেষবশবর্ত্তী পরিচ্ছিন্নাত্মজ্ঞান জীবের প্রকৃতগত পার্থক্যা-নুসারে অভাব-বা-প্রয়োজনবোধ পৃথগ্বিধ হয়। বুঝিয়াছি সপ্রয়োজন বা অভাববিশিষ্ট ব্যক্তি যদ্দ্বারা তাঁহার প্রয়োজন-সিদ্ধির বা অভাবমোচনের সম্ভাবনা আছে মনে করেন, তৎ-পদার্থের তিনি আদর করিয়া থাকেন; অতএব, ইহা সুখবোধ্য হইতেছে, যে, যাঁহার জ্ঞানপিপাসা আছে, জ্ঞানার্জ্জনের প্রয়োজন যিনি উপলব্ধি করেন, জ্ঞানই সর্ব্বসুখের আকর, জ্ঞানই মনুষ্যত্ব-পরিচায়ক-গুণ গ্রামের মধ্যে প্রধানতম গুণ, যাঁহার হৃদয় এই কথায় আস্থাবান্, জ্ঞানদাতা গুরু ও গ্রন্থের আদর তিনি করিয়া থাকেন। * * * বুভুৎসাবৃত্তি মানব-হৃদয়েরই যে ভূষণ, মানবেতর হৃদয়কে ইহা যে ভূষিত করেনা, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই, কিন্তু মনুষ্যমাত্রেই ঠিক মনুষ্য নহে। * * * জ্ঞানপিপাসা, যে মনুষ্যে যে পরিমাণে অধিক, মননশীলত্ব-বা-মনুষ্যত্ব যাঁহাতে যে মাত্রায় প্রবল, তিনি তন্মাত্রায় মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। * * * জ্ঞানপিপাসুর সমীপে গুরু ও গ্রন্থের আদর হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে যখন প্রকৃত জ্ঞানপিপাসুর সংখ্যা বিরল হইয়া আসিয়াছে, তখন এখানে যে গ্রন্থের সমীচীন আদর হইবেনা, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।" (আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

লেখকের এ চিন্তাকে আমরা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি। যে দেশে যাহার আদর নাই, যে দেশ যাহার প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে পারেনা, সে দেশে তাহার সমালোচনা যে যথাযথ ভাবে হইতে পারে না, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। লেখক 'বর্ত্তমান হিন্দুর অবস্থা কি', এতচ্ছীর্ষক প্রস্তাবে বলিয়াছেন—"কিন্তু নিদা-রুণ পরিতাপের বিষয়, বর্ত্তমান-কালে, জ্ঞান-পিপাসা যাহাকে বলে, তাহা আমাদের মধ্যে অল্প লোকেরই আছে। আজ যদি ইংরাজ ঘোষণা করিয়া দেন, যে, যাহারা ইংরাজীভাষা জানে না এবং পরেও জানিবার চেষ্টা করিবে না, যাহারা কোনরূপ বিদ্যার চর্চ্চা কখন করিবে না, তাহাদিগকে মূর্খতার মাত্রানুসারে বৃত্তি দেওয়া হইবে, তাহা হইলে কল্য হইতে কোন মাতাপিতাই সন্তানদিগকে আর বিদ্যালয়ে যাইতে দেন না।"

কোন মাতাপিতাই সন্তানদিগকে আর বিদ্যালয়ে যাইতে দেন না, একথা সত্য না হইলেও, অধিকাংশ মাতা পিতাই তাহা হইলে সন্তানদিগের বিদ্যা-শিক্ষার প্রয়োজন আর বুঝেন না, তাহা নিঃসন্দেহ।

"বিদ্যাচর্চ্চা না করিলে, অর্থার্জ্জনের (অবশ্য স্ববৃত্তিদ্বারা) সুবিধা হইবে না, ভারতবর্ষীয়েরা কেবল এই জন্য কিছু কিছু বিদ্যানুশীলন করেন। এরূপ মহানুভবের সংখ্যা, দুর্ভাগ্য আমা-দের, অধিক দেখি নাই" (আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপের ভূমিকা)।

বিদ্যার জন্য বিদ্যার অনুশীলন করেন, অবিদ্যাধ্বান্ত অপ-নোদন করিয়া বিমল জ্ঞানালোকে হৃদয়কে আলোকিত করিতে চাহেন, বিদ্যাচর্চ্চায় আনন্দানুভব করেন, বিদ্যাকে ঈপ্সিততম-সমাগমের একমাত্রসাধনজ্ঞানে পূজা করেন, এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষে যে এখন আর অধিক নাই, তাহা কে অস্বীকার করিবেন? কিন্তু হায়! বিদ্যার জন্য বিদ্যাদেবীর পূজা করিতে, ভারতবর্ষ! তুমিই অন্যান্য দেশকে শিখাইয়াছিলে।

"এষোঽস্য পরমানন্দো যোঽখণ্ডৈকরসাত্মকঃ।
অন্যানি ভূতান্যেতস্য মাত্রামেবোপজীবন্তি॥"

পঞ্চদশী।

অর্থাৎ, অখণ্ড একরস স্বরূপ পরমাত্মাই বিষয়ানন্দের পরমা-নন্দ। এই পরমানন্দের কলামাত্রকে জীবসকল উপভোগ করে। ভারতবর্ষ! তুমিই এ অমূল্যোপদেশের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া-ছিলে, তুমিই কার্য্যতঃও উপদেশের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিয়া-ছিলে। বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধজনিত আনন্দকে তুচ্ছজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞানকে সারতমপদার্থ-বোধে পূজা করিতে, ভারতবর্ষ! কেবল তুমিই সমর্থ হইয়াছিলে। কাচমূল্যে কাঞ্চন বিক্রয় করা একমাত্র তোমারই প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু বলিতে হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হয়, তোমার বর্ত্তমান অবস্থাতে পূর্ব্বাবস্থার কোন চিহ্নই আর লক্ষিত হয় না। যে ভারতবর্ষ বিদ্যাকে সর্ব্বসুখনিধান বলিয়া বিশ্বাস করিত, বিদ্যানুশীলন যে আনন্দ প্রদান করে, অন্য কোন কর্ম্ম সেরূপ আনন্দ প্রদান করিতে পারে না, যাহার এইরূপ দৃঢ়প্রত্যয় ছিল, আজ সেই অমর-প্রার্থিত-বাস ভারতভূমিতে বিদ্যানুশীলন ব্যাধিতের কটুকষায় ভেষজসেবনের ন্যায়, অহৃদ্য হইয়াছে। ইহা হইতে অবনতির চরমপর্ব্ব আর আছে কি? গ্রন্থসমালোচনা করিতে হইলে, সমালোচ্যগ্রন্থ যত্নসহকারে অধ্যয়ন করিতে হয়, কিন্তু, যে সকল গ্রন্থ পাঠ না করিলে পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়া যাইবে না, যে সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিলে অর্থার্জ্জনের পথ পরিষ্কৃত হইবে না, সেই সকল গ্রন্থই যখন এখানে অনিচ্ছাপূর্ব্বক অধীত হইয়া থাকে, তখন সমালোচনার্থ প্রেরিত গ্রন্থ যে এখানে যত্নসহকারে অধীত হইতে পারে না, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। সমালোচনার্থ প্রেরিত গ্রন্থহইতে সমালোচকের যে কোন উপকার হইতে পারে, অধিকাংশ সমালোচকই তাহা বিশ্বাস করেন না। সমা-লোচনার্থ প্রেরিত গ্রন্থ, যতই মূল্যবান্ হউক না, ভারতবর্ষীয় সমালোচকের দৃষ্টিতে প্রায়ই তাহা অবগণিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় গ্রন্থসমালোচকগণের মধ্যে অনেকেই গ্রন্থসমা-লোচনা-কার্য্যকে এই জন্য অনর্থক, (ব্যাগার, unpaid labour) বোধ করেন। যে কার্য্যদ্বারা কোনরূপ স্বার্থসিদ্ধির সম্ভা-বনা নাই, স্বার্থপর সাংসারিক তাহা করিতে পারিবেন কেন? একজন সরলহৃদয় প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রসম্পাদক বহুজন-সমবেত সভাতে স্বীকার করিয়াছিলেন, পত্রসম্পাদকগণ কখন কখন গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিয়াই তাহার সমালোচনা করিয়া থাকেন ('I am a Journalist, and I can say that Journalists sometimes * * * criticise books without reading them")। ভারতবর্ষে গ্রন্থসমালোচনার এইরূপ দুর্দ্দশা। নভেল নাটক বা সুখবোধ্য (যাহা পড়িতে অভিধানের সাহায্য লইতে হয় না, যাহা নিদ্রাকর্ষণের সহায়তাই করে) গল্পের পুস্তক হইলে, ভারতবর্ষীয় সমালোচকগণ গ্রন্থকারকে অনুগৃহীত করিবার জন্য অবকাশানুসারে তাহা অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, কিন্তু, যে সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে মস্তিষ্কের আলোড়ন আবশ্যক, সে সকল গ্রন্থের সমালোচনা এখানে কিরূপ হয়, তাহা প্রাগুক্ত পত্রসম্পাদকের বচনহইতেই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

এদেশের ঈদৃশী দুরবস্থা না হইলে 'আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ' এত-দিনে জ্ঞানপিপাসু, স্বধর্ম্মপরায়ণ, দয়ার্দ্রহৃদয়, প্রত্যেক বঙ্গ-বাসির গৃহ আলোকিত করিত, ভারতবর্ষ যদি অবনতির চরম সীমা-স্পর্শকরিবার নিমিত্ত প্রধাবমান না হইত, প্রত্যেক সংবাদ-পত্র তাহা হইলে সমস্বরে ইহার গুণকীর্ত্তন করিত। সত্যসন্ধ, সুবিজ্ঞ সংবাদপত্র 'ইণ্ডিয়ান্ নেশন'-ব্যতীত আর্য্যশাস্ত্রপ্রদী-পকে আর কে যথোচিত আদর করিয়াছেন? ইণ্ডিয়ান্ নেশন বলিয়াছেন,—"আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ অদ্ভুত গ্রন্থ * * * * আর্য্য-শাস্ত্রপ্রদীপের বিস্তৃত সমালোচনার্থ চেষ্টা করা, আমাদের মর্য্যা-দানুসারে অসম্ভব, অথবা ইংরাজীভাষায় লিখিত কোন সংবাদ-পত্রই সম্ভবতঃ লেখকের সমুদায় উক্তিপ্রত্যুক্তির যথাযথভাবে সমালোচনা করিতে সমর্থ নহে। আমরা এইমাত্র বলিতে পারি, যাঁহারা এ গ্রন্থের গুণ গ্রহণ করিতে পারিবেন, তাঁহাদের সমীপে ইহা বিবুধবাণীবৎ (Revelation) কার্য্যকর হইবে। * * * * কেবল এই উপক্রমণিকা আমাদের দেশ ও সাহিত্যকে অপূর্ব্বভাবে গৌরবান্বিত করিয়াছে।" (This introduction alone glorifies our land and our literature in a way it had never been glorified before.)' প্রাজ্ঞবর 'নেশন'-সম্পাদকের সকল কথাই আমরা অনুমোদন করি।

মান্যবর 'নেশন'-সম্পাদকের ন্যায় কয়জন উদারহৃদয়, গুণ-গ্রাহী, সত্যপ্রিয় বিদ্বান্ সমালোচক এদেশে আছেন?

আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপের এত প্রশংসা কিনিমিত্ত?

সুধীশ্রেষ্ঠ, পক্ষপাতবিরহিত নেশনসম্পাদক যাহাকে অদ্ভুত গ্রন্থ বলিয়াছেন, যদ্দ্বারা আমাদের দেশ ও সাহিত্য অপূর্ব্বভাবে

গৌরবান্বিত হইল, মনে করিয়াছেন, তাহার কিছু পরিচয় এই বার দিব, যে যে বিশেষ-গুণবত্তানিবন্ধন আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ আমাদেরও হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়াছে, আমাদিগকেও ইহার পক্ষপাতী করিয়াছে, সংক্ষেপে পাঠকদিগকে তাহা জানাইব। আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ বস্তুতই অপূর্ব্ব পদার্থ, এরূপ গ্রন্থ ইহার পূর্ব্বে আর কখন প্রকাশিত হয় নাই। আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ যে অপূর্ব্ব গ্রন্থ, যে কেহই হউন্ একবার ইহা পাঠ করিলে, স্বয়ংই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অসূয়ক ও অনৃজু ব্যতিরেকে সকলকেই স্বীকার করিতেহইবে, আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ যথার্থই আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ হইয়াছে, গ্রন্থের নাম সার্থক হইয়াছে।

১।—আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপের ভাষা অপূর্ব্ব। ইহা যেমন গম্ভীর, তেমনি তেজস্বিনী, তেমনি প্রসাদগুণবিশিষ্ট। দার্শনিক গ্রন্থের এরূপ ভাষা নিশ্চয়ই অপূর্ব্ব। আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ পাঠ করিতে করিতে অনেক সময়, ইহা একখানি উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ বলিয়া মনে হয়।

২।—লেখক সকল কথারই শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়াছেন, কোন কথাই যে মূলতঃ তাঁহার স্বকপোলকল্পিত নহে, ইহাও স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়াছেন, আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপের ইহাও অসাধারণ গুণ।

৩। শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তসকলের বিদেশীয় দর্শন ও বিজ্ঞানের সহিত (যতদূর সম্ভব) তুলনা করিয়া দেখান হইয়াছে, বিদেশীয় দর্শন ও বিজ্ঞান, শাস্ত্র-সমুদ্রে ভাসমান বুদ্বুদ বিশেষ। এতদ্দ্বারা যে কি মহদুপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা আপাততঃ সকলেই উপলব্ধি করিতে না পারুন, কিন্তু, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ন্যায়ে আর্য্যধর্ম্মজগতের বর্ত্তমান তামসীরজনী যখন অস্তমিত হইতে থাকিবে, তত্ত্বজ্ঞানপিপাসু মনুষ্যমাত্রেই তখন বুঝিতে পারিবেন, লেখকের কাছে ইহার জন্য তাঁহারা অপরিশোধনীয় ঋণে বদ্ধ হইয়াছেন। বিদেশীয় দর্শন-বিজ্ঞানের সহিত শাস্ত্রীয়সিদ্ধান্তের ঐক্য হওয়াতে শাস্ত্রের গৌরব যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই, বিদেশীয় পণ্ডিতগণই যে এজন্য গৌরবান্বিত হইয়াছেন, আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ যে রীতিতে শাস্ত্রীয়সিদ্ধান্ত সকলের সহিত বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের মতের তুলনা করিয়াছেন, তাহাহইতে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

"ইংরাজী বিজ্ঞানবিদ্ জানেন, শব্দাদি পদার্থ যে আণবিক তরঙ্গ ভিন্ন অন্য কিছু নহে, এ সত্য উন্নতিশীল বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণদ্বারাই প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু, বাস্তবিক তাহা নহে, আর্য্যদিগের কাছে একথা নূতন নহে, বেদের প্রসাদে তাঁহারা অনাদিকালহইতেই এতত্ত্ব অবগত ছিলেন। একথা বরং বলা যাইতে পারে—বিদেশীয় পণ্ডিতেরা উক্ত প্রাকৃতিক তথ্য যে ভাবে বুঝিয়াছেন, শ্রুতিহইতে শ্রুতিজীবন আর্য্যেরা এতত্ত্বের তাহা অপেক্ষা বিশদ ও ব্যাপকতর দৃষ্টিলাভ করিয়াছিলেন।"

তাপ (Heat), আলোক (Light), তড়িত (Electricity), চৌম্বকাকর্ষণ (Magnetism) প্রভৃতি প্রাকৃতিকশক্তিনিচয়ের সামঞ্জস্য বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ অল্পদিন হইল অবগত হইয়াছেন। "Correlation of Physical Forces" বা শক্তি-সামঞ্জস্য-তত্ত্ব পণ্ডিত গ্রোভই (Grove) প্রথম আবিষ্কার করেন। * * * * * 'একং সদ্বিপ্রাবহুধা বদন্তি।' (ঋগ্বেদ সংহিতা, ২।৩।২২।) নিত্যবেদের ইহা সনাতন উপদেশ। "অগ্নির্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণু পরমস্তদন্তরেণ সর্ব্বা অন্যা দেবতা" (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।) এই শ্রুতিবচনের সহিত "Heat, light, electricity, magnetism, Chemical affinity and motion are all correlative or have reciprocal dependence." (Correlation of Physical Forces, P. 14,) পণ্ডিত গ্রোভের এই সকল বাক্যের গুরুত্ব তুলনা করিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে, শ্রুতিকথিত প্রাগুক্ত বচনসমূহের ইহা হইতে মূল্য অনেক বেশী।"—

(আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ। ৬ পৃষ্ঠা অধষ্টিপ্পনী।)

"সংসার যে অনাদিকালপ্রবর্ত্তিত—সংসারের যে আদি নাই, ইহাত শাস্ত্রের উৎসৃষ্ট, শাস্ত্রীয় ধ্বনির প্রতিধ্বনি, কিন্তু, দুঃখের বিষয়, বিকৃত বলিয়া, জগৎ অনাদিকালপ্রবর্ত্তিত—এই অমূল্য শাস্ত্রীয় উপদেশের সারতম অংশটুকু ইহাতে নাই, ইহা উল্লিখিত শাস্ত্রীয় উপদেশের মৃতদেহমাত্র—ইহাতে প্রাণ নাই। পণ্ডিত স্পেন্সার বিশ্বের কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যে তিনটী পরস্পর বিরুদ্ধমতের উল্লেখ করিয়াছেন, সর্ব্বসংশয়বিনাশিনী সর্ব্ববিদ্যাময়ী শ্রুতিদেবী এবং তাঁহার চরণ-সম্ভূত আস্তিক দার্শনিকেরাও ইহাদের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের দৃষ্টিতে ইহারা অগ্নি-জলের ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত, সমদর্শক শাস্ত্রীয় সমীক্ষণে ইহারা বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত নহে * * * * * বেদে জগৎকে অনাদি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু, জগদাধার বা জগৎপ্রাণকে তাড়াইয়া দেওয়া হয় নাই, প্রাণময় জগৎকে মৃত বলিয়া বুঝান হয় নাই। জগতের অনাদিত্বপ্রতিপাদন করিতে গিয়া পণ্ডিত স্পেন্সার জগৎপ্রাণকে তাড়াইয়া দিয়াছেন, সংসারের অনাদিত্ববাদ তাঁহার কাছে নাস্তিক (Atheistic) বাদ। বেদ, এই অনাদিত্ব বাদ বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন,—"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।" * * * পরিশেষে বক্তব্য, পণ্ডিত স্পেন্সার সৃষ্টতত্ত্বসম্বন্ধে অসন্দিগ্ধরূপে কোন কথা বলিতে পারেন নাই।"

(আ, শা, প্র ১৮৪ ও ১৮৫ পৃষ্ঠার অধষ্টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)।

"স ত্রেধাত্মানং ব্যকুরুতাদিত্যং তৃতীয়ং বায়ুং তৃতীয়ং।—"

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

অর্থাৎ, এক অগ্নি, অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য ভেদে ত্রিধা বিভিন্ন হইয়া যথাক্রমে পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোকে অধিষ্ঠিত আছেন। * * * অগ্নি বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, ইহা কি সেই জড় পদার্থ? ইহা কি বিদেশীয়দিগের 'Heat' নামে পরিচিত বস্তু? যে অগ্নিকে বিশ্বের ভোক্তা-বা-অন্নাদ বলা হইল, অল্পধী মনুষ্য পাছে তাহাকে কেবল জড় অগ্নি বলিয়াই বুঝে, শ্রুতি তা'ই বুঝাইয়াছেন,

"অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদা।"—

ঋগ্বেদ সংহিতা।

অর্থাৎ, আমি (অগ্নির উক্তি) জন্মহইতেই জাতবেদা—

সর্ব্বজ্ঞ (জাত বা উৎপন্ন পদার্থমাত্রকেই যিনি অবগত আছেন, বিশাল বিশ্বমধ্যে এমন জাতপদার্থ নাই যাহা সর্ব্বজ্ঞ-অগ্নির অজ্ঞাত), আমি সাক্ষাৎকৃত পরতত্ত্বস্বরূপ।

"পাঠক! বিদেশীয় পণ্ডিতদিগকে, জগৎ কিরূপে সৃষ্ট ও প্রলয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, জিজ্ঞাসা করিয়া যে উত্তর পাইয়াছেন, তাহার সহিত শ্রুত্যুপদিষ্ট সৃষ্টিকারণের তুলনা করিলে কি শিক্ষা পাওয়া যায়? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যাহা বলিয়াছেন তাহার সহিত বেদোপদেশের তুলনা করিলে (তুলনা হইতে পারে না, তবে তর্কচ্ছলে বলিতেছি) দশদিগ্বিভাসক মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড ও খদ্যোতিকার মধ্যে যে প্রভেদ, সুবিশাল সরিৎপতি ও সরিতের মধ্যে যে পার্থক্য, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যে ভিন্নতা, উভয়ের মধ্যে তাদৃশ-বা-ততোধিক প্রভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া মনে হয় না কি?

জগতের সৃষ্টি ও লয় কিরূপে হয়, এসম্বন্ধে পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার ও ড্রেপার যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, জড় অগ্নি-ও-সোমহইতে জগতের সৃষ্টি ও লয় হইয়া থাকে, ইহাই উক্ত পণ্ডিতদ্বয়ের সিদ্ধান্ত। অতএব ইহা সুখবোধ্য হইল, যে বেদের অগ্নি ও সোম এবং উক্ত পণ্ডিতদ্বয়ের ভেদ-সংসর্গবৃত্তি-শক্তিদ্বয় একরূপ পদার্থ নহে, বেদের উপদেশ জড়-শক্তি স্বয়ংপ্রেরিত হইয়া কখন কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না, প্রাকৃতিক নিয়মের একজন নিয়ামক আছেন, জড়ের সংকল্পশক্তি নাই। বিদেশীয় দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মধ্যেও কেহ কেহ এ কথা বুঝিয়াছেন। (লেখক এই স্থলে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টেট্ ও ব্যালফোরের 'Unseen Universe' এবং পণ্ডিত টেটের 'Recent Advances in Physical science' হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন)। জগৎ কিরূপে সৃষ্ট, কি জন্যই বা লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, পণ্ডিত স্পেন্সার, বিজ্ঞানবিদ্ ড্রেপার তাহার যাহা উত্তর দিলেন, প্রেক্ষাবানের জিজ্ঞাসা কি ইহাতে বিনিবৃত্ত হইতে পারে? যাহা হউক, যাহা কিছু সৎ তাহার ধ্বংস হয় না, জগৎ প্রবাহরূপে নিত্য, উক্ত পণ্ডিতদ্বয় তাহা স্বীকার করিয়াছেন, ইহাই যথেষ্ট। এক প্রকৃতিহইতে বিকৃত জগদ্বিকারের উচ্চাবচ বিবিধ স্বগত সজাতীয়-ও-বিজাতীয়ভেদের কারণও যাহা, জড়বাদ, চৈতন্যবাদ প্রভৃতি নানাবিধ বাদোৎপত্তির হেতুও তাহাই। যে প্রাকৃতিক নিয়মে, চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ, জাগতিক পরিণামের এই ত্রিবিধ প্রধান বিভাগ হইয়াছে, যে প্রাকৃতিক নিয়মে চেতনাদিপদার্থসমূহের মধ্যেও অসংখ্য অবান্তর ভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে, যে নৈসর্গিক নিয়মে জগতে অমৃত-গরল আছে, মধুর-তিক্ত আছে, সাধু-অসাধু আছে, হিংসা-অহিংসা আছে, ক্রোধ-ক্ষমা আছে, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম আছে, ঠিক সেই প্রাকৃতিক নিয়মে আস্তিক নাস্তিক আছে, দ্বৈতবাদ-অদ্বৈতবাদ আছে, সৎকার্য্যবাদ-অসৎকার্য্যবাদ আছে, আরম্ভবাদ-পরিণামবাদ আছে, 'Theism' 'Atheism' আছে, বেদভক্ত ও বেদদ্বেষী আছে। জগদ্বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সকল মত বিকাশিত এবং জগতের লয়ের সঙ্গে সঙ্গে সকল মত বিলীন হইয়া থাকে। কিছুই একেবারে ছিল না হইল, অথবা ছিল একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল, তাহা হয় না, হইতে পারে না (আ, শা, প্র, ২০৬, ২০৮, ২০৯)।

"এক পরমাত্মাই যে অগ্নি-বায়ুাদি দেবতারূপে বেদে লক্ষিত ও স্তুত হইয়াছেন, উদ্ধৃত নিরুক্তবচনদ্বারা তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। বেদ, অগ্নিবায়ুাদি দেবতাসকলকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখিতে উপদেশ দিয়াছেন, আমরা তাহা চিন্তা করি না। এক পরমাত্মাই বস্তুতঃ অগ্নিবায়ুাদির অভিধেয় পদার্থ।

পাশ্চাত্য দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মধ্যে আজকাল অনেকেই বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, এক মূলশক্তিহইতেই বিবিধপদার্থের উদ্ভূতি হইয়াছে। রসায়নশাস্ত্রের (chemistry) পঞ্চষষ্টি (৬৫)-মৌলিকপদার্থ-বাদ বর্ত্তমান অসময়ের দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের কাছে অযৌক্তিকবোধে অনাদৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, বিদেশীয় পণ্ডিতগণ এক পারমার্থিক পদার্থ হইতে (Primordial) নিখিল বিকার-বা-কার্য্য-পদার্থের বিকাশের কথা বলিতেছেন বটে, কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই উপলব্ধি হইবে, বেদ এতত্ত্ব যে ভাবে বুঝাইয়াছেন, বেদভক্ত ঋষিরা এতত্ত্ব যেভাবে বুঝিয়াছিলেন, বিদেশীয় পণ্ডিতগণ এ তত্ত্ব সেভাবে বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু, ইহা হইতে আর অধিকতর দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে যে, আমরা আজকাল বিদেশীয় শিক্ষাদোষে অথবা কালমাহাত্ম্যে এ বেদকেও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বুঝিতেছি। পণ্ডিত বেকন, যিনি বিজ্ঞানের অভিনবজীবনদাতা বলিয়া বিদেশে আদৃত হইয়াছিলেন, পণ্ডিত স্পেন্সার যাঁহার চিন্তাশীলতা দেশ-বিদেশে আদর্শস্থানীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এতৎসম্বন্ধে ইহাঁরা যেমত প্রকাশ করিয়াছেন, আড়ম্বরশূন্য স্বল্পভাষিণী বিশ্বজননীর উপরি উদ্ধৃত বচনসকল কি তাহা হইতে অধিকতর মূল্যবান্ নহে?" (আ, শা, প্র, ২০৬ পৃষ্ঠার অধষ্টিপ্পনী)।

শাস্ত্রীয়সিদ্ধান্তের সহিত বিদেশীয় পণ্ডিতবৃন্দের মতের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিচার কিরূপরীতিতে করা হইয়াছে, তন্নির্দ্দর্শনার্থ আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম মাত্র, বেদব্যাসে এগ্রন্থের সমীচীন সমালোচনা করিবার স্থান নাই। ইচ্ছা হয় সকল কথাই উদ্ধৃত করিয়া পাঠকদিগকে দেখাই, কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব।

৪। সংস্কৃত শব্দসমূহের শুদ্ধ ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থ হইতে অল্পায়াসে, পদার্থ-তত্ত্বসম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের দীর্ঘায়তন দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ পাঠ করিলে, তাদৃশ সমীচীনজ্ঞান লাভ করা যায় কিনা সন্দেহ; লেখক এই কথা বুঝাইবার নিমিত্ত প্রায় প্রত্যেক প্রতিপাদ্যপদার্থের ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থের উল্লেখ করিয়াছেন। কোন বস্তুই যে একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, এবং জগৎ যে গতি-বা-পরিবর্ত্তনের মূর্ত্তি, লেখক, 'পরিবর্ত্তন ও জগৎ' এই শব্দদ্বয়ের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতে তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন, যথা—

'পরি'-উপসর্গপূর্ব্বক 'বৃৎ' ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে 'ল্যুট্' প্রত্যয় করিয়া "পরিবর্ত্তন" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'পরি'-উপসর্গের একটী অর্থ বর্জ্জন—ত্যাগ। 'পরিবর্ত্তন' শব্দটীর সুতরাং

ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থ হইতেছে, বর্জ্জন-বা-ত্যাগপূর্ব্বক বর্ত্তন—বর্জ্জন-বা-ত্যাগপূর্ব্বক অবস্থান, অর্থাৎ পূর্ব্বভাব ত্যাগ করিয়া অপরভাবে সংক্রমণ।

'গম্ গমনে' এই 'গম'-ধাতুর উত্তর 'কিপ'-প্রত্যয় করিয়া 'জগৎ' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। * * * * * যাহা নিরন্তর উৎপত্ত্যাদি ভাববিকার প্রাপ্ত হয়, তাহাকে 'জগৎ' বলে। (আ, শা, প্র, ৫ম পৃষ্ঠার অধষ্টিপ্পনী)। আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ এই জন্যও অপূর্ব্ব।

৫। বেদহইতেই সকলশাস্ত্র আবির্ভূত হইয়াছে, বেদই বিশ্বের প্রসূতি, বেদই সর্ব্বধর্ম্মের মূল, হিন্দুমাত্রেই এ সকল কথা অবগত আছেন, কিন্তু, বেদহইতেই সকলশাস্ত্র আবির্ভূত হইয়াছে, বেদই বিশ্বের প্রসূতি, বেদই সর্ব্বধর্ম্মের মূল, কয়জন আর্য্যধর্ম্মপ্রচারক এ সকল কথা শাস্ত্র-ও-যুক্তিদ্বারা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন?

"নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজোনোব্যোমাপরোয়ৎ।"

ঋগ্বেদসংহিতা, ৮।৭।১০।১২৯।

লেখক দেখাইয়াছেন, 'অসৎকার্য্য, সৎকার্য্য ও সৎকারণ এই ত্রিবিধ বাদের উদ্ধৃত মন্ত্রটীই বীজ। আস্তিকদর্শনপ্রকাশক ঋষিরা এই মন্ত্রাবলম্বনেই অধিকারানুসারে অবরদিগকে বুঝাইবার নিমিত্ত অসৎ-কার্য্যাদি বাদের উল্লেখ করিয়াছেন, নাস্তিকদর্শনকর্ত্তৃগণও মন্ত্রটীর মর্ম্মগ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া ইহার প্রমাণেই নাস্তিকমতের প্রচার করিয়াছেন। লেখক, ন্যায়দর্শনহইতে উদ্ধৃত মন্ত্রের সদৃশ একটী সূত্রপর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—'নাসন্নসন্নসদসৎসদসতো বৈধর্ম্ম্যাৎ'—

ন্যায়দর্শন। ৪।১।১৮

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীং প্রজাং জনয়ন্তীং সরূপাম্।"

তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

অর্থাৎ, একা—ত্রিগুণাত্মিকা অজা (যাঁহার জন্ম নাই, অর্থাৎ, যিনি অনাদি) মূল প্রকৃতি বা মায়া, সরূপ (ত্রিগুণময়) বহুবিধ প্রজা উৎপাদন করেন, ইত্যাদি শ্রুত্যুপদেশই সাংখ্যদর্শনের মূলমন্ত্র।" (আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ, ৭৬ পৃষ্ঠার অধষ্টিপ্পনী)।

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্ম্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতির্ব্বিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥"—

সাংখ্যকারিকা।

সপ্তার্ধগর্ভাভুবনস্য রেতো বিষ্ণোস্তিষ্ঠন্তি প্রদিশ বিধর্ম্মণি।—

ঋগ্বেদসংহিতা। ২।১।১৬৪।

উদ্ধৃত মন্ত্রটী প্রাগুক্ত সাংখ্যমতের বীজ। (আ, শা, প্র, ৭৯ পৃষ্ঠার অধষ্টিপ্পনী)।

"সংবাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ॥"

(ঋগ্বেদসংহিতা, ৮। ১০। ৮১। শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা, ১৭।১৯।)

উদ্ধৃত মন্ত্রটীই ন্যায়-বৈশেষিকের পরমাণুবাদের বীজ। তর্ককেশরী উদয়নাচার্য্য স্বপ্রণীত 'কুসুমাঞ্জলি' নামক উপাদেয় গ্রন্থে এই মন্ত্রটী উদ্ধৃত করিয়া, পরমাণুই যে বিশ্বের উপাদানকারণ তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন। (আ, শা, প্র, ১০৭ ও ১০৮ পৃষ্ঠা)।

৬।—আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপের রচনাপ্রণালী বা নির্ম্মাণকৌশলও অদ্ভুত। বাহ্যপ্রকৃতির সহিত আন্তরপ্রকৃতির সংঘর্ষণহইতে কিরূপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে, কি জড় বিজ্ঞান, কি দর্শন, কি গণিত, কি চিকিৎসা, সকলশাস্ত্রেরই যে মূল লক্ষ্য এক, পরসামান্য-বা-পরজাতিজ্ঞানই (Knowledge of the highest degree of generality) যে দর্শনের লক্ষ্য পদার্থ, বিজ্ঞান (Science) ও দর্শনের মধ্যে (Philosophy) পরাপর ভেদ ভিন্ন যে অন্য কোন প্রকার ভেদ নাই, ন্যায়শাস্ত্রই (Logic) যে গণিতাদি অন্যান্যবিজ্ঞানের মূলভিত্তি, জড় বিজ্ঞান যে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের স্থূল দেহ, যে নিয়মে নোদন-বা-অভিঘাতপ্রাপ্ত জড়পদার্থ, গতিবিশিষ্ট এবং অভিনববেগপ্রাপ্ত না হইলে স্থির হইয়া থাকে, পুনর্জ্জন্ম (Rebirth) ও যে ঠিক সেই নিয়মাধীন, ধর্ম্ম যে প্রাকৃতিক পদার্থ, ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্ম, প্রকৃতসাধক স্বভাবের নিয়মে এই ত্রিবিধ যোগেরই যে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সর্ব্বজনবিদিত সামান্য একটী সূত্র ধরিয়া 'আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ' ক্রমশঃ এই সকল অবশ্য-পরিজ্ঞেয়, গভীরতত্ত্বসকলের অবতারণা করিয়াছে। আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ জ্যামিতির ন্যায় পরস্পর দ্বারদ্বারিভাবসম্বন্ধে সম্বদ্ধ তত্ত্ব-সকলের অবতারণা ও মীমাংসা করিয়াছে, যাহার পর যে-প্রশ্ন চিন্তাশীলের হৃদয়ে স্বতঃই উদিত হইয়া থাকে, আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ ঠিক তাহার পর সেই প্রশ্নের উত্থাপন ও মীমাংসা করিয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে লোকের মস্তিষ্ক যেরূপ দুর্ব্বল, ধারণাশক্তি ও বিদ্যাপিপাসা যে প্রকার ক্ষীণ, তাহাতে লেখকের এরীতিকে অনেকেই নিন্দা করিবেন সন্দেহ নাই। কোন একটী বিষয় সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, তৎসম্বদ্ধ অবশ্যবেদিতব্য বিষয়গুলি অগ্রে পরিজ্ঞাত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যিনি পূর্ব্ববেদিতব্য শাস্ত্র-জ্ঞান-বিহীন, তাঁহাকে পরবেদিতব্য শাস্ত্রমর্ম্ম হৃদয়ঙ্গমকরাইয়া দেওয়া অসাধ্য ব্যাপার। ভগবান্ যাস্ক এই নিমিত্ত বলিয়াছেন—

'অনিদং বিদে বা'।

অর্থাৎ, যাঁহারা ইদংবিদ্ নহেন, যাঁহারা পূর্ব্ববেদিতব্য-শাস্ত্রজ্ঞান-বিহীন, তাঁহাদিগকে কখন পরবেদিতব্য-শাস্ত্রের উপদেশ করিবে না। অতএব যিনি যখন কাহাকেও কোন শাস্ত্রের উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন তাঁহার উপদেশ্য, তৎপূর্ব্ববেদিতব্য শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন এইরূপ মনে করিয়া লওয়া উচিত। অতএব আমরা বন্ধুভাবে গ্রন্থকারকে অনুরোধ করিতেছি, তিনি যেন অতঃপর এইরূপ রীতির অনুসরণ করেন।

৭। আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ শীত-রশ্মি, ইহার দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিলে নয়নের কোন পীড়া হয় না। আর্য্য-শাস্ত্র মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড, স্বয়ংপ্রকাশ-স্বরূপ, আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ স্বয়ংনিষ্প্রভ, ইহার নিজদীপ্তি কিছুমাত্র নাই, (ভূমিকার প্রথম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) দশদিগ্ভাসক শাস্ত্র-প্রভাকরের অনুগ্রহে ইহা দীপ্তিমান্, তাঁহার প্রভায় প্রভাশীল (তত্তেজঃসম্বন্ধাদ্ দীপ্তিমান্)। আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ এইজন্য শীতরশ্মি, চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধদীপ্তি। বিশিষ্ট শক্তিমান্ পুরুষবৃন্দই, বিনা ক্লেশে প্রভাকরের প্রখর কর সহ্য করিতে পারেন, অন্যে

পারেন না। অতএব স্বয়ং প্রকাশ প্রভাকর থাকিলেও স্বয়ং নিষ্প্রভ শীতরশ্মির প্রয়োজন আছে। রাগ-দ্বেষপ্রসূত সংসারে কোন বস্তুই সার্ব্বভৌমরূপে প্রিয় হইতে পারে না। চন্দ্রমা, চন্দ্রমা হইয়াও এইজন্য বিধু—বিরহিহৃদয়বেধক হইয়াছেন। 'ব্যধ' ধাতুর উত্তর 'কু' প্রত্যয় করিয়া 'বিধু' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। 'বিরহিণং বিধ্যতীতি বিধুশ্চন্দ্রঃ।" অর্থাৎ, যাহা বিরহিকে ব্যথিত করে, তাহা বিধু।) অতএব আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপকে আমরা যে দৃষ্টিতে দেখিতেছি সকলে যে ইহাকে সেই দৃষ্টিতে দেখিবেন না, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ যে শীতরশ্মি তাহা দেখাইবার নিমিত্ত আমরা আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপহইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"শিশুগণ দেখিতে পাই মাতৃকুক্ষিহইতে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই তারস্বরে কাঁদিয়া উঠে। যাঁহারা আধিব্যথিত—প্রিয়বস্তু-বা-ব্যক্তির বিরহজনিতদুঃখে পীড্যমান, দুঃসহ-ব্যাধির যাতনায় যাঁহারা অস্থির, তাহারাইত রোদন করিয়া থাকেন, কিন্তু সদ্যোজাত নিরাময় শিশু এদেশে পদার্পণ করিয়াই মুষিতহৃদ্য, রোগার্ত্ত বা বিপন্নের ন্যায় ক্রন্দন করে কেন? অশিক্ষিত-শাঠ্য, সুকুমার, সরল শিশুকে জাতমাত্রেই কে কাঁদাইয়া থাকে? কপটতা-বিহীন, নিরপরাধ শিশুকে কাঁদাইতে ইচ্ছা কাহার হয়? যে কারণে, বালক-যুবা ক্রন্দন করে, যে কারণে প্রৌঢ়-বৃদ্ধ অশ্রুবর্ষণ করে, সদ্যস্ক শিশুও ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই সেইকারণে কাঁদিয়া থাকে। স্নেহময়ী জননীর শান্তিময়-অঙ্কহইতে ভ্রষ্ট হওয়াতেই শিশুগণ ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র রোদন করে। গর্ভবাস কালে শিশু যে ভাবে থাকে, গর্ভচ্যুত হইয়া, সেভাবে থাকিতে পারে না। বুঝিয়াছি পরিবর্ত্তনই মৃত্যু, সংসার বা জগৎ পরিবর্ত্তনাত্মক, অতএব, ইহা মৃত্যুর রাজ্য। ভীষণ কঠোর-শাসন শমন-গ্রাসে পতিত, শমন ভয়নিবারিণী জননীর অঙ্কচ্যুত বিপন্ন শিশু কালের ভীষণরূপ নিরীক্ষণ করিয়াই কাঁদিয়া উঠে। অবিরাম একভাবহইতে ভাবান্তরে গমন করার নামই সংসার বাস।* জন্মাদি-ভাববিকার সকলকে আমরা যে দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি, সূক্ষ্মদর্শীর নয়নে ইহারা সে ভাবে লক্ষিত হয় না। জন্ম আমাদের সমীপে উৎসবের এবং মৃত্যু শোকের সামগ্রী, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী জন্ম ও মৃত্যুর প্রভেদ দেখেন না। জন্ম যে মৃত্যুহইতে বিভিন্নপদার্থ নহে, সুকুমার স্বল্পবোধ শিশুগণও তাহা জানে, ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তা'ই তাহারা ক্রন্দন করিয়া উঠে। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে, মাতাপিতার আনন্দের সীমা থাকে না, আত্মীয়বর্গ মাত্রেই আনন্দে নিমগ্ন হ'ন, কিন্তু যাহার জন্য এত আনন্দ, সে উচ্চস্বরে কাঁদিতে থাকে। জন্মই হউক, অথবা মৃত্যুই হউক, জাতের বা মৃতের সমানোদকদিগের যে অশৌচ হইয়া থাকে, হিন্দুমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। কিন্তু শাস্ত্রকারেরা কেন জন্মাশৌচব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা আমরা সাধারণতঃ চিন্তা করি না। করুণাময় শাস্ত্রকারেরা, জন্ম ও মৃত্যু যে সমান সামগ্রী, নানাবিধ উপায়ে তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। জন্ম ও মৃত্যুকে এক পদার্থ বলিয়া বুঝিতে যিনি পারগ হইয়াছেন,—ভাববিকার সমূহ পরস্পর শৃঙ্খলিত, জন্ম ও মৃত্যু বা আবির্ভাব ও তিরোভাব বা বিকাশ ও বিনাশ, ইহারা ভাববিকারের দেশকালকৃত পৌর্ব্বাপর্য্য-নিয়মক্রমসূচকশব্দ ভিন্ন আর কিছু নহে,—যাঁহার ইহা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তিনি অনায়াসেই বলিতে পারেন, অভাব হইতে ভাবের এবং ভাবহইতে অভাবের উৎপত্তি হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। আস্তিক-দার্শনিকদিগের অসৎকার্য্যবাদ, এই নিমিত্ত পরস্পর-বিরোধী নহে। আস্তিক দর্শন শাস্ত্র সকল ষড়্ভাববিকারের ন্যায় পরস্পর শৃঙ্খলিত, দ্বারদ্বারিভাবসম্বন্ধেসম্বদ্ধ।"

আস্তিক দার্শনিকদিগের অসৎকার্য্যবাদ ও সৎকার্য্যবাদ যে পরস্পর স্বরূপতঃ বিরোধী নহে, আস্তিকদর্শনশাস্ত্রসকল যে ষড়্ভাববিকারের (জন্ম, স্থিতি, বিপরিণাম, বৃদ্ধি, অপক্ষয়, ও বিনাশ) ন্যায় পরস্পর শৃঙ্খলিত, দ্বারদ্বারিভাবসম্বন্ধে সম্বদ্ধ, সংসার যে পরিবর্ত্তনাত্মক মৃত্যুর রাজ্য, আমরা কিন্তু বস্তুতঃ অবশভাবে পরিবর্ত্তনস্রোতে ভাসিয়াযাইতে ইচ্ছুক নহি, পরিবর্ত্তনই (Change) যে দুঃখ এবং সদা একভাবে অবস্থান করাই যে সুখ, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে জন্ম ও মৃত্যু যে সমান পদার্থ, এই সকল দুরবগাহ দার্শনিক তত্ত্ব সর্ব্বজন পরিজ্ঞাত ভূমিষ্ঠ শিশুর রোদনব্যাপারের দৃষ্টান্তে কবিত্বরসে সরস করিয়া কেমন কোমলভাবে বুঝান হইয়াছে দেখুন। এ কবিত্ব সত্যানুসন্ধিসু দার্শনিক হৃদয়ের অবরোধক নহে, এ দার্শনিকতত্ত্ব কাব্যরসপ্রিয় সুকুমারকবিহৃদয়েরও বাধক নহে। আর্য্য শাস্ত্র প্রদীপের এগুণ যে অপূর্ব্ব, তাহা কে অস্বীকার করিবেন।

৮।—শ্রুতি বলিয়াছেন—"ব্রত বা কর্ম্ম করিতে করিতে, দীক্ষা-যোগ্যতা হয়, দীক্ষা বা যোগ্যতা হইলে, দক্ষিণা—কৃতকর্ম্মের ফললাভ হয়, কৃতকর্ম্মের ফলপ্রাপ্তি হইলে, শ্রদ্ধা-বা-বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে এবং শ্রদ্ধা-বা-বিশ্বাস জন্মাইলেই সত্য-জ্ঞান—অনন্ত ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারা যায়।"

(আ, শা, প্র, ৩৪ পৃষ্ঠা)।

'সাহি জননীব কল্যাণী যোগিনং পাতি।'—যোগসূত্রভাষ্য।

অর্থাৎ, শ্রদ্ধা, মঙ্গলময়ী জননীর ন্যায় যোগিকে রক্ষা করেন। শ্রদ্ধা না হইলে কাহার কোন কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি হয় না, এবং অশ্রদ্ধার সহিত কোন কর্ম্ম করিলে তাহার ফললাভে বঞ্চিত হইতে হয়। শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা উন্নিনীষু মানবের কল্যাণময়ী জননীর ন্যায় হিতকারিণী। শাস্ত্রের প্রতি যাঁহার শ্রদ্ধা নাই তিনি কখন শাস্ত্র সমাসাদ্যফল লাভকরিতে সমর্থ হয়েন না। শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম তাঁহার হৃদয়ে কখন প্রতিভাত হয় না। 'শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হওয়া উচিত, শত-সহস্রবার এইরূপ উপদেশ শ্রবণ করিয়াও যাঁহার হৃদয়ে শাস্ত্র-শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়

* 'সম্+সৃ+ঘঞ্' 'সংসার' শব্দটী এইরূপে সিদ্ধ হইয়াছে।

"সংসরত্যস্মাৎ। মিথ্যাজ্ঞানজন্যসংস্কার রূপবাসনায়াম্।"

অর্থাৎ, মিথ্যাজ্ঞান-বা-অবিদ্যা-জনিত সংস্কাররূপ বাসনার নাম সংসার। যাহাতে একভাবে থাকিবার উপায় নাই, একভাবে থাকিবার চেষ্টা করিলেও যেখানে সরিয়া পড়িতে হয়, তাহাকে সংসার বলে। অতএব, সংসার যে মৃত্যুর রাজ্য তাহাতে আর সন্দেহ কি? আ, শা, প্র, অঃ টিপ্পনী।

নাই, একজন প্রকৃত শাস্ত্র শ্রদ্ধাবান্ পুরুষকে দেখিলে বিনা উপদেশেই তাঁহার শাস্ত্র-শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে। আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ শুদ্ধ শাস্ত্রশ্রদ্ধার ফল। শাস্ত্রের প্রতি লেখকের যে সহজ অটল শ্রদ্ধা আছে, আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপের প্রত্যেক বর্ণ তাহা প্রমাণ করিতেছে। আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপের লেখক যাহা বলিতে যাইতেছেন, এ দুর্দ্দিনে, তাহা কেহ বিশ্বাস করিতে পারিবেন না জানিয়াও মনের আবেগে বলিতেছেন—দারিদ্র্য-প্রপীড়িত, শিক্ষাগুরূপদেশ বিরহিত (যে চতুর্ব্বিধ উপায়ে বিদ্যা উপযুক্তা হইয়া থাকে, দুর্ভাগ্যবশতঃ মদীয় জীবনে তাহাদের একটীও সুগম হয় নাই। এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা আবশ্যক মনে করি না। এদুর্দ্দিনে সরলতার আদর বড়ই কম। * * * * * দুর্ভাগ্যবশতঃ এ পর্য্যন্ত আমি উপযুক্ত শিক্ষাগুরুর চরণে শরণগ্রহণ করিতে পারি নাই, দুরবগাহশাস্ত্রার্থ আমার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, অতএব বলা বাহুল্য যে আমি শাস্ত্রমর্ম্ম ব্যাখ্যা করিবার উপযুক্ত নহি। ভূমিকা দ্রষ্টব্য) অযাচিতভিক্ষাজীবী, বিবিক্তদেশসেবী, বহুপরিবারপরিবেষ্টিত ব্রাহ্মণ। ("পরিবারবর্গ আমার অল্প নহে, তথাপি মা অন্নপূর্ণা বিরক্ত না হইয়া, এই বহুপরিবারপরিবেষ্টিত অকিঞ্চন দীনতনয়ের ভার বহনকরিতেছেন। অযাচিতভিক্ষাবৃত্তিদ্বারাই আমার জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।" ভূমিকা দ্রষ্টব্য) বাল্যকালহইতে বিদ্যা শিক্ষার জন্য ইনি কাহার নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য পান নাই।

"পৃষোদরাদীনি যথোপদিষ্টম্।" এই পাণিনীয়সূত্রের ভাষ্য করিবার সময় ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, শিষ্ট ব্যক্তিগণ যে প্রকার উপদেশ করিয়াছেন, কোন সূত্রশাসন না থাকিলে, তাহারই অনুগমন করিতে হইবে, শিষ্টজন-ব্যবহারই এই স্থানে প্রমাণ। কাহারা শিষ্ট ? কাহারা সাধুত্ব-পরিজ্ঞানে প্রমাণ এতদুত্তরে পতঞ্জলিদেবের উক্তি,—আর্য্যাবর্ত্তজনপদবাসী, কুম্ভীধান্য (কুম্ভাতেই—উখা-বা-পাকপাত্রেই—হাঁড়ীতেই যাঁহাদের ধান্য, কুম্ভীব্যতীত অন্যত্র যাঁহাদের ধান্য থাকে না, অর্থাৎ যাঁহারা অসঞ্চয়ী) অলোলুপ—লাভেচ্ছারহিত, অগৃহ্যমাণকারণ (দৃষ্টকারণ ব্যতিরেকে যাঁহারা সদাচারানুবর্ত্তী—স্বভাবতই যাঁহারা সদাচারসম্পন্ন) এবং গুরূপদেশাদিরূপ অভিযোগব্যতীত যাঁহারা নিখিলবিদ্যাপারদর্শী, এতাদৃশ ব্রাহ্মণগণই শিষ্ট, তাঁহারাই সাধুত্ব পরিজ্ঞানে প্রমাণ।

"আর্য্যাবর্ত্তে নিবাসে যে ব্রাহ্মণাঃ কুম্ভীধান্যা অলোলুপা অগৃহ্যমাণকারণাঃ কিঞ্চিদন্তরেণ কস্যাশ্চিদ্বিদ্যায়াঃ পারঙ্গতা তত্র ভবন্তঃ শিষ্টাঃ ॥"—মহাভাষ্য।

নিরুক্তটীকাকার ভগবান্ দুর্গাচার্য্য বলিয়াছেন—

"মেধাবী—জন্মান্তরানুভাবিত-প্রজ্ঞাযুক্ত, অথবা তপস্বী এই দুই ব্যক্তিকে (ইহাঁরা অবৈয়াকরণ হইলেও) বেদবিদ্যা প্রদান করিবে। মেধাবী বা তপস্বীর অসাধ্য কিছুই নাই। মেধাবী ও তপস্যানিরত ব্যক্তির হৃদয়ে বেদার্থ স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে।"

"য এব তু মেধাবী স্যাৎ,—অন্যজন্মান্তরানুভাবিতয়া প্রজ্ঞয়া যুক্তঃ, যোবা তপস্বী, কামং তাভ্যামবৈয়াকরণাভ্যামপি নিব্রূয়াদেব—নহি তয়োরসাধ্যং কিঞ্চিদস্তি,—তপসা হি স্বয়মপি বেদার্থ প্রাদুর্ভবেদেব।"—

নিরুক্তটীকা।

উদ্ধৃত শাস্ত্রবাক্যে আজ কাল কয়জনের শ্রদ্ধা হইয়া থাকে ? উক্ত শাস্ত্রবাণী সত্য কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার প্রবৃত্তিই বা কয়জনের আছে ? আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ যাঁহার লেখনীপ্রসূত, তিনি বিনা শিক্ষাগুরূপদেশে, শুদ্ধ সহজ-শাস্ত্র শ্রদ্ধা-বলে, অবিরাম বিঘ্নপ্রতিহন্যমান হইয়া, কাহার নিকট হইতে উৎসাহ না পাইয়া, কেবল দীনজননীর চরণপ্রান্তে তাকাইয়া, কুম্ভীধান্য হওয়ার কথাত স্বল্প, বৎসরের মধ্যে ছয়মাস সপরিবারে অনাহারে যাপন করিয়া, হৃদয়শূন্য, গর্ব্বিতসমাজের অবহেলন বিনা ক্লেশে সহ্য পূর্ব্বক, এইগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। লেখকের উক্তি—"পুস্তক খানি মুদ্রাঙ্কিত করিবার জন্য স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা করা হইয়াছিল, বহুধনির দ্বারস্থ হইয়াছিলাম, কিন্তঃ কাহারও হৃদয়ে দয়া হয় নাই। দীননাথ ভিন্ন দীনের কথা আর কে শুনিবেন ?"

এ দৃষ্টান্তদ্বারা পূর্ব্বোদ্ধৃত শাস্ত্রবাণীর যাথার্থ্য কি অংশতঃ প্রতিপন্ন হইতেছেনা ? যাঁহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র আর্য্যভাব আছে, এ দৃষ্টান্তদ্বারা তাঁহার শাস্ত্রশ্রদ্ধা কি সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইবে না ? জন্মান্তরে যাঁহার বিশ্বাস নাই, এ দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহার হৃদয় কি ক্ষণকালের জন্যও বিচলিত হইবে না ? দুর্ভাগ্য নাস্তিক ! এ দৃষ্টান্ত কি তোমার নীরসহৃদয়কে ভগবদ্ভক্তিরসে আর্দ্র করিতে সমর্থ হইবে না ?

আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ কেবল শাস্ত্রাধ্যয়নের ফল নহে, ইহা শাস্ত্রচরণসেবক জীবনের ফল, ইহা শাস্ত্রভক্তের স্বানুভূতিবিলাস, ইহা শাস্ত্রবিশ্বাসী, দীনহৃদয়কাননে প্রস্ফুটিত কুসুম। অতএব আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ অপূর্ব্ব পদার্থ কিনা, পাঠকই তাহা বিচার করুন্।

"আমি তাঁহার অকিঞ্চন সন্তান, যথাশক্তি তাঁহার আদেশ পালন করিবার চেষ্টা করিতেছি, তাঁহারই উপদেশানুসারে ভিখারী হইয়াছি, তাঁহার দাসত্ব করা ভিন্ন (অবশ্য যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি) প্রাণ যেন আর কিছু চায়না, গ্রন্থকর্ত্তৃত্বাভিমান আমার নাই, তা'ই সম্পূর্ণ বিশ্বাস, সাধারণলোকে আমাকে অপাত্র মনে করিলেও—আমাকে ভণ্ড ভাবিলেও, সর্ব্বান্তর্যামিনী ত্রিভুবনজননীর দৃষ্টিতে যদি আমি তদ্ভাবে গৃহীত না হই, মা যদি আমাকে অসরল বা ভণ্ড মনে না-করেন, তাহা হইলে, এ দীনকে তাঁহার সকল প্রিয়সন্তানই ভিক্ষা দান করিবেন। ইহা আমার গ্রন্থ নহে—'ভিক্ষা পত্র'।"—(আ, শা, প্র, ভূমিকা)। এ ভিখারী ভিক্ষা পাইবার যোগ্য কিনা সরলহৃদয় পাঠকই তাহা চিন্তা করুন্।

হিন্দুসমাজ ! তুমি নাকি মুমূর্ষু, তা'ই এতকথা বলিতে হইতেছে। তোমার ভাব, ভাষা ও কার্য্য এই তিনের মধ্যে প্রায় সমতা দেখিনা, তোমার সহজপ্রকৃতি কলুষিত হইয়াছে, তা'ই এত আক্ষেপ। বিদ্বান্‌কে সম্মান করা উচিত, বিপন্নকে বিপদ হইতে রক্ষা করা উচিত, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্তের সাধনার অন্তরায় দূর করা উচিত, হিন্দু সমাজ ! তোমাকে আজ যুক্তি-

দ্বারা এই সকল মানবধর্ম্মের ঔচিত্য বুঝাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে হইতেছে। কি শোচনীয় পরিণাম! এ সকল কথা বলিবার আবশ্যক ছিলনা, তবে দেখিতে পাইতেছি এখন পর্য্যন্ত তুমি একেবারে নিস্পন্দ হও নাই, দেখিতে পাইতেছি এখন পর্য্যন্ত তোমার একেবারে শ্বাসরোধ হয় নাই, ধর্ম্মোন্নতির জন্য তোমাকে সভা করিতে দেখিতেছি, ধর্ম্মোন্নতির জন্য যেখানে সেখানে আজ কাল বক্তৃতা হইতেছে, শুনিতেছি, তা'ই বন্ধুভাবে দুই একটী কথাবলিবার প্রবৃত্তি হইয়াছে।

"স্বমেব ব্রাহ্মণো ভুঙ্‌ক্তে স্বং বস্তে স্বং দদাতি চ।
আনৃশংস্যাৎ ব্রাহ্মণস্য ভুঞ্জতে হীতরে জনাঃ ॥"—

মনুসংহিতা

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণেরা যে পরের অন্ন ভোজন করেন, পরকীয় বসন পরিধান করেন, পরের ধন গ্রহণ করিয়া, অপরকে প্রদান করেন, সে সমুদয় বস্তুতঃ পরের নহে, ব্রাহ্মণ আপনার অন্নই ভোজন করেন, স্বকীয় বসনই পরিধান করেন, স্বীয়ধনই অপরকে দান করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণের দয়াতেই অন্যে ভোজন পরিধানাদি করে। *

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভুতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে ॥"—মনুসংহিতা। অর্থাৎ, ব্রাহ্মণই সর্ব্বভূতের ধর্ম্মরক্ষাকর্ত্তা-ব্রাহ্মণই সর্ব্বভূতের ধর্ম্মোপদেষ্টা।

হিন্দুসমাজ ! তুমি কি আর বিনা বিচারে এ সকল উপদেশ শিরোধার্য্য করিতে প্রস্তুত ? কখনই না। তুমি যদি এসকল পরমহিতকর উপদেশবচনের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতে, তাহা হইলে, স্বধর্ম্মপালনার্থী শাস্ত্র চরণসেবক ব্রাহ্মণকে আজ ভিক্ষার্থ গ্রন্থ লিখিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে হইত না। জীবনশূন্য শুষ্কবক্তৃতাদ্বারা কি ইষ্টাপত্তি হইবে ? লেখক বলিয়াছেন—"চারু—লোকায়ত—সাধারণতঃ লোকচিত্তরঞ্জন বচন যাঁহার, তিনি চার্ব্বাক্ (চারু-বাক=চার্ব্বাক)। মুখে যিনি যাহাই বলুন, বেদভক্ত হিন্দুব্যতীত অন্তরে অন্তরে সকলেই যে চার্ব্বক মতের উপাসক, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।" (আ, শা, প্র, ২২০ পৃষ্ঠার অধিটিপ্পনা দ্রষ্টব্য)। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। ধার্ম্মিক্ না হইয়া ধর্ম্মোপদেশ দিলে, কোন ফল হয় না। অন্যকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদানকরিতে যাইবার পূর্ব্বে নিজদিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত। আমি কত ধার্ম্মিক, কিরূপ সরল, আমার ভাব, ভাষা ও কার্য্য একরূপ কিনা ধর্ম্মোপদেষ্টার এ সকল অবশ্য চিন্তনীয়। জাগতিক পদ অনিত্য, জাগতিক ধন অনিত্য, দেহাত্মবাদিন্ ! দেহও ক্ষণভঙ্গুর, জাগতিকপদ সঙ্গে যায় না, জাগতিকধন সঙ্গে যায় না, দেহাত্মবাদিন্ ! দেহও পড়িয়া থাকে। ধর্ম্মই একমাত্র সুহৃদ্, ধর্ম্মই নিত্যসঙ্গী। এমন অমূল্য ধর্ম্মকে ক্ষণভঙ্গুর পার্থিব মানবধনের সহিত বিনিময় করা কি উচিত ? সরলতাই ধর্ম্ম (সরল গতিই প্রেতি বা প্রকৃষ্ট গতি, ইহাই ধর্ম্ম)।' (আ, শা, প্র, ২২৬ পৃষ্ঠা)

"প্রকৃত ধার্ম্মিক কে ?—"যিনি প্রকৃষ্টতমগতি, যিনি কেন্দ্রের সন্নিকৃষ্টতম, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণের শরীর ধর্ম্মের—প্রকৃষ্টগতির সনাতন মূর্ত্তি, ধর্ম্মের জন্য উৎপন্ন ব্রাহ্মণই মোক্ষলাভের উপযুক্ত পাত্র।"

(আ, শা, প্র, ২২৬ পৃষ্ঠা।)

ব্রাহ্মণ কি বস্তু, ব্রাহ্মণের মূল্য কত, ব্রাহ্মণশূন্য সমাজ ও মস্তিষ্ক (Brain)-শূন্য দেহ যে সমান, হিন্দু সমাজ ! যত দিন তুমি পুনর্ব্বার ইহা না বুঝিবে ততদিন তোমার সুখ শান্তি সুদূরপরাহত, ততদিন তোমাকে আধি-ব্যাধিদ্বারা নিয়ত প্রপীড়িত হইতে হইবে, ততদিন দুর্ভিক্ষের ভীষণরূপ অকাল মৃত্যুর ঘোরামূর্ত্তি—তোমার নয়ন সম্মুখে সদা সাটোপে নৃত্য করিবে। স্বীকার করি এখন শাস্ত্রোক্ত লক্ষণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ দুর্লভ, স্বীকার করি, ব্রাহ্মণ গণের মধ্যে অনেকই যুগধর্ম্মবশতঃ ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে, মস্তিষ্ক ব্যাধিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে পরিত্যাগ করা যুক্তিসঙ্গত, অথবা ইহার চিকিৎসা করা প্রয়োজনীয় ? মস্তিষ্ক ব্যাধিত হইয়াছে বলিয়া হস্তপদাদিকে মস্তিষ্কের পদে স্থাপিত করিলে চলিবে না।

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র, ইহারাই যে সমাজশরীরের যন্ত্র, ইহাদের একটীর অভাবেও যে সমাজশরীর অবস্থান করিতে পারে না জাতিভেদ হইয়াই যে সৃষ্টি হইয়াছে, সাম্যভাব (Equilibrium) লয়ের এবং বৈষম্যই যে সৃষ্টির কারণ, যতদিন সৃষ্টি থাকিবে, ততদিন জাতিভেদ থাকা যে প্রাকৃতিক নিয়ম, * * * * এতদ্দ্বারা আমরা বুঝিলাম, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতিভেদ সৃষ্টির সমসাময়িক পদার্থ, জাতিভেদ না হইলে, সৃষ্টি হয় না, জাতিভেদ না থাকিলে জগৎ চলিতে পারে না, জাতিভেদই জগতের জগত্ব। যাঁহারা জাতিভেদকে উন্নতির অন্তরায় মনে করেন, অনুদারহৃদয়ের ফল বলিয়া বুঝেন, বিশ্বজনীন প্রেমপ্রবাহের অবরোধক বলিয়া ঘৃণা করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত, উন্নতির লক্ষ্যবিন্দু তাঁহাদের স্থির হয় নাই, কাহাকে উন্নতি বলে, কিসে উন্নত হওয়া যায়, আজিও তাঁহারা তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। জাতিভেদ প্রাকৃতিক পদার্থ, প্রকৃতির বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে যাইলে, উন্নতি হয় না। প্রাকৃতিকনিয়ম অতিক্রম করিতে যাইলে, অবনতির শেষ পর্ব্বে আসিয়া উপনীত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে হয়।" (আ, শা, প্র, ৯৬, ৯৭, ৯৮ পৃষ্ঠা)

হিন্দু ধর্ম্মের যদি কখন পুনরুন্নতি হয়, এ সোনার ভারতের কালীমাখা অঙ্গ যদি কোন দিন আবার স্বরূপাবস্থায় অবস্থিত হয়, তবে বেদজ্ঞ, বেদবোধিতধর্ম্মানুষ্ঠাতা ব্রাহ্মণগণদ্বারাই তাহা হইবে।

৯।—অনন্যসহায় এক জনের লেখনীহইতে আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ প্রসূত হইতেছে। ইহাও অদ্ভুত ব্যাপার। আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ, এক ব্যক্তির লেখনীপ্রসূত শুনিলে, কোন্ মাৎসর্য্যবিহীন গুণগ্রাহী, সরলহৃদয় মানব বিস্মিত না হইবেন ?

* পূজ্যপাদ ভগবান্ মনুর এই সকল অমূল্যবচনের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করার শক্তি হিন্দুসমাজের আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ হয়ত বলিবেন,—মনুর এই সকল উপদেশে অসমদর্শিতার পূতিগন্ধ আছে, সুতরাং, ইহার গ্রাহ্য হইতে পারে না। আমরা সময়ান্তরে এই সমস্ত বিষয়ের সমালোচনা করিব।

পরিশেষে বক্তব্য আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপের সমালোচনা করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই। বেদব্যাসে ইহার একটী সংগ্রহ (Summary) বাহির করিবার ইচ্ছা রহিল।

আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপের উপক্রমণিকার ১ম অংশ রয়েল আট-পেজী ২৩২ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। প্রকাশিত অংশের প্রথমেই ৩২ পৃষ্ঠাত্মিকা একটী সারগর্ভ ভূমিকা সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থের মূল শরীর স্মল্‌পাইকা এবং অধিষ্ঠিপ্পনী (Foot note) বর্জ্জেস অক্ষরে গঠিত। অধিষ্টিপ্পনীতে যে সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ের সমাবেশ করা হইয়াছে, গ্রন্থকার ব্যবসাবুদ্ধি প্রেরিত হইয়া, যদি তাহাদিগকে গ্রন্থের দেহের সহিত গ্রথিত করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার গ্রন্থের কলেবর দ্বিগুণ পরিমাণে বর্দ্ধিত হইত।

নিখিল লোক ব্যবহার প্রমাণাধীন, সংসারে কেহ স্বার্থশূন্য হইতে পারে না, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের চিত্র ও প্রকৃত ধার্ম্মিকের লক্ষণ উপক্রমণিকার ১ম অংশে এই চারিটী বিষয়কে প্রধানতঃ আলোচ্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

নিম্নলিখিত স্থানে উক্ত গ্রন্থ প্রাপ্তব্য।

এস্ এম্ মজুমদার এণ্ড কোং ৬৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, হোপ্ আফিস হ্যারিসন্ রোড কলিকাতা।

হিন্দু-রমণী।

হিন্দু গৃহস্থের রমণীই একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবী। হিন্দু দশদিকে যাইয়া, দশবিধ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া আনিয়া গৃহিণীকে দিবেন, তিনি উহা আহারাচ্ছাদনের জন্য অতিথি-পথিক সেবার জন্য, ধর্ম্ম-কর্ম্ম এবং ব্রতানুষ্ঠান জন্য যথাযোগ্য ব্যয় করিবেন। হিন্দু, সংসারের বিশাল কার্য্যক্ষেত্রে পড়িয়া নানা-বিধ চিন্তা-উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও হতাশ দ্বারা ব্যথিত এবং মর্ম্মাহত হইয়া, গৃহে আসিয়া, শান্তিময়ীর শান্তি সলিল সিঞ্চনে সম্যক সুস্থ হইয়া, সুখে সংসার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। কুলাঙ্গনাই হিন্দুর একমাত্র সংসার সঙ্গিনী। তাই উক্ত হইয়াছে।

"ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিত সর্ব্বান্ পুরুষার্থ্যান সমশ্নুতে॥"

গৃহ গৃহই নহে, গৃহিণীই গৃহ। তাঁহার সহিত হিন্দু সকল পুরুষার্থ কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন। হিন্দুর গৃহকর্ম্ম শক্তিমূলা। পূজা পাঠ, শান্তি স্বস্ত্যয়ণ, ব্রত নিয়ম, যজ্ঞ হোম, দান ধ্যান, সকল কর্ম্মেই হিন্দুর স্ত্রী সহধর্ম্মিনী—অর্দ্ধাঙ্গিভাগিনী। পত্নী ব্যতীত হিন্দু গৃহস্থের প্রায় দশ আনা শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্ম্ম সুসম্পন্ন হয় না। তাই যিন্দুর স্ত্রী কামিনী নহেন বিলাষিনী নহেন, দেবী-সহধর্ম্মিনী। এই বাঙ্গালায় হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের সময়ে হিন্দু কুলাঙ্গনার এখন কি অবস্থা, তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

বর্ত্তমান সময়ের বাঙ্গালী হিন্দুকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যাহারা পাশ্চাত্য সাজ শয্যা, রীতি-নীতি, রং ঢং লইয়া বিলাসের বাতাসে হেলিয়া দুলিয়া প্রফুল্ল কল্‌হার হইয়া শোভা পাইতেছেন, তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর। যাঁহারা পাশ্চাত্য বিদ্যাবিশারদ হইয়াও কি জানি স্বভাব দোষে (?) বা কর্ম্মদোষে (?) একবারে হিন্দু শাস্ত্রটা ভুলিতে পারেন নাই, হিন্দুশাস্ত্রের গুণগান করা অভ্যাস আছে, কথায় কথায় আর্য্য মহাপুরুষগণের দোহাই দেওয়া রোগ আছে, কথঞ্চিৎ ভক্তি শ্রদ্ধাও আছে, অথচ আশৈশব পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ক্রিয়া কর্ম্ম বর্জ্জিত আধা ইংরাজ আধা হিন্দু,—ইহাঁরাই দ্বিতীয় শ্রেণীর। যাঁহারা গোঁড়া হিন্দু অর্থাৎ যাঁহাদের শিখা-সূত্র আছে, যেমন তেমন করিয়া সন্ধ্যা আহ্নিকটা বজায় রাখা আছে; অথচ মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে, প্রবঞ্চনা করিতে উপায়-অনুপায়ে দু-দশ টাকা রোজগার করিতে যাঁহাদের বিলক্ষণ পটুতা আছে, তাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীর। সুতরাং হিন্দু রমণীও এইরূপে তিন শ্রেণীতে বিভাগ যোগ্য। তবে কথা এই, শিক্ষিত এবং সমর্থ হিন্দুর অনুকরণপ্রিয়তা এবং বিলাস-লালসা তত তাঁহাদের অধিক নহে, যত তাঁহাদের কামিনীগণের। কারণ এখন পুরুষকে স্বয়ং অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আনিয়া, তবে হাট ফোট সাটের সাধ মিটাইতে হয়; কাযেই বিবেচনার মধ্যে পড়িলে অনেক সময়ে উহা ঘটিয়া উঠে না। আর এখনকার বাঙ্গালিনীসভ্যা, সর্ব্ব কর্ম্ম বিরতা; সুতরাং কেবল বিলাসোন্মত্তা। ফলে এ রোগ তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ সংক্রামক। পরিণামও বিষম এবং বিষময়। তবে আমাদের এ কথা সদাই মনে থাকে যেন যে স্ত্রী চরিত্র পুরুষ-স্বভাবের প্রতিবিম্ব মাত্র। পুরুষ সাধু হইলে, স্ত্রী সাধ্বী হয়। পুরুষ কপট হইলে স্ত্রী কপটী হয়। ইহাও সত্য যে পক্ষান্তরে স্ত্রিরগুণে অনেক পাষণ্ড পুরুষ দেবত্ব প্রাপ্তও হইয়াছে। সত্য বটে বাঙ্গালার বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা কোন মনুষ্য বিশেষের উদ্যোগে ঘটে নাই। কতক আমাদের নিজের বুদ্ধির দোষে, এবং অনেকটা কপাল দোষে। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, এখন অপায় নিবারণের উপায় দেখিতে হইবে। অগাছা উপাড়িবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আপাদ-মস্তক বস্ত্রাবৃত, ঘর্ম্মাক্ত কলেবর, সোপ সিগার সুবাসিত সভ্য হিন্দুগণও বুঝিয়াছেন যে গোড়ায় বিষম গলৎ হইয়াছে। আর বস্ত্রালঙ্কার নির্ম্মানে ও আহরণে সদাব্যস্ত, শিরোরত্ন মহাশয়ও বুঝিয়াছেন যে ঠাকুরাণীও এখন বিষমবিদেশী চাল শিখিয়াছেন। যে শিক্ষায় সীতা সাবিত্রীর উদ্ভব হয়, যে দীক্ষায় মীরা-হীরা ভক্তিমতি শ্রদ্ধাবতী সাধ্বী হইয়াছেন সে শিক্ষা দাক্ষা এখন কোথায়? হায়! হায়! না দেখিয়া না বুঝিয়া কেন সে সুসৃঙ্খলা ছিড়িলে? এ বিশাল বিলাসের প্রবাহ কেন সমাজে আনিলে? বাঙ্গালী সভ্য হইয়াছেন, তিনি স্ত্রির প্রকৃত মর্ম্মও বুঝিয়াছেন এবং শক্তি পূজার নূতন ব্যবস্থাও শিখিয়াছেন। তাই সভ্যা গৃহিণী সংসারের কোন কর্ম্মই করেন না, কেবল সাজিয়া গুছাইয়া বসিয়া থাকেন। ফলে ব্যসনাসক্তি, আরও কত কি ছাই ভস্ম আসক্তি আসিয়া জুটে। সধবার এবং বিধবায় একই ব্যবস্থা, কাযেই ব্যাপারও ভয়ানক। এদলের প্রায়ই সকলে ধনৈশ্বর্য্য সম্পন্ন, তাই ইংরাজী (ঘোরাল) চক্ষে আপততঃ দেখিতে মন্দ বোধ হয় না। দ্বিতীয় শ্রেণীর অবস্থা কিন্তু বড়ই ভীষণ। কারণ এ দলের সকলেই চাকুরে অথবা সামান্য অবস্থাপন্ন। প্রথম

যৌবনের ঘোরে প্রায় ষোল আনাই ইংরাজ হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের গৃহিণীগণকে বিবি সাজাইবার ইচ্ছাও বিশেষ বলবতী ছিল, তদনুরূপ কার্য্য ও চেষ্টা বেশ হইয়াছিল, এবং সে চেষ্টাও অনেকটা ফলবতী হইল। কিন্তু এখন, সকলকার্য্য উপার্জ্জনের মুখে, আনা-পাই-কড়ার হিসাবে পড়িয়াছে। কাযেই সখও ঘুরিয়াছে, মতিও ফিরিয়াছে। তবে সে ইংরাজী মোহরের দাগ মুছে নাই। গৃহিণী গোড়ায় বিলাসিনী হইয়াছেন, এখন তেমন কার্য্যপটু নহেন। সংসারের সকল কর্ম্ম বিধবা স্বশ্রূ অথবা নন-দিনীর ঘাড়ে চাপাইবার তাঁহার বিশেষ তদ্বির। ফলে অষ্টপ্রহর কলহ, গঞ্জনা এবং ঝঞ্ঝনা। এখন বাঙ্গালী পুরুষ কি করিবেন তাহাই ভাবিয়া উৎকট রোগগ্রস্ত। তিনি মায়ের দিকে হন ত সমাজের সভ্যাংশ তাঁহাকে বর্ব্বর এবং ভীরু বলিবে, তিনি মাতৃ-ত্যাগ করেনত দেশের লোক তাঁহার নিন্দা করে। তবে প্রায়শঃ মাতাকেই গৃহত্যাগী কাশীবাসী হইতে হয়। কুলীন কন্যা বিধবা ভগ্নী থাকিলেই ব্যাপার বড়ই বিষম হয়। সে অবস্থাতেও ননদিনীকে হার মানিয়া কষ্ট সহ্য করিতে হয়। গৃহ অশান্তির মহাশ্মশান হয়; তথায় অন্য প্রস্তাবনা নাই, অন্য আলোচনা নাই, কেবল কচকচি মিটাইতে হয় এবং কলহের বিচার করিতে হয়। তৃতীয় শ্রেণীর হিন্দুর গৃহেও এই রকমই ব্যাপার, কেবল প্রকারান্তর মাত্র। সেখানে নিন্দা কুৎসা এবং পর চর্চ্চার প্রাবল্য আছে। যে গৃহে দেবতা থাকেন যে প্রাঙ্গনে দেবী বিচরণ করেন সেইখানেই এখন অপদেবতার এবং অশান্তির আলয়। একে চাকুরীর লাঞ্ছনা,সাহেবের গঞ্জনা,তাহার উপর গৃহের এমন বিড়ম্বনা হইলেই যে বাঙ্গালীর এ সংসারে টিকা ভার। অগত্যাই গৃহের কথা আগে বলিতে হয়।

তবে বর্ত্তমান কথা বলিতে গেলেই অতীতের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। মনে পড়ে শতবর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালিনী গৃহিণী একাধারে পাচিকা, সেবিকা, পতিব্রতা, ধাত্রী ছিলেন। তিনি বালরোগের সকল লক্ষণ, সকল ঔষধ জানিতেন, তিনি প্রসবের সকল ক্রম ও ব্যবস্থা বুঝিতেন, তিনি পুরাণের সকল কথা বলিতেন। তাঁহার শাসন গুণে যুবতী-কিশোরী সংযতা সাধ্বী হইত, তাঁহার ব্যবস্থার ও সুশৃঙ্খলার প্রসাদে সংসারের সকলের পরিতোষ আহার হইয়া অতিথি-পথিক সেবা হইত, তাঁহার লালন পালনের প্রভাবে শিশুগণ সুদৃঢ়, সুপুষ্ট ও সুবুদ্ধি সম্পন্ন হইত। সে গৃহিণী কোথায় যিনি সেবায় মাতা, বুদ্ধি পরামর্শে পিতা, প্রসঙ্গে আমোদিনী? যিনি প্রকৃত শিক্ষিতা, পণ্ডিতা, বিদুষী ছিলেন—সে গৃহিনী কোথায়? স্ত্রী শিক্ষা বলিলে এখন আমরা বুঝি, যে শিক্ষায় কামিনী নাটক-নভেল পড়িতে পারে, হাব ভাব দেখাইতে পারে প্রেমলীপি লিখিতে পারে। আর আমা-দের পিতামহ বুঝিতেন, যাহা দ্বারা বাক্য মনে পবিত্রতা রক্ষিত হইতে পারে, মহীধরকেও সহিষ্ণুতায় পরাজয় করিতে পারে, সেবায় দ্রৌপদী সমানা হয় এবং সংসারে অন্নপূর্ণার ন্যায় বিরাজ করে। চাই সে শিক্ষা নিরক্ষরাই হউক বা সাক্ষরা হউক। কাযেই হিন্দু গৃহ তখন শান্তি নিকেতন ছিল। তখন হিন্দু রমণীর আদর্শ ছিল সীতা সাবিত্রী দ্রৌপদী-গান্ধারী; এখন হইয়াছে ইংরাজ বিলাসিনী এবং তদনুগামিনী বাঙ্গালিনী। যে উদ্যোগ, যে অসীম অধ্যবসায় সহিত ইংরাজ অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া সংসারের ক্ষণস্থায়ী সুখ এবং বিলাস উপার্জ্জন করে, বাঙ্গালী আমরা উষ্ণ প্রধান দেশে বাস করিয়াও তেমনি উদ্যোগ-উৎসাহ-অধ্যবসায় প্রয়োগ করি এবং অষ্ট প্রহর পরিশ্রম করি। কেবল গাড়ি জুড়ি, ঘড়ি-ছড়ি, ঘর বাড়ি, চোগা-চাপ্-কান লাভ করিবার জন্যই যদি এত পরিশ্রম তাহা হইলে আমা-দের শরীর কত দিন টিকিবে? সাধ মিটাইতে মিটাইতে করাল কাল আসিয়া আমাদের চাপিয়া ধরিবে, আমাদের শরীর উৎকট, উদ্ভট রোগের আগার হইয়া উঠিবে। হইতেছে ও তাই; কর্ত্তাবাবুরা খাটিয়া খাটিয়া শরীর পাত করিয়াছেন, বসিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া হিষ্টিরীয়ার স্ত্রীমতীরা ইষ্টদেবী হইতেছেন। পুত্র কন্যাদির লালন পালনাভাবে, অকাল মৃত্যু ঘটিতেছে। চির জীবনের জন্য আমাদের চোখের জল আর শুকাইতেছে না। যাহা অশিক্ষা ও কু-শিক্ষা তাহাই আমরা গ্রাহ্য করিয়াছি এবং যাহা প্রকৃত শিক্ষা তাহা পদাঘাতে দূরে ফেলিয়াছি।

স্ত্রী জগৎপ্রসূতি-জগন্মাতা—জগদ্ধাত্রী। স্ত্রী পবিত্রা ও প্রেম-ময়ী সাধ্বী হইলে কুল পবিত্র, জাতী পবিত্র, দেশ পবিত্র হয়। পিতা শ্মসানবাসী হইলেও চলে, মা অন্নপূর্ণা সতী হইতে হইবে, তবে সে জাতী মনুষ্যের জাতী হইবে। তুমি গৃহলক্ষ্মীকে স্বাধীন প্রেমের কথা শুনাইতেছ, নির্ব্বাচনের মাধুর্য্য দেখাইতেছ, সৌন্দর্য্যের মোহিনী মন্ত্র বুঝাইতেছ। তোমার মর্কট-শিক্ষার প্রভাবে তুমি যেমন সুন্দরী বিলাসিনী দেখিলে চম্‌কিয়া মাতিয়া উঠ, তোমার অনুরূপ শিক্ষিতা স্বাধীনাপত্নী কেন না তোমার প্রকৃতির অনুগামিনী হইবেন? মুখে বলিতে পারি, কাগজে অলঙ্কারের ছটার বাক্যের ঘটায় বুঝাইতে পারি, যে হিন্দু কুলা-ঙ্গনা সাবিত্রী তুল্যা; কিন্তু বর্ত্তমানের যে দানবী শিক্ষা আমাকে পরস্ত্রীর প্রতি অসরল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পথ দেখাইয়াছে, সেই শিক্ষাই কি আমার অনুপস্থিতিতে আমার প্রবাস সময়ে আমার গৃহিণীকে সাজিয়া গুছাইয়া ছবীটি হইয়া বসিয়া থাকিতে পথ দেখায় নাই? যাঁহাদিগকে বাক্য মনের পবিত্রতা সাধন করিতে হইবে, যাঁহারা কেবল পতিগত প্রাণা হইয়া থাকিবেন যাঁহারা সাজ-পরিচ্ছদ করিবেন কেবল পতি প্রমোদন জন্য; তাঁহারা যদি পরের সুন্দর পতি দেখিয়া আক্ষেপের উক্তি করেন, তাঁহারা যদি কেবল পতি নিন্দায় দিনাতিবাহিত করেন, তাঁহারা যদি নানা বস্ত্রাভরণ পরিয়া কেবল পরের বাটী নিমন্ত্রণ খাইতে গমন করেন এবং আপনাদের সাজ বাহারের ঠমক দেখাইয়া মনে মনে গর্ব্বিতা হইয়া বাটী আসিয়া স্বামী বেচারীকে গঞ্জনার ঝালে উত্যক্ত করেন; কেমন করিয়া বলিব তাঁহারা সেই পুরা-তন হিন্দু স্ত্রী এবং যথার্থ সাধ্বী? বলিতে ইচ্ছা হয় না কি যে কারে পড়িয়া তাঁহাদের শরীর পবিত্র আছে মাত্র। মাতা অস চিন্তা পরায়ণা হইলে সমাজে সঙ্কর সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। লোকের প্রকৃতিও নীচ হইবে। আমরা যদি নিজ ব্যবহার দোষে সমাজে মানস-সঙ্করের সংখ্যা বৃদ্ধি করি, সমাজে কেবল প্রবৃত্তির পিপাসা বাড়াইয়া দিই, তাহা হইলে পরকে গালি দিয়া আর কি হইবে। আজন্ম বর্ত্তমান হিন্দু স্ত্রিও অপবিত্রা অসচ্চিন্তাপরায়ণা নহেন। অসৎ দৃষ্টান্তে, অসৎ আলাপনে তাঁহাদের পবিত্র

প্রকৃতি ম্লান হইয়াছে। যখন—বাটীর কন্যারা অথবা শিক্ষিতাগণ চেরেটে করিয়া হাওয়া খাইতে বাহির হন তখন বিশ্ব বিদ্যালয়ের যাবৎ এম-এ বি এ, রায়চাঁদী প্রেমচাঁদী চস্‌মা উর্দ্ধমুখে হাঁ করিয়া থাকেন! হিন্দুর দেশে, হিন্দু হইয়া এমন অপবিত্র দৃষ্টি কেন, ঐ পৈশচিক আকাঙ্খা কেন? আর মা! কুলাঙ্গনা তুমি, কুল লক্ষ্মী তুমি; অমন বিলাস মাখাইয়া বসন ভূষণ পরিধান করিয়া, অমন হাব ভাব, ঠাট্ ঠমকের সহিত দেশ মাতাইয়া কেন তুমি ঘুরিয়া বেড়াও। দেবী তুমি, কেন তুমি দরিদ্রের দেশে, দানবী বেশে, সমগ্র সমাজ ব্যথিত এবং উন্মত্ত কর। তোমার সৎবুদ্ধি, সাধ্বী প্রকৃতি, সরল বিশ্বাস, অগাধ ভক্তি, উদ্দাম মনুষ্য স্বভাবকে সংযত এবং সৎপথগামী করিবে। ক্রোধে তুমি ক্ষমা, শোকে দুঃখে তুমি দয়া, সুখে ঐশ্বর্য্যে তুমি রমা, কর্ম্ম ক্ষেত্রে তুমি অন্নপূর্ণা, স্থানু পুরুষ বুদ্ধির তুমিই একমাত্র দিব্য শক্তি? তুমি অপথে যাইলে সমাজ যে নষ্ট হইবে। ছিঃ মা! দুঃখী—কঙ্গালের মাতা হইয়া অমন বিলাসিনী হইও না, ভীরু দুর্ব্বলের মাতা হইয়া অত প্রখরা চঞ্চলা হইও না; পরাধীন পরপদসেবীর মাতা হইয়া অত গর্ব্বিতা স্বাধীনা হইও না। তোমার আশীর্ব্বাদে, তোমার সৎশিক্ষায়, তোমার অপার পবিত্র শক্তি প্রভাবে আবার যখন আমরা সাধু, ধীর, বীর্য্যবান, তেজস্বী হইব, আবার যখন আমরা নিজের সামগ্রী নিজে আহরণ করিতে শিখিব, তখন তুমি রাজরাজেশ্বরী কমলা চঞ্চলা হইয়া আমাদের গৃহ প্রাঙ্গনে ঘুরিয়া বেড়াইও। মা! এ নারকী বেশ দূরে রাখ।

স্ত্রী প্রকৃতি আবেশময়ী। স্ত্রী প্রকৃতি প্রখরা এবং চঞ্চলা। স্ত্রী বুদ্ধিতে সামঞ্জস্য জ্ঞান নাই। স্ত্রী বুদ্ধি সকলেরই শেষ পরিণাম দেখিয়া লয়। স্ত্রী সৎপথে যাইলে অসাসারণ, অসামান্য সাধ্বী হয়, স্ত্রী কুপথে যাইলে পিশাচী প্রলয়ঙ্করী হয়। তাই স্ত্রী একবার বিপথে যাইলে আর প্রত্যাবর্ত্তন করে না। যদি কখন ফিরিয়া দেখে ত অনেক পথ যাইলে, বয়োবৃদ্ধি হইলে। তখন প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব, তখন প্রায়শ্চিত্ত তুষানল। সুতরাং স্ত্রী শিক্ষা সংসারের সকল কার্য্যাপেক্ষা কঠিন এবং দুঃসাধ্য। স্ত্রী বুদ্ধি বিলাসমুখী; তাই বিলাসের আগুণ জ্বলিলে স্ত্রী পতঙ্গ তাহাতে পুড়িয়া মরে। আমাদের বর্ত্তমান সমাজেত প্রকৃত স্ত্রী শিক্ষা নাই, যাহা আছে তাহা কতদূর স্ত্রীপ্রকৃতিবিশুদ্ধ তাহা অনুসন্ধান করাও অত্যাবশ্যক।

একথা স্বীকার্য্য বটে যে স্ত্রীপুরুষ উভয়েই যদি পবিত্র হয় তাহা হইলে জাতি পবিত্র এবং দেশ পবিত্র হয়। কিন্তু তাহা কি হয়? এমন দিন কি হইবে যে আবার তেম্নি পবিত্র বায়ু বহিবে, তেম্নি দেশ পবিত্রতার আবাস ভূমি হইবে? আপততঃ ত তেমন হইবার আশা নাই—সে আশা করাও পাগ্‌লামী। এখনকার ধারণা লিখিতে পড়িতে জানিলে, দুদশটা কদর্থপূর্ণ রসিকতামাখান কবিতা লিখিলেই শিক্ষিতা, পণ্ডিতা—বিদুষী হইল। স্ত্রী জগৎ প্রসূতি, সুতরাং স্ত্রি শান্তসমাহিত ও নিরুদ্বিগ্ন হইবেন। যিনি মনুষ্য জাতির ধাত্রী তাঁহাকে বাজার বসাইয়া দশদিকে তাকাইলে চলিবে না। সংসারে যদি কোন প্রয়োজনীয় অথচ দুসাধ্য কর্ম্ম কখন থাকে ত উহা সন্তান পালন। তুমি আমি কাব্যনাটক পড়া, আমাদের ধারণা স্ত্রি পুরুষ-ভোগ্যা। স্ত্রি পুত্রবতী হইলে মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়ে; কেননা আপাততঃত বিচ্ছেদ, ভবিষ্যতে সকল সুখের উচ্ছেদ। তাই নানা উপায়ে অনুপায়ে প্রসব ক্রিয়া বন্ধ করা অনেকের চেষ্টা এবং উদ্যোগ। এই যে আমরা এম এ বিএর বিশাল দল, দেশের ভবিষ্যৎ আশার কল্প বৃক্ষ রাজি, আমাদের বিবাহের সময়ে সকলেই কি সহধর্ম্মিণী লইবার আশয়ে বিবাহ করিয়াছি? কত গুপ্তচর পাঠাইয়া ভাবি পত্নীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আলোচনা এবং অনুসন্ধান করিয়াছি; এবং কত উদ্‌গ্রীব হইয়া শুভ দিনের অপেক্ষা করিয়াছি। তাহার পর যখন বিবাহ হইল তখন চিঠির প্রবল বর্ষায় কচি মেয়ের কচি মনটুকু ডুবাইয়া দিয়াছি। প্রথম প্রথম ত পন্য দ্রব্যের আমোদ উৎসাহের তোড়ে, নেশার ঘোরে দিন কাটিয়া যায়—কিন্তু, পরে যে বিষবীজ রোপন করিয়া আমরা সংসার করিতে বসি, তাহা যখন বিশাল বাহুবিস্তার করিয়া, সুদূর প্রসারী কণ্টকী বৃক্ষে পরিণত হইয়া ফলভারাবনত হয়; তখন কেন আমরা পশ্চাতঁ তাপের উন্মাদ উক্তিতে দেশময় ঘোর গোল বাধাইয়া দিই? ইচ্ছা করিলে এবং তেমন সৎ শিক্ষার প্রভাব থাকিলে আমরা যাঁহাকে দেবী করিতে পারিতাম, যে কচি হৃদয়ে পবিত্রতার মন্দাকিনী প্রবাহিত করিতে পারিতাম, যিনি সংসারের বিষম বিরাট আবর্ত্তনে আমাদিগকে শান্তির এবং সহিষ্ণুতার নিগড়ে বাধিয়া রাখিতে পারিতেন, তাঁহাকেই আমরা-শিক্ষার দোষে বানরী গড়িয়া মর্কট বুদ্ধির পরিচয় দিয়া নিজে অপদস্থ হইতেছি। যে দেশে বিবাহ চুক্তির বিষয় সেখানে স্ত্রী পুরুষ উভয়ে উভয়কে চিনিয়া বাছিয়া লইবে, এবং বনিবনাও না হইলে পৃথক হইবে, আপোদ চুকিবে। কিন্তু যে দেশে স্ত্রী সহধর্ম্মিণী, চিরসঙ্গিণী, অর্দ্ধাঙ্গভাগিণী, সে দেশে গোড়া হইতে পাকা বুনিয়াদ্ গাঁথা ভাল। তাই হিন্দু শাস্ত্রেরও ব্যবস্থা যে অনন্যপূর্ব্বা কুমারী বিবাহযোগ্যা; এবং বিবাহ কাম জন্য নহে—ধর্ম্ম এবং সাধন জন্য; কাযেই প্রথম হইতেই স্ত্রি শিক্ষা দেশযোগ্য এবং সমাজানুকূল করিতে হইবে। যে দেশে একান্নবর্ত্তি সংসার, যে দেশে দশজনকে দিয়া তবে নিজে খাইতে পারিবে, যে দেশে শতপোষী হওয়াই ধর্ম্ম, সে দেশে থাকিয়া কেবল রিপুচরিতার্থ মানসে বিবাহ করা ভুল। আমাদের দেশে যদি ডাইভোর্স প্রথা থাকিত এবং হিন্দুহৃদয় যদি ঈশ্বরমুখী না হইত তবে ইংরাজী ভাবে বিবাহ করিতে নিষেধ করিতাম না। তাহা যখন নাই তখন ষোল আনা দেশের মত না থাকিলে চিরজীবন কষ্ট পাইতে হইবে। 'কাযেই বলিতে হয় গোড়ায় গলং—আদিতে মহাভ্রম। আমরা এখন দোটানার মধ্যে পড়িয়াছি—না পুরা ইংরাজী না পুরা দেশী, সুতরাং মহা বিপদের সময়। পুরা ইংরাজ হইয়া থাকিবার কাহারও বাসনা থাকিলে ইংরাজের দেশে গিয়া বাস করা তাহার পক্ষে মঙ্গলকর। এ "পোড়া" ভারতে থাকিতে হইলে সম্পূর্ণ হিন্দু ভাবাপন্ন হইয়া থাকিতে হইবে, নচেৎ মুষলমান হইতে হইবে। মানুষে সামাজিক জীব, সমাজ না হইলে থাকিতে পারিবে না, এবং চির জীবন কষ্ট সহিয়া থাকাও মনুষ্য প্রকৃতি বিরুদ্ধ, অগত্যা হয় হিন্দু, নয় মুষলমান হইতে হইবে। গোঁড়া হিন্দুর দল বিশাল বিরাট; তোমার আমার ইংরাজী শিক্ষার বাহ্য ধমকে

এবং সংস্কারে এ বিরাট পুরুষ টলিবেন না; এত দিন বড় টলেন নাই। আমাদের বোধ হয় যে, ন্যাড়ানেড়ির দলের যত বাজে ব্রণ উদ্ভূত করিয়া সমাজ অঙ্গ ব্যথিত করা অপেক্ষা, উহা একেবারে ত্যাগ করা ভাল। বিশেষতঃ জীবনে যে স্ত্রি সঙ্গিণী তিনিই যদি বিলাস পক্ষপাতী হইলেন তখন জাতীচ্যুত হওয়ার আমাদের আর বাঁকী কি?

সংসারের অনেক কার্য্যই কেবল নিজ বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া করিলে সুসম্পন্ন হয় না। অনেক স্থলে শুভ্র কেশের পরামর্শ লইতে হয়, না লইলে নিশ্চয়ই ঠকিতে হইবে। নিজের বুদ্ধির মাপ কাটিতে সকল সামগ্রী মাপিয়া লইতে গেলেই গোলে পড়িতে হইবে। কিন্তু আমরা ইংরাজী শিখিয়াছি, স্বাধীন চিন্তা করিতে পারি, আত্মনির্ভরতা হইয়াছে, কাযেই পরের পরামর্শ লইতে লজ্জা বোধ হয়, অপমান জ্ঞান করি। হিন্দুর বিবাহ সাধ মিটাইবার জন্য নহে, সংসার করিবার জন্য। পাকা সংসারী হইতে হইলে ভূয়োদর্শন আবশ্যক, বিচক্ষণতা আবশ্যক এবং সংযম অত্যাবশ্যক। কাযেই পাকা মাঝির পরিচালনাধীন না থাকিলে কাজ গুছাইবে না। পিতা পুত্রের পরম মঙ্গলাকাঙ্খী দেবতা, উদ্দাম উন্মত্ত পুত্র ভবিষ্যতের গাঢ় যবনিকা ভেদ করিতে পারে না। আশু আনন্দদায়ক সামগ্রী লইয়া সে ব্যস্ত থাকে; তাই হিন্দু পিতা হাত ধরিয়া পুত্রকে সংসারের কুটিল পন্থা দেখাইয়া দেন, সংসার সমরের আগম—নিগমের বার্ত্তা বুঝাইয়া দেন। যে পথ দিয়া আমাদের হাঁটিতে হইবে, পিতা সে পথে বিচরণ করিয়াছেন, সে পথের সকল সমাচার তাঁহার জানা আছে; তাই সস্নেহে তিনি পুত্রকে সংযম এবং সাধুতার সরল পথ দেখাইয়া দেন। তিনি জানেন তৃষ্ণা চিরদিন স্থায়ী নহে, তিনি বুঝেন রূপজমোহ প্রাতঃকালীন কুয়াসার মত অচিরেই বিলীন হইবে, তিনি দেখিয়াছেন যৌবনের উন্মত্ততা সংসারের পেষণে নম্রীভূত হয়, তাই সকল দিক বজায় রাখিবার জন্য ভূত ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া তিনি সৎকুলে, সুলক্ষণাক্রান্তা কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া থাকেন। তোমার ইংরাজী নকলনবিষী বুদ্ধিতে স্ত্রিকে পুরুষ-ভোগ্যা মনে কর, পিতাকেও ফুলের দলে ফেলিয়া দেও। এবং নিজ প্রবৃত্তি পরিচালিত বুদ্ধির দ্বারা সকল দিক সামলাইতে চাও। তাই কোন দিকই ঠিক থাকে না। ভোগের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যদি নিতান্তই চলিতে পারিতে তাহা হইলেও না হয় বলিতাম গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রথাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সমাজের যখন সে ব্যবস্থাই নহে, পরাধীনতা স্বীকার করিয়া যখন কোনমতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা আমাদের উদ্দেশ্য, এবং আমাদের সার্দ্ধ-পনের আনা লোকের যখন অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা নাই, তখন কেমন করিয়া সকলকে বিলাসের স্রোতে গা ভাসাইতে বলি। বিশেষতঃ স্ত্রিগণকে ভোগের উপকরণ ও উপাদান মনে করা মানুষী বুদ্ধির পরিচায়ক নহে। স্ত্রি সহধর্ম্মিনী এবং সঙ্গিনী, ইংরাজী শিখিয়া স্ত্রিস্বাধীনতা দিয়া স্ত্রির পাশ্চাত্য উচ্চ এবং উদার মর্ম্ম বুঝিয়া, আমরা স্ত্রিকে পুরুষের ভোগ্য সামগ্রী নির্দ্ধারিত করিয়াছি। বুঝিয়াছি স্ত্রি পুরুষে খাদ্য—খাদক সম্বন্ধ। সভ্যতার বাহাদুরী এবং বুদ্ধিরও বলিহারি!

হিন্দুর একান্নবর্ত্তি সংসারে থাকিয়া দিনাতিপাত করিতে হইলে ব্রহ্মচর্য্য এবং সংযম দ্বারা চরিত্র গঠন করিতে হইবে, নচেৎ হিন্দু গৃহস্থ হওয়া হইবে না। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষার কথা সবিস্তার লিখিবার আবশ্যক নাই। তথায় যা ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা আমরা সকলেই অল্পাধিক জানি এবং সে শিক্ষার ফল এখনও ভুগিতেছি। ইদানীং আমাদের শিক্ষা হইয়াছে বিনাশমূলক। কেমন করিয়া বড় উকীল হইব, হাইকোর্টের জজ হইবার স্বপ্ন দেখিব, গাড়ি—জুড়ি চড়িব আমাদের সেই চেষ্টা এবং উদ্যোগ। আর এম এ বি-এ পাস, পাণ্ডিত্য লাভের আশায় নহে, অর্থোপার্জ্জনের উপায় স্বরূপ বোধে। সুতরাং কেবল উপার্জ্জনই যখন জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য; তখন বিলাস তাহার সহগামী মাত্র। কাযেই "কেবল" সুন্দরী স্ত্রীর লালসাও সকলেরই তীব্র, কারণ রূপ যে বিলাসের রাজমহিষী। পক্ষান্তরে কন্যাগণের পিতামাতা কন্যাকে সৎপাত্রসাৎ করিবার জন্য তত ব্যস্ত নহেন, যত বড় উকীল হাকিমের অঙ্কশায়িনী করিবার জন্য লালায়িত। কাযেই পাসওয়ালারা—যাঁহারা ভবিষ্যৎ উকীল হাকিমের দল পুষ্টকারক, বাজার দর চড়াইয়া দিয়াছেন। ধর্ম্ম থাকিলে ত্যাগের পরিপুষ্টি হয়,—কেবল ধর্ম্মের সংসার পাতাইবার জন্য সহধর্ম্মিণী গ্রহণ জন্য। যাহারা ধর্ম্মের জন্য বিবাহ করে তাহাদের দর কসামাজা নাই দশটা হরীতকী পণে বিবাহ চলে। কিন্তু আমরা যে ধর্ম্মের নিকট লম্বা অবকাস লইয়াছি! এখন "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু" এই হইয়াছে বুলি, কাযেই দরদস্তর করিতে করিতে যাহার গরজ অধিক তাহাকেই পরিণামে ঠকিতে হয়। অথচ দেশময় রাষ্ট্র যে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ কায়স্থ শুক্র বিক্রেতা হইয়াছেন। যাউক যেখানে শিক্ষার বুনিয়াদ এমন সেখানে যাহা ঘটিয়াছে তদ্ব্যতীত অধিক আশা করা পাগলামী। তবে স্ত্রী প্রকৃতিতে না কি অনেক শক্তি নিহিত থাকে, তাহাদেরই বিকাশে যদি কখনও দেশে পবিত্রতার কৌমুদী ছটা বিস্তারিত হয় এই আশা।

শ্রীপাঁ——

চিদানন্দা।

(গীতা-পদ্যানুবাদ।)

"সর্ব্বধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞান-প্রযোজিকা।
সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে॥"
"যত্র গীতা বিচারশ্চ পঠনং পাঠনং তথা।
মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ রাধিকা সহ॥"

নিবেদন।

ভগবদিচ্ছায় "গীতা" অধুনা প্রায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে বিরাজিত। যাহা যথার্থ, মহিমান্বিত, তাহা এই রূপেই নিজগুণে জগতে নিজ আধিপত্য বিস্তার করে। "গীতামাহাত্ম্যে" স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই এইরূপ উক্তি, যথা,—(অনুবাদ)

গীতা মম হৃদি পার্থ! গীতাই পরম সার।
গীতা মম অতি উগ্র অক্ষয় জ্ঞান-ভাণ্ডার॥
গীতা মম শ্রেষ্ঠস্থান—গীতা মম পদ-সার।
গীতা মম অতি গুহ্য—পরমগুরু আমার॥
গীতাশ্রয়ে থাকি আমি—প্রিয় গৃহ সে আমার।
গীতা-জ্ঞান-সমাশ্রয়ে পালি আমি ত্রিসংসার॥
গীতা মম পরা বিদ্যা—ব্রহ্মরূপা অসংশয়।
অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপা, নিত্য অনির্ব্বচনীয়া হয়॥

কি চমৎকার! গীতার অসাধারণ মহিমা-প্রকাশক এই উক্তি কয়েকটীর অর্থও আমরা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না। অথবা অন্তরে অন্তরে যাহাও বুঝি, তাহাও ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি না। স্বয়ং শ্রীভগবানই যেখানে "অনির্ব্বচনীয়া" বলিয়াছেন, সেখানে মানুষের আর কিছু বলিবার আছে কি? যতই বলিবে, বর্ণনীয়-তাহারও উপরে; সুতরাং মানুষের ভাষায় গীতা-মাহাত্ম্য-বর্ণন, গীতামাহাত্ম্য-খর্ব্বী করণ মাত্র।" শ্রীবৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারে" দেব-ভাষায় যে গীতামাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, মানুষের মুখে তাহার আবৃত্তি হইলেও, মানুষের মনে তাহার পরিস্ফুট ও পূর্ণ তাৎপর্য্যের মজ্জাগত রসাস্বাদ অসিদ্ধাবস্থায় একান্ত অসম্ভব। অনেকে তাহার অনেক কথা অত্যুক্তি বা "পৌরাণিক অর্থবাদ" মনে করিতে পারেন, কিন্তু গীতামৃত-সিন্ধুর বিন্দু মাত্রও যাঁহার অধ্যাত্মসত্ত্বায় ক্রিয়া বিস্তার করিয়াছে, তিনি সে কথায় নিশ্চয় প্রাণে ব্যথা পাইবেন।

হায়! মনুষ্যের কয়টা বা ভাষা, ভাষায় কয়টা বা শব্দ, কত আবার সে শব্দে টুকুইবা অর্থ-প্রকাশ বা ভাব-বিকাশ-শক্তি, যদ্দ্বারা বিশেষণাতীত গীতা-তত্ত্ব বিবৃত হইতে পারে? গীতাকে উদ্দেশ করিয়া এইমাত্র বলিতে ইচ্ছা হয়,—

বিধির বিধানে তুমি বিধাতার হৃদি।
তুমিই তোমার তুল্য হে অতুল্য নিধি!

বিশ্ব-বিজ্ঞান-বারিধি-মন্থনোৎপন্ন, মানবাত্মার প্রকৃত পথ্য, পরমধর্ম্মামৃতরূপা এই "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।" দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম সার্থক করিতে যাহা কিছু প্রয়োজন, গীতা-কল্পলতার প্রতি পংক্তি-পল্লবান্তরালে তত্তৎ তত্ত্ব-ফল বিচিত্র বিজ্ঞান-বৃন্তে বিস্পষ্ট বিরাজিত! গীতার অমূল্য অধ্যাত্ম-রত্নমালা সেই বনমালাধারী শ্রীভগবানেরই মনোমালা মাত্র। সে রত্নের প্রোজ্জ্বল প্রভায় অখিল অজ্ঞানান্ধকার অচিরাৎ অন্তর্হিত হয়; চতুরশীতিলক্ষ জন্মের মোহ-তমসাচ্ছন্ন অন্তরাগার চির আলোকিত হয়।

অজ্ঞান আমি—অধম আমি—নগণ্য নর-কীট আমি, গীতার মহিমা আমি কি বুঝিব? না বুঝিলে কি বলা যায়? যে বুঝিয়াছে, সে বলিলেও আমাদের বুঝিবার অধিকার কোথায়? না বুঝিয়া বুঝাইবার চেষ্টা ধৃষ্টতা, বাতুলতা ও বিড়ম্বনা মাত্র। তবে কি না, ভগবৎকৃপায় যে টুকু বুঝিয়াছি, সেটুকু অঙ্গীকার না করিলে, শিষ্ট-রীতি-অনুসৃত দৈন্য-প্রকাশের অনুরোধে মিথ্যা প্রয়োগ হয় মাত্র। আর কিছু না বুঝিলেও এটুকু নিশ্চয় বুঝিয়াছি যে, এই কর্ম্মভূমিতে দুর্লভ মনুষ্যজন্ম যে পাইয়াছে, গীতা তাহার অনন্য-শরণ ও অবশ্য-অবলম্বন। মানুষ যদি হইয়াছে, "মানুষ" যদি হইতে চাও, "মানুষ" প্রস্তুতির অমোঘ যন্ত্র গীতার আশ্রয় লও।

বড় আনন্দের বিষয়, গীতার আদর দিন দিন ভারতক্ষেত্রে পুনর্বিস্তারিত হইতেছে। পঞ্চম বেদ মহাভারতের বেদান্ত (উপনিষৎ) অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান-বিধি—বেদব্যাসের অমূল্য হৃদি-নিধি গীতার দিব্য জ্যোতিতে আজকাল অনেকেরই মানস-নেত্র আকর্ষিত—বিকসিত হইতেছে। অষ্টাদশ-দল-মহাভারত-মহাপদ্মের পরম-পরিমল-গীতার্থ-গন্ধামোদে আবার ভগবদিচ্ছায় ভারত-গৃহ আমোদিত হইতেছে।

চতুর্দ্দিকে দিন দিন গীতার উন্নততর সঙ্কলন, মুদ্রাঙ্কন, প্রকাশ ও প্রচারই ইহার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। গীতা-প্রচারের বৈচিত্র্যসম্পন্ন সুব্যাপ্ত-সম্প্রসারণ সতত বাঞ্ছনীয়। তন্মধ্যে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের স্থানীয় মাতৃভাষা সমূহে ইহার অনুবাদ বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

অধ্যাত্ম-উক্তির সার তাৎপর্য্যগুলি আত্মপোষণের উপযোগী রূপে সম্যক্ জীর্ণ করিতে হইলে, মাতৃভাষার পাকই উপযুক্ত অগ্ন্যুদ্দীপক। যে কোন ভাষায় গঠিত বা ব্যক্ত যে কোন তত্ত্বোক্তিই আয়ত্ত করিতে হইলে, তাহাকে অন্ততঃ মনে মনেও (স্থূলতঃ অলক্ষিত ভাবে) মাতৃভাষায় অনুবাদিত—মাতৃভাষা-রচিত অর্থ চিন্তা-সূত্রে গ্রথিত না করিতে পারিলে উদ্দেশ্য-সিদ্ধি অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। মহামহোপাধ্যায়ের পক্ষেও সারস্বত-সাধনার ইহাই প্রণালী।

অপর, ভগবৎকৃপায় গীতামৃত সম্ভোগের বাসনা-বৈভব-সম্পন্ন হইলে, সর্ব্বদা গীতার্থের সহবাস আবশ্যক। গীতাকে একেবারে কণ্ঠহার করিতে হইবে,—কণ্ঠস্থ রাখিতে হইবে। এই কণ্ঠস্থতার সঙ্গে সহবাস একীভূত করিতে হইলে, গীতোক্তি-গুলির অবিকল মাতৃভাষানুবাদই তৎসাধনে সমীচীন সাহায্য-কারী বলিয়া প্রতীত হয়। উক্ত উপায়েই সহজে স্মৃতিস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বতএব ধৃতিস্থ হওয়ারও আশা করা যায়। কিন্তু সে অনুবাদ পদ্যে গ্রথিত না হইলে, কদাচ স্বভাব-সাহায্যে কণ্ঠস্থ (স্মৃতিস্থ) থাকিবার কথা নহে। এই কারণে ভারতীয় সর্ব্ববিধ শাস্ত্রই ছন্দোবদ্ধ পদ্য-সূত্রে রচিত। যে ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থ-কর্ত্তাদের এত অসাধারণ ক্ষমতা, এরূপ অলোক-সামান্য শিক্ষা ও এমন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ছিল, তাঁহারা যে গদ্য-রচনার শক্তি সত্ত্বেও গণিত জ্যোতিষাদি শাস্ত্রের গ্রন্থ পর্য্যন্ত পদ্যে লিপি-বদ্ধ করার আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছেন, ইহাই তাহার কারণ।

পক্ষান্তরে, যাঁহারা সংস্কৃতানভিজ্ঞ তাঁহাদের অশুদ্ধ আবৃত্তি-দুষ্ট সম্যগর্থবোধশূন্য মূলের কণ্ঠস্থীকরণ প্রায় শুকশিক্ষাবৎ অকিঞ্চিৎকর। ধর্ম্মশাস্ত্রের শব্দোচ্চারণজনিত পুণ্যফল ব্যতীত তদ্দ্বারা তাহার প্রকৃত শিক্ষা-সাধনার আনুকূল্য অসম্ভব। (তবে সর্ব্বার্থসাধিনী ভক্তির কথা স্বতন্ত্র। তাঁহার উদার দানে স্বাধ্যায়ের সাপেক্ষতা নাই) অতএব মাতৃভাষার অবিকল পদ্যানুবাদ ভিন্ন উক্ত শিক্ষার্থিগণের প্রতি ঠিক অধিকারানুযায়ী সুব্যবস্থা আর হইতে পারে না। বিশেষতঃ অস্মদ্দেশে অধুনা ঐরূপ অধিকারী জ্ঞানার্থী ও ধর্ম্মার্থীর সংখ্যাই অধিক! এতাবতা বঙ্গ

বঙ্গভাষায় গীতাপদ্যানুবাদের উত্তরোত্তর বিকসিত—উন্নত হইতে উন্নততর প্রচার-প্রসারণের আবশ্যকতা উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের এই "চিদানন্দা" (গীতা-পদ্যানুবাদ) সেই আবশ্যকতাবোধ জনিত একটী চেষ্টা মাত্র।

গীতা যেখানে মানবমাত্রেরই—বিশেষতঃ ধর্ম্মার্থী আর্য্য-সন্তান মাত্রেরই অনন্যগতি, সেখানে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি না থাকিলেও, ঠিক ভগবান কি কি কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা বিশ্ববিখ্যাত ব্যাসদেবের বিশ্বস্ত শাব্দ-প্রমাণ-গৌরবিত সাধু-সেবিত লিপি-যোগে যথাসম্ভব ঠিক জানা একান্ত আবশ্যক। উহা জানিবার জন্য গীতাজ্ঞানার্থীর স্বতঃ সমুত্থিত কৌতূহল ও আগ্রহাচ্ছাসের চরিতার্থতা সম্পাদন বিশেষ বাঞ্ছনীয় বটে। তবে কিনা, মূলের ভাব ও অর্থ সম্যক্‌রূপে এবং শব্দ ও পদবিন্যাস যথাশক্তি—যথাসম্ভব রূপে অব্যাহত রাখিয়া, অথচ রচনার সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, প্রসাদ, প্রাঞ্জলতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া গীতার অবিকল বঙ্গপদ্যানুবাদ বস্তুতঃ দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু দুঃসাধ্য হইলেও প্রয়োজনীয়—অবশ্য প্রয়োজনীয়; সুতরাং চেষ্টার প্রশস্ত ও নিরাপদ ক্ষেত্রস্থিত, সন্দেহ নাই।

বটতলার "সারস্বত শ্রাদ্ধ" গণনায় না আনিলে, অস্মদ্দেশে কবিবর নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কর্ত্তৃক সে চেষ্টা ও চেষ্টিত সম্পাদন আরম্ভ হইয়াছে। হইলেও, পূর্ব্বপূর্ব্বকৃত অনুবাদাদিগত অভাব বিশেষের কল্পনা বা লক্ষ্য করিয়া, তৎসম্পূরণাশায় (কার্য্যতঃ যত হইতে পারুক না পারুক) যথাসাধ্য চেষ্টা করা অপ্রয়োজনীয় নহে; পরন্তু উহাই উক্ত উদ্দিষ্ট বিষয়ের সুসম্পন্ন আদর্শের দিকে অগ্রসর হওয়ার স্বতঃসিদ্ধ উপায়। আমাদের এ চেষ্টাও সেই উপায়ের অনুসরণ মাত্র; সুতরাং এরূপস্থলে, চির শিক্ষা, সেবা ও সাধনার আস্পদ একই বিষয়ে সুকবির পর কুকবি বা অকবির চেষ্টাও মার্জ্জনীয়। অপর, ছন্দোবদ্ধ মিত্রাক্ষর-পদ্যে অবিকল "অক্ষরানুবাদ" করিবার শত-সাপেক্ষতা-সঙ্কুচিত ক্ষেত্রে স্বাধীনকবিত্ব-শক্তি স্ফুরণের অবকাশ কোথায়? অতএব কবি, অকবি, সুকবি, যিনিই এ চেষ্টা করুন, তাৎপর্য্য বোধটা ঠিক হওয়াই সকলের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন। তাহা হইলে, ভাষাগত কবিত্বের পক্ষে যাহাই হউক, ফলতঃ তদ্দ্বারা গীতার্থ-চিন্তার ক্রম-বিকাশের সহায়তা যে হইবে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

এইরূপ অনুষ্ঠানের সংখ্যা, পরিমাণ, পুষ্টি ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি, গীতার্থ-শিক্ষোন্নতির উত্তরোত্তর অধিকতর অনুকূলই হইবার কথা। প্রাচীন আর্ষ গ্রন্থাদির বহুজন-কৃত ভাষ্য, টীকা, টিপ্পনী, পঞ্জী, বৃত্তি, কারিকাদিগত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণাদির আবশ্যকতা ও উপকারিতাও এইরূপে সংসাধিত হইয়াছে।

আমাদের কৃত এ পদ্যানুবাদ যথাশক্তি, যথাবুদ্ধি ও যথাসম্ভব ভাবে অবিকল—অনুরূপ অনুবাদ ("অক্ষরানুবাদ") রূপেই গঠিত হইয়াছে। উপর হইতে মাত্র ব্যাকরণ-শাসিত সন্ধি-বিভক্ত্যাদিরচিত খাঁটি সংস্কৃতের একখানি সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ-স্তর মাত্র উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে; প্রকৃত পদার্থ (আমাদের জ্ঞান-বিশ্বাস মত) আশা করি, প্রায় যথাবৎ আকারেই রহিয়াছে। যাহাতে 'এই' তাহাকে 'সেই' বলিয়া পরিচিত সেবকে চিনিতে পারে, অর্থের পরিস্ফূর্ত্তি ও পরিস্ফুটির প্রতি সাধ্যমত সতর্ক লক্ষ্য রাখিয়া সে চেষ্টা করা হইয়াছে; কিন্তু অনুরূপ অনুবাদের অপরিহার্য্য অধীনতায়,—বিশেষতঃ অস্মদীয় অযোগ্যতায়, ভাষা ও পদ-সন্নিবেশের সৌন্দর্য্য ও সুকৌশলসাধন বিশেষ চেষ্টাতেও আশানুরূপ হইয়া উঠে নাই। যাহা হউক, আশা আছে, এইরূপে দশ জনের দশটী অনুবাদ প্রকাশিত হইলে, যাহার অনুবাদের যে যে অংশ ভাল, সেইগুলির সমবায়ে কালে একখানি মনের মত বাঙ্গালা পদ্য-গীতা সঙ্কলিত হইতে পারিবে। সকল চেষ্টাকারীই সমান অধিকারী না হইলেও, কাহারও অনেক, কাহারও কতক, কাহারও কিঞ্চিৎ কৃতকার্য্যতার সমবেত সত্ত্বা এইরূপে জাতীয় সাহিত্যের ও শিক্ষা-ভাণ্ডারের সাধারণ সম্পত্তি হইতে পারিবে।

বলিতে কি আজিকালি গীতার মুদ্রাঙ্কন-প্রচারের স্রোত যেরূপ খরবেগবান্, ইহার প্রকৃত অধ্যয়ন-অধ্যাপনা—শিক্ষা-সাধনা তদনুরূপ হইতেছে না। গীতা সম্বন্ধীয় যে কোন আয়োজন-অনুষ্ঠানের মূলে উহাই মুখ্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত। গুরু-কৃপা, সাধু জনের আশীর্ব্বাদ ও সহৃদয় সারস্বত সাধকমণ্ডলীর সদয়-সহানুভূতিই আমাদের অবলম্বন। ভ্রম, প্রমাদ, অপ্রমাদ, অসম্পূর্ণতা ও অসংলগ্নতা ইত্যাদি স্থলে তাঁহাদের সানুগ্রহ সংশোধনসাহায্য সর্ব্বথা প্রার্থনীয়।

আর একটী কথা এ স্থলে বিবৃতব্য। এই গীতা-পদ্যানুবাদটী" চিদানন্দা" নামে প্রচারিত হইল কেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই এ নাম অনুবাদকের মনঃকল্পিত নহে। অষ্টাদশ যোগতত্ত্ব-বিভাগ-সম্পন্না গীতার অষ্টাদশটী নাম শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; যথা, শ্রীবৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারে "গীতা-মাহাত্ম্য" প্রকরণে ভগবদুক্তি,—(অনুবাদ)

গুহ্য গীতানামাবলী শুন বলি হে পাণ্ডব!
কীর্ত্তনে বিলয় পায় তৎক্ষণাৎ পাপ সব॥
গীতা, গঙ্গা ও সাবিত্রী, পতিব্রতা, সীতা, সত্যা।
ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তিগেহিনী, ব্রহ্মাবলী, ব্রহ্মবিদ্যা॥
ভবঘ্নী, ভ্রান্তিনাশিনী, অর্দ্ধমাত্রা, চিদানন্দা।
তত্ত্বার্থ-জ্ঞান-মঞ্জরী, বেদত্রয়ী, পরা, নন্দা॥

গীতা যে কি বস্তু, নামগুলিতেই তাহার পরিচয়। এবং এক এক বিন্দু নামের অভ্যন্তরে "গীতা-মহাত্ম্যের" সিন্ধু লুক্কায়িত আছে! যদি ভগবৎকৃপা হয়, যথাসম্ভব সত্বর "গীতানামাবলী" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ "বেদব্যাসে" প্রকাশের চেষ্টা করা যাইবে। সে যাহা হউক, এই নামগুলির মধ্য হইতে "চিদানন্দা" "নামটী দিয়াই আমাদের এই গীতা পদ্যানুবাদের নামকরণ হইল। নামগুলির উচ্চারণেও যেখানে মহাফল শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সেখানে সে গুলির ব্যবহার ও প্রচার এইরূপেও হওয়া বাঞ্ছনীয় বটে।

উপসংহারে নিবেদন, যদি এই "চিদানন্দা" হইতে অস্মদ্দেশীয় গীত-তত্ত্বামোদী মহাত্মাগণের কিঞ্চিন্মাত্রও চিদানন্দ বৃদ্ধির সহায়তা এবং অসংস্কৃতজ্ঞ গীতা-শিক্ষার্থী ধর্ম্মজিজ্ঞাসুগণের অণু

মাত্রায়ও উপকারানুভব হয়, আমাদের আয়াস ও আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইবে।

ইচ্ছাময় শ্রীভগবানের ইচ্ছা জয়যুক্ত হউক।

(গীতা-পদ্যানুবাদ।)

[ধৃতরাষ্ট্র]

প্রথম অধ্যায়।

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমবেত যুদ্ধাশয়—
মৎপুত্রেরা—পাণ্ডবেরা কিকরিল হে সঞ্জয় ? ১

[সঞ্জয়]

ব্যূহিত পাণ্ডব-বল দেখি রাজা দুর্য্যোধন,
আচার্য্য-সমীপে গিয়া বলিলা হেন বচন, ২
"হের গুরো ! শিষ্য তব ধীমান দ্রুপদ-সুত,
মহতী পাণ্ডব-সেনা সাজায়েছে কি ব্যূহিত ! ৩
ভীমার্জ্জুন সম রণে শূর-বীর-ধনুর্দ্ধর—
সাত্যকী, বিরাট—তথা দ্রুপদ রথিপ্রবর। ৪
পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান ;
নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, আর কাশীরাজ বীর্য্যবান। ৫
পরাক্রান্ত যুধামন্যু, উত্তমৌজা বীর্য্যধর ;
সুভদ্রা-দ্রৌপদী-সুত, সকলেই রথীশ্বর। ৬
মম পক্ষে যাঁরা সেনা-নায়ক-প্রধান,
তাও বলি দ্বিজোত্তম ! কর অবধান। ৭
আপনি ও ভীষ্ম, আর কর্ণ-কৃপ যুদ্ধজেতা,
অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, বিকর্ণ প্রভৃতি তথা। ৮
মদর্থে মরণাকাঙ্ক্ষী আরো অন্য বহুবীর ;
নানা শস্ত্রধারী তারা, সবাই সমরধীর। ৯
অপর্য্যাপ্ত আমাদের ভীষ্ম-সুরক্ষিত বল,
পর্য্যাপ্ত, ভীম-রক্ষিত ওদের ও সৈন্যদল। ১০
ব্যূহ দ্বারে আপনারা রহি স্ব স্ব ভাগে,
সকলেই ভীষ্মকেই রক্ষিবেন আগে।" ১১
উল্লাসিয়া তাঁরে, বীর কুরুবৃদ্ধ পিতামহ—
করিলেন শঙ্খনাদ, উচ্চসিংহনাদ সহ। ১২
অনন্তর শঙ্খ-শৃঙ্গ-ঢোল-ঢক্কা-তুরী-ভেরী,
সহসা উঠিল বাজি তুমুল নিনাদ করি। ১৩
শ্বেতাশ্ব-যুত-সুরথে মাধব-পাণ্ডব
করিলেন অনন্তর দিব্য শঙ্খরব। ১৪
"পাঞ্চজন্য" কৃষ্ণ, পার্থ "দেবদত্ত" নিলা।
ভীমকর্ম্মা ভীম "পৌণ্ড্র" শঙ্খ নিনাদিলা। ১৫
তবে রাজা যুধিষ্ঠির—কুন্তীর নন্দন—
"অনন্তবিজয়" শঙ্খ করিলা বাদন।
"সুঘোষ" ও "মণিপুষ্প" দুই শঙ্খ লয়ে,
নকুল ও সহদেব ধ্বনিলা উভয়ে। ১৬
ধনুর্দ্ধর কাশীশ্বর, শিখণ্ডী সমর-ধীর ;
ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট ও অজিত সাত্যকীবীর ; ১৭
দ্রুপদ, দ্রৌপদী-সুত, মহাবাহু সুভদ্রা-নন্দন,—
সবাই স্বতন্ত্র শঙ্খ শব্দিত করিলা হে রাজন্ ! ১৮
ধ্বনিয়া ধরণী ব্যোম তুমুল সে ধ্বনি—
ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ-হৃদি ভেদিল অমনি !
রণে ব্যবস্থিত হেরি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ,
কপিধ্বজ-রথারোহী পাণ্ডুর নন্দন,—
শস্ত্রপাতোদ্যম-ভরে,— ধনুক ধরিয়া করে,
হে নরেশ ! হৃষীকেশে কহিলা তখন। ২০

[অর্জ্জুন]

উভয় সেনার মধ্যগত ;—
হে অচ্যুত ! রাখ মম রথ। ২১
যাবৎ নিরখি আমি, কারা হেথা যুদ্ধকামী,
মম সঙ্গে রণ-রঙ্গে কারা অগ্রসর ? ২২
সমরের সাধে সাজি, কারা বা এসেছে আজি,—
দুষ্ট ধার্ত্তরাষ্ট্রদের প্রিয়ব্রতধর ? ২৩

[সঞ্জয়]

হে ভারত ! গুড়াকেশ-বাক্যে হৃষীকেশ,—
দুই সৈন্য মাঝে করি রথ সন্নিবেশ, ২৪
ভীষ্ম-দ্রোণ প্রমুখেতে, সর্ব্ব ভূপ সম্মুখেতে,
কহিলেন "দেখ ধনঞ্জয় !
সমবেত কৌরব-নিচয়।" ২৫
তবে পার্থ রণস্থলে, দেখিলা দু সৈন্যদলে
পিতামহ, পিতৃব্য, আচার্য্য, মাতুলাদি ;
পুত্র, পৌত্র, ভাই বন্ধু, শ্বশুর প্রভৃতি। ২৬
হেরি পার্থ সমবেত সমস্ত স্বজন,
দয়াকৃষ্ট দুঃখাবিষ্ট, কহিলা তখন। ২৭

[অর্জ্জুন]

হেরি এ স্বজনগণ সজ্জিত সমরোৎসুক,
হে কৃষ্ণ ! অবশ অঙ্গ, বিশুষ্ক হতেছে মুখ ! ২৮
শরীরে কম্পন মম, হতেছে রোমহর্ষণ,
হস্তহতে গাণ্ডীব পড়িছে খসি, আর—
দাহে যেন দেহচর্ম্ম দহিছে আমার ! ২৯
আর যে থাকিতে স্থির পারি না কেশব !
ঘূর্ণিত হতেছে মন ; করিতেছি দরশন,
বিপরীত নিমিত্ত যে সব। ৩০
সমরে স্বজন-বধে শুভ না দেখিতে পাই ;
জয়শ্রী-রাজত্ব-সুখ-কৃষ্ণ ! আমি নাহি চাই। ৩১
হে গোবিন্দ ! রাজ্য-ধনে, ভোগে বা দীর্ঘজীবনে,
কি মোদের হবে ফলোদ্ভব ?
রাজ্য-ভোগ-সুখরাশি, অধিকারে অভিলাষী,
যাদেরি কারণে মোরা সব। ৩২
এই ত তারাই সাজি, ধন-প্রাণ দিতে আজি,
সমাগত আসন্ন সমরে সর্ব্বজন।
এই সে পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, গুরুগণ। ৩৩

মাতুল, শ্বশুরগণ শ্যালক-সম্বন্ধী জন,
পৌত্র আদি—এ সব স্বজন ;—
নিজে যদি মরি, তবু এ সবে মারিতে কভু
নাহি চাহি হে মধুসূদন ! ৩৪
কি তুচ্ছ এ পৃথিবী !—ত্রিলোক-রাজ্য আশে,—
কি সুখ হে জনার্দ্দন ! ধার্ত্তরাষ্ট্র-নাশে ? ৩৫
এই আততায়ী গণে বধিলে পাতক হবে ;
তাই না নাশিতে চাই ধার্ত্তরাষ্ট্রে সবান্ধবে।
কি সুখী হব মাধব ! বান্ধব বধি আহবে ? ৩৬
যদিও ইহারা এবে লোভে হয়ে হতজ্ঞান,
কুলক্ষয়—মিত্রদ্রোহে পাপ না দেখিতে পান, ৩৭
জেনে শুনে দেখে মোরা কুলক্ষয় পাপ হেন,
জনার্দ্দন ! তাহে ক্ষান্ত জ্ঞানতঃ না হব কেন ? ৩৮
কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম্ম হয় হত ;
ধর্ম্মক্ষয়ে হয় কুল অধর্ম্মেতে অভিভূত। ৩৯
কুলস্ত্রী অধর্ম্ম-বশে দুষ্টা হয় হে কেশব !
দুষ্টা স্ত্রী হইতে বর্ণ-সঙ্করের সমুদ্ভব। ৪০
কুলঘ্নগণের আর— কুলের নরকাগার
নিবাস-নিমিত্ত হয় সঙ্কর নিচয়।
প্রলুপ্ত পিণ্ড তর্পণ ইহাদের পিতৃগণ
নিশ্চয় পতিত হয় হায় ! ৪১
কুলঘ্নগণের এই সঙ্কর-করণ-দোষে,—
সনাতন জাতিধর্ম্ম—কুলধর্ম্ম মূল নাশে। ৪২
জনার্দ্দন ! মানবের কুলধর্ম্ম হলে লয়,
শুনেছি নিয়ত না কি নরকে নিবাস হয়। ৪৩
এ কি মহাপাপ মোরা করিতে বসেছি হায় !
রাজ্য-সুখ-লোভে ব্রতী বন্ধু-বধ বাসনায় ! ৪৪
প্রতিহিংসা প্রতিহত অশস্ত্র আমারে হত,
করে যদি সশস্ত্র এ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ,
তাহা ও মানিব মম মঙ্গলকারণ ! ৪০

[সঞ্জয়]

এত বলি ধনুর্ব্বাণ বিসর্জ্জিয়া রণাঙ্গনে,
শোকার্ত্ত হইয়া পার্থ ! রহিলেন রথাসনে। ৪৬

ইতি অর্জ্জুন-বিষাদ-যোগ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[সঞ্জয়]

অশ্রুসমাকুল-আকুল-লোচন,
করুণা মগন, বিষাদিত মন,
অর্জ্জুন-সদন শ্রীমধুসূদন—
এরূপে তখন বলিলা বচন। ১

[শ্রীভগবান]

হেন সঙ্কটেতে, এল কোথা হতে,
অর্জ্জুন ! তোমাতে, কহ,
অনার্য্য-সেবিত, অধর্ম্ম-অন্বিত,
অকীর্ত্তিকর এ মোহ ? ২
ক্লীবত্ব পেও না পার্থ ! নহে যোগ্য তব।
ত্যজি তুচ্ছ চিত্ত-দৈন্য, উঠ পরন্তপ ! ৩

[অর্জ্জুন]

হে অরি-সূদন ! পূজ্য ভীষ্ম দ্রোণ সনে,
বাণে বাণে কেমনে যুঝিব হরি রণে ? ৪
মহা আত্মা-গুরুগণে না বধিয়া, এ ভুবনে
ভিক্ষান্ন-ভোজন(ও) শ্রেয়ঃ হয়।
বধি ইথে গুরুলোক, রক্ত মাখা-রাজ্য ভোগ
ভুঞ্জিতে হইবে না কি হায় ! ৫
জেতা বা বিজিত হই, বুঝি না যে এই দুই,
এর মধ্যে কিবা গরীয়ান ;
যা দিগে বধিয়া প্রাণে, বাঁচিতে না চাই প্রাণে,
সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ এই বিদ্যমান। ৬
মোহ-জন্য-দৈন্যদোষে দূষিত স্বভাব-বশে,
ধর্ম্ম মূঢ় চিত্ত আমি শুধাই তোমায় ;
যাতে মম সুমঙ্গল নিশ্চয় করিয়া বল,
আমি হে আশ্রিত শিষ্য শিখাও আমায়।
নির্ব্বৈর-রাজ্য-সম্পদ, কিম্বা সে ইন্দ্রত্ব-পদ,
তাতেও না কিছু হেন হেরি,
ইন্দ্রিয়-শোষণ মোর, এ শোক-সন্তাপ-ঘোর,
যাহাতে হরিতে পারে হরি ! ৮

[সঞ্জয়]

পরন্তপ গুড়াকেশ হৃষীকেশে হেন কয়ে,
"যুদ্ধ করিব না" গোবিন্দে বলিয়া,
রহিলা নীরব হয়ে। ৯
হে ভারত ! তবে কৃষ্ণ উভয় সৈন্যের মাঝে,
হেসে হেসে কন হেন বিষণ্ণ পার্থের কাছে। ১০

[শ্রীভগবান]

প্রকৃত গীতারম্ভ।

অশোকে করহ শোক, কথা কহ বিজ্ঞতায়,
মৃত বা জীবিত জন্য পণ্ডিতে না শোক পায়। ১১
ছিলাম না তুমি, আমি, আর এই রাজগণ,
অথবা রব না পরে, কখনো নহে এমন। ১২
কৌমার-যৌবন-জরা যথা এ দেহীর দেহে,
দেহান্তর প্রাপ্তি তথা ; জ্ঞানী তাহে মুগ্ধ নহে। ১৩
ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি আর ইন্দ্রিয়-বিষয়,
সংযোগেতে শীতোষ্ণাদি-সুখ-দুঃখ হয় ;
উৎপত্তি-বিনাশশীল অনিত্য কেবল
হে ভারত ! তিতিক্ষায় সহ সে সকল। ১৪

হে পুরুষর্ষভ !—

সম-সুখ-দুঃখ-ধীর যে পুরুষে এই সবে
না করে ব্যথিত চিত্ত, অমৃতত্ব সেই লভে। ১৫
নাহি অনিত্যের সত্ত্বা, অসত্ত্বা নিত্যের ;
দেখেছেন তত্ত্বজ্ঞানী অন্ত উভয়ের। ১৬
অখিল ব্যাপিয়া যিনি, অবিনাশী জেন তাঁরে,
সে অব্যয়ে বিনাশিতে কেহ কভু নাহি পারে। ১৭
অনাশ্য-অমেয়-নিত্য দেহীর এ দেহ যত,—
অন্তশীল ; অতএব যুদ্ধ কর হে ভারত ! ১৮
যে ইহাঁরে "হন্তা" ভাবে, যে বা ভাবে "হত",
উভয়ের কেহই না জানে স্বরূপতঃ।
না করেন হত্যা ইনি, নাহি হন হত। ১৯

জাত ইনি নাহি হন, মৃতও কদাপি নন,
উৎপন্ন—ইহার নাহি পুনরুৎপাদন ;
অজন্ম-অক্ষয় হন, নিত্য-সত্য-পুরাতন,
দেহের মরণে এঁর না হয় মরণ। ২০

নিত্য, অজ, অব্যয় ও অবিনাশী রূপে,
যে এঁকে জানেন পার্থ ! যথার্থ স্বরূপে,
কিরূপে কাহাকে তিনি করান হনন ?
আপনি কার বা তিনি হত্যাকারী হন ?" ২১

যথা জীর্ণ বস্ত্র-ভার করি নর পরিহার,
পরে নব বসন অপর,
জীর্ণদেহ তত্তঃ প্রায় দেহী পরিত্যাজি যায়,
পুনঃপ্রাপ্ত নবকলেবর। ২২
শস্ত্র সংছেদিতে নারে, অগ্নি না পোড়াতে পারে,
জল এঁরে ভিজাতে অক্ষম ;
সমীরণ নহে এঁর শোষণে সক্ষম। ২৩
অচ্ছেদ্য-অদাহ্য ইনি—অক্লেদ্য—অশোষ্য হন,
নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু, অচল ও সনাতন। ২৪
অবিকারী-অব্যক্ত-অচিন্ত্য-উক্ত ইনি।
করো না অনুশোচনা এঁকে হেন জানি। ২৫
যদি এঁকে নিত্যজাত—নিত্য মৃত মনে কর,
তবু তাহে মহাবাহো ! শোক না করিতে পার ! ২৬
জাতের নিশ্চিত মৃত্যু, মৃতের জন্ম নিশ্চিত।
অতএব অনিবার্য্যে শোক তব অনুচিত। ২৭
আদিতে অব্যক্ত ভূত, মধ্যে মাত্র ব্যক্ত ভাব ;
অন্তেও অব্যক্ত পুনঃ, তাতে কি শোক-বিলাপ ! ২৮
কেহ এঁকে দেখে যেন আশ্চর্য্য-দর্শন !
আশ্চর্য্য স্বরূপ এঁকে কহে কোন জন ;
অপরে আশ্চর্য্যবৎ শুনেবা ইহারে ;
শুনিয়াও কেহ এঁরে জানিতে না পারে ! ২৯
হে ভারত ! অবধ্য এ দেহী নিত্য সর্ব্বদেহে ;
সর্ব্বভূত-তরে তাই মজিও না শোক-মোহে। ৩০
স্বধর্ম্মেও চাহি কর চলচ্চিত্ত পরিহার ;
ধর্ম্ম-যুদ্ধ সম শ্রেয়ঃ ক্ষত্রিয়ের নাহি আর। ৩১

যদৃচ্ছা যুটেছে যুদ্ধ মুক্ত স্বর্গদ্বার প্রায় !
সুখী ক্ষত্র তারা পার্থ ! যারা হেন রণ পায়। ৩২
আর যদি ক্ষান্ত রও এ ধর্ম্ম আহবে,
স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তিত্যাগ-পাপভাগী হবে। ৩৩
আর তব অক্ষয় অকীর্ত্তি কবে লোক ;
মানীর মরণাধিক অকীর্ত্তি দুর্ভোগ। ৩৪
মহারথগণ হেন করিবেন মনে,
ভয়ে-ভীত হয়ে তুমি বিমুখিলে রণে।
যাদের নিকটে তুমি ছিলে গৌরবিত,
তাদেরি নিকটে পাবে লাঘব নিশ্চিত। ৩৫
অহিতার্থিগণ নিন্দি সামর্থ্য তোমার,
অনেক অবাচ্য উক্তি করিবে উদ্গার ;
তদপেক্ষা দুঃখকর কিবা আছে আর ? ৩৬
মরিলে লভিবে স্বর্গ, জিতিলে ভুঞ্জিবে ধরা ;
সমরে কৃত-নিশ্চিত হয়ে পার্থ ! উঠ ত্বরা। ৩৭
সুখ-দুঃখ, লাভালাভ, জয়াজয়ে সমভাব,—
ভেবে হও রণে রত, তাহাতে না হবে পাপ। ৩৮
জ্ঞানযোগে এই তত্ত্ব জ্ঞাপিনু তোমায় ;
কর্ম্মযোগে কহি পুনঃ শুন ধনঞ্জয় !
বুদ্ধিযোগে প্রবুদ্ধিত হও যদি তায়,
কর্ম্ম-বন্ধ হতে মুক্ত হইবে হেলায়। ৩৯
এই যোগে প্রারম্ভের নাহি নিষ্ফলতা,
নাহি প্রত্যবায়-ভয়, যদিও অত্যল্প হয়,
এ ধর্ম্ম (নিষ্কাম কর্ম্ম) মহাভয়-ত্রাতা। ৪০
এক নিষ্ঠাবতী বুদ্ধি রয় এতে একাকিনী ;
কিন্তু পার্থ ! কামী যারা, অনেক-নিষ্ঠ যে তারা,
অনন্তা তাদের বুদ্ধি বহুশাখা-বিবর্দ্ধিনী। ৪১
হে পার্থ ! বেদার্থ-বাদ-মোহ-মুগ্ধগণ
আপাতপুষ্পিত এই বাক্য বিমোহন
বলে "আহা ! এ প্রকার
কিছুই যে নাহি আর।" ৪২
কামসেবী স্বর্গলোভী যারা,—
জন্ম-কর্ম্ম-ফলপ্রদ, ভোগৈশ্বর্য্য-হেতুভূত,
বহুবিধ ক্রিয়াযুত এই বাক্যে তারা, ৪৩
অপহৃত-চিত হয়, বিলাসে ব্যসক্ত রয় ;
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি তাহাদের হায় !
সমাধির সামর্থ্য না পায়। ৪৪
সকাম-ত্রৈগুণ্যে বেদ (কর্ম্মফলময়),
নিস্ত্রৈগুণ্য (নিষ্কাম) হও হে ধনঞ্জয় !
সুখ-দুঃখ-দ্বন্দ্বহীন হও নিত্যসত্ত্বাসীন,
অপ্রাপ্ত প্রাপণে আর প্রাপ্তের পালনে
ত্যজ স্বার্থ, মজ পার্থ ! আত্ম সম্মিলনে। ৪৫
যথা ক্ষুদ্র জলাশয় যতটুকু জল লয়,
সর্ব্বব্যাপী বন্যায় তা রয় :
তথা এক ব্রহ্ম জ্ঞান করিতে পারে প্রদান
সর্ব্ববেদ-ফল সুনিশ্চয়। ৪৬

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।

১ম বর্ষ। ৮ম, ৯ম, ১০ম সংখ্যা।

বেদব্যাস

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ।
মনুঃ।—

১৮১৬ শক। অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ।

শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত।

বিষয়।	লেখকগণ।	পৃষ্ঠা।
নবগ্রহস্তোত্রম্। শঙ্কটাস্তব।	...	৯৭
চিদানন্দা।	শ্রীযুক্ত শরদিন্দু মিত্র।	৯৮
সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।	১০২
হিন্দুপত্রিকা সম্বন্ধে মত	...	১০৬
উন্নতি	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ	১০৮
মায়ের কথা	ঐ	১১০
ব্রাহ্মণের কুরুচি	শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন শাস্ত্রী	১১২
সমাজ	...	১১৪
পিতৃ পূজা	...	১১৮
তপস্যা	...	১২১

কলিকাতা।
২০ নং সুকীয়া ষ্ট্রীট,
"কালিকা যন্ত্রে"
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩০১।

বেদব্যাস-পত্রিকার ডাক মাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য
বিশিষ্ট-সংস্করণ ৪৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ২৲ টাকা।
৭০ নং সুকীয়া ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।
তত্ত্বাবধায়ক—শ্রীহরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

বেদব্যাস

৯ম বর্ষ।

৯ম ভাগ। | কলিকাতা, ১৩০১ সন, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ। | ৮ম, ৯ম, ১০ সংখ্যা।

শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং মুনিমনুজপশূনাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং ত্বমসি শরণমেকা দেবি! দুর্গে! প্রসীদ॥

নবগ্রহস্তোত্রম্।

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥ ১॥
দিব্যশঙ্খতুষারাভং ক্ষীরোদার্ণবসম্ভবম্।
নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুটভূষণম্॥ ২॥
ধরণীগর্ভসম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভম্।
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্॥ ৩॥
প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যামং রূপেণাপ্রতিমং বুধম্।
সৌম্যং সর্ব্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ সুতম্॥ ৪॥
দেবতানামৃষীণাঞ্চ গুরুং কনকসন্নিভম্।
বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্॥ ৫॥
হিমকুন্দমৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুম্।
সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্॥ ৬॥
নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিসূনুং মহাগ্রহম্।
ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্॥ ৭॥
অর্দ্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্যবিমর্দ্দকম্।
সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্॥ ৮॥
পলালধূমসঙ্কাশং তারাগ্রহবিমর্দ্দকম্।
রৌদ্রং রুদ্রাত্মকং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্॥ ৯॥
ব্যাসেনোক্তমিদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ প্রযতো নরঃ।
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ শান্তিস্তস্য ন সংশয়ঃ॥
ঐশ্বর্য্যমতুলঞ্চাপি আরোগ্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
নরনারীপ্রিয়ত্বঞ্চ নিত্যং তস্যোপজায়তে॥
তক্ষকোঽগ্নির্যমো বায়ুর্যে চান্যে গ্রহপীড়কাঃ।
তে সর্ব্বে প্রশমং যান্তি ব্যাসো ব্রূয়ান্ন সংশয়ঃ॥

ইতি শ্রীব্যাসভাষিতং নবগ্রহস্তোত্রং সমাপ্তম্।

শঙ্কটাস্তব।

নারদ উবাচ।

সঙ্কটায়ৈ নমঃ।

জৈগীষব্য মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বজ্ঞ সুখদায়ক।
অক্ষতানি সুপুণ্যানি শ্রুতানি ত্বৎপ্রসাদতঃ॥
ন তৃপ্তিমধিগচ্ছামি তব বাগমৃতেন চ।
বদস্বৈকং মহাপ্রাজ্ঞ সঙ্কটাখ্যানমুত্তমম্॥
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা জৈগীষব্যোঽব্রবীদ্বচঃ।
সঙ্কটনাশনং স্তোত্রং শৃণু দেবর্ষিসত্তম॥
দ্বাপরে তু পুরাবৃত্তে ভ্রষ্টরাজ্যো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽরণ্যং নির্ব্বেদং পরমং যযৌ॥
তদানীন্তু ততঃ কালে পুরায়াতো মহামুনিঃ।
মার্কণ্ডেয় ইতি খ্যাতো সহশিষ্যো মহাতপাঃ॥
তদ্দৃষ্ট্বা তু সমুত্থায় প্রণিপত্য সুপূজিতঃ।
কিমর্থং ম্লানবদন এতত্ত্বং মাং নিবেদয়॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সঙ্কটং মে মহৎ প্রাপ্তমেতাদৃক্ কদনং ততঃ।
এতন্নিবারণোপায়ং কিঞ্চিদ্ ব্রূহি মহামতে॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

আনন্দকাননে দেবী সঙ্কটা নাম বিশ্রুতা।
বীরেশ্বরোত্তরে ভাগে চন্দ্রেশস্য চ পার্শ্বতঃ॥
শৃণু নামাষ্টকং তস্যাঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্।
সঙ্কটা প্রথমং নাম দ্বিতীয়ং বিজয়া তথা॥
তৃতীয়ং কামদা প্রোক্তা চতুর্থং দুঃখহারিণী।
সর্ব্বাণী পঞ্চমং নাম ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা॥
সপ্তমং ভীমনয়না সর্ব্বরোগহরাষ্টকম্।
নামাষ্টকমিদং পুণ্যং ত্রিসন্ধ্যং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥
যঃ পঠেৎ পাঠয়েদ্বাপি নরো মুচ্যতে সঙ্কটাৎ।
ইত্যুক্তঃ পূজয়ামাস বীরেশ্বরসমন্বিতাম্।

তুজৈশ্চ দশভির্যুক্তাং লোচনত্রিতয়ান্বিতাম্।
মালাকমণ্ডলূপেতাং করপদ্মগদ্বাধরাম্॥
ত্রিশূলডমরুচাপখড়্গচর্ম্মবিভূষিতাম্।
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা নারদো হর্ষিতোঽভবৎ॥
ততশ্চাভয়হস্তাং তাং প্রণম্য বিধিনন্দনঃ।
বরত্রয়ং গৃহীত্বা তু ততো বিষ্ণুপুরং যযৌ॥
এতৎ স্তোত্রস্য পঠনং পুত্রপৌত্রাদিবর্দ্ধনম্।
সঙ্কটনাশনঞ্চৈব ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্॥
গোপনীয়ং প্রযত্নেন মহাবন্ধ্যাপ্রসূতিকৃৎ॥
ইতি পদ্মপুরাণে সঙ্কটানামাষ্টকং স্তোত্রং সমাপ্তম্।

চিদানন্দা।

(বঙ্গপদ্যানুবাদ-গীতা।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কর্ম্মে তব অধিকার, ফলে নহে কদাচিত;
ত্যজিবে কর্ম্মের ফল, কর্ম্মত্যাগ অবিহিত। ৪৭
যোগস্থ হইয়া, সঙ্গ তেয়াগিয়া,
"সিদ্ধি" ও "অসিদ্ধি" দুয়ে,
জানি সম স্বার্থ, কর্ম্ম কর পার্থ!
সমত্বকে 'যোগ' কহে। ৪৮
বুদ্ধিযোগ হতে কর্ম্ম হেয় অতি ধনঞ্জয়
ফলার্থী কৃপার পাত্র কর বুদ্ধযোগাশ্রয়। ৪৯
ঐহিকের সুকৃতি-দুষ্কৃতি,
দুয়ে তুল্য জ্ঞানীর বিরতি;
যোগার্থে যুদ্ধার্থী তাই হও;
সুকৌশল কর্ম্মযোগ লও। ৫০
বুদ্ধিযোগে কর্ম্মফল ত্যজি জ্ঞানিগণ,
জন্ম-বন্ধ ছেদি মোক্ষ-পদ প্রাপ্ত হন। ৫১
যবে তব বুদ্ধি মোহ-দুর্গ তেয়াগিবে,
শ্রুত ও শ্রোতব্যে তবে বৈরাগ্য জন্মিবে। ৫২
শ্রুত-সুনিশ্চিত বুদ্ধি হইলে নিশ্চল,
অচল সমাধি-বলে পাবে যোগ-ফল। ৫৩

[অর্জ্জুন]

সমাধিতে স্থিতপ্রজ্ঞ হন যেই জন,
হে কেশব! হয় কিবা তাঁহার লক্ষণ?
কি বাক্য কহেন সেই স্থিতবুদ্ধ-জন?
কিরূপ তাঁহার স্থিতি, গতি বা কেমন? ৫৪

[শ্রীভগবান]

সমস্ত কামনা স্বার্থ করি পার্থ! পরিহার,
নিজাত্মায় নিজে তুষ্ট, "স্থিতপ্রজ্ঞ" আখ্যা তার। ৫৫
দুঃখে অনুদ্বিগ্ন-চিত, সুখে স্পৃহা-বিরহিত,
বীত-রাগ-ভয়-ক্রোধ যেই,
স্থিতবুদ্ধি মুনিইত সেই। ৫৬
সর্ব্বত্র বিরাগী যে বা, শুভাশুভে নাহি যার—
হর্ষ বা বিমর্ষ ভাব, প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত তার। ৫৭
কূর্ম্ম-অঙ্গ সম যারে করিবারে সংযমিত—
যেজন ইন্দ্রিয়গণ, প্রজ্ঞা তার প্রতিষ্ঠিত। ৫৮
বিষয় অসেবী দেহাভিমানীর
বিষয়ানুভব নিবৃত্ত হয়;
ক্ষয় কিন্তু নয় বিষয়াসক্তির;
পরমে হেরিলে পায় সে লয়। ৫৯
কৌন্তেয়! মুমুক্ষু জ্ঞানী পুরুষের(ও) মন,
প্রবল ইন্দ্রিয় করে সবলে হরণ। ৬০
সে সবে সংযমে, যোগে আমারে যে করে সার,
ইন্দ্রিয় স্ববশে যার, প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত তার। ৬১
বিষয়ের ধ্যানে হয় আসক্তি-উদ্বোধ;
আসক্তি হইতে কাম, কাম হতে ক্রোধ। ৬২
ক্রোধে হয় সংমোহ, সংমোহে স্মৃতিক্ষয়,
স্মৃতি নাশে বুদ্ধি নাশ, বুদ্ধি নাশে লয়। ৬৩
আয়ত্ত ইন্দ্রিয়গণ—রাগ-দ্বেষ হীন,—
হইলে বিষয়-রত, সেই বশীভূত চিত,
পরে হয় শান্তিরস-লীন। ৬৪
আত্মপ্রসাদেতে হয় সর্ব্বদুঃখ লয়;
প্রসন্নের প্রজ্ঞা ত্বরা প্রতিষ্ঠিত হয়। ৬৫
অযোগীর বুদ্ধি নাই, তাই সে ধ্যান-বিমুখ,
অধ্যানেতে শান্তি নাই, অশান্তিতে কোথা সুখ? ৬৬
চঞ্চল ইন্দ্রিয় দল মাঝে যেবা হায়!
যার আনুগত্য করে, সেই তার প্রজ্ঞা হরে,
পবন পাবনী যথা পাথারে ডুবায়। ৬৭
বিষয়ে ইন্দ্রিয় সর্ব্ব নিগৃহীত যার,
ওহে মহাবাহো! প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত তার। ৬৮
সর্ব্বভূত পক্ষে যাহা নিশাকাল হয়,
যোগ-রত সংযত জাগ্রত তাহে রয়;
আর যাহে সর্ব্বভূত জাগরিত থাকে,
মুনিগণ-পক্ষে কিন্তু নিশা বলে তাকে। ৬৯
অচল প্রতিষ্ঠ পূর্ণ সমুদ্রে যেরূপ,
বর্ষিত হইলে বারি, কোথা মিশে যায়!
যাঁহাতে বাসনাবলী বিলীন সেরূপ,
সেই শান্তি-অধিকারী, কামী কিন্তু নয়। ৭০
সমস্ত কামনা করি বিসর্জ্জন,
নিস্পৃহ যে জন করেন ভ্রমণ,
মমতা-বিহীন—অহঙ্কার-হীন,
সেইজন সদা শান্তিরস-লীন। ৭১
হে পার্থ! ইহাই ব্রহ্ম-জ্ঞান-নিষ্ঠা হয়;
ইহা পেলে কেহ আর মোহ-মুগ্ধ নয়!
প্রাণান্তকালেও এতে রহি প্রতিষ্ঠিত,
পরম ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ পায় হে নিশ্চিত। ৭২

ইতি সাংখ্য-যোগং।

৩য় অধ্যায়।

[অর্জ্জুন]

কর্ম্মযোগ হতে যদি শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযোগে,
বল দেখি তবে মোরে পুনঃ এই কর্ম্ম ঘোরে
কি কারণ জনার্দ্দন করিছ নিয়োগ? (১)
মিশামিশি গোলমেলে (জ্ঞান-কর্ম্ম) কথা বলে,
বুদ্ধি মোর দিলে এলাইয়ে;
খাঁটি কথা হয় যেটি, পরিষ্কার বল সেটি,
শ্রেয়ঃ লাভ করি যা করিয়ে। (২)

[শ্রীভগবান]

হে অনঘ! এ সংসারে নিষ্ঠা দুই রূপ;
জ্ঞান-যোগে সাংখ্যদের, কর্ম্মযোগে যোগীদের,
পূর্ব্বে আমি বলেছি স্বরূপ। (৩)
আদৌ না করি কর্ম্ম, অমনি নিষ্কাম ধর্ম্ম,
কোন জন কখন না পায়।
শুধুই সন্ন্যাসে সিদ্ধি নাহি পাওয়া যায়। (৪)
কেহই কোন প্রকারে, কভু না রহিতে পারে,
ক্ষণমাত্র কর্ম্ম পরিহরি;
স্বভাব-সম্ভূত সেই গুণত্রয় সবাকেই
কর্ম্ম যে করায় বাধ্য করি। (৫)
কর্ম্মেন্দ্রিয় ক্ষান্ত রাখে, কিন্তু মনে মনে থাকে,
ধ্যান যার ইন্দ্রিয়-বিষয়,
মূঢ়-আত্মা মিথ্যাচারী তাহাকেই কয়। (৬)
অন্তরে ইন্দ্রিয়-গ্রাম করি সংযমিত,
বাহিরেতে কর্ম্মেন্দ্রিয়ে, কর্ম্মযোগ সাধয়ে যে,
হে অর্জ্জুন! অনাসক্ত সেই বিশেষিত। (৭)
অকর্ম্ম হইতে কর্ম্ম শ্রেষ্ঠতর হয়;
অতএব নিরন্তর কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর;
অকর্ম্মে দেহ যাত্রাও নির্ব্বাহিত নয়। (৮)
যজ্ঞার্থেই হয় এই কর্ম্ম-প্রয়োজন;
অন্য কর্ম্ম মানবের বন্ধন-কারণ।
অতএব তদর্থেই হইয়া নিষ্কাম,
হে কৌন্তেয়! কর তুমি কর্ম্ম অনুষ্ঠান। (৯)
যজ্ঞ সহ প্রজাগণ বিধাতা করি সৃজন,
কহিয়াছিলেন পুরাকালে,—
"দিন দিন আত্মোন্নতি, ইষ্টফল-লাভ-গতি
তোমাদের হ'ক্ যজ্ঞ ফলে।" (১০)
তোমরা এ যজ্ঞে কর দেব-কুল বিবর্দ্ধন,
তোমাদিগে বিবর্দ্ধিত করুন দেবতাগণ।
এইরূপে পরস্পর বিবর্দ্ধ-ফলে,
পরম মঙ্গল লাভ করিবে সকলে।" (১১)
যজ্ঞে হয় পরিতুষ্ট, তোমাদের ভোগাভিষ্ট
দিবেন সে-দেবতা-নিকর।
তাঁদেরি প্রদত্ত যাহা, তাঁদিগে না দিয়ে তাহা,
যে ভুঞ্জে, সে নিশ্চয় তস্কর (১২)
যজ্ঞ শেষ-ভোজী হন বিমুক্ত-সর্ব্ব পাতক।
যে রাঁধে আপনি খেতে, সে সুধু খায় পাতক! (১৩)
অন্ন হতে ভূতগণ, বৃষ্টি হতে অন্ন হয়;
যজ্ঞ হতে বৃষ্টি, কর্ম্ম হতে যজ্ঞ সমুদয়। (১৪)
কর্ম্ম জান বেদ জাত, বেদ ব্রহ্ম-উদ্ভাবিত;
বিশ্বময় ব্রহ্ম তাই নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। (১৫)
হেন প্রবর্ত্তিত চক্রে না চলে যে ইহলোকে,
পার্থ! সে ইন্দ্রিয়াসক্ত পাপ-প্রাণ বৃথা রাখে। (১৬)
আত্মাতেই রত যিনি, আত্মাতেই তৃপ্ত, আর—
আত্মাতেই পরিতুষ্ট, কার্য্য কিছু নাহি তাঁর। ১৭
কর্ম্ম করিলেও তাঁর পুণ্য নাহি তায়;
নাহি করিলেও কিছু নাহি প্রত্যবায়!
যেহেতু জগতী তলে সর্ব্বভূত মাঝে,
স্বার্থ সমাশ্রয় তাঁর কিছুই না আছে। ১৮
নিষ্কাম কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর তাই নিরন্তর;
করিলে নিষ্কামকর্ম্ম মোক্ষপদ পায় নর। ১৯
কর্ম্মেই লভিলা সিদ্ধি জনকাদি সবে।
লোক-শিক্ষা নিমিত্তও কর্ম্ম কর তবে। ২০
মহতের অনুকারী সাধারণে হয়।
তৎকৃত সিদ্ধান্ত যাহা, তাই লোকে লয়। ২১
আমার কর্ত্তব্য পার্থ! কিছু নাই ত্রিজগতে;
অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্য কোন কিছুই নাহিক মম,
তথাপি প্রবৃত্ত আমি রয়েছি কর্ম্মেতে। ২২
সর্ব্বথা না করি কর্ম্ম যদি অনলস আমি,
সর্ব্ব মর্ত্ত্য হয় পার্থ! মম বর্ত্ম-অনুগামী। ২৩
কর্ম্ম না করিলে আমি উৎসন্ন হইবে লোক;
সঙ্কর সৃজিব, দিব প্রজায় কলঙ্ক-ভোগ। ২৪
হে ভারত! কর্ম্মরত আসক্ত অজ্ঞানী যথা,
লোক-হিতে হইবেন অনাসক্ত জ্ঞানী তথা। ২৫
কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞদের বুদ্ধি-ভেদ না করিবে;
নিজে কর্ম্ম করি জ্ঞানী সর্ব্ব কর্ম্মে নিয়োজিবে। ২৬
কর্ম্ম সব কৃত হয় সর্ব্বথা প্রকৃতি-গুণে;
অহঙ্কার-মূঢ় আত্মা "আমি কর্ত্তা" ভাবে মনে। ২৭
মহাবাহো! গুণ-কর্ম্ম-বিভাগের মর্ম্ম বুঝে,
"ইন্দ্রিয়ই ভোক্তা" জেনে জ্ঞানী না মায়ায় মজে। ২৮
প্রকৃতির গুণে মূঢ়—যারা গুণ-কর্ম্মে রত,
সর্ব্বজ্ঞ সে অজ্ঞগণে করিবে না বিচলিত। ২৯
আমাতে সমস্ত কর্ম্ম করি সমর্পণ,
অধ্যাত্ম চৈতন্য লয়ে, নিষ্কাম-নির্ম্মম হয়ে,
শোক-তাপ বিসর্জ্জিয়ে কর তুমি রণ। ৩০
শ্রদ্ধাবান—সাধু দৃষ্টিমান্ হয়ে যারা করে অনুষ্ঠান
অনু দিন আমার এ মতে, তাহারাও তরে কর্ম্ম হতে। ৩১
না চলে আমার মতে যাহারা অসূয়ান্বিত,
জেনো তারা সর্ব্বজ্ঞান-বিমূঢ় বিকৃত-চিত। ৩২
জ্ঞানীও চলেন নিজ প্রকৃতি প্রকার;
সমস্ত ভৌতিক প্রাণী প্রকৃতির অনুগামী,

ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ তবে করিবে কি আর ? ৩৩
বিষয়েত ইন্দ্রিয়ের দ্বেষ বা আসক্তি ঘটে ;
এ দুই (ই) ত্যজিবে, এরা এ পক্ষে বিপক্ষ বটে। ৩৪
সুষ্ঠু-পরধর্ম্ম হতে বিগুণ স্বধর্ম্ম শ্রেয়ঃ।
"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" পরধর্ম্ম ভয়াবহ। ৩৫

[অর্জ্জুন]

হে বার্ষ্ণেয় ! অনিচ্ছা সত্বেও পাপাচারে
সবলে কে পুরুষেরে নিয়োজিত করে ? ৩৬

[শ্রীভগবান]

এই কাম—এই ক্রোধ রজোগুণ সমুদ্ভূত ;
জেনো এতে শত্রু এরা সদুষ্পূর—সমুদ্ধত।
ধূমে যথা হুতাশন, মলে যথা দরপণ,
গর্ভ যথা জরায়ু-আবৃত,
জ্ঞান তথা এতে আচ্ছাদিত। ৩৮
জ্ঞানীর এ চির শত্রু দুঃসেব্য কামনানল,
হে কৌন্তেয় ! সদা যাহে সমাচ্ছন্ন জ্ঞান-বল। ৩৯
মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়কে বলে এর অধিষ্ঠান ;
দেহীকে বিমুগ্ধ করে ইহাতে আবরি জ্ঞান। ৪০
তাই হে ভরতর্ষভ ! প্রথমেই করি,
সংযমিত ইন্দ্রিয় নিচয়,
জ্ঞান ও বিজ্ঞান এই উভয়েরি অরি
পাপরূপী কামে কর জয়। ৪১
ইন্দ্রিয়কে শ্রেষ্ঠ বলে, ইন্দ্রিয়ের শ্রেষ্ঠ মন ;
মন হতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হতে সে পরম ! ৪২
মহাবাহো ! এই মতে, আত্মাকেই বুদ্ধি হতে
শ্রেষ্ঠতর জানিয়া নিশ্চয়,
আত্মযোগে আত্মাকেই নিশ্চল করিয়া, এই—
কর ক্রূর কাম-শত্রু জয়। ৪৩
ইতি কর্ম্মযোগ।

চতুর্থ অধ্যায়।

[শ্রীভগবান]

এ অব্যয় যোগ আমি সূর্য্যে বলে ছিনু ;
সূর্য্য কন মনু-স্থানে ইক্ষ্বাকুকে মনু। ১
পরম্পরা পেয়ে ইহা জানিলা রাজর্ষি সব।
কালে এই মহা যোগ নষ্ট হল পরন্তপ ! ২
মম ভক্ত সখা তুমি, তাই কহিলাম আমি
অদ্য সেই যোগ পুরাতন ;
যে হেতু এ গূঢ় তত্ত্ব নিশ্চিত উত্তম। ৩

[অর্জ্জুন]

পূর্ব্বেই সূর্য্যের জন্ম, তব জন্ম অবশেষে ;
তবে অগ্রে সূর্য্যে ইহা বলেছ তা বুঝি কিসে ? ৪

[শ্রীভগবান]

তোমার আমার ভবে বহু জন্ম হল গত,
ওহে পরন্তপ !
কিন্তু হে অর্জ্জুন ! তাহা তুমি জাননাত,
আমি জানি সব। ৫
অজন্ম অক্ষয় আমি, প্রাণী সমূহের স্বামী,
তবু স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করি,
নিজ মায়া-বশে আমি নিজে জন্ম ধরি। ৬
যখন যখন হয় অধর্ম্মের অভ্যুদয়,
হে ভারত ! হয় ধর্ম্ম-হানি,
তখন তখন এই— আপনার আত্মাতেই
আপনাকে সৃষ্টি করি আমি। ৭
সাধুগণে উদ্ধারিতে, দুষ্কৃতিরে বিনাশিতে,
করিতে ধর্ম্মের সংস্থাপন,
যুগে যুগে করি আমি জনম গ্রহণ। ৮
জন্ম-কর্ম্ম দিব্য মম, তত্ত্বজ্ঞানে জানে যেই,
পুনর্জন্ম নাহি তার, পার্থ ! মোরে পায় সেই। ৯
বীতরাগ-ভয়-ক্রোধ, মন্ময় ও মমাশ্রিত ;
বহু জ্ঞান-তপে পূত, মদ্ভাব-ভাবিত চিত। ১০
যে আমাকে চাহে যথা, তাকে তথা তুষি আমি।
হে পার্থ ! সর্ব্বথা মর্ত্ত্য মম বর্ত্ম-অনুগামী। ১১
পূজে দেবগণে পার্থ ! কর্ম্ম-স্বার্থ কামী যত।
শীঘ্র লোকে পরলোকে সিদ্ধি লভে কর্ম্ম-জাত। ১২
সৃজিয়াছি চারি বর্ণ গুণ কর্ম্ম অনুসারে ;
তৎকর্ত্তা হলেও জেনো অকর্ত্তা অব্যয় মোরে। ১৩
নহি কর্ম্মে লিপ্ত আমি, নাহি কর্ম্ম ফলে আশ,
যে জানে আমাকে হেন, বিমুক্ত সে কর্ম্ম-পাশ। ১৪
ইহা জেনে পূর্ব্বে কর্ম্ম করিলা মুমুক্ষুগণ ;
তথা কর্ম্ম কর, যথা পূর্ব্বে কৈলা পূর্ব্বজন। ১৫
কিবা কর্ম্ম, কি অকর্ম্ম, বিবেকীও মুগ্ধ তায়।
কর্ম্ম-কথা কহি, যাহা জানিলে অশুভ যায়। ১৬
কর্ম্ম ও বিকর্ম্ম যাহা, জ্ঞাতব্য এতদুভয় ;
অকর্ম্মও জ্ঞেয়, কর্ম্ম-গতিই দুর্জ্ঞেয় হয়। ১৭
কর্ম্মেতে অকর্ম্ম, অকর্ম্মেতে কর্ম্ম
যে দেখে সে বুদ্ধিমান।
মনুষ্য-মণ্ডলে সেই যোগ-বলে
সর্ব্ব কর্ম্ম-কৃতবান। ১৮
কর্ম্মের সূচনা যার কাল সঙ্কল্পিত নয়।
জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধ-কর্ম্মাকে জ্ঞানীরা "পণ্ডিত" কয়। ১৯
নিত্য তৃপ্ত নিরাশ্রিত কর্ম্ম-ফল-ত্যাগী যে,
কর্ম্মে রত হইলেও কিছুই না করে সে ! ২০
আশা-শূন্য সংযমিত, যে করেছে আত্মচিত,
আর সর্ব্ব পরিগ্রহ হীন,
মাত্র দেহ-যাত্রা তরে কেবল সে কর্ম্ম করে,
তাহে সেত নহে পাপাধীন। ২১
যদৃচ্ছা লাভে যে প্রীত, দ্বন্দ্বাতীত বিমৎসর ;
সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম, কর্ম্মে সে অবদ্ধ নর। ২২
অনাসক্ত মোহ-মুক্ত জ্ঞানযুক্ত চিত্ত যার,
যজ্ঞার্থ যে করে কর্ম্ম, সর্ব্ব কর্ম্ম-ক্ষয় তার। ২৩

যজ্ঞপাত্র ব্রহ্ম, আর ঘৃত ব্রহ্ম হয়,
ব্রহ্মানলে ব্রহ্মকৃত হোম ব্রহ্মময়।
(সমস্তেই ব্রহ্ম জ্ঞান যার উপজয়।)
ব্রহ্ম-কর্ম্ম সমাধিতে ব্রহ্মে তার লয়। ২৪
করেন অন্যান্য যোগী দৈব যজ্ঞ অনুষ্ঠান ;
কেহবা করেন যজ্ঞ ব্রহ্মানলে সমাধান। ২৫
শ্রোত্রাদি-ইন্দ্রিয়াহুতি—কেহ দেয় সংযম-আগুণে।
শব্দাদি-বিষয়াহুতি অর্পে অন্যে ইন্দ্রিয়-দহনে। ২৬
কেহ জ্ঞান-দীপ্ত-আত্মসংযমন-যোগাগ্নিতে
সর্ব্বেন্দ্রিয়-প্রাণ কর্ম্ম দান করে আহুতিতে। ২৭
কেহ জ্ঞান-যজ্ঞ করে, তপোযজ্ঞ কেহ ধরে,
যোগ যজ্ঞে কারো অধিকার।
অপর সুদৃঢ় ব্রত যতিগণ-অনুষ্ঠিত
বেদার্থ-বোধের যজ্ঞ সার। ২৮
অপানেতে প্রাণ, প্রাণেতে অপান,
কেহবা আহুতি দেয়।
প্রাণাপান-গতি কুম্ভকে নিরোধি,
প্রাণায়াম-পর হয়।
সম কেহবা ইন্দ্রিয় বৃত্তি করিয়া সংযম,
সমস্ত প্রাণের করে প্রাণেতেই হোম। ২৯
যজ্ঞ বলে পাপ মুক্ত, যজ্ঞ শেষামৃত ভুক্ত
হয়ে এই যজ্ঞ বিদ্‌গণ,
পায় পরব্রহ্ম সনাতন। ৩০
হে কুরু-প্রবর ! যজ্ঞ অনুষ্ঠান নাহি যার,
ইহলোক (ই) নাহি তার, পরলোক কোথা আর ? ৩১
বহুবিধ যজ্ঞ হেন ব্রহ্ম মুখে ব্যক্ত ;
সে সবে কর্ম্মজ জেনে হও মোহ মুক্ত। ৩২
দ্রব্যময় যজ্ঞ হতে জ্ঞান যজ্ঞ গরীয়ান।
যেহেতু জ্ঞানেই পার্থ ! সর্ব্ব কর্ম্ম সমাধান। (৩৩)
প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, সেবায় লভ সে জ্ঞান,
তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী তোমা করিবেন শিক্ষাদান। (৩৪)
যে জ্ঞানেতে মোহ আর না হবে পাণ্ডব ! তব ;
আত্মাতে—আমাতে তুমি নিরখিবে ভূত সব। (৩৫)
সর্ব্বপাপী হতে যদি হও তুমি পাপাধার,
জ্ঞানের তরীতে তবু তরিবে পাপ পাথার ! (৩৬)
জলদগ্নি কাষ্ঠরাশি যথা ভস্ম করে,
অর্জ্জুন ! জ্ঞানাগ্নি তথা সর্ব্ব কর্ম্ম হরে। (৩৭)
জ্ঞান তুল্য পবিত্র না আছে আর কিছু ভবে ;
যোগ সিদ্ধ আপনিই কালে তা আত্মায় লভে (৩৮)
শ্রদ্ধালু, তৎপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় লভে জ্ঞান,
লভি জ্ঞান, লভেতূর্ণ সেই পূর্ণ শান্তি ধাম। (৩৯)
অজ্ঞ ও অশ্রদ্ধাবান্ সংশয়াত্মা পায় নাশ,
ইহলোকে পরলোকে নাহি তার সুখ-আশ। (৪০)
যোগে যার কর্ম্ম ন্যস্ত, সংশয় সংছিন্ন জ্ঞানে,
ধনঞ্জয় ! কর্ম্ম কভু বাঁধেনা সে আত্মবানে। (৪১)

তাই হৃদয়ের সংশয়ের ফের,—
অজ্ঞান-সম্ভূত যত,
কর্ম্মযোগ-ভরে জ্ঞান-খড়্গ ধরে,
কাট হে ! উঠ ভারত ! (৪২)
ইতি জ্ঞান-কর্ম্ম বিভাগ যোগ।

পঞ্চম অধ্যায়।

[অর্জ্জুন]

কহিয়া কর্ম্ম-বিয়োগ, পুনরায় কর্ম্মযোগ,
হে কৃষ্ণ ! করিছ উপদেশ,
এ দুয়ের অন্যতর যেটি মম শ্রেয়স্কর,
কহ সেটি করিয়া নির্দ্দেশ। (১)

[শ্রীভগবান]

কর্ম্মের বিয়োগ-যোগ দুই(ই) শ্রেয়স্কর ;
তন্মধ্যে বিয়োগ হতে যোগ(ই) শ্রেষ্ঠতর। (২)
জেন সে নিত্য-সন্ন্যাসী, দ্বেষা কাঙ্ক্ষা বিরহিত ;
নির্দ্বন্দ্ব সে মহাবাহো ! সুখে বন্ধ বিমোচিত। (৩)
জ্ঞান-যোগ-কর্ম্মযোগে ভিন্ন বলে অজ্ঞ লোকে,
কিন্তু নাহি পণ্ডিতেরা বলে।
এদুটির যে কোনটি, সম্যক্ সাধিলে সেটি,
একেতে দুয়েরি ফল ফলে। ৪
সাংখ্যেরা যেস্থান লভে, যোগীরাও দেখে সেটি,
অভিন্ন সাংখ্য ও যোগ, যে দেখে সে দেখে খাঁটি। (৫)
যোগ ভিন্ন মহাবাহো ! সন্ন্যাস দুষ্কর অতি,
যোগ-যুক্ত মুনিলভে অচিরেই ব্রহ্ম-গতি। (৬)
বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা যোগী জিতেন্দ্রিয় যিনি,
সর্ব্বাত্মায় আত্মবোধ, কর্ম্মে বদ্ধ নন তিনি। (৭)
"কিছুই না করি আমি" যোগ-যুক্ত তত্ত্বজ্ঞানী
এই বুঝে সার ;—
দর্শন-স্পর্শন-শ্রুতি, আঘ্রাণ-ভোজন-গতি,
শ্বাস নিদ্রা আর ;—(৮)
উন্মেশ নিমেষ ত্যাগ কথন গ্রহণ,
ইন্দ্রিয়েরি স্বার্থ ভোগ, ইত্যবধারণ। (৯)
যে করে নিষ্কাম কর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পিয়া ফল,
না হয় সে পাপে লিপ্ত, জলে যথা পদ্মদল। (১০)
কেবল ইন্দ্রিয়, আর দিয়ে দেহ বুদ্ধি মন,
আত্মশুদ্ধি হেতু যোগী অনাসক্ত কর্ম্মী হন। (১১)
কর্ম্ম-ফল ত্যাগী যোগী নৈষ্ঠিকী শান্তিই পায় ;
ফলাসক্ত অযুক্ত যে, অমুক্ত সে কামনায়। (১২)
মনে সর্ব্ব কর্ম্মন্যাস বশী সুখে সমাচরে।
নবদ্বার-পুরে দেহীনা করায় নাহি করে। (১৩)
লোকের কর্তৃত্ব, কর্ম্ম, আর কর্ম্মফল,
প্রভু সৃষ্ট নয়, হয় স্বভাবে কেবল। (১৪)

না করেন প্রভু কারো পাপ-পুণ্য আহরণ;
অজ্ঞানে আবৃত জ্ঞান, তাই মুগ্ধ জীবগণ। (১৫)
সে অজ্ঞান যাহাদের আত্মজ্ঞানে বিনাশিত,
তাহাদের ব্রহ্মজ্ঞান সূর্য্যসম বিকাশিত। (১৬)
তদ্‌বুদ্ধি, তদাত্মনিষ্ঠ, তন্নিষ্ঠ তৎপরায়ণ,
জ্ঞান-প্রক্ষালিত পাপ, করে লাভ মুক্তিধন। (১৭)
কি বিদ্যা-বিনীত-বিপ্র, কিবা হস্তী, কি গোধন,
কি কুক্কুর, কি চণ্ডাল, তুল্য দেখে জ্ঞানীগণ। (১৮)
সাম্যে স্থিত-চিত যারা, সংসারে সংসারজিত,
সাম্যেতে নির্দ্দোষ ব্রহ্ম, তাই তারা ব্রহ্মে স্থিত। (১৯)
প্রিয় পেয়ে সুখী নহে, অপ্রিয়েও দুঃখিত;
স্থিরবুদ্ধ-মোহমু, ব্রহ্মবিদ্-ব্রহ্মে স্থিত। (২০)
বাহ্যেন্দ্রিয়ে অনাসক্ত লভে সুখ নিজাত্মায়;
ব্রহ্মেতে যুক্তাত্মা হয়ে অনন্ত আনন্দ পায়। (২১)
কৌন্তেয়! দুঃখেরি হেতু বাহ্যেন্দ্রিয় ভোগ যত,
আদি অন্তবন্ত তাহা, জ্ঞানী তাহে নহে রত। (২২)
সম্বরিতে এ সংসারে সমর্থ যে আমরণ,
কাম-ক্রোধ-জাত বেগ, সুখী যোগী সেইজন। (২৩)
অন্তঃসুখ, অন্তর্জ্যোতি যে জন অন্তরারাম,
যোগান্বিত, ব্রহ্মে স্থিত, লভে সে ব্রহ্মনির্ব্বাণ। (২৪)
গতদ্বৈধ, যতচিত্ত, সর্ব্বভূত-হিতে রত,
লভে ব্রহ্ম-নিরবাণ ক্ষীণ-পাপ ঋষি যত। (২৫)
যতচিত্ত যতিগণ বিরহিত ক্রোধকাম,—
আত্মজ্ঞানী, উভয়ত্র লভে নিরবাণ। (২৬)
বাহ্যেন্দ্রিয় কার্য্য ত্যজি, ভ্রূমধে রাখিয়া আঁখি,
নাসাপথবাহী বায়ু প্রাণাপানে সম রাখি, (২৭)
যতেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধি মুনি মোক্ষ পরায়ণ,
বিগতেচ্ছা-ভয়-ক্রোধ যে সদা, সে মুক্ত জন। ২৮)
যজ্ঞ-তপস্যার ভোক্তা—সর্ব্বলোক মহেশ্বর,
বিশ্ববন্ধু জানি মোরে শান্তি লভে সেই নর। (২৯)

ইতি কর্ম্ম-সন্ন্যাস যোগ।

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা

(পূর্ব্ব প্রকাশিরতের পর)

যাহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অনুমান প্রমাণ ব্যতীত তাহার নির্ণয় অতীব দুঃসাধ্য। অনুমান যুক্তিসাপেক্ষ। সে যুক্তি বিশ্বাসের সম্পর্কে অনুপ্রাণিত সে বিশ্বাস ও ব্যক্তিগত শক্তি সমুত্থিত। অতএব ব্যক্তিভেদে বিশ্বাসের ভেদ হয়। বিশ্বাসের ভেদে যুক্তি ভিন্ন হয়। যুক্তি ভিন্ন হইলে অনুমানও পৃথক্ হইয়া পড়ে। অনুমান পৃথক হইলে অগোচর পদার্থের নানাবিধ প্রকার হয়। শব্দে প্রমাণ সেই প্রকার-ভেদের নিরাসক। অতএব পর-প্রত্যয়-নেয়-বুদ্ধি সাধারণের সংশয় নিরাসের জন্য শাব্দপ্রমাণ-সংবাদিত অনুমানের আশ্রয় লইয়া সধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। গতবারে "সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা" শীর্ষক প্রস্তাবে যথাসাধ্য আপাততঃ স্থূলদৃষ্টিতে বিভিন্নবৎ প্রতীয়মান প্রাকৃত প্রলয়ের বিরুদ্ধমতের একতা সংস্থাপন করিয়াছি। এবার সেই সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার অবশেষ আছে। তাই দ্বিতীয় অবতারণ্য করিলাম। আমরা ঋষিগণকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করি; তবে যে সময়ে ২ তাঁহাদের মতের ভ্রান্তির উপলব্ধি হয়, তাহা কতক আমাদের ভ্রমসঙ্কুল বুদ্ধিরদোষে কতক পাঠ-বিপর্য্যয়ে, কতক বা প্রক্ষিপ্তদোষে দুষ্ট প্রকরণ বশতঃ। ফলতঃ সে প্রক্ষেপের নির্ব্বাচণ করা, আমার এই প্রত্যক্ষদর্শিনী বুদ্ধির অবিষয়; অতএব ঋষির শাস্ত্রোক্ত সকল বিষয় অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার ও বিশ্বাস করি।

সৃষ্টির পূর্ব্বে সৃষ্টিকর্ত্তা একমাত্র ঈশ্বর ছিলেন। সে বিষয়ে কাহারও মতের অনৈক্য নাই। মহামতি পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের মতে বা বেদান্তদর্শনের মতে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই একমাত্র নিত্যবস্তু, তদ্ভিন্ন সমস্ত অনিত্য। ফলকথা সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না। পরাশরও বলিতেছেন—

তস্মান্ন বিজ্ঞানমৃতেঽস্তি কিঞ্চিৎ
ক্বচিৎ কদাচিদ্ দ্বিজ! বস্তুজাতং।

অন্যও বলেন, জ্ঞানং যথা সত্যমসত্যমন্যৎ।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলেন—

অনাশী পরমার্থস্তু প্রাজ্ঞৈরভ্যুপগম্যতে।
তত্ত্বনাশি নঃ সন্দেহো নাশিদ্রব্যোপপাদিতং॥
যত্তু কালান্তরেণাপি নান্য সংজ্ঞামুপৈতি বৈ।
পরিণামাদি সম্ভূতং তদ্বস্তু নৃপ! তচ্চ কিং॥"

শ্রুতি ও বলেন, "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"। ইত্যাদি প্রমাণের তাৎপর্য্য ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। এ বিষয় পূর্ব্বপ্রস্তাবে বিবৃত হইয়াছে; অতএব পূর্ব্বপ্রস্তাবটী স্মরণ করিয়া এই প্রস্তাবটী পাঠ করিবেন, নতুবা অনেকস্থলে অর্থ-সঙ্গতির ব্যাঘাত ঘটিবে।

সৃষ্টির পূর্ব্বে ক্ষিতি প্রভৃতি ভূতজাত, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, দিন, রাত্রি, মাস, ঋতু অয়ন বৎসর ইত্যাদি কিছু ছিল না ইহা সপ্রমাণ যুক্তি সহকারে পূর্ব্ব প্রস্তাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্ম যেমন নিত্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন, সেই রূপ কাল সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তবে সূর্য্যের উদয়াস্ত লইয়া দিন, রাত্রি, তিথি-ইত্যাদি হইয়া থাকে। যখন সৃষ্টির পূর্ব্বে সূর্য্য ছিলেন না, তখন অবশ্য বলিতে হইবে, দিন রাত্রি, তিথি কিছুই ছিল না। কাজেই দিন, রাত্রি, তিথি-ঘটিত মাস, ঋতু অয়ন বৎসর প্রভৃতি পরিচ্ছিন্ন কাল ছিল না; কিন্তু দিন রাত্রিরূপ খণ্ড কাল, যে অখণ্ড মহাকালের অংশ, সে অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন কাল সৃষ্টির পূর্ব্বে সমভাবেই ছিল। তখন অখণ্ড দণ্ডায়মান কাল ছিল না, এরূপ ধারণাও হয় না। শাস্ত্র ও বলেন,—

"অনাদিনিধনঃ কালো রুদ্রঃ সঙ্কর্ষণঃ স্মৃতঃ।
কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং সকালঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

কালের আদি নাই, অন্ত নাই,—কালরুদ্রের ন্যায় সঙ্হারক কাল সমস্ত ভূতের কাল (সংহারক) বলিয়া মুনিরা উহার

নাম কাল রাখিয়াছেন। এতাবতা নিত্যবস্তু দুটী হইল, এক ব্রহ্ম, দ্বিতীয় কাল। এতদ্ভিন্ন আর ও একটী নিত্যবস্তু স্বীকৃত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে যথা।

"নিত্যৈব সাজগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।"

জগতের উপাদান কারণ ভূত সেই অবিদ্যা নিত্যা। তাহার দ্বারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিস্তৃত হইয়া। সেই অবিদ্যার পর্য্যায় শব্দ অজ্ঞান, মায়া, শক্তি প্রকৃতি ইত্যাদি বেদান্ত পরিভাষায় উক্ত হইয়াছে—

অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নামচেত্যং শপঞ্চকং।
আদ্যং ত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততোদ্বয়ং॥

অস্তিত্ব, প্রকাশত্ব, প্রিয়ত্ব, রূপ ও নাম—এই পাঁচটীমাত্র অংশ; তাহার মধ্যে অস্তি, ভাতি, ও প্রিয় এই তিনটী ব্রহ্মরূপ। অবশিষ্ট দুটী—রূপ ও নাম জগতের আদি কারণ প্রকৃতির রূপ। যুক্তি ও শাস্ত্রের নিকট যাইলে তাঁহারা স্পষ্ট বলিতেছেন, আদ্যা-শক্তি নিত্য শাস্ত্র পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে যুক্তি যথা—

কার্য্যও কারণ অব্যভিচারিরূপে পরস্পরের অস্তিত্ব প্রতি পাদন করিয়া থাকে। কার্য্যের সত্তা স্বীকার করিতে হইলে কারণের সত্তা স্বীকার করিতে হয়। আবার কারণের সত্তা স্বীকার করিতে হইলে কার্য্যের সত্তা স্বীকার করিতে হয়। এ অন্বয় ব্যতিরেকের ব্যভিচার কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। স্থূল কথা, কার্য্যের কারণ থাকা আবশ্যক। অতএব জগৎ কার্য্যেরও কারণ অবশ্য স্বীকার্য্য। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণ প্রকৃতি জগতের সমবায়ি কারণ। সমবায়ি কারণ ব্যতীত জগৎ গঠিত হইতে পারে না। মৃত্তিকা ব্যতীত মৃন্ময় বস্তু গঠিত হয় না; কেননা মৃত্তিকা মৃন্ময় বস্তুর সমবায়ি কারণ। সেইরূপ জগৎ পিতা ব্রহ্ম জগন্মাতা প্রকৃতি ব্যতীত কি উপাদানে জগৎ প্রস্তুত করিবেন? কার্য্যাপেক্ষায় সমবায়ি কারণের নিত্যতা—ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অতএব প্রকৃতি ও নিত্য পদার্থ। এক্ষণে তিনটী নিত্য বস্তু হইল—ব্রহ্ম, কাল ও প্রকৃতি। ব্রহ্মের ন্যায় কাল ও প্রকৃতির নিত্যতা স্বীকার করিতে হইলে ব্রহ্মের অদ্বৈত বাদ খণ্ডিত হয়। সদেব সোম্যেদমাত্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং ইত্যাদি শ্রুতি ভ্রমবিজৃম্ভিত হইয়া পড়ে। এক্ষণে দেখা যাক, শাস্ত্রকারেরা কি উপায়-অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মের অদ্বৈত বাদ অব্যাহত রাখিয়াছেন।

অনিত্য বস্তুর ধর্ম্ম অনিত্য ব্যতীত নিত্য হইতে পারে না, সেইরূপ নিত্য বস্তুর ধর্ম্ম নিত্য ব্যতীত অনিত্য হইতে পারে না।—ইহা যুক্তি সঙ্গত। পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"ন হি নিত্যস্যানিত্যধর্ম্মশ্রেয় ত্বং সম্ভবতি ধর্ম্মধর্ম্মিণোরভেদাৎ। সম্বন্ধান্তরানুপপত্তেঃ। তাৎপর্য্য নিত্যের অনিত্য ধর্ম্ম হইতে পারে না। কেন না ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী একই বস্তু। ধর্ম্ম কখন ধর্ম্মী ব্যতীত থাকিতে পারে না ধর্ম্মী ধর্ম্ম ছাড়া হয় না। তবে সমবায়ী ভিন্ন; অন্য সম্বন্ধে নিত্য ধর্ম্মীতে অন্য অনিত্য ধর্ম্ম থাকিতে পারে। কিন্তু এখানে তাদৃশ সম্বন্ধ দেখি না, যে সম্বন্ধ বলে নিত্যানিত্যের বিবাদ ভাঙিবে। এ বিষয়ে বিস্তৃতরূপে লিখেতে হইলে দ্বিতীয় প্রবন্ধ হইয়া পড়ে। স্থূল কথা, নিত্যের যা কিছু সব নিত্য। অনিত্যের যা কিছু সব অনিত্য। ব্রহ্মের জ্ঞান নিত্য, তাহার হ্রাস, বৃদ্ধি বা ধারার অন্তরায় নাই। নৈমিত্তিক খণ্ড জ্ঞানও তাঁহার নাই। ব্রহ্মের আনন্দ ও জ্ঞানবৎ নিত্য। মাত্রাস্পর্শজনিত আগমাপায়ী অনিত্য আনন্দ তাঁহাতে স্থান পায় না। আমরা যেমন অনিত্য সেইরূপ অহোরাত্রাদি রূপ খণ্ড কাল প্রভৃতি যাবতীয় আমাদের ব্যবহারোপযোগী বস্তু অনিত্য। কিন্তু নিত্য ব্রহ্মের কাল—পল, বিপল, মুহূর্ত্ত প্রহর ও অহোরাত্র প্রভৃতি—পরিচ্ছেদে পরিচ্ছিন্ন নয়। তাহা অপরিচ্ছিন্ন, নিত্য ব্রহ্মের সহিত অভিন্নাবস্থায় অবস্থিত। অতএব উক্ত হইয়াছে—

"কালস্বরূপং রূপং তদ্বিষ্ণো মৈত্রেয়! বর্ত্ততে।"

হে মৈত্রেয়! বিষ্ণুর একটী রূপ কালস্বরূপ ব্রহ্মের অনন্ত অখণ্ড আনন্দ লইয়া আমাদের এই পরিচ্ছিন্ন দৈহিক আত্মার খণ্ডানন্দ। ব্রহ্মের অখণ্ড জ্ঞান লইয়া আমাদের এই খণ্ডজ্ঞান। সেইরূপ ব্রহ্মের অখণ্ড কাল লইয়া অহোরাত্রাদিরূপ আমাদের এই খণ্ডকাল। এতাবতা ব্রহ্ম ও কাল ধর্ম্মীধর্ম্মরূপে একই পদার্থ হইল। অতএব নিত্য কালাপেক্ষায় ব্রহ্মের অদ্বৈতবাদের ব্যাঘাত হইল না। কালও ব্রহ্মতো এক হইলেন; এক্ষণে প্রকৃতির সহিত ব্রহ্মের একতা সংস্থাপিত করিতে পারিলে সমস্ত বিবাদ মীমাংসিত হয়। এখন দেখ দর্শনকারেরা প্রকৃতিকে কি চক্ষুতে দেখেন। বেদান্ত সারে আছে।

"অজ্ঞানন্তু সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিদিতি বদন্তি।

তাৎপর্য্য—অজ্ঞানকে (প্রকৃতিকে) সদবস্তু বা অসদ্বস্তু বলিয়া নির্ব্বাচন করা যায় না, কেন না সদবস্তুর ন্যায় অজ্ঞানের অস্তিতার উপলব্ধি হয় না। কাজেই অজ্ঞানকে সদ্বস্তু বলিতে পারা যায় না। আকাশ কুসুমের ন্যায় অজ্ঞানকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পার না অতএব অসৎও বলিতে পার না। কাজেই বলিতে হয়।—"সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং"

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মকং অজ্ঞান, জ্ঞান-বিরোধি একমাত্র এই ত্রিগুণ জড়িত মায়াময় অজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানের প্রবল প্রতিবন্ধক।

পাছে কেহজ্ঞানের অভাব অজ্ঞান এইরূপ অর্থ করেন, তাই আর একটী বিশেষণ দিয়াছেন ভাবরূপ।

অজ্ঞানভাবরূপ হইলে ও অজ্ঞান অমুক বস্তু ঐ দেখ বলিয়া চিনাইয়া দেওয়া যায় না, সেইহেতু অজ্ঞানের আর একটী বিশেষণ "যৎ কিঞ্চিৎ"—সে যে কি জিনিষ, তাহা কিছুই ঠিক করা যায় না।

পঞ্চদশীতে আছে—চিদানন্দময় ব্রহ্ম প্রতিবিম্বসমন্বিতা।
তমোরজঃ সত্ত্বগুণা প্রকৃতিদ্বিবিধাচসা

চিদানন্দ ব্রহ্মের প্রতিবিম্বসমন্বিত তমঃ, রজঃ, ও সত্ত্বগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। সাঙ্খ্য প্রভৃতি দর্শনে ও প্রকৃতির পরিচয় এই রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রবন্ধের কলেবরের বৃদ্ধি-ভয়ে উল্লেখ করিলাম না। উল্লেখ করিলেও ইহার মর্ম্মোদ্ভেদ করা বড়ই কষ্টকর। অতএব প্রাঞ্জল সুচারুস্বভাব পুরাণের নিকট যাই দেখি তিনি সহজে বুঝাইতে পারেন কিনা।

"প্রথমে বর্ত্ততে প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টি বাচকঃ
সৃষ্টিরাদ্যা চ যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা ॥
প্রকৃতির "প্র" শব্দের অর্থ প্রথম। "কৃতির" অর্থ সৃষ্টি।
অতএব সৃষ্টির আদিভূতা যে দেবী তিনিই প্রকৃতি।
সা চ ব্রহ্ম স্বরূপাচ যা যা নিত্যা সনাতনী।
যথাত্মা চ যথাশক্তি যথাগ্নৌ দাহিকা স্মৃতা ॥
অতএব হি যোগীন্দ্রঃ স্ত্রীপুংভেদং ন মন্যতে।
সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং পশ্যন্ শশ্বৎ পশ্যতি নারদ ॥
স্বেচ্ছাময়ং স্বেচ্ছয়া চ শ্রীকৃষ্ণস্য মিসৃক্ষয়া।
সাবির্বভূব সহসা মূল প্রকৃতিরীশ্বরী ॥

অর্থাৎ যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি অগ্নি হইতে বাস্তবিক পৃথক নয়, অথচ শক্তি, শক্তিমানের ভেদ বিবক্ষায় ভিন্ন রূপে পরিচয় দেওয়া যায়। ব্রহ্মের সেইরূপ শক্তি প্রকৃতি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন অথচ ভিন্ন। ব্রহ্মের ন্যায় ব্রহ্মশক্তিও নিত্যা, সনাতনী ॥ হে নারদ যোগীন্দ্র সমস্ত ব্রহ্মময় দেখেন, তিনি প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ স্বীকার করেন না। শ্রীকৃষ্ণের (পরমাত্মার) স্বয়ং প্রবৃত্ত সৃষ্টিচিকির্ষায় মূল প্রকৃতি ঈশ্বরী, সহসা স্বয়ং আবির্ভূত হন। ক্ষিতি প্রভৃতি ভূত নিচয় প্রকৃতির বিকৃতি মাত্র। গীতায় উক্ত আছে।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃখংমনোবুদ্ধিরেবচ।
অহঙ্কার ইতিয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ গীতা

প্রকৃতি আট ভাগে বিভক্ত যথা ক্ষিতি, অপ তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মনঃ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার।

যথা হরি র্জগদ্ব্যাপী, তস্য শক্তিরুথানঘ।
দাহশক্তির্যথাঙ্গারে স্বাশ্রয়ংব্যাহৃতিষ্ঠিতি ॥ নারদীয়,

হে পুণ্যাত্মন যেমন হরি জগৎ ব্যাপিয়া আছেন সেইরূপ তাঁহার শক্তি জগদ্ব্যাপিনী। যেমন স্বাশ্রয় ভূত জ্বলদ অঙ্গার ব্যাপিয়া দাহ শক্তি থাকে, সেইরূপ হরি ও হরিশক্তি পরস্পর আবদ্ধ।

পঞ্চদশী সহজ কথায় বলিয়াযান

"মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িন্তু মহেশ্বরং।

মায়াকে প্রকৃতি ও মায়াবিশিষ্টকে মহেশ্বর জানিবে। ফলকথা, জগতের উপাদান কারণভূত পরমেশ্বরের সৃষ্টিশক্তির নাম, মায়া প্রকৃতি ইত্যাদি। সেই অঘটন ঘটন পটিয়সী মহামায়াই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করেন। তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে দেবগণ ও ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছেন। তাই বলিয়াছেন

" কিং বর্ণায়াম তবরূপমচিন্ত্যমেতৎ " চণ্ডি।

হে মহামায়ে; জগদম্বে! যখনতোমার রূপ চিন্তা করিয়া উঠিতে পারি না, তখন বর্ণনা করি কিরূপে?

আনন্দ লহরীতে আছে শিব যদি শক্তি যুক্ত হন, তাহা হইলে সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন; নতুবা শিব শব হইয়া পড়িয়া থাকেন। শক্তি ব্রহ্মের সহিত অভেদাবস্থায় অবস্থান করেন।—" সদেব সোম্যেদ মাত্র আসীদেক মেবা দ্বিতীয়ং "—এই শ্রুতির জয় হইল। অতএব বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে।

শ্রোত্রাদি বুদ্ধ্যুপলভ্যমেকং
প্রধানিকং ব্রহ্ম পুমাং প্রদামীৎ ॥
বিষ্ণোঃ স্বরূপাৎ পরতোঽহিতে হন্তে
রূপে প্রধানং পুরুষশ্চ বিপ্র!
তস্যৈব তে হন্তেন ধৃতে বিযুক্তে
রূপাদি যত্তদ্ দ্বিজ! কালসংজ্ঞম ॥

২

সরল কথায়, প্রকৃতির নাম স্বভাব, বিকৃতির নাম বিভাব। যে অবস্থায় বায়ু, পিত্ত ও কফ—এই তিনটী ধাতু সমানভাবে শরীরে অবস্থিতি করে, সেই অবস্থার নাম প্রকৃতি বা স্বভাব, তখন আমরা প্রকৃতিস্থ বা স্বস্থ। আর যখন আহারের অত্যাচারে, কাল ধর্ম্মে বা জল বায়ু পরিবর্ত্তনে ঐ ধাতুত্রয়ের অন্যতমের হ্রাস, বৃদ্ধি হয়। তখন আমরা বিকৃত বা অস্বস্থ প্রকৃতির অক্ষুব্ধাবস্থায় শরীরে কোন বিশেষ বৈলক্ষণ্য ঘটে না। বিকৃতির অবস্থায় আজ সর্দ্দি, কাল শিরঃপীড়া, পরশ্বঃ জ্বরাদি নানাপ্রকার উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। এমন কি, পরিণামে বিকারের পূর্ণপরিণতিতে শরীরের প্রলয় পর্য্যন্ত সাধিত হয়। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে শরীর চিরকাল প্রকৃত থাকেনা। কুপথ্য প্রভৃতি আত্মকৃত দোষ না ঘটিলেও কালধর্ম্মে পাঁচদিনের মধ্যে একদিন বিকৃত হয়। আজ না হউক দশদিন পরে মরণও নিশ্চিৎ। শরীরের প্রকৃতি, বিকৃতির যে অবস্থা, জগতের প্রকৃতি এবং বিকৃতিরও সেই অবস্থা।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা এবং প্রকৃতির স্বরূপ ইত্যাদি বিষয় যথাশক্তি বর্ণনা করিয়াছি। প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তি পদার্থান্তর নয় ইহাই অদ্বৈত বাদীর মত পূর্ব্বে একথার উল্লেখ করিয়াছি। পাঠকের স্মরণার্থ লিখিলাম। এক্ষণে প্রস্তুত বিষয়ের প্রস্তাব করি।

"সত্ত্বরজস্তমসাংসাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।" অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয়ের সমভাগে অবস্থিতির নাম প্রকৃতি। অসমান ভাবে অবস্থিতি ঘটিলে বিকৃতি হয়। এই গুণত্রয়ের যে কোন একটীর ন্যূনতায় বা অধিকতায় প্রকৃতির বিপর্য্যয় ঘটে। সেই বিপর্য্যয়েই জগৎসৃষ্টির সূত্রপাত হয়। সাঙ্খ্য কারিকায় আছে,—

"মূল প্রকৃতির বিকৃতি র্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি বিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতি নবিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥

ইহার তাৎপর্য্য—সতক্ষেপতঃ বস্তুকে ভাগ চতুষ্টয়ে বিভক্ত করা হইয়াছে। তদ্‌যথা প্রকৃতি, প্রকৃতি বিকৃতি, কেবল বিকৃতি এবং অনুভয়রূপ, অর্থাৎ প্রকৃতিও নয়, বিকৃতিও নয়। তাহার মধ্যে সত্ত্ব রজ ও তম—এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা রূপ অবিকৃতির নাম প্রকৃতি। ইহা জগতের মূল (কারণ) এবং কাহারও বিকৃতি নয়—বলিয়া ইহার নাম মূল প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারতত্ত্ব এবং পঞ্চতন্মাত্র—এই সাতটী প্রকৃতি ও বটে বিকৃতি ও বটে। মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারতত্ত্বের প্রকৃতি (কারণ) এবং মূল প্রকৃতির বিকৃতি (কার্য্য) এই হেতু মহত্তত্ত্ব প্রকৃতি বিকৃতি। অহঙ্কারতত্ত্ব পঞ্চতন্মাত্রের প্রকৃতি এবং মহত্তত্ত্বের বিকৃতি। পঞ্চতন্মাত্র আকা-

* অনুবাদ ভাদ্রমাসের বেদব্যাসের সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা শীর্ষক দেখ।

শাদি স্থূলভূতের প্রকৃতি এবং অহঙ্কারতত্ত্বের বিকৃতি। অতএব মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব এবং পঞ্চতন্মাত্র প্রকৃতি বিকৃতি। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূত, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ত্বক্ ও জিহ্বা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় আর অন্তরিন্দ্রিয় মন এই ষোড়শ বস্তু বিকার (জন্য) কাহারও প্রকৃতি (জনক) নয়—তাই ইহাদের নাম বিকার। পুরুষ প্রকৃতিও নয়, বিকৃতিও নয়, অনুভয়রূপ। পুরাণ বলেন

যোগেনাত্মা সৃষ্টিবিধৌ দ্বিধারূপোবভূব সঃ।
পুমাংশ্চ দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গাদবামাঙ্গাৎ প্রকৃতিঃ স্মৃতা ॥
সা চ ব্রহ্মস্বরূপাচ যথা নিত্যা সনাতনী।
মহাত্মা চ যথাশক্তি যথাগ্নৌ দাহিকা স্মৃতা ॥
অতএব হি যোগীন্দ্রঃ স্ত্রীপুংভেদং ন মন্যতে।
সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ব্রহ্মন্ শশ্বৎ পশ্যতি নারদ ॥
স্বেচ্ছাময়ী স্বেচ্ছয়াচ শ্রীকৃষ্ণস্যসিসৃক্ষয়া।
সাবির্বভূব স্বেচ্ছয়া মূল প্রকৃতিরীশ্বরী ॥

অনুবাদ পরামাত্মা সঙ্কল্পবলে দ্বিধারূপ হইয়াছিলেন। দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গ (অর্থাৎ কেবল সত্ত্বাংশ) হইতে পুরুষ এবং বামাঙ্গ (অর্থাৎ ত্রিগুণময় অংশ) হইতে প্রকৃতি সমুদ্ভূত হন। সেই নিত্যা ত্রিগুণময়ী সনাতনী ব্রহ্মের শক্তি। যেমন অগ্নি ও দাহিকা শক্তি ভিন্ন হইয়াও এক, সেইরূপ আত্মা ও আত্মশক্তি প্রকৃতি ভিন্ন হইয়াও এক। যোগীবর স্ত্রী পুরুষভেদ স্বীকার করেন না। হে ব্রহ্মন্ নারদ! যোগীবর নিরন্তর সমস্তই ব্রহ্মময় নিরীক্ষণ করেন। স্বেচ্ছাময়ী মূল প্রকৃতি ঈশ্বরী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের (পরমাত্মার) সিসৃক্ষায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এখন দেখ এ হেন মূল প্রকৃতির বিকৃতি কেন ঘটিল?

প্রধানং পুরুষঞ্চাপি প্রবিশ্যাত্মেচ্ছয়া হরিঃ।
ক্ষোভয়ামাস সম্প্রাপ্তে সর্গকালে ব্যয়াব্যয়ৌ ॥ বিষ্ণুপুরাণ

অনুবাদ—হরি সৃষ্টির কাল উপস্থিত হইলে আপনার ইচ্ছায় উপাদান কারণভূত পরিণাম স্বভাব প্রধানে ও নিমিত্ত কারণভূত অপরিণাম স্বভাব পুরুষে প্রবিষ্ট হইয়া (প্রধান ও পুরুষকে) সৃষ্টিবিষয়ে উন্মুখ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মমীমাংসায় আছে—

লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং ॥

তাৎপর্য্য—যেমন স্বভাবতঃ বালকের ক্রীড়া করিবার ইচ্ছা হয়, সেইরূপ পরমাত্মারও সৃষ্টি চিকীর্ষা স্বতঃ হইয়া থাকে। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে, বালকের ক্রীড়া ও একবারে উদ্দেশ্যতা শূন্য—অকারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, বাল্যসুলভ ক্রীড়ার উদ্দেশ্য আমোদ, ঈশ্বরের সৃষ্টি বিষয়ে আমোদ পর্য্যন্ত নাই,—ইহা উদ্দেশ্যতাশূন্য খাটিখেলা। তাই বলিয়াছেন, লীলাকৈবল্যং"।—কেবল খেলা। এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে, তিনি এ খেলা খেলেন কেন? কেন সখ করিয়া এহেন বৈষম্যময় জগৎ সৃষ্টি করিলেন? সৃষ্টি করিলেন তাহাতে ক্ষতি নাই এত অবিচার কেন? কেহ রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী, কেহ বা মুষ্টিভিক্ষার ভিখারি। কেহ বুদ্ধিমান কেহ বা বোকা। কেহ আয়ুষ্মান্ কেহ বা অল্পায়ু। আবার দেখ—কেহ জন্মান্ধ, জন্মবধির এবং জন্মতঃ পঙ্গু।

এ অন্ধতার, বধিরতার ও পঙ্গুতার কারণ কি? অকারণ কিছুই হয় না। জাতমাত্র বালকের নিজকৃত কর্ম্মের সম্ভাবনা নাই। কেবল পিতৃকৃত পাপে বালক অন্ধতাদি দোষে দুষ্ট হইয়াছে, বলিতে পারি না। এক জনের পাপে অপরের ফলভোগ নিতান্ত অসঙ্গত। কার্য্যকারণের সামানাধিকরণ্যের ব্যভিচার কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। পিতা মহাপাতকাদি সূচক কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্ত হইলে পুত্রও সেই রোগে অভিভূত হয়—ইহা দেখিয়া স্থির করা উচিত নয় যে কেবল পিতার কর্ম্মদোষে পুত্র তাদৃশরোগে আক্রান্ত হয়। যেমন পিতার সম্পৎ ও ঋণ পুত্রকে স্পর্শ করে, সেই রূপ পিতার যাবতীয় দোষ ও গুণে পুত্র অধিকারী হয়, তাই বলিয়া পুত্রের কিছু মাত্র দোষ নাই, এরূপ অপসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বুদ্ধিমানের উচিত নয়। পুত্রের যদি তাদৃশ সুকৃতি ও দুষ্কৃতি না থাকে, তবে কেন সে তাদৃশ নীরোগ ও সরোগ পিতার ঔরষে জন্মগ্রহণ করে! অবশ্যই পুত্রের প্রাক্তন্ সুকৃতি ও দুষ্কৃতি স্বীকার করিতে হইবে। নতুবা তাদৃশ ফলভোগের দায়িত্বভার ঈশ্বরের উপর অর্পিত করিতে হয়। একথা ব্রহ্মমীমাংসায় সুন্দররূপে বর্ণিত আছে বাহুল্যভয়ে সে সব কূট তর্কের উত্থাপন করিলাম না।

আরও দেখ, পিতৃধনে সকল পুত্রের সমান অধিকার হইয়া থাকে। জগৎ পিতার সৎপ্রবৃত্তি প্রভৃতি ধনে সকলে বঞ্চিত কেন? সুশীল ও দুঃশীল পুত্রের প্রতি পিতার বৈষম্য দৃষ্টির সম্ভব। জাতমাত্র বালকের প্রতি পিতামাতার তুল্য ব্যবহার হইয়া থাকে, তখন তাহার স্বভাবের পরিচয় হয় না। অতএব সৃষ্টির কারণ মায়াময় মহেশ্বরের কেবল খেলা বলিলে মনের পর্য্যাপ্ত পরিতৃপ্তি হয় না। অবান্তর কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। সে কারণ আর কিছু নয়—অদৃষ্ট।

যেমন শরীরের বিকৃতির কারণ শরীরীর আত্মকৃতকর্ম্ম এবং কালধর্ম্ম সেইরূপ ব্রহ্মশক্তির ক্ষোভের (সৃষ্ট্যুদ্যমের) কারণ লোকের ভুক্তাবশিষ্ট সুকৃতি দুষ্কৃতি কালধর্ম্ম। সৃষ্টির কাল উপস্থিত হইলে লোকের অদৃষ্টবলে ব্রহ্মশক্তির ক্ষোভ উপস্থিত হয়। সেই অদৃষ্টজনিত ক্ষোভই ঈশ্বরের সৃষ্টিচিকীর্ষা হয়। বেদান্তপরিভাষায় আছে—

"তত্র সর্গাদ্যকালে পরমেশ্বরঃ সৃজ্যমান প্রপঞ্চ বৈচিত্র্যহেতু-প্রাণিকর্ম্মসহকৃতঃ অপরিমিতানিরূপিত শক্তিবিশেষবিশিষ্টমায়া-সহিতঃ সংনামরূপাত্মক নিখিল প্রপঞ্চং প্রথমং বুদ্ধাবাকলয্য ইদং করিষ্যামীতি সঙ্কল্পয়তি।

অনুবাদ—সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমেশ্বর জগদ্‌বৈষম্যের হেতু প্রাণি কর্ম্মবশতঃ অপরিমিত, অনিরূপিত শক্তিসম্পন্ন মায়াযুক্ত হইয়া নামরূপাত্মক জগৎ বুদ্ধির বিষয় করিয়া "জগত সৃষ্টির সঙ্কল্প করিলেন।

এখন একটী আপত্তি উত্থিত হইতে পারে—

রাম না হইতে রামায়ণের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা যেমন বুদ্ধিতে ধারণা হয় না। সেইরূপ সৃষ্টির পূর্ব্বে লোক ছিল না; কিন্তু লোকের অদৃষ্ট ছিল—ইহা অনায়াসে বিশ্বাসের বিষয় হয় না। ফলতঃ এ বিশ্বাসের বীজ শাস্ত্রকারেরা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

শাস্ত্রমতে সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি ও অনন্ত। অর্থাৎ প্রলয়ের পর সৃষ্টি এবং সৃষ্টির পর প্রলয়—এইরূপ আবহমান চলিয়া আসিতেছে এবং চলিবে। ইহার আদিও নাই, অন্ত ও নাই। বীজাঙ্কুরের ন্যায় পরস্পর কার্য্যকারণ ভাবে অবস্থিত। বল দেখি বৃক্ষের কারণ কি? অবশ্য বলিতে হইবে বীজ। আবার বীজের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে বৃক্ষ। তবেই দেখ, বৃক্ষ ও বীজের অনাদিত্য স্বীকার না করিলে পরস্পরের কার্য্য কারণ ভাব অসম্ভব দোষে দুষ্ট হয়। সেইরূপ শরীর লাভের কারণ জন্মান্তরীন কর্ম্ম এবং কর্ম্মের কারণ লব্ধশরীর; নতুবা ঈশ্বরে বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্য প্রভৃতি অনেক দোষ স্পর্শে। আমি অসম্পূর্ণ শক্তিসম্পন্ন, সুতরাং আমার হাতে পাঁচটি অক্ষর সমান হয় না, সে বৈষম্যের কারণ আমার শক্তির অসম্পূর্ণতা। পাঁচ জনের প্রতি আমার সমান দয়া হয় না অবশ্যই বলিতে হইবে, সে নৈর্ঘৃণ্যের (নির্দ্দয়তার) দায়ী আমার লোভাদি স্বার্থবৃত্তি। যদি অক্ষর নিচয়ের বৈসাদৃশ্য পরিহার করিবার এবং প্রবৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিবার ক্ষমতা আমার সমান থাকিত, তবে আমি পাঁচটী অক্ষর সমান লিখিতে এবং পাঁচজনের প্রতি সমান ব্যবহার করিতে পারিতাম; কিন্তু আমি সে ক্ষমতায় বঞ্চিত, কার্য্যগতিকে আমি বৈষম্যের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং নির্দয়তার প্রতিমূর্ত্তি। ঈশ্বরে এ বৈষম্য ও নির্দয়তা স্বীকার করিলে তোমাতে আমাতে ও ঈশ্বরে ভেদ কি? বিশেষতঃ বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্যের যে কারণ আমাতে ও তোমাতে আছে, তাহা তাঁহাতে নাই।

এতাবতা বলা হইল, লোকের অদৃষ্টবশতঃ যথাকালে প্রকৃতির ক্ষোভ উপস্থিত হয়। সেই ক্ষোভে ঈশ্বরের ঈচ্ছায় সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের অন্যতমের উদ্রেক হয়, সেই উদ্রেকে জগৎ-সৃষ্টির সূত্রপাত হয়। তিনটি যদি তুল্যবল হয়, তবে কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিয়া আপনার শক্তি প্রকাশ করিতে পারেনা। সকলেই সংযত থাকে। যদি কোনটী কোন কারণ বশতঃ দুর্ব্বল হয় অথবা অপরটী প্রবল হয়, তবে প্রবল দুর্ব্বলের কার্য্য ব্যাঘাত করিয়া স্বশক্তি প্রকাশ করে। তখন তাহার স্বকার্য্যের স্ফুরণ হয়। বায়ুপিত্ত কফের ন্যায় সত্ত্ব, রজ ও তম সম্বন্ধেও এই নিয়ম। একের হ্রাস বৃদ্ধিতে বিকার। বিকার হইলে উপসর্গ অবশ্যম্ভাবী প্রকৃতির প্রথম উপসর্গ মহত্তত্ত্ব, দ্বিতীয় অহঙ্কার তত্ত্ব, তৃতীয় পঞ্চতন্মাত্র ইত্যাদি। মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারতত্ত্ব ও গুণের কথা আগামী বারে বলিব।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।
মহেশ পুর।

হিন্দু পত্রিকাসম্বন্ধে মত।

এখন প্রাচীন হইতে চলিলাম, প্রাচীন রীতি নীতি, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সংস্কার আচার ভাল লাগে। এখন আর নূতন মানুষে মন বসেনা, নূতন কথায় মন রসেনা। তথাপি কি জানি, নূতন কথা শুনিলে মন যেন নূতনভাবে বিভোর হয়। নূতনের এই নূতনভাব আবহমান চলিয়া আসিতেছে। আমি নূতন ভাবের ভাবুক হইয়া নূতন আশার বীজ রোপণ করিয়া যশোহর হইতে নূতন প্রকাশিত হিন্দু পত্রিকা নামে মাসিক পত্রিকা দেখিতে লাগিলাম, এই পত্রিকার সম্পাদক যশোহরের জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল লাহোর ট্রাইবিউনের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম এ, বি, এল,। লোকটী ইংরেজিতে উপযুক্ত, সংস্কৃত শাস্ত্রও কিছু জানেন, তাহার বিলক্ষণ পরিচয় আছে। সম্পাদকতাকার্য্যে ইনি পুরাতন, তবে প্রবন্ধে কিছু নূতনত্ব আছে কি না বলি। লোকে কথায় বলে ভারত ছাড়া কথা নাই এ প্রবাদ অলীক নয়, ঠিক। ঠিক বলিয়াই প্রতি পত্রিকায় ইহার সত্যতা ঠিক বজায় থাকে। সেই গীতা, সেই সংহিতা সেই পুরাণ সেই শ্রুতি, সেই বেদ, সেই সব। তবে কি কিছুই নূতন নাই? আছে নূতন সংস্কার। হিন্দুধর্ম্মে অনেক প্রক্ষিপ্ত ব্যবহার আসিয়া পড়িয়াছে, সেই সব নিরাকরণ করা হিন্দু পত্রিকার উদ্দেশ্য। যদিও এ উদ্দেশ্য পুরাতন কিন্তু পুরাতনের মধ্যে এক নূতনভাব আছে। সে টুকু আমার কথায় না বলিয়া হিন্দুপত্রিকা হইতে পাঠককে উপহার দি—হিন্দু পত্রিকার একস্থানে আছে।

"উক্ত প্রকারে অনেক সামাজিক নিয়মও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সুতরাং হিন্দু শাস্ত্র যে অপরিবর্ত্তনীয়, তাহা নহে" তবে কথা এই যে পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন সমাজের পক্ষে হিতকর, কি অহিতকর, যে কোন নিয়ম সমাজের অধিকাংশ লোকের পক্ষে অহিতকর তাহা অগ্রাহ্য এবং যাহাতে সমাজের অধিকাংশ লোকের মঙ্গল সম্ভাবনা; তাহা গ্রাহ্য। হিন্দুশাস্ত্রে বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, সমাজের অল্প সঙ্খক লোকের হিতের জন্য যে অধিকাংশ লোকের অহিতকর নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে, এরূপ আদেশ কোথায়ও লক্ষিত হয় না। আর যদি কোন শাস্ত্রে ঐরূপ আদেশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে আমরা হিন্দুশাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য নহি, যেহেতু হিন্দু শাস্ত্র হিতকর যুক্তিমূলক। অহিতকর ও অযুক্তিকর শাস্ত্র, শাস্ত্রই নয়।"

বড়ই বিষম কথা, যে শাস্ত্র সমাজের হিতকর সেই শাস্ত্রই শাস্ত্র—একথা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন। কিন্তু হিত, অহিতের নির্ব্বাচনের ভার ব্যক্তি বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের উপর নির্ভর করিলে বড়ই বিশৃঙ্খলা হইবার সম্ভাবনা। পাছে ঠাকুর পড়িতে মেকুর হয়, এই বড় আশঙ্কা। হিত, অহিত নির্ব্বাচন করা বড়ই কঠিন। এ সংসারে মানুষ স্বার্থের বজরা মাতায় লইয়া বেড়াইতেছে। হিত অহিতের বিনিময়ে স্বার্থের ফেরি করিয়া থাকে। হিন্দু সম্প্রদায়ের দৃষ্টি পরলোকের দিকে, পরলোক-বিরোধী আচার হিন্দুর ঐহিক উন্নতির সাধক হইলেও তাহা প্রতিপালনীয় নহে। এই সংস্কার যাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল তিনি কথঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারেন। অবশ্যই হিতাহিতের ভার কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর দেওয়া হইবে না, ইহার জন্য একটী সভা গঠিত হইবে। সভা বলিলেও হয়, ধর্ম্মের মিউনিসিপালিটী বলিলেও হয়। মনে করুন

হিন্দুর বিলাত যাওয়া হিতকর কিনা, ইহাই নির্ব্বাচন করিতে হইবে। কতক মেম্বর হিতকর স্থির করিলেন কতক মেম্বর বিলাত গমনে অনভিমত প্রকাশ করিলেন তখন ভোটারের গণনা হইবে। যে দলে সঙ্খ্যার আধিক্য হইবে, সেই দলের জয় হইবে। ইন্দ্র বাবু বলেন, জগতের অধিক মূর্খ, সেই মূর্খের দলই ভোটার। যে কাজ ভোটারের অনুমতিসাপেক্ষ সে কার্য্য মূর্খ সমষ্টীদ্বারা পরিচালিত বুঝিতে হইবে। কথা হাসিয়া উড়াইবার নয়, বাসি হইলে মিষ্ট হইবে।

সেই মেম্বর কোন শ্রেণীর লোক হইবেন; ব্রাহ্মণ পণ্ডিত? তাঁহারা মাতার মণি শিরোধার্য্য, তাঁহাদের নাম করিলে তাঁদের লীলা খেলার কথা মনে পড়ে। বিধি দিতেও তাঁহারা নিষেধ করিতেও তাঁহারা, কর্ম্মভুগিতে আমরা। তাঁহারা যদি না থাকিতেন, তাহা হইলে আর দোটানার ধাক্কা সহিতে হইত না। তাঁহাদের গুণের মধ্যে তাঁহারা আশুতোষ, যা দেও, তাতেই ব্যবস্থা দিতে প্রস্তুত, আর অতিকষ্ট লব্ধধনে জানুভানু কৃশানুর সহায়তার সঞ্চিত অর্থে-ছাত্রবর্গের আহার ব্যয়ের নির্ব্বাহ করেন; সংসারের সহস্র কষ্ট ভুলিয়া অধ্যাপনা কার্য্যে বিশেষরূপে অভিনিবিষ্ট থাকেন এই গুণেই তাঁহারা পূজনীয়, তাই বলিয়া তাঁহাদের উপর এরূপ গুরুতর ভার অর্পণ করা যায় না। তাঁহারা অর্থের জন্য সব করিতে পারেন। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ব্যভিচারিণী ধনাধিকারিণী হইতে পারে কিনা সন্দেহ হইল, অমনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, "ব্যভিচারিণী ধনাধিকারিণী হইতে পারে" বলিয়া ব্যবস্থা দিলেন। ইত্যাদি কত কথা বলিব, বলিতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায় এবং সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ পায়। ফল কথা কলির সাধারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিচারকের আসন পইবার উপযুক্ত নয়। তবে হিতাহিতের বিচারের ভার কাহার করে অর্পণ করা যায়? আমার বিশ্বাস যিনিই বিচারক হউন, কখন সুবিচার হইবে না। যে দিকে উকীলের বক্তৃতার জোর, প্রচুর সাক্ষী অজস্র মিথ্যা প্রমাণ; দশজনের উপরোধ, সেই দিকেই জয় ইহা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ হইতে চলিল! ইহার নজির পাঠক প্রচুর অবগত আছেন। আগুন ছাই চাপা থাকে না, মানুষের ও মনের ভাব কৃত্রিম ভাবে লুকান থাকে না। হিন্দু পত্রিকার বুলি ফুটিতে না ফুটতে হিন্দুর ব্রাহ্মণাদি জাতিপ্রথার উচ্ছেদ করিতে লেখনী ধারণ করা হইয়াছে সম্পাদক মহাশয়, নিজে জাতিতে বারুই, সংসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী. দিগ্‌গজ পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত। এত তাড়াতাড়ি এরূপ প্রবন্ধ বাহির করায় তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতির পরিচয় পাইয়াছি। কতিত্ব নামক প্রবন্ধের সমস্ত পাঠ না করিয়া আমারও লেখনী ধারণ ধৈর্য্যচ্যুতির পরিচারক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমি ভীত হইয়াই এত তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ লিখিতেছি। জলে তো কুমীর থে'কে থাকে, লোকেও সতর্ক হয়। এ যে ঘরে কুমীর আমি যেন সাবধানে থাকিলাম। বালক লইয়া ঘর তা'দের জন্যই যত ভাবনা। ঐ পত্রিকা খানির হিন্দু পত্রিকা নাম না রাখিলে তত ভীত হইতাম না যত ভীত ঐ নামে হইয়াছি। সহযোগীর নিকট করজোড়ে অনুরোধ করিতেছি, নয় নাম পরিবর্ত্তন করুন, নয় নিজের সুর ফিরুন। আমাদের মতবিরুদ্ধ হিন্দু পত্রিকার প্রবন্ধের প্রত্যেক অক্ষরের প্রতিবাদ করিব। এখন বিরুদ্ধ প্রবন্ধ ক্রমশ চলিতেছে, সুতরাং আজ বেশী কথা লিখিলাম না। আজ তাঁহার মতের আভাসমাত্র দিতেছি। আর এক স্থানে লেখা আছে।

"আজ যে ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য সাধু হইয়াও উহা কার্য্যক্ষেত্রে বিশেষ ফল দেখাইতে পারিতেছে না, তাহার কারণ কি? প্রাচীন শাস্ত্র অগ্রাহ্য করিয়া নূতন শাস্ত্র করিতে যাওয়াই উহার প্রধান কারণ। অশিক্ষিত সমাজে নূতন শাস্ত্রের অবতারণা করিতে যাওয়া নিতান্ত আশঙ্কা জনক। পরিবর্ত্তন অবশ্য করিতে হইবে, কিন্তু সে পরিবর্ত্তন এমনি ভাবে করিতে হইবে যে সাধারণ বুঝিতে না পারে।

পাঠক, ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন হিন্দু পত্রিকার মনের ভাব ব্রাহ্মধর্ম্মের সংস্কার করা। ব্রাহ্মগণের ভুল হইয়াছে, তাঁহারা প্রাচীন শাস্ত্রের উল্লঙ্ঘন করিয়া নূতন শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইনি সেই ভুল সংশোধন করিবেন। হিন্দু শাস্ত্র হইতে আধুনিক ব্রাহ্মমত সমর্থন করিবেন। এরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করিবেন যেন হিন্দুরা বুঝিতে না পারেন, যে আমাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে। এই আভাসেই বেশ বুঝা যাইতেছে। যে হিতাহিতের নির্ব্বাচনও এই প্রণালীতে হইবে নতুবা ব্রাহ্মমতের প্রশংসা হইবে।

আমাদের হিন্দুশাস্ত্র কামদুঘা, যাহার যে কামনা তিনি ইহার দোহাই দিয়া সিদ্ধকাম হন। ডাক্তর সরকার হিন্দু শাস্ত্রে বিশ্বস্ত নন, অথচ রেণ্টবিলের সময় তাঁহার বক্তৃতায় দেখি, মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের একটী বচন। শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্ম অথচ জাতিনাশের বক্তৃতার সাধক দিলেন ঋগ্বেদের সূক্ত। এইরূপ শাস্ত্রের উপর যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া হিন্দুর মনে আঘাত দেওয়া উচিত নয়। উপসংহার কালে সহযোগী সম্পাদক মহাশয়কে বলি তিনি যেন, মত পরিবর্ত্তন করিয়া হিন্দুর যাহাতে প্রকৃত কল্যাণ নয় তদ্বিষয়ে সচেষ্ট থাকেন। আত্ম স্বার্থ ত্যাগ না করিলে কাহারও উপকার করা হয় না, এই কথাটী স্মরণ করিয়া যেন "বর্ণতত্ত্ব বিষয়ে লেখনী ধারণ করেন। স্বার্থ স্বভাবকে এরূপ ভাবে আবৃত করিয়া রাখে, যে তাহার স্বরূপ কি কিছুই নির্ব্বাচন করা যায় না। আমার ভ্রম স্বার্থশূন্য ব্যক্তি সম্পাদক হইবেন কেন? আপ্রিক ভ্রম বুঝিতে দেয় না। আমাদের অধ্যাপক মহাশয়গণের চরণে নমস্কার। নিম্ন লিখিত অধ্যাপক মণ্ডলী এই শূদ্র পরিচালিত বেদব্যাখ্যাসম্বলিত বিরুদ্ধমত সন্নিবেশযুক্ত এই হিন্দু পত্রিকার প্রশংসা করিয়াছেন। যথা মুলাজোড়ের শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম, স্বনামখ্যাত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, কৃষ্ণনগরের আশুতোষ তর্কভূষণ নড়াইলের শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহেশপুরের ব্রজেন্দ্র নাথ বিদ্যাবাগীশ, স্মৃতিতীর্থ, নিমটার শ্যামাচরণ তর্করত্ন প্রভৃতি। বোধ হয়, অধ্যাপক মণ্ডলী ভাবিয়াছেন, "অধ্যেতব্যং ন চান্যেন ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বিনা শ্রোতব্যমিহ শূদ্রেণ নাধেতব্যং কদাচন" এবচনটী ধর্ম্মার্থ কার্য্য পরতুব্যতু, কিন্তু এরূপ বিরুদ্ধমত সন্নিবেশযুক্ত পত্রিকার প্রশংসা করেন কেন? ইহার কৈফিয়ৎ সাপ্তাহিক পত্রে দেওয়া

উচিত, নতুবা আর কেহ, তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিবে না। আমি কিন্তু ২।১টা অধ্যাপকের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহারা সমগ্র পাঠ না করিয়াই প্রশংসা পত্র দিয়াছেন। এবং যদুনাথ মজুমদার পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণ ভাবিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

উন্নতি।

পৃথিবীর সকল লোকই উন্নতি বলিয়া পাগল। যেমন একটী কোলাহল হইলে গড্ডলিকাপ্রায় সকল লোকই সেই কোলাহল লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হয়। কিসের কোলাহল? প্রকৃত কোলাহল কিম্বা নিম্নাভিমুখ জলের কলকল, সে তথ্যের অনুসন্ধান নাই। অনুসরণের প্রয়োজন আছে, কি না, সে বিষয়েও বড় কাহারও লক্ষ্য নাই। লক্ষ্য কেবল সেই অব্যক্ত কলকলধ্বনির প্রতি। সেইরূপ সকলেই উন্নতির দিকে ছুটিতেছে। কিসের উন্নতি? উন্নতির আকার কি? তাহা প্রকৃত উন্নতি কি অবনতি?—তাহার প্রতি দৃষ্টি নাই; অথচ সকলেই উন্নতি বলিয়া মাতোয়ারা। শুক্তিতে যেমন রজত ভ্রম, রজ্জুতে যেমন সর্পের ভ্রম সেইরূপ ঐ অবনতিতেও উন্নতির ভ্রম হইয়া থাকে; তাই আজ উন্নতির সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমরা দিন দিন উন্নত হইতেছি, কি অবনত হইতেছি, সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই চিন্তার বিষয়। যদি উন্নতির অভিমুখীন হইয়া থাকি, তবে তাহা অপেক্ষা আর আনন্দের বিষয় কি? কিন্তু যদি সাময়িক বায়ুবশতঃ এ স্রোত প্রতীপগামী হয়, তবে সবিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত; নতুবা এ সমাজতরণী শীঘ্র বাণচাল হইতে পারে। কর্ণধারের কার্য্যকুশলতা বায়ুর উপর বা প্রতীপগামিনী স্রোতের উপর শক্তি প্রকাশ করিতে না পারিলেও তাহার চেষ্টায় নৌকা রক্ষা হইলেও হইতে পারে। কর্ণধার যদি তুফান দেখিয়া নিরাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে অবিলম্বে অরোহীর সহিত এ সাধের নৌকা অতল জলধিতলে বিলীন হইবে, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব উন্নতির আলোচনা যে আবশ্যক, সে বিষয়ে ভূমিকায় আড়ম্বর বৃথা,—

পূর্ব্বে জানু, ভানু, কৃশানু শীতের নিবারক ছিল, আজ কাল দিব্যবস্ত্রে আপামর সাধারণ শীতনিবারণ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে শতছিদ্র পর্ণকুটীরে শ্রাবণের বারিধারায় সিক্ত হইয়া অনেকেই কালক্ষেপ করিত। এক্ষণে তাহার পরিবর্ত্তে সুরম্য হর্ম্ম্যতল স্বর্গাদপি গরীয়সী আবাসভূমি হইয়াছে। পূর্ব্বে শঙ্খ বা হস্তসূত্র পরিয়া সধবার চিহ্ন ধারণ করিতে হইত, এক্ষণে রত্নরাজি খচিত স্বর্ণবলয়াদিতে সধবা বিধবা-সাধারণের শারীরিক সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্বে সহস্রের মধ্যে একজন, বহুবিত্তব্যয়ে বহুকষ্টে তীর্থপরিদর্শন করিত, এক্ষণে সহস্র সহস্র লোক সহস্র সহস্র বার তীর্থসেবী হইতেছে। পূর্ব্বে বহুপরিবার বেষ্টিত হইয়া বহুকষ্টভোগ করিতে হইত। এক্ষণে কেবল দেবা, দেবী গৃহ উজ্জ্বল করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে পরিবারের মধ্যে অনেকের জুতা, ছাতা, কাপড়, গামছা, ভূষণ পোষাক প্রভৃতি পৃথক ছিল না। এক্ষণে প্রায় প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ হইয়াছে। এখন সদ্যোজাত বালকের তহবিল পৃথক্। পূর্ব্বে একটী পয়সা শরীরের রক্ত ছিল, এক্ষণে নগণ্য ব্যক্তি একছিলুম তামাকের বিনিময়ে পয়সা-ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না। তবেই দেখুন এই হিসাবে আমাদের উন্নতি হইয়াছে। এ উন্নতি যিনি অস্বীকার করিবেন, তিনি নিতান্ত পক্ষপাতী একদেশদর্শী। ফলতঃ এ উন্নতি আমাদের সমাজ শরীরের পুষ্টিসাধক, কি শোষেরমত অপকারক সমাজহিতৈষীর অভিনিবেশের বিষয়।

উন্নতি সাপেক্ষ শব্দ। অবনতির প্রতি দৃষ্টি করিয়া উন্নতির তুলনা করা উচিত। সমাজবিশেষে উন্নতি ও অবনতি বিভিন্নমুখী। পাশ্চাত্য সমাজের যাহা উন্নতি, হয়ত হিন্দুর তাহা অবনতি। কৃষকের যাহা উন্নতি, বণিকের তাহা অবনতি বণিকের যাহা উন্নতি, পণ্ডিতের তাহা উন্নতি নয়। পণ্ডিতের যাহা উন্নতি, যোগীর তাহা উন্নতি নয়। যোগীর যাহা উন্নতি, ভক্তের তাহা উন্নতি নয়। এইরূপে উন্নতির আকার পরস্পর বিরুদ্ধ। অতএব উন্নতি নির্ণয় বড়ই কঠিন।

সকল শ্রেণির উন্নতি অসীম। বালকের আকাশ ধরার ন্যায় উন্নতির সীমাস্পর্শ অসম্ভব। পাশ্চাত্যরাজ্যে কল-কারখানা প্রভৃতি যত বৈজ্ঞানিক উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে, ততই দেশের উন্নতি হইতেছে। লোকে বলিয়া থাকেন যদি এ উন্নতি স্রোত ধারাবাহিক রূপে চিরকাল প্রবর্ত্তিত থাকে, তথাপি নিশ্চয় ইহা সীমাস্পর্শ করিতে পারিবে না। আকাঙ্ক্ষার সহিত এ উন্নতির ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। যত আকাঙ্ক্ষারভেদ, ততই উন্নতির ভেদ। যত আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি ততই উন্নতির বৃদ্ধি। এ উন্নতিতে শান্তি নাই, আকাঙ্ক্ষার ইয়ত্তা নাই বিধায় এ উন্নতি হিন্দুর অনুপাদেয়। হিন্দুর উন্নতি অসীম। হিন্দু চান মুক্তি, সুতরাং মুক্তিই তাঁহার উন্নতির সীমা। যাহা মুক্তির পোষক, তাহাই উন্নতির সাধক। কিন্তু সকল হিন্দু মুক্তি চান না; সুতরাং হিন্দুমাত্রের এরূপ উন্নতির পরিচয় দেওয়া যুক্তি সঙ্গত নয়। অনেকে "চিনি হ'তে চান না, চিনি খেতে চান—অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হ'তে চান না। ব্রহ্মসেবক হ'তে চান। আবার অধুনাতন হিন্দুগণ প্রায় কিছুই চান না ব্রহ্মও চান না, মুক্তিও চান না। চান কেবল, মাগ, ছেলে, টেঁকি, কুলো। এখন এমন একটী উন্নতির লক্ষণ করা আবশ্যক, যাহা সকল সম্প্রদায়ে অতিব্যাপ্তি অব্যাপ্তি অসম্ভব দোষে দুষ্ট না হয়।

ফলতঃ অভাব পূরণের নাম উন্নতি—এ লক্ষণ সকল শ্রেণির উন্নতির পক্ষে খাটিতে পারে। শারীরিক অভাব পূরণের নাম শারীরিক উন্নতি, আর্থিক অভাব পূরণের নাম আর্থিক উন্নতি ও সামাজিক অভাব পূরণের নাম সামজিক উন্নতি এবং ধর্ম্ম্য অভাবপূরণের নাম, ধর্ম্ম্য উন্নতি। এই রূপ যাহার অভাব পূরণ হইতে দেখিবে, তাহারই উন্নতি স্থির করিবে। এই খানে গোলোক ধাঁধা। ব্যক্তিগত প্রবৃত্তিভেদে অভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়। যে যে পথ দেখে, সে ভাবে, এই বুঝি, অভাবের প্রশস্ত পথ বা অভাবপূরণের পথ। প্রকৃত পথ নির্ব্বাচন বহু বহুদর্শিতার ফল। ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি ভেদে অভাব ভিন্ন হইলেও যাহার

অভাব, তাহা সকলের পক্ষে সমান। সেই বস্তুর নাম সুখ; অতএব সুখের অভাব পূরণের নাম উন্নতি, অথবা দুঃখের অভাব সাধনের নাম উন্নতি বলিলেও অভিপ্রেতার্থ সিদ্ধ হইতে পারে। সুখের কারণ ভিন্ন হইলেও সুখ সকলেরই পক্ষে সমান। সেইরূপ দুঃখের কারণ ভিন্ন হইলেও দুঃখ সকলেরই একজাতীয়। এখন দেখ, আমাদের সুখের অভাবপূরণ বা দুঃখের অভাবসাধন হইতেছে কি তাহার বৃদ্ধি হইতেছে; তাহা হইলে উন্নতি অবনতি, স্থিরীকৃত হইবে।

পূর্ব্বে দস্যুগণ সর্ব্বস্বাপহরণ পূর্ব্বক প্রাণবধ করিত, এক্ষণে স্থূলদর্শনে সে দুঃখ মোচন হইয়াছে, বোধ হয়, সূক্ষ্মদর্শনে সে দুঃখ মোচন দূরে থাক, বরং শতগুণে বৃদ্ধি হইয়াছে, প্রতীতি হয়। পূর্ব্বে কদাচিৎ সে দুঃখের প্রতীকার করা যাইতে পারিত, এক্ষণে প্রতীকার অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। ম্যালেরিয়া রোগ যেমন শনৈঃ শনৈঃ শারীরিক ধাতুক্ষয় করিয়া অতর্কিত ভাবে জীবনীশক্তি হ্রাস করে, অবশেষে অপ্রতিবিধেয়াবস্থায় মৃত্যুর সহায়তা করে। সেইরূপ কতকগুলি ম্যালেরিয়া দস্যু হইয়াছে, তাহারা শনৈঃ শনৈঃ অর্থাপহরণ করিতেছে। অলক্ষিতভাবে প্রাণপর্য্যন্ত নাশ করিতেছে। তাহাদের ক্রমকৃত উৎপীড়ন সকল সময়ে সকলে বুঝিতে পারে না কাজেই যথোচিত প্রতীকারের চেষ্টাও হয় না। কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিলেও এত মৃদু আক্রমণ যে সততই উপেক্ষিত হয়। অনেক সময়ে দোষের ভার অদৃষ্টের উপর দিয়া কথঞ্চিৎ আত্মতৃপ্তিলাভ করে। ম্যালেরিয়া ব্যাধির ন্যায় ম্যালেরিয়া দস্যুও সংক্রামক। তখন গ্রামের ভিতর ২।১ জনের বাটীতে ডাকাইত পড়িত, এখন ঘরে ঘরে, জনে জনে, অঙ্গে অঙ্গে। তখন দৃশ্যভাবে রোল করিয়া আক্রমণ করিত, এখন অদৃশ্যভাবে চুপি চুপি, তখন চর্ম্মচক্ষুতে ডাকাইত দেখিতে পাইত, এখন জ্ঞানচক্ষুতে দেখিতে হয়। তাই তখন কদাচিৎ নিবার্য্য ছিল, এখন অনিবার্য্য। এ দস্যুগণের প্রধান সর্দ্দার বিলাসিতা। রেল, ষ্টীমার, আদালত, পাশ্চাত্য শিক্ষা, পাশ্চাত্য চিকিৎসা, পাশ্চাত্য অনুকরণ, পথকর, পুর্ত্তকর, আয়কর, বানিজ্যকর-ইত্যাদি ইহার সহচর। যিনি যত সতর্ক থাকুন, ম্যালেরিয়া স্থানে থাকিয়া কেহ ম্যালেরিয়ার হাত হইতে নিস্তার পান না। ইহার দ্বারাও উন্নতি অনুভব করিতে হইবে। বিশেষতঃ আমাদের আয় এদেশীয় উপায় লব্ধ, ব্যয় বিদেশীয় প্রথার অনুমোদিত। ইহাও আর্থিক উন্নতির প্রধান অন্তরায়। আমাদের যে বাহ্য চাকচিক্যতা বা আড়ম্বর, তাহা প্রায় পূর্ব্বসঞ্চিত অর্থের দ্বারা নিষ্পাদিত হইতেছে, অতএব কালে যে সে চাকচিক্যতা আড়ম্বর থাকিবে না, ইহা নিশ্চিত। এখন ধর্ম্ম্য উন্নতির কথা বলি।

এখন ধর্ম্মের শরীরমাত্র আছে, কিন্তু জীবন নাই। জীবন হীন শরীরের উপাসনার ন্যায় আধুনিক ধর্ম্মের উপাসনা নিস্ফল বলিলেও অলীকবাদ হয় না। ধর্ম্ম নিতান্ত নিস্ফল হয় না, যৎকিঞ্চিৎ ফল ফলিতে পারে; কিন্তু তুলনায় সে ফল অকিঞ্চিৎকর। এখন লেখায় তালব্য, মূর্দ্ধণ্য ও দন্ত্য স আছে কিন্তু তাহার যেমন উচ্চারণ নাই সেইরূপ ব্রাহ্মণ আছেন, কিন্তু ব্রহ্ম জ্ঞান নাই। জাতিভেদ আছে, কিন্তু নিয়ন্ত্রিত জাতীয়গুণ নাই। গলদেশে ত্রিদণ্ডী ধারণ আছে, কিন্তু

বাগ্‌দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈবচ।
যস্যৈতে নিহতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে॥

যাহার বাগ্‌দণ্ড, মনোদণ্ড ও কায়দণ্ড করিবার শক্তি আছে, সেই ত্রিদণ্ডী, এখন তাহাকৈ? এখন বিবাহ আছে কিন্তু বৈবাহিক সংস্কার নাই। স্ত্রী সহবাস আছে, কিন্তু সে "অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসু যৎ ইত্যাদি প্রেমের স্ফুরণ নাই। সে "সপত্নীকে ধর্ম্মমাচরেৎ" ধর্ম্ম আচরণ নাই। অন্নপ্রাশন আছে, কিন্তু পিতৃলোকের বৃদ্ধি নাই এবং বীজগর্ভসমুদ্ভূত পাপের ক্ষয় নাই। আছে কেবল তামসিক আমোদের বৃদ্ধিতে পাপের বৃদ্ধি। পিতামাতার-শ্রাদ্ধ আছে, শ্রাদ্ধে কিন্নরীকণ্ঠকমণীয় কামিনী কীর্ত্তনকাকলী আছে, কিন্তু প্রেতত্ব পরিহার নাই, সে স্বর্গীয় দুন্দুভিধ্বনি নাই। ভূতের বাপের প্রেতত্ব পরিহার আশা দুরাশা মাত্র। ধর্ম্মের জীবন নাই, তাই আজ কাল শান্তিস্বস্ত্যয়নে ফল লক্ষিত হয় না; তবে যিনি জীবন বিহীন ধর্ম্মশরীরে সঞ্জীবন ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারেন, তিনি ফল প্রত্যক্ষ করাইতে পারেন দুঃখের বিষয়, দিন দিন সমাজ তাদৃশরত্ন হারা হইতেছে।

বাঙ্‌নিষ্ঠা সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। সমাজে সিঁদেল চোর বড়ই অপদস্থ; কিন্তু যাঁহারা কলমে চুরি করেন, তাঁহারা ডাকাইত অপেক্ষাও বিষম ভয়াবহ। সিঁদেল চোর বা ডাকাইতে টাকাকড়ি, গহনা চুরি করে; কিন্তু কলমচোরেরা বাস্তুভিটে মাটী পর্য্যন্ত আত্মসাৎ করেন, তাহাতে তৃপ্তি না হইলে হাজৎ দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। দুঃখের বিষয়, সমাজে এই শ্রেণির লোক অত্যধিক, এবং ইহাঁরা পদস্থ গ্রামের হর্ত্তা, কর্ত্তা বিধাতা। স্বতঃ পরতঃ চৌর্য্য যে পাপের প্রসব, তাহা একবার মনেও করেন না। ইহার ফলে, মরণের পর যে কোথায় যাইতে হইবে, একবার ভাবেন না। এইত গেল ধর্ম্ম্যোন্নতি, এখম পারিবারিক উন্নতির কথা বলি।

পরিবারের মধ্যে পত্নী প্রধান। এখন তিনি হিন্দুচর্ম্মাচ্ছাদিত মেম। তাঁহার শরীর বাঙ্গালি, মন সাহেবি। তাই শরীর আমাদের নিকট। মন সাহেবি দোকানে। পুরাকালে নিশাযোগে কদাচিৎ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইত, এখন অষ্টপ্রহর কথোপকথন প্রিয়তম প্রভৃতি প্রিয় সম্ভাষণ, অথচ তাঁহার প্রিয় স্বর্ণকারের দোকান আর মজুমদার এণ্ড কোম্পানির পরিচ্ছদাগার। অথচ প্রিয়তম-সম্ভাষণের পাত্র আমি, ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কি? এখন সম্পৎ, বিপদে চিত্তের অনুকূলতা নাই—উভয়ের কামনা স্রোত দুইদিক দিয়া প্রবাহিত। কাম্য বস্তুর আদান প্রদানে প্রেমের চরিতার্থতা। পতি প্রাণপণে অর্থোপার্জ্জন করিয়াও কামিনীর কাম্য বস্তুর অভাব পূরণ করিতে পারেন না। কামিনী সন্তাপানলে দগ্ধ, ক্ষণ কালের জন্য শান্তি নাই। সুতরাং কিরূপে স্বামীর শান্তির বিধান করিবেন! কন্যা এখন কথায় সুপণ্ডিতা কার্য্যে অপণ্ডিতা। "আজ্ঞা" বলিয়া উত্তর দেন, "আপনি" বলিয়া কথা কন—এই রূপে মুখে দেবীভাব প্রকাশ করেন, কার্য্যে ঘোর রাক্ষসী, বোধ হয় রাক্ষসীরা স্বজনদ্রোহ করে না, অতএব কন্যা অশ্রুত পূর্ব্ব নারকীয় জন্তু, সর্ব্বদা কাম্য বস্তুর আশয়ে মুখ ব্যাদান করিয়া

গ্রাস করিতে আসেন। তাহার উপর গৃহিণীর ঈঙ্গিত, একে মনসা তা'তে ধুনার গন্ধ !

পরিবারের মধ্যে কাহারও সংযম নাই, সকলেই প্রধান হইতে চায়, কাজেই একান্নবর্ত্তিতা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতেছে। বিশেষতঃ চাকরি একান্নবর্ত্তিতার প্রধান অন্তরায়। দিন দিন সমাজ হইতে একান্নবর্ত্তিতা সুলভ পারিবারিক ব্যয়লাঘব, সম্প্রীতি, একতা প্রভৃতি অন্তর্হিত হইতেছে। পূর্ব্বে ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে একতা ছিল, এখন কন্‌গ্রেসে। পূর্ব্বে পরিবারের কোম্পানি ছিল, এখন ব্যবসায়ের। পূর্ব্বের সহিত এই ভেদ—প্রাচীন সকলই প্রকৃতি অনুমোদিত অকৃত্রিম পরাচীন সকলই কৃত্রিম। তাই সে অকৃত্রিম সহিষ্ণুতা, বল, ক্ষুধা, স্বাস্থ্য উপচিকীর্ষা, দয়া, ভালবাসা কান্তি সুখ প্রভৃতি কিছুই নাই।

পূর্ব্বে কার্য্যবিশেষের জন্য রাজকীয় কর ছিল না। অথচ পথ, পুষ্করিণী প্রভৃতি সমস্ত ছিল। মিউনিপালিটী প্রভৃতি আড়ম্বর কুশল লোকদেখান উন্নতি ছিল না। কথায় কথায় আদালত আশ্রয় করিতে হইত না। পত্নী পতির নামে ভরণ পোষণের জন্য রাজার শরণ লইত না। সে স্থলে সমাজ 'এক ঘ'রে' প্রভৃতি মানসিকদণ্ড বিধান করিত, শারীরিক বা আর্থিক দণ্ড দিয়া তাহাদের পরিবার বর্গকেও সে তীব্র দণ্ডের ফলভাগী করিত না। তখন সাক্ষী ছিলেন কাঠের বা পাষানের গ্রাম দেবতা, এখন শত শত উপাধিধারীর সাক্ষ্যেও সত্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় না। যেমন শারীরিক যন্ত্রসকল আপন আপন কার্য্য করে, পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করে, আমি বড়, আমি ছোট ভাবিয়া কেহ আত্মগরিমায় বা আত্মাবমাননায় স্বকার্য্যে শিথিলতা করে না, অথচ কাহাকেও কাহার উপদেশ দিতে হয় না। সকলেই স্বকার্য্য তৎপর। প্রাচীন সমাজ শরীরও সেইরূপ ছিল। সকলেই সুন্দররূপে আপন আপন কর্ত্তব্য পালন করিত। সমাজরূপ অঙ্গীর পোষণের জন্য অঙ্গ ব্যস্ত থাকিত অঙ্গার স্বার্থেই অঙ্গের স্বার্থ। অঙ্গীর স্বার্থের ব্যাঘাত করিয়া অঙ্গের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি কর সমস্তই নিস্ফল হইবে। অবশিষ্ট কথা বারান্তরে বলিব।

শ্রীব্রেজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

মহেশ পুর।

মায়ের কথা।

একদিনের নয়, তুদিনের নয়—তিন শত পঁয়ষট্টিদিনের আয়োজন, অবিচ্ছিন্ন আকিঞ্চন, প্রাণভরা প্রমোদ, শরীরভরা পরিশ্রম, হৃদয়ভরা আবাহন তবে মায়ের শুভাগমন। এ আগমন বড় মায়ের তিন দিন, ছোট মায়ের এক দিন—মোটের উপর চারি দিন। কিন্তু এই চারি দিনে মায়ের কৃপাবারি পূরিত ভক্তি নির্ঝরের প্রবাহে বার মাসের প্রতিক্ষণে আমার হৃদয় ক্ষেত্র সরস থাকে। 'বার মাসের মধ্যে তুমাস বর্ষাকাল। সেই বর্ষাকালের বৃষ্টজলে যেমন পৃথিবী বারমাস সরস হয়। সংসারের সার ননির পুতুল বালকের একমাত্র আহার্য্য তুগ্ধের খরচ কমাইয়া, দম্পতির পেটের উপর বাণিজ্য করিয়া, ভিক্ষার তরে দ্বারে দ্বারে মধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বড় মানুষের ঝি আমার মায়ের আহারের আয়োজন করি। মার আমার এমনি অমায়িকতা, যা' দেও ত'াতেই পরিতোষ। এমন না হইলে কি পরের (পরব্রহ্মের) ঘর করিতে পারেন না এত গুলি সন্তান প্রতিপালন করিতে পারেন? আমার পরম্পরাগত বিশ্বাস—মায়ের আরাধনাই আমার ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলের সাধক।—এ বিশ্বাসেরভিত্তি বালুকাময় প্রদেশে মৃত্তিকাসংস্পর্শে গ্রথিত নয়। ইহা শোকতুঃখের অভিসম্পাতে পাষাণ হৃদয়-ক্ষেত্রে বজ্রপ্রলেপে প্রবদ্ধ। এ হেন ভিত যদি কেহ, বায়ুভরে টলাইতে চায়, বল দেখি, বায়ূর কাযব্যতীত আর কি বলিতে ইচ্ছা হয়।

আমাদের আপাদমস্তক রজোগুণে জড়িত, তা'ই কেহ কিছু শ্লেষ করিলে বড়ই রাগ হয় এবং কিছু না বলিলে থাকিতে পারি না তা'ই সকলের নিকট গললগ্নীকৃতবাসাঃ হইয়া নিবেদন করিতেছি, আপনারা বিচার করুন, আমার দোষ না লোকের দোষ।

যদি মৌনংসম্মতি লক্ষণং" বুঝি, তবে মায়ের কথা আরও বলিব, নতুবা এই পর্য্যন্ত শেষ—।

লোকে বলে কি খড়, দড়ি, মাটীর পূজা কর কেন? তোমার ঈশ্বর কি মাটীর ভিতর আছেন? তোমার ঈশ্বর তা' হলে মাটী। যিনি সর্ব্বগ সর্ব্বান্তর্য্যামী মাটীতে তাঁহার আবাহন, পূজন ও বিসর্জ্জন? যিনি নিরাকার, তিনি সাকার? এ পৌত্তলিক বুদ্ধি নিরাকৃত না হইলে তোমার শ্রেয়ঃ নাই। তোমার বড় মার কথা একথা থাক। রূপক বুদ্ধির প্রসাদে, সৌন্দর্য্যের খাতিরে ভক্তির ভান করিয়া তাঁহার পূজা করিতে পার কিন্তু একি! তোমার ছোট মার যে ঘোর পৈশাচিক মূর্ত্তি!! করালবদনা, মুণ্ডমালা-বিভূষণা, লোলরসনা, বিকটদশনা! তার উপর শবরূপমহাদেব হৃদয়োপরিসংস্থিতা! শুধু সংস্থিতা নয় মহাকালের সহিত বিপরীতরতাতুরা!!! হরি হরি ইনি যদি দেবী হন, তবে পিশাচী কে? বলিহারি হিন্দুর কল্পনা!

কর্ণ! তুমি বধির হও, আর শুনিতে পারি না। কিছু না বলিয়াও থাকিতে পারি না, তা'ই লোককে বলি, হে লোক! তুমি পুতুল হইয়া পুতুলেরে নিন্দা কর? আমার মা কিন্তু পুতুল নন। আমিও তাঁহাকে পুতুল ভাবিয়া পূজা করি না। আমি আকার আশ্রয় করিয়া নিরাকার মার আরাধনা করি। আশ্রয় করি কেন? আশ্রয় না করিলে পতিত হইতে পারি। নিরাকার আকাশে উঠিতে হইলে একটী আশ্রয়ের দরকার। লাফ দিয়া উঠিতে চাও পপাত চ মমার চ। তুমিও আকার অবলম্বন করিয়া নিরাকার পিতা প্রভৃতির সেবা কর, একথা পরে দেখাইতেছি। প্রকারান্তরে তুমিও আকার অবলম্বনে নিরাকার সেবী, আমিও তাই। তবে আমার অপরাধ? অপরাধ তুমি আমি নই, আমি তুমি নও—এই ভেদ বুদ্ধি জনিত অহঙ্কারেই তো সব মাটী। নতুবা তোমার নিকট আমার মা মাটী হইবেন কেন? তুমি কিন্তু

মাকে মাটী ভাবিতে ভাবিতে মাটী হইবে। আমি মাকে মাটী ভাবি না, নিজেও মাটী হইব না। যে দেশে মাটী নাই পার্থিব তরুলতা প্রভৃতি কিছু নাই সেই অপার্থিব রাজ্যে মায়ের কৃপায় যাইব।

তুমি ও যে নিরাকারকে সাকার বিবেচনায় উপাসনা কর, সে কথা আমার কথায় না বলিয়া বেদের কথায় বলি শুন,—বৃহদারণ্যকের মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে আছে—

"স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রিয়াবতারে নঃ সতা প্রিয়ং ভাষসে এহ্যাসস্ব ব্যাখ্যাস্যামি ব্যাচক্ষাণস্য তু মে নিদিধ্যাসসোত।

তাৎপর্য্য—অনন্তর সেই মুমুক্ষু যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে মৈত্রেয়ি! তুমি যেরূপ আমার পতিব্রতা প্রিয়তমা পত্নী, সেইরূপ আমার প্রিয় কথা বলিতেছ। আমার সমীপে বস। আমি অমৃতত্ব বিষয় যাহা কিছু বলি, তদ্বিষয়ে অভিনিবেশ কর।

"নবা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি।

তাৎপর্য্য—হেমৈত্রেয়ি! (এই উন্নতস্তনী কৃশোদরী হরিণনয়না সুরক্তবর্ণা ষোড়শী রূপসী) পত্নী কাহারও প্রেয়সী নয়। প্রেমের পাত্র তদ্দেহান্তর্বর্ত্তী আত্মা। আত্মা সেই দেহে সদা আছেন বলিয়াই পত্নী প্রিয়া হইয়া থাকেন নতুবা মৃতপত্নীকেও লোকে ভাল বাসিত।

তবেই দেখ, গৃহীর গৃহ দেবতা পত্নীও নিরাকার, আকার অবলম্বনে উপাস্য হইয়া থাকেন।

বায়ুতো সর্ব্বত্র সর্ব্বসময়ে প্রবাহশীল। এমন স্থান নাই, যথায় বায়ুর সঞ্চার নাই তবে কেন গ্রীষ্মের সন্তাপে পিত্তের প্রাবল্যে প্রাণ বায়ু যখন আই ঢাই করে, তখন কেন সেই সর্ব্বত্র সঞ্চারী প্রভঞ্জনের দ্বারা সে সন্তপ্ত প্রাণ শীতল হয় না? তখন কেন ব্যজনের সহায়তায় সৃষ্টবায়ূর প্রসাদে প্রাণের জ্বালা জুড়াও? কেন নিত্যের অনাদর করিয়া অনিত্যের আদর বাড়াও? অবশ্যই বলিতে হইবে আমার এই ভগ্নদেহ আধিভৌতিক আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধতাপে তপ্ত। এ তাপ নির্ব্বিকার নিরাকার ঈশ্বরের আরাধনায় নিরাকৃত হয়, তাই সবিকার সাকার ঈশ্বরের উপাসনা করি, করি এমন দিন আমিও পাবে যখন এ আকারে আকারে স্পৃহা থাকিবে না। সে দিন কি হইবে? যেদিন সব সমান হইবে? যে দিন বলিব—

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরোদূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্ বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতং॥

তাৎপর্য্য—আমি তো কীটানুকীট, তুমি এ কীটানুকীটের কেবল ঈশ্বরও নও, এই চরাচর জগতের ঈশ্বর; তাইতে বলি, হে জগদীশ! আমি নির্ব্বুদ্ধিতা বশত! তোমার নিকট তিনটী অপরাধ করিয়াছি। ক্ষমা করিতে হইবে প্রথম অপরাধ তুমি নিরূপ কিন্তু ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজত গিরিনিভং ইত্যাদি বিবিধরূপে তোমার রূপের বর্ণনা করিয়াছি। দ্বিতীয় অপরাধ—যতো বাচো নিবর্ত্তন্তেঽপ্রাপ্য মনসা সহ" অতএব কথায় তোমার মহিমার কীর্ত্তন করা যায় না তুমি অনির্ব্বচনীয়। "মহিম্নঃ পারন্তে ইত্যাদি স্তবের দ্বারা তোমার সেই অনির্ব্বচনীয়তার নিরাকরণ করিয়াছি। তৃতীয় অপরাধ তুমি সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বত্র আছ। হায় তোমাকে, কিনা কাশীতে দর্শন করিতে যাই এ পরের কথা এখন থাক।

ঈশ্বর পর্ব্বতে মৃত্তিকায় বৃক্ষে সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছেন। আমি একাংশ ধরিয়া উপাসনা করি। কর চরণাদিমান্ মনুষ্য সেই মনুষ্যের একাংশ কেশ স্পর্শ করিলে কি তাহার স্পর্শ হয় না? বিশেষতঃ আমার স্বহৃদয়স্থিত দেবভাব ধ্যানস্থ করত সেই পার্থিব মূর্ত্তিতে সংক্রামিত করিয়া আবাহন পূর্ব্বক প্রাণ প্রতিষ্ঠা করি। তাহা হইলে সেই পার্থিব পদার্থ অপার্থিবভাব ধারণ করে। হয় না হয় করে দেখ। পরের মুখে কলা খাও কেন? আর আপন নাক কাটিয়া পরের যাত্রাই বা ভঙ্গ কেন কর? যদি তোমার হৃদয়ে দেবভাব থাকে তবে মূর্ত্তিতে কেন? পশু পক্ষী তরু লতা সর্ব্বত্র চৈতন্য পদার্থের সত্তা উপলব্ধি করিতে পার। নীল চসমা ধারণ করিলে যেমন জগৎ নিলীমময় হয় সেইরূপ ভক্তিময় মনে একবার দেখ—সর্ব্বত্র ভক্তবৎসল ভগবান্ বিরাজ করিতেছেন।

ভাষার জন্য বর্ণসৃষ্টি। সহজে বুঝিবার জন্য বর্ণের রূপ সৃষ্টি। সেইরূপ উপাসনার জন্য তুর্গাকালীর সৃষ্টি। বিশেষ এই—বর্ণের রূপসৃষ্টির কর্ত্তা তুমি, আমি বা অন্য। কিন্তু তুর্গা কালীর রূপ সৃষ্টির কর্ত্তা তুমি, আমি বা অন্য নই। সেই ইচ্ছাময় প্রভুর আদ্যাশক্তির স্বতঃ স্ফুরণ মাত্র যদি যোগ অনুষ্ঠান করিতে তবে অনুভব করিতে পারিতে শক্তির স্ফুরণে মূর্ত্তির আবির্ভাব কিরূপে হয়? যদি ঋষিগণের গুহ্যকথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতে তাহা হইলেও কথঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারিতে মা আমার ওরূপ রূপে কালী হইলেন কেন? আজি সেই কথা বলিব। গুহ্য কথা বলা নিষিদ্ধ, তথাপি রাগের ও তুঃখের ভরে বলিতে হইল। মা আদ্যাশক্তি! ক্ষমা করিবেন।

যোগী যোগ অনুষ্ঠান করেন শক্তি হইতে জীবের মুক্তির জন্য। যোগীর একান্ত ইচ্ছা তাঁহার জীবাত্মা যেন আর জীব শক্তির প্ররোচনায় যাতায়াত করিতে হয়, এমন কর্ম্ম না করেন—স্ত্রৈণ হইয়া ঘরে বসিয়া চিরকালের তরে আর ইহকাল পরকাল নষ্ট না করেন, জীব আর শিব একই। অতএব ভবিষ্যতে জীব পদ স্থলে শিবপদ ও ব্যবহার করিব। যোগী যোগবলে অবিদ্যা, অসিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ বিলুপ্ত করেন। যতই যোগানুষ্ঠান করেন ততই এই সকল অবিদ্যাদি চিত্ত হইতে বিলুপ্ত হওয়ায় অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয়। অন্তঃকরণ নির্ম্মল হওয়ার আর একটী উপায় আছে। যথা—

"মৈত্রীকরুণা মুদিতোপেক্ষাণাং
সুখতুঃখ পুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্ত প্রসাদনং

পাতঞ্জল দর্শন।

তাৎপর্য্য—পরের সুখ উপস্থিত হইলে তাহাতে হিংসা না করিয়া সেই সুখে মৈত্রী (সহানুভূতি) করিবে। পরের তুঃখ উপস্থিত হইলে আমোদ না দেখিয়া দয়া প্রকাশ করিবে। পরে পুণ্যকার্য্য করিলে ইর্ষাদিগ্ধ না হইয়া সুখী হইবে আর পরে

পাপ কার্য্য করিলে তাহার অনুকরণ না করিয়া উপেক্ষা করিবে তাহা হইলে চিত্ত দিন দিন নির্ম্মল হইবে। নির্ম্মল বস্তুর স্বাভাবিক শক্তির স্ফুরণ হইয়া থাকে। জীবেরও এইরূপ নির্ম্মলতা হইলে তাঁহার শক্তির বিকাশ হয়। শক্তি তখন দেখা দেন। কিন্তু শক্তি এরূপ প্রকাশ্যভাবে আর থাকিতে পারেন না। বোধ হয়, অকারণ যাবৎ কষ্ট দিয়াছেন বলিয়া লজ্জায় পলাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু জীবরূপ শিব মহামায়ার মায়ার খাতির ছাড়িতে পারেন না। মহামায়া শিবশক্তি না ছাড় বন্ধা, তিনি বাপের বাড়ী যাইবেনই যাইবেন। শিব সংসার-শ্মশানে চিরদিন থাকিতে প্রস্তুত, চিরকাল ভূতের সহিত ক্রীড়ায় উন্মুখ, প্রতি মুহূর্ত্তে ভিক্ষাভাণ্ড ইন্দ্রিয় লইয়া বিষয়ের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে ব্যগ্র, সহস্র কষ্ট করিয়াও মহামায়ার সন্তোষ সাধন করিতে অভিলাষী, তথাপি মহামায়াকে ছাড়িতে পারেন না। শতযন্ত্রণসঙ্কুল এই শ্মশানক্ষেত্রও ভাল, যথায় কেবল সুখ বই দুঃখ নাই, জ্ঞান বই অজ্ঞান নাই, আলোক বই অন্ধকার নাই, শিব বই জীব নাই, সেই সদানন্দ ধাম তাঁহার নিকট অধাম। মহামায়ার মায়ার ঘোর ভাঙিল। তাঁহার জন্মভূমি দর্শনের লালসা বলবতী কাজেই তিনি অন্তর্হিত হইলেন শিব হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিলেন। কি করেন, কি ভাবেন কিছুই স্থির নাই। অথচ নিজে একেবারে নিষ্ক্রিয়, স্থির নিবাত নিষ্কম্প ইব প্রদীপঃ। আজ সতী হারা হইয়া ভোলা সব ভুলিয়াছে, ভিক্ষা ভুলিয়াছে, ভাঙ ভুলিয়াছে, শ্মশান ভুলিয়াছে, ভূত ভুলিয়াছে, তখনও একেবারে ভোলেনি সতী শক্তি। তা'ই এক একবার বিরহে জগৎ তন্ময় দেখিতেছে। তখনও দ্বৈতভাব সম্পূর্ণ জাগরূক তখনও ভোলা শক্তির জন্য পাগল। গাছে শক্তি, পাতায় শক্তি, শূন্যে শক্তি! একি শক্তি? এযে ভীষণ মূর্ত্তি! এতদিন যাহাকে প্রিয়দর্শন অচেনক বিবেচনা ছিল, এতদিন যে প্রেম দৃষ্টিতে কৃপাবর্ষণ করিত, আজ তাহার এ পিশাচী মূর্ত্তি কেন? এযে করালবদনা, ঘোরা মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা, মুণ্ডমালাবিভূষণা, সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়্গবামাধোর্দ্ধকরাম্বুজা, মহামেঘপ্রভা, শ্যামা, দিগম্বরী, কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালিগলদ্রুধিরচর্ব্বিতা দক্ষিণা কালিকা মূর্ত্তি!!! সতি! আর তোমার বিভীষিকা মূর্ত্তি ভোলা দেখিতে পারে না। তুমি যেখানে সন্তুষ্ট তথায় যাও আজ হইতে ভোলা সব ভুলিল, সমস্ত জঞ্জাল চুকিয়া গেল। সতী স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সতীহারা ভোলার হৃদয় হইতে সুখদুঃখ জ্ঞান অন্তর্হিত হইল। শ্মশান বাস উঠিল। ভিক্ষা করা ঘুচিল।

অশরীরে বাবসন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ। শ্রুতি

শরীরসম্বন্ধরহিত আত্মাকে প্রিয় এবং অপ্রিয় স্পর্শ করে না। তখন সমস্ত অভিমান অন্তর্হিত হয়।

কেহ যেন বিবেচনা না করেন, আমি শিবের শিবত্ব ঘুচাইবার জন্য রূপকের অনুগ্রহে এই অদ্ভুত কল্পনা করিলাম। নিজের অস্তিতা লোপ করিতে না পারিলে সে কৈলাসনাথ সদাশিবের অস্তিত্ব লোপ করিতে পারে না। সে শিব সত্য, সে ঘটনাও সত্য প্রথমে সেই সদাশিব যোগীর গোচরে এই দক্ষিণা কালিকা মূর্ত্তির প্রথম প্রকাশ হয়। অনন্তর তারা প্রভৃতি মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়। সেই পুরাণ যোগী সদাশিবের চক্ষে যাহা প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। এ ঊনবিংশ শতাব্দীর যোগী যদি শক্তিপরিহার করিবার জন্য যোগ আরাধনা করেন, এবং ক্রমে কৃতার্থতা লাভ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সম্মুখেও এ ভীষণ মূর্ত্তির পূর্ণ প্রকাশ হইতে পারে। যদি যোগী এ ভীষণ মূর্ত্তির ভয়ে যোগভ্রষ্ট হন, তাহা হইলে তিনি মহামায়া পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন না। শিব হইয়া সিদ্ধিসেবন হয় না। যে অষ্টপাশ হইতে মুক্ত হয়, সেই সিদ্ধিলাভ করে। অতএব মুণ্ডমালাতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

"ঘৃণালজ্জা ভয়ং শোকো জুগুপ্সা চেতিপঞ্চমী।
কুলং শীলং তথা জাতি রষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
তুষেণ বদ্ধো ব্রীহিঃ স্যাৎ তুষাভাবেঽপি তণ্ডুলঃ।
কর্ম্মবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মমুক্তঃ সদাশিবঃ॥"

ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক, জুগুপ্সা, কুল, শীল ও জাতি এই আটটী জীবের পাশ। ব্রীহি যেমন তুষে আবদ্ধ থাকে এবং তুষের বিশ্লেষণে তণ্ডুল হয়। সেইরূপ স্বকর্ম্মজনিত অষ্টপাশ বদ্ধ হইলে জীব হয় এবং সেই জীব পাশকর্ম্ম হইতে মুক্ত হইলে সদাশিব হয়। যোগীর চিত্ত পরীক্ষার জন্য মহামায়ার এই লীলা খেলা যিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তিনি মর্ত্তে রূপ পারিতোষিক লাভ করেন।

অনেকে শুনিয়া থাকিবেন, অনেকে কালী সাধন করিতে গিয়া ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সাধনা হইতে নিবৃত্ত হয় এবং যাহারা ভীত হয় না তাহারাই পূর্ণমনোরথ হয়।

ছোটমার কথা বলিতে গিয়া অনেক কথা বলিলাম। পাঠক, শুনিলে, আমার মা কালা হইলেন কেন? এযে দেখিবার বিষয়, শুনিয়া বা পড়িয়া ইহার ধারণা হয় না। সন্দেহ বিশ্বাসের অন্তরায় হয়। যদি নিঃসন্দিগ্ধ হইতে চাও যোগ অনুষ্ঠান কর। আমরা সেই যোগীর যোগগম্য দক্ষিণা কালিকামূর্ত্তি পূজা করি কেন সে কথা আজ বলা হইল না।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।
মহেশপুর।

ব্রাহ্মণের কুরুচি।

ভগবান্ বলিয়াছেন,

"শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেবচ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্মস্বভাবজম্"॥

শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সারল্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এই সকল ব্রাহ্মণ জাতির স্বভাবজ। অভ্যাস, চেষ্টা, সংসর্গ এবং উপদেশাদির সাহায্য ব্যতীত আপনা হইতেই যাহা হইয়া থাকে তাহাকে স্বভাবজ বলে। ব্যাঘ্রের হিংসা স্বাভাবিকী; পক্ষীর উড্ডয়ন স্বভাবজ। তদ্রূপ শম দমাদিও ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত। বর্ত্তমান সময়ে কলিপ্রভাবে ব্রাহ্মণের মধ্যে ঐ সমস্ত গুণাবলীর হ্রাস দেখা যায় এমন কি অনেকেরই দেখিতে পাওয়া যায় না সেই জন্য ব্রাহ্মণগণ রজস্তমোময় হইয়া কুরুচি

প্রিয় হইতেছেন। এবং উহারই প্রভাবে ব্রাহ্মণকে অশেষরূপে ধিক্কৃত হইতে হইয়াছে। পরম হিতৈষিণী শ্রুতি বলিয়াছেন "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" ব্রাহ্মণ জাগরিত হননা ঘোর সুষুপ্তিতে অচেতন কাজেই উত্থান শক্তি বিরহিত। দুর্দ্দম কলি কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক বিদলিত করিতেছে তথাপি ঘুম ভাঙ্গে না, যদি বা নয়ন উন্মিলিত হয় তৎক্ষণাৎ ঘোর তামসপট নেত্র আবরণ করে আবার নিমিলিত হয়। ব্রাহ্মণ ক্ষুধার সময় আহার করেন,—কুরুচি-আহার, দর্শন—কুরুচি প্রকাশ রূপজাত, শ্রবণ করেন কুরুচি কাহিনী, ব্রাহ্মণের "সু" স্থলে ক্রমে ক্রমে "কু" অধিকার করিয়া "সু" কে নির্ব্বাসিত করিতেছে। কর্ম্ম ভূমি ভারতের যে দিকে নেত্রপাত করা যায় দেখিতে পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ আত্মবিস্মৃত ব্রহ্মণ্যপরিভ্রষ্ট, ও স্বজাতিদ্রোহী। ব্রাহ্মণে একতার অভাব বড়ই বাড়িয়া উঠিতেছে। ব্রাহ্মণ লোভী, লোভ সংযমন করিতে না পারিয়া নানাবিধ কুকার্য্য ব্রাহ্মণের করণীয় হইয়া উঠিতেছে। এই জন্য ব্রাহ্মণ আত্মমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিতে ত্রুটী করিতেছেন না। নিয়ত অধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিয়া মলিন হইতেছেন। যাঁহারা শাস্ত্র ব্যবসায়ী তাঁহারা উহা ছাড়িয়া দিয়া ঘোর বিলাসী হইতেছেন। শাস্ত্রাচার পরিহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। অনধিকারে বিদ্যা দান করিয়া সমাজ বিপ্লব ঘটাইতেছেন। শূদ্র প্রকাশ্যভাবে বেদ আলোচনা করিতেছেন, ব্রাহ্মণ তাহার সাহায্য করিতেছেন, শূদ্র বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিনাশ করিয়া ব্রাহ্মণের সহিত পান ভোজন ও যৌন সম্বন্ধ স্থাপন জন্য প্রয়াসী, ব্রাহ্মণ তাহার প্রবন্ধের যোগ দিয়া উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। ঐ দেখ যশোহর নগর হইতে হিন্দু পত্রিকা-নামে হিন্দু বিরুদ্ধ ধর্ম্মচার প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইতেছে, শাস্ত্র ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ তাহাতে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছেন, দ্বিজেতর জাতি বেদ আলোচনা করিতেছেন, শাস্ত্রের অর্থ স্বাভিমত রূপে ব্যক্ত করিয়া প্রচার করিতেছেন, ব্রাহ্মণ তাহা অম্লান বদনে গ্রহণ করিতেছেন। এইরূপে শত শত কার্য্য ব্রাহ্মণের কুমতি ও কুরুচির পরিচয় প্রদান করিতেছে। যদি ক্রমশ উহার বেগ বর্দ্ধমান হইতে থাকে তবে অচিরে সমাজ বিলয় প্রাপ্ত হইবে। এজন্য আমারা একান্ত বিনয়ের সহিত ব্রাহ্মণগণ সমীপে নিম্নলিখিত প্রস্তাব করিতেছি ব্রাহ্মণ মণ্ডলী অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব। ইহা রাজাজ্ঞা নহে যে, সকলেই উহাতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু আত্মদুর্গতি মোচনের জন্য যে যাহা প্রস্তাব করে তাহা শ্রবণ করা অন্যায় নহে। আর বিজ্ঞ চিন্তাশীল কোবিদগণ আরও অনেক সদুপায় বলিয়া দিতে পারেন। ভারতীয় ধর্ম্মমণ্ডলীরও এ বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়।

১। শাস্ত্রব্যবসায়িগণ শাস্ত্র উপদেশের সঙ্গে আচার বিষয়েও উপদেশ দিবেন। এবং সদাচার প্রবর্ত্তিত করাইবেনা।

২। শাস্ত্রার্থ প্রকাশে মতদ্বৈধ হইতে পারে কিন্তু অপব্যবস্থা প্রদান কোন রূপে না হয়। এবং ব্যবস্থা প্রদান কালে স্বার্থপরতা সম্পূর্ণ রূপে বিস্মৃত থাকে।

৩। ব্রাহ্মণের একতা থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। একতার বিনাশক অনুষ্ঠান হইতে সুদূরে অবস্থান। ব্রাহ্মণ বিনাশার্থ যেন এখন জগৎ বদ্ধপরিকর। এই আপদ সময়ে একতা না থাকিলে নিতান্ত দুরবস্থায় পড়িতে হইবে। দুরবস্থায় ভেকেও পদাঘাত করিতে সঙ্কুচিত হয় না। ব্রাহ্মণ ভাবিয়া দেখুন ছিলেন কি আজ হইতেছেন কি? অধঃপাত ভিন্ন উন্নতি কোথায়? এখনও সাবধান হইলে স্বস্থ থাকা সম্ভব নচেৎ অবমাননা পদে পদে।

৪। যথা সাধ্য নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও আচার্য্য সেবা

৫। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ সন্তান (কি যাবতীয় হিন্দুসন্তান) অর্থার্জ্জন আশায় পাশ্চাত্য বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন তাহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা ও আচার শিক্ষা দান। আচার বিষয়ে ঔদাস্য অবলম্বন করিলে বিদ্যালয়ের নানাবিধ সংসর্গে বালক বিকৃত মতি হইয়া উঠে। এই জন্য পাশ্চাত্য বিদ্যালয় প্রবিষ্ট ব্রাহ্মণ সন্তানগণ সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত হইয়া সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত ও লজ্জিত হইয়া উঠে এবং অখাদ্য গলাধঃ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। উহাই বিশেষ অনিষ্টের নিদান হইয়া উঠিতেছে।

৬। অধিকারানুরূপ বিদ্যাদান করা।

৭। ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মণ্য রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা।

৮। বিলাস বাসনা সর্ব্বথা পরিহার।

৯। অশাস্ত্রীয় ব্যবহার ক্রমশঃ নির্ম্মূল করা।

১০। ব্রাহ্মণের স্বভাবজগুণাবলীর উদ্ধার সাধন।

এইরূপ আরও অনেক উপায় লেখা যাইতে পারে। লেখাই উদ্দেশ্য নহে, যাহাতে ব্রাহ্মণগণ জাগরিত থাকিতে পারেন তাহারই প্রয়াস। ক্রমশঃ ব্রাহ্মণের অশেষ দুর্দ্দশা উপস্থিত ব্রাহ্মণ যদি সেই দুর্দ্দম দুর্দ্দশাস্রোতে ইচ্ছা করিয়া গা ঢালিয়া দেন, আত্মহত্যা করেন তবে আর কাহাকে বলিব। সংসারের সহিত সংগ্রাম করা ব্রাহ্মণগণের চিরন্তন অভ্যাস, এখন এই অভ্যাস ক্রমে ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতেছে, ব্রাহ্মণ অর্থগৃধ্নু হইতেছেন। তিন্তিরী পত্রকাথে উদর জ্বালা নিবৃত্তি করিয়া ব্রাহ্মণ যে শাস্ত্র মহিমা প্রচার করিয়াছেন অধুনা আমিষ সেবাতে বা চতুর্ব্বিধ উপাদেয় অদনে তাহা হয় না কেন? আমরা তপস্যার ক্লেশ অনিচ্ছায় সহ্য করিতেছি অথচ তপস্যা ছাড়িতেছি। বিষয়ের দাস হইয়া বিষয়ীর মুখাপেক্ষা করিতেছি তাহার ছন্দানুবর্ত্তন জন্য চাটুবাদ ও অব্রাহ্মণোচিত কার্য্যতৎপর হইতেছি। আমাদের দুর্গতি না হইবে কেন? যত অকার্য্য, ব্রাহ্মণ তাহার অগ্রকর্ত্তা। একটু আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতিভাত হইবে যে, ব্রাহ্মণ ক্রমশ কত অধঃপতিত হইতেছেন। ব্রাহ্মণকে নীচস্থ করিবার জন্য নানাবিধ কুহকজাল বিস্তৃত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত হিন্দুপত্রিকা, লেখককে প্রতি প্রবন্ধে ৫ টাকা দিবেন এরূপ ঘোষণা দিয়াছেন, অমনি ব্রাহ্মণ পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া প্রবন্ধ প্রদান করিতেছেন। শূদ্র সম্পাদক প্রচারিত বেদ বাক্য দেখিতেছেন। এইরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে যাহা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিতান্ত অন্যায়। ইহার চরম ফল ব্রাহ্মণের প্রতি সকলের অশ্রদ্ধা ও অভক্তি। ব্রাহ্মণগণ আত্মোৎসর্গের পরিবর্ত্তে আত্মবলি প্রদান করিতেছেন। ব্রাহ্মণ শাস্ত্রাচারপরায়ণ হইলে একতা সূত্র সুদৃঢ় থাকে অন্যথা শূদ্র সংসর্গে শূদ্রবৎ হইতে হইবে

ব্রাহ্মণের গৌরব থাকিবে কেন? আমরা এসম্বন্ধে অধিক লিখিতে চাহিনা, ব্রাহ্মণ নিরক্ষর জাতি নহেন কাল ধর্ম্মে লোভের কুহকে, কু আশামরীচিকায় তাঁহারা স্বপ্নবৎ যাহা দেখিতেছেন তাহা তাঁহারপক্ষে অতীব গর্হিত। একবার ব্রাহ্মণগণ শ্রৌতবাক্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করুন। উদাত্ত-স্বরে পাঠ করুন।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্নিবোধতঃ
ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

শ্রীকামিনীমোহন শাস্ত্রী।

সমাজ।

স্বাধীনতা বড়ই মুখরোচক। এই ছয়শত বৎসর স্বাধীনতার আস্বাদ বাঙ্গালী ভুলিয়াছে, তবুও সে কথা শুনিলে সমাজ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্রতার অন্বেষণে ধাবিত হইতে হয়, স্বাধীনতার লক্ষণ মনে নাই, তাই স্বাধীনতা ভ্রমে স্বেচ্ছাচারিতাকে আলিঙ্গন করিতে যাই। কিন্তু সমাজে থাকিতে হইলে, দশজনের মধ্যে একজন হইতে হইলে পরাধীন হইতে হইবে, শাসন ও সংযমের কঠিন গ্রন্থিতে অষ্টাঙ্গ বদ্ধ থাকিবে, আচার ও ব্যবহার, রীতি ও নীতির দাস হইয়া চলিতে হইবে। সমাজ, ধর্ম্ম দুই অঙ্গে বিভক্ত। এক শাসন, দ্বিতীয় সংযম। শাসন ও সংযমের বাহিরে যাইতে চাহিলে সমাজ ত্যাগ করিতে হইবে, শ্মশাসবাসী সন্ন্যাসা হইতে হইবে, যে দেশে মানুষের বাস, সে দেশ দূরে রাখিয়া চলিতে হইবে। তোমার আমার সমাজ না হইলে চলে না, একান্ত নির্জ্জন প্রদেশে তুমি, আমি থাকিতে পারি না, কাযেই আমাদের সামাজিক বিষয়ের আলোচনা করা আবশ্যক, তাহাতে আবার মন ভুলান বৈদেশিক সাম্যবাদের কথা দেশে প্রচারিত হইয়া আমাদিগকে ব্যবহারভ্রষ্ট করিতেছে।

বলিয়াছি শাসন এবং সংযম সমাজে দুইটী পক্ষ। এই দুইটি সমশক্তি সম্পন্ন থাকিলে সমাজ ধীরে ধীরে উন্নতির পথে ধাবিত হয়, সমাজে সুখ ও সন্তোষ বিরাজ করে। শাসন বালক শিক্ষার জন্য, সংযম বুদ্ধিমান্ ও বিজ্ঞকে সুস্থ রাখিবার জন্য। যখন ভাল মন্দ বুঝি না, যখন সুবিধা, অসুবিধা দেখিতে পাই না, যখন যাহা আশু আনন্দ দায়ক, তাহা লইয়া মত্ত হই, তখন শাসন আমাকে সংযত রাখে। শাসনের প্রধান অনুপান ভীতি। তুমি আমি কেহই ভয়শূন্য নহি! তুমি পণ্ডিত মহাশয়ের বেত্রাঘাতে ভীত ও চঞ্চল হও, আমি পিতার তাড়না ও পরুষ বাক্যে ভীত ও ব্যথিত হই, অন্য কেহ বা অপমানের ভয়ে গলিয়া যায়। তোমাকে আমাকে সমাজের বাঁধা খাদে ফেলিয়া সমাজের-দৃঢ় সংস্কার রজ্জুতে আবদ্ধ করিতে হইলে শাসনের প্রচণ্ড প্রকাশ আবশ্যক। খেজুরের ছড়ির সপ্ সপানির সহিত, পিতার দৈনিক তাড়নার সহিত মাতার থেলনা ক্রয় করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাঁহাদের মনোমত এক প্রকার জীব তৈয়ার হইয়া উঠি, বর্ণ পরিচয় হয়, পুস্তকাদি পাঠ করিতে শিখি, লোক লজ্জা, লোক ভয় রূপে এক নূতন ভীতির উৎপত্তি হয় এবং আমারা সমাজের ও দেশের পাপ পুণ্যের উচিত অনুচিতের চুল চেরা পার্থক্যের ভাব মনে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের সংস্কার অঙ্গে জড়াইয়া আচ্ছাদিত চক্ষু যেন পক্ষির ন্যায় সমাজের ইঙ্গিতানুযায়ী একদিকে গিয়া আপতিত হই। শাসন এইটুকু করে, সংযম আমাদিগকে আমাদের সমাজের শাসন-শিক্ষিত ভাল মন্দের মাপ কাটিতে আমাদিগকে সকল বিষয় বুঝিয়া মাপিয়া লইতে বলে। যতদিন শাসনের দ্বারা সংস্কার বদ্ধ না হয়, যতদিন শাসনের প্রভাবে স্বতঃ সিদ্ধির ন্যায় গুটি কতক বিষয় মনে দৃঢ় অঙ্কিত না হয়, তত দিন সংযমের প্রয়োজন নাই। সমাজের অষ্টে পৃষ্ঠে বন্ধনের মধ্যেও একটু স্বাধীনতা আছে। তুমি আমি সামাজিক জীব যখন শিক্ষাদ্বারা, শাসন ও দণ্ডের দ্বারা এই স্বাধীনতা খণ্ডের অধিকারী হইব, তখন আমাদিগকে এই সংযমের ব্যবহার করিতে হইবে। যাহা আমি ইচ্ছা করিলে করিতে পারি, কিন্তু কার্য্যের প্রকাশে হয়ত আমাকে লোক লজ্জা ভয়রূপী শাসনের প্রচণ্ড প্রহারে ব্যথিত হইতে হইবে, এবং যে ব্যাপার আমার হৃদয়ের গুপ্ত ভাণ্ডারে লুক্কায়িত থাকিলেও থাকিতে পারে, তাহার সেই কার্য্য সম্পাদনে আমাকে সংযম প্রয়োগ করিতে হইবে। নচেৎ পরোক্ষ ভাবে আমি সমাজ শাসন যোগ্য হইব।

শাসন দুই প্রকারের শারীরিক এবং মানসিক। মানসিক শাসন আবার দুই ভাগে বিভক্ত, প্রথম লৌকিক, অপর পারলৌকিক। শারীরিক শাসনের কথা অধিক কি বলিব, উহা গৃহে চড় চাপড় রূপে, পাঠশালায় বেত্ররূপে, বিচারালয়ে পিনাল কোডের ধারা রূপে বিরাজমান। মানসিক-লৌকিক শাসন, লোক লজ্জা অপমান ক্ষতিবোধকেই বলা যায়। মানসিক-পারলৌকিক শাসন অন্য কিছু নহে, উহা কেবল নরক ভোগ ভয়, এবং ভগবানের অসন্তুষ্ট জন্য দুঃখভোগ ভয়। শারীর শাসনের জন্য দণ্ডবিধি, মানসিক শাসনের জন্য ব্যবহার নীতি ও ধর্ম্ম প্রথা প্রণীত হইয়াছে। শারীর শাসনের কর্ত্তা রাজা, কারণ তিনি দণ্ডধারী, মানসিক লৌকিক শাসনের কর্ত্তা সমাজ এবং মানসিক পারলৌকিক শাসনের কর্ত্তা স্বয়ং ভগবান্। তবে অনেক স্থানে শারীর শাসন এবং মানসিক শাসন একই আধারে প্রবাহিত হয়। চুরি করিলে রাজশাসনানুযায়ী দণ্ড কারাবরোধ এবং সমাজ শাসনানুযায়ী দণ্ড অপমান ও সমাজ কর্ত্তৃক পরিবর্জ্জন। অপিচ মৃত্যুর পরে ভগবানের ব্যবস্থানুযায়ী নরক ভোগ করিতে হয়। যে সমাজের প্রত্যেক ব্যবস্থা এই তিন শাসনের দ্বারা পরিপুষ্ট এবং দৃঢ়ীকৃত, সেই সমাজ বহুকাল স্থায়ী।

সংযম ও দুই প্রকারের শারীর ও মানসিক। শরীর সংযমের দ্বারা লোকে সমাজ বিরুদ্ধ ও ব্যবহার বিরুদ্ধ কার্য্য হইতে বিরত থাকে। মানসিক সংযমের দ্বারা কু-চিন্তা এবং কু-বাসনা হইতে মনকে পবিত্র ও বিমল রাখা যায়। গোপনে যবনিকার অন্তরালে, গৃহাভ্যন্তরে পাপ কার্য্য, যাহা হয়ত আইন বিরুদ্ধ নহে, এবং আইনের চক্ষে দণ্ডনায় নহে, করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহার প্রকাশে লোক নিন্দার ভয় আছে এবং অপ্রকাশে

ভগবানের দুয়ারে দায়গ্রস্থ হইতে হইবে, সুতরাং সে কার্য্যে বিরত থাকিলাম, ইহাই শারীর সংযম। মানসিক সংযম উচ্চাঙ্গের ও উচ্চাধিকারীর জন্য। সমাজ সমক্ষে ও রাজদ্বারে ইহার উল্লঙ্ঘনের জন্য কেহ দায়ী নহে। তুমি আমি মনে মনে শত শত অপরাধ করিতে পারি, দণ্ড দেয় কে, প্রমাণ কোথায়? পরন্তু সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বচক্ষু, সর্ব্ব দীপ্তিমান্, সর্ব্বাধার ভগবানের কাছেত লুকাচুরি খেলা নাই, মনোরাজ্যের তিনি রাজা, ইহার শাসন দণ্ড ভার তাঁহার হস্তে। এবং ধর্ম্মের সূক্ষ্ম ব্যবস্থানুযায়ী ইহার শাসন প্রথাও নির্ণিত হইয়াছে।

পরন্তু শাসন ও সংযম সংলিপ্ত ভাবেই থাকে, শাসন শূন্য সংযম নাই, এবং একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, শাসনের ফলই সংযম। শাসনের ভয় না থাকিলে কে কবে প্রবৃত্তিকে সংযত করিত? কারাগারের ভয়, নরক ভোগের ভয়, লোক লজ্জা ভয় না থাকিলে সংসারে সংযমী ধার্ম্মিক লোক পাওয়া যাইত না। সেই শৈশব-উষা হইতে এই যৌবন-মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত অল্পে অল্পে ভয়ে, লোভে, অহঙ্কারে কত নূতন কথা শিখিয়াছি, কত ভাল মন্দ বিষয় জানিতে পারিয়াছি, এইটি কু, ও এইটা সু, ইহা পাপ উহা পুণ্য আদি কত বিষয় বুঝিয়াছি, কাহাকেও বা ঘৃণা করিতে, কাহাকেও বা আদর করিতে আরম্ভ করিয়াছি, সংস্কার বদ্ধ হইয়া সদসতের বাছাই করিতে পারি। তাই না আমার সমাজের চক্ষে আমি সংযমী ও ধার্ম্মিক হইয়াছি। কাজেই বলিতে হয় সংযম শাসনের ফল। স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত সংযমা কেহই নহে। সকলেরই ইচ্ছা সমাজ শিক্ষাদ্বারা পরিচালিত এবং সম্যক্ শাসিত। পক্ষান্তরে কেবল ভয়ের সাহায্যে শাসন প্রণালী প্রচারিত হইলে কু ফলও ফলিতে পারে। শুদ্ধ ভয় দেখাইয়া সংসারে কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। তাই ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে লোভ, মোহ, উচ্চাশা সুখলিপ্সা জড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। সমাজ বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে নিন্দা ভয়, দণ্ডভয়, নরক ভয়, আছে। অপরঞ্চ সমাজানুকূল কার্য্য করিলে লোকে যশ, রাজদ্বারে সম্মান এবং স্বর্গ সুখ সঞ্চিত থাকে। ভয়দ্বারা লোককে যেমন কু কার্য্য হইতে দূরে রাখে, তেমনি আশা সুখেচ্ছাদ্বারা তাহাদিগকে সৎকার্য্যে মতি দেয়। এবং সমাজ অনুকূল সাধু কার্য্যে মতি থাকিলেই কাযে কাযেই কু বৃত্তি ও কু বাসনা অন্তর্হিত হইবে সুতরাং শাসনের উদ্দেশ্য ভয় ও লোভদ্বারা সাধিত হয়। ভয় শূন্য শাসন অসম্ভব, কিন্তু ভয়ের পার্শ্বে গুপ্ত ভাবে লোভের ভুলান মোহিনীমূর্ত্তি ও ফুটিয়া উঠে। মানুষ ভয়ে শঙ্কিত হইয়া এবং লোভে উত্তেজিত হইয়া সমাজানুকূল সাধু কার্য্যে রত হয়।

কেহ কখনও ভাবিয়া বুঝিয়া কাগজে কলমে বিধি নিষেধ লিখিয়া বাঁধিয়া হঠাৎ একটা সমাজ নির্ম্মাণ করে নাই। সমাজের স্থিতি অনাদি। অন্ততঃ আমরা কোন সমাজেরই উৎপত্তির কথা ইতিহাসের কোন স্থানেই পাই নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিত মেন বেন্থাম মেণ্টস্কু আদি কেহই সমাজের জন্মকথা বলিতে পারেন নাই। মনুষ্য সামাজিক জীব ঐতিহাসিক সময়ের মধ্যে যখনই মনুষ্যের পুরাবৃত্তের আলোচনা করা গিয়াছে, সভ্য, বর্ব্বর, রাক্ষস, পৈশাচ যে কোন অবস্থায় তাহাকে পাওয়া গিয়াছে, সে তখনই সেই অবস্থাতেই তাহাদিগকে সমাজ শাসন-দ্বারা পরিচালিত হইতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং বলিতে হইবে সমাজ কোন মনুষ্য বিশেষের স্বকপোল কল্পিত চিন্তা প্রসূত নহে। উপযোগিতা, উপকারিতা অতএব দেশকাল পাত্রানুযায়ী আচার ব্যবহার সমাজে প্রচলিত হইয়া থাকে, এবং তাহাদের পরিবর্ত্তনও হইয়া থাকে। তবে বিধিবদ্ধ ও প্রচলিত আচার পদ্ধতি বড় সহজে পরিবর্ত্তিত হয় না। এবং শীঘ্র ও সহজ পরিবর্ত্তনে সমাজের ক্ষতি ও বিশৃঙ্খলার খুব সম্ভাবনা। যাঁহারা সামাজিক, সমাজের উন্নতি অবনতির জন্য চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত আশুসুখদ, হয়ত পরিণাম বিরস, কোন ব্যবহারের প্রচলন হঠাৎ করিতে দেন না। স্থিতিশীলতা সমাজের দীর্ঘজীবনের লক্ষণ, তীব্র উন্নতি শীলতা সমাজের আত্ম-বিধ্বংসের ভীষণ ইঙ্গিত। অধিক লোকের মধ্যে অনেক প্রদেশে যে সমাজে পদ্ধতি বিস্তারিত, তাহা এক প্রকার অমরবহুযুগস্থায়ী। সুতরাং সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী যাঁহারা, তাঁহারা সমাজ বন্ধন খুব দৃঢ় করিতে চেষ্টা করেন। বলিয়াছি শাসনের অঙ্গ ভয় ও লোভ। যে ভয় চিরজীবন স্থায়ী, যাহার তামসচ্ছায়া পরলোককেও অন্ধকারাবৃত করে। যাহার তর্জ্জনী তাড়নে জীবন প্রতিক্ষণ কম্পিত ও বিচলিত হয়, এবং যে লোভ আশৈশব জ্বরা পর্য্যন্ত মন ভুলাইয়া থাকে, যাহার মোহন মাধুরীতে নরকের ভীষণতাও অপসৃত হয়, যাহার উত্তেজনায় ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজিত হইয়া উঠি, সেই ভয় এবং সেই লোভই শাসনের প্রকৃত উপযোগী। এবং এবম্বিধ শাসনের দ্বারা সমাজবিধি চিরদিন স্থায়ী হইয়া থাকে। ইহাই ধর্ম্মশাসন, যমরাজার ইহাই প্রচণ্ড দণ্ড। যে সমাজে ধর্ম্মশাসন, ক্ষীণবল এবং অবহেলার বিষয়, সে সমাজ বহুদিন আর এসংসারে তিষ্টিতে পারিবেন না। কেননা উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল মনুষ্য প্রভৃতিকে সংযত ও সংবদ্ধ রাখিতে হইলে এমন কোন শাসন চাই, যাহা চিরদিন স্থায়ী। রাজার শাসন দুইবৎসর কিম্বা দশবৎসর কারাবরোধ, লোক নিন্দা দুইদিন দশদিন থাকে, তাহার পর সকলিই অতীতের গর্ভে পতিত হয়। কিন্তু ধর্ম্মশাসনে ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান মিশিয়া গিয়াছে, আশা-আকাঙ্ক্ষা এক হইয়া হতাশার সহগামী হইয়াছে, সহায় নাই, সম্বল নাই, পৃষ্ঠপোসক পরামর্শ দাতা কেহ নাই। কাহার মুখের দিকে তাকাইয়া তোমার নিজকৃত পাপের, অসহ্য যন্ত্রণা বিস্মৃত হইবে? কাহাকেই বা মনের ব্যথা জানাইয়া দুঃখের লাঘব করিবে। ধর্ম্মরাজ্যে তুমি একলা, তোমার সহানুভাবক কেহই নাই। আছেন কেবল অগতির গতি ভগবান্। তিনিও কিন্তু ভক্তির অধিন, পবিত্রতার পক্ষপাতী, তিনি আর্ত্তের বন্ধু নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। তোমার আমার অহঙ্কার যতদিন থাকিবে, ততদিন ভগবত্ কৃপাপ্রার্থী হইলেও তাঁহার করুণা যোগ্য হইব না। সুতরাং বলিতে হইবে ধর্ম্মের শাসন বড়ই ভীষণ, বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। ধর্ম্ম ভয়ের ন্যায় ভয় নাই, ধর্ম্মের তাড়নার ন্যায় তাড়না জগতে পাওয়া যাইবে না। পরন্তু শাসন কার্য্যকরী করিতে হইলে ইহার শিক্ষা আবশ্যক। কেননা সংস্কার, খেয়ালের উপরই জগৎ পরিচালিত। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জন্য ভিন্ন

ভিন্ন খেয়ালের ব্যবস্থা আছে। সেই ব্যবস্থানুযায়ী শিক্ষিত হইলে সংস্কার, খেয়াল, তদনুরূপ গঠিত হয়। ধার্ম্মিকের খেয়াল এক প্রকারের, দেশহিতৈষীর অন্য প্রকারের, আবার নাস্তিক বিলাসপ্রিয় চার্ব্বাকগণের সংস্কার স্বতন্ত্র। শিক্ষা এবং আলোচনার দ্বারা এই সকল সংস্কারের উৎপত্তি। অতএব ধর্ম্ম শাসনের উপযোগীতা বুঝিয়া উহাকে প্রবল রাখিতে হইলে, ধর্ম্ম শিক্ষা প্রচারিত করা আবশ্যক।

সকলেই জানেন যে, আমাদের আধুনিক বঙ্গ সমাজ বড়ই বিশৃঙ্খলাপূর্ণ হইয়াছে। সকলেই বুঝেন যে, সমাজের শীঘ্র কোন সংস্কার না করিলে সমাজ ধ্বংস মুখে পতিত হইবে, তাই বাঙ্গালার শতকরা নব্বই জনে সংস্কারক সাজিয়াছে। হিন্দু সমাজ সংস্কার হইতেছে, উন্নত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছে, থিওসফী জাগিয়াছে, পজিটিভিষ্ট ভিতরে ভিতরে ঘুরিতেছে, নব্য হিন্দু দল সংগঠিত হইয়াছে এবং খৃষ্টান জাঁদরেল বুথ ও ভারত উদ্ধার মানসে মধ্যে মধ্যে আসিতেছে। গোটা ভারতটা উদ্ধার করিবার জন্য সকলেরই চেষ্টা, সকলেরই বাসনা এবং তজ্জন্য উদ্যোগেরও অভাব নাই। কিন্তু ফলে কিছু হইতেছে না, কেন হইতেছে না, ইহাই প্রথমে বুঝা আবশ্যক। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর বিষয় একটু আলোচনা করিলে অনেক কথা পরিষ্কার হইবে। বাঙ্গালী পঞ্চম বর্ষের বালক হইতে, ভরা যৌবন পঞ্চ বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত ইংরাজি শিখিবার জন্য স্কুল কলেজে পাঠ করিয়া থাকেন। এই বিংশতি বর্ষের শিক্ষায় হৃদয়ে যে সকল সংস্কার দৃঢ়বদ্ধ হইয়া যায়, বুদ্ধি যে ভাব ধারণ করে, তাহার পরিবর্ত্তন অসম্ভব। প্রৌঢ়ে যতই ধার্ম্মিক, আচারী, ভক্তিমান্ হউক না কেন, শৈশব ও যৌবন শিক্ষা সংস্কার কিছুতেই বিমোচিত হইবে না। বাঙ্গালী স্কুলে ইংরাজি শিখিয়া থাকেন, যথেচ্ছাচার অভ্যাস করেন কলেজে যাইয়া ইংরাজী বিজ্ঞান দর্শন পড়েন, মিল, স্পেন্সার, বেনের ফিলজাফি মন্থন করেন, টণ্ডাল হকসলির মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েন, ঈশ্বরকে অনাবশ্যক বোধে ত্যাগ করেন, উপযোগীতা লইয়া জীবন প্রবাহ সংপ্রণালীত করিবার চেষ্টা করেন। যাহাতে হৃদয় মাধুর্য্যের নির্ম্মল প্রবাহ ছুটিয়া যায়, যাহাতে চরিত্রের দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতা হয়, যাহাদ্বারা স্বার্থ ত্যাগের অঙ্কুর হৃদয়ে উপ্ত হয়, যাহা পাইলে লোকে মহাবীর জিতেন্দ্রিয়, হয়, বাঙ্গালী ইংরাজ রাজের আশীর্ব্বাদে তাহা ত্যাগ করিয়া, সেই অমূল্য নিধি স্বর্ণমণি দূরে রাখিয়া, ভগবত্প্রভাব শূন্য, ধর্ম্মশূন্য, ভক্তিশূন্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া এক অপূর্ব্ব জীব হইয়া উঠে। এই শিক্ষায় লোককে অব্যবস্থিতচিত্ত ব্যসনাশক্ত, বিলাসী স্বার্থান্ধ, অহঙ্কারী করে। বাঙ্গালী শিক্ষিত গণত বিষ খাইয়া অমৃত পানের ফল পাইবেন না, যেমন শিখাইয়াছে, তেমনি হইয়াছেন। কেবল এইটুকু হইলেও উপায় থাকিত, ইহার উপর পাশ্চাত্য সাম্যবাদ,স্বাধীনতা বাদ বিকৃতাঙ্গ হইয়া দেশে প্রচারিত হইয়াছে। সমাজ ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে সংযম শূন্য। হইয়াছে এবং সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রীর আশীর্ব্বাদে শাসন শূন্য হইয়াছে। বুদ্ধিমান্ বিবেচক হইয়াও লোকে বিলাসী সংযম শূন্য, দেখিয়া শুনিয়া পরিণাম জানিয়াও সকলেই শাসনশূন্য, উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল। উদ্‌ভ্রান্ত, উন্মত্ত। যে দুটি না থাকিলে সমাজ থাকে না, যাহা না হইলে মনুষ্য সমাজ পশুর সমাজে পরিণত হয়, আমাদের সেই দুইটি নাই। এই ত সে দিন এত ধুম ধাম করিয়া ব্রাহ্ম সমাজ প্রচারিত হইল, শাসন ও সংযম অভাবে তাহা সার্দ্ধ তিন খণ্ডে বিভক্ত এবং ইহারও মধ্যে জনে জনে ভিন্ন ভিন্ন বিরুদ্ধ মতবাদী। কিন্তু নদীর এত তেজ যে পথে পথে প্রলম্ব কেশ, দীর্ঘ নখ, গৈরিক বসন নব্য যুবক দলকে দেখিতে পাওয়া যাইত, এখন তাহাও কম পড়িয়াছে। যে শিক্ষায় হৃদয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার প্রভাব না থাকে, যাহাতে সহিষ্ণুতা, তেজস্বিতা অপহৃত করে, যাহাদ্বারা লোককে বিলাসী, সৌখীন, খোস খেয়ালী করে, সেই অপূর্ব্ব শিক্ষা শিখিয়া শিক্ষিতগণ কি কখনও নিষ্ঠাযুক্ত হইতে পারেন? যেখানে গোড়া খারাপ হইয়াছে, শিশু হৃদয় মলীন ও বিষাক্ত হইয়াছে, তাহার দোষ কি সহজে প্রক্ষালিত হয়?

শিক্ষার উপর শাসন ও সংযম নির্ভর করে, আবার শাসন শূন্য শিক্ষা হয় না। আমাদের বর্ত্তমান শাসন শূন্য শিক্ষার কি ফল ফলিতেছে, তাহা বলিলাম। অনিষ্ট সংবরণ জন্য কি উপায় হইতেছে, তাহার বিচার করা আবশ্যক। কারণ ব্যালের বিষ ছাড়াইবার উপায় কি?—সভা সমিতি! যেখানে সাজিয়া গুছাইয়া গিয়া, হেলিয়া দুলিয়া বক্তৃতা দিতে হইবে, বড় বড় প্রবন্ধ পাঠ করিতে হইবে, মুখের আলাপ করিয়া আপ্যায়িত করিয়া বাটী ফিরিয়া আসিতে হইবে, সেই সব সভা সমিতি! আজ কাল সভা শূন্য পল্লী নাই, সভ্য শূন্য গ্রাম নাই। যদি সভাদ্বারা ভারত উদ্ধার হইত, তাহা হইলে এতদিনে ভারতমাতার অগ্নি পরীক্ষা সমাপ্ত হইয়া তিনি অযোধ্যার পাঠ রাণী হইয়া বসিতেন। ছোট খাট সভার কথা বলিব, রাজউৎসাহে প্রবর্দ্ধিত শিক্ষিতগণ পরিপূরিত, হিন্দু খৃষ্টান ব্রাহ্ম ত্রিধারায় অভিসিঞ্চিত, কাব্য-নীতি-শক্তিত্রয়ী বিমণ্ডিত, সুরুচির চিক্কণ কিরণে সম্যক্ উদ্ভাসিত, পাশ্চাত্য প্রভাব পরিপুষ্ট, বালবোধার্থ এক যে নূতন সভা প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে, যাহার উপর অনেক আশা, ভরসা ন্যস্ত আছে, তাহারই বিষয় একটু আলোচনা নিতান্ত আবশ্যক। সভা স্কুল কলেজ সংশ্লিষ্ট, সুতরাং ধর্ম্ম শিক্ষা শূন্য, নৈতিক শিক্ষক পাশ্চাত্য ব্যবহার পক্ষপাতী সুশিক্ষিত ব্রাহ্ম ভ্রাতা, সুতরাং হিন্দু নীতি কতদূর কে শিখিবে, তাহা জানিতে বাকি রহিল না, সাহিত্য কাব্য শিক্ষক স্বদেশীয়তা মাখান স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্য সমাজের নেতা ও অধীশ্বর, সুতরাং তাঁহার শিক্ষায় ও তাঁহার ইঙ্গিতে লোকে কোন দিকে দৌড়িবে, তাহারও ইয়ত্তা রহিল না; ব্যায়াম শিক্ষক ইংরাজ, তিনি শরীর রক্ষার জন্য, শরীর পুষ্টির, বল, সহিষ্ণুতা বৃদ্ধির জন্য যাহা করিতে, যাহা খাইতে উপদেশ দিবেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। কাজেই বলিতে হয় সভার ত্র্যহস্পর্শের দণ্ডে জন্ম হইয়াছে। নীতির শিক্ষার জন্য শাসন দণ্ডের ব্যবহার নাই। স্বাধীনচেতা, উন্নত শিক্ষিত যুবকগণের সভা, আচার্য্যকে খোসামুদীর ভাষায় নৈতিক গাথা গীত করিতে হয়, মনোহর, সুমধুর সুশ্রাব্য কথায় বুঝাইতে হয়, বাবু বাছা বলিয়া আদর করিতে হয়, সুতরাং বলিতে হইবে সভ্যগণ সাধনা শূন্য। যে নীতি শিখাও যে ব্যবহার বুঝাও, তাহার সাধনা না করিলে স্বভাব যুক্ত হয় না। স্বভাব যুক্ত ব্যবহার যোগ্য না হইলে উহা সূত্রাকারে কেবল স্মৃতিস্থ থাকে মাত্র, কার্য্যকালে সাহায্য করে না। যাহাতে অনুশাসন বাক্য নাই, হুকুম নাই, তাড়না নাই, প্রহার নাই, তাহাতে সাধনা নাই, তপস্যা নাই সুতরাং সকলেই সংযম শূন্য। নীতি শিখাইতে হইলে, ব্যবহার শুদ্ধ করিতে হইলে ভিতর ও বাহির রাখিলে চলিবে না, এবং রাখিলে হইবে না। গুরু অন্তরের অন্তর দেখিয়া হৃদয়ের গুপ্ত দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া সকল আবর্জ্জনা রাশি দূর করিবেন। তাঁহার শিক্ষায়, তাঁহার প্রভাবে, শাসনে বুদ্ধি নির্ম্মল হইবে, স্বভাব বিমল হইবে। আমরা যতদূর জানি তাহাতে আচার্য্যের এ ক্ষমতা টুকু নাই। তাঁহার সহিত তাঁহার শিষ্যগণ সমপদস্থ, এটিকেট বজায় রাখিয়া কথা বলিতে হয়। তবে গোটাকতক কড়া কড়া আইন কানুন খাড়া করা হইয়াছে। সে গুলি দেখিতে মন্দ না হইলেও ব্যবহার যোগ্য নহে, এবং শাসন শক্তি শূন্য কাজেই পরিণামে ফল শূন্য। আমরা অনেক সভা'সম্মিলনীর সভ্য ছিলাম, মাতৃস্তন্য পরিত্যাগ করিয়াই সভার সম্পাদক, সভার উপাচার্য্য আদি কত কার্য্য করিয়াছি। ফলে বাক্‌পটুতা হইয়াছে আর ব্যবহারে ওস্তাদী প্রবেশ করিয়াছে। জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়াও আচার ভ্রষ্ট এবং দৃঢ়তা শূন্য। কারণ সভাদিতে উচ্চ কথা, উচ্চাদর্শ শুনিলেও সাধনা হীন হওয়াতে ব্রহ্মচর্য্য শূন্য থাকাতে সে সকল কথার কথাই দাঁড়াইয়াছে। আমরা সংযমী, স্থির বুদ্ধি নহি, কাজেই কাহারও বশ্যতা স্বীকার করিয়া কোন কার্য্যে কিছু দিনের জন্য সংযত থাকিতে পারি না। যাহা নূতন, যাহা মুখরোচক আপততঃ মনোহর তাহাই ভাল লাগে—কাজেই আমরা মহাহুজুগে; যতদিন স্বর্গীয় কেশবচন্দ্রের মন ভুলান কথা বাঙ্গলার গৃহে গৃহে প্রতিধ্বনিত হইত, ততদিন শিক্ষিতগণ সমক্ষে অথবা পরোক্ষে, প্রকাশে অথবা অপ্রকাশ্যে ব্রাহ্ম ছিলেন। সে শব্দ এখন অনন্ত সাগরের অনন্ত প্রতিধ্বনিতে মিশিয়া গিয়াছে, বাঙ্গালী আর কেহ বড় ব্রাহ্ম হয় না, সে মোহ গিয়াছে, সে খেয়াল ছুটিয়াছে। এখন শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নের মোহণ মন্ত্র সঞ্চালিত হইয়াছে, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির যুক্তি জাল বিস্তারিত হইয়াছে, আর সাড়ে পনের আনা বাঙ্গালী হিন্দু, গোঁড়া হিন্দু। কিন্তু কয়জন যুবক আচারী! এই যে শত শত কিশোর কণ্ঠ হইতে হিন্দু ধর্ম্মের জয় গীতি সমুত্থিত হইতেছে, শত শত যুবক প্রৌঢ় নত শিরে হিন্দু ধর্ম্ম মন্দিরে বশ্যতা স্বীকার করিতেছেন, ইহার মধ্যে কয়জন আচারবান্ এবং সাধনা যুক্ত। যাঁহারা সাধক, যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ, তাঁহারা তেজস্বী, তাঁহারা একনিষ্ঠা যুক্ত। কিন্তু সে কয়জন? তাই বলিতে ছিলাম, সভা সমিতিদ্বারা কার্য্য হইবে না। কখনও কোথাও হয় নাই। মনুষ্য লইয়া সভা—সে মানুষ কৈ? মানুষ তৈয়ারী করিতে হইলে গৃহে, বাহিরে, অন্তরে, ব্যবহারে গুরুর শাসন আবশ্যক, তপস্যা কঠোর দুশ্চর হৃদয় বিদারী তপস্যা আবশ্যক। যেমন ইংরাজী শিখিবার জন্য ঘরে পাঠশালায় শাসন আছে, প্রলোভন আছে, তেমনি ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে হইলে গৃহে, সমাজে, রাজদ্বারে শাসন আবশ্যক, উৎসাহ আবশ্যক, উত্তেজনা আবশ্যক, প্রলোভন আবশ্যক।

এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মশূন্য নীতি শিক্ষা আমাদের চক্ষে ঠিক যেমন মাথা নাই তাহার মাথা ব্যথা বলিয়া বোধ হয়। ধর্ম্ম নীতির ভিত্তি, পৃষ্ঠ পোষক এবং উহার মূল। যে নীতি কার্য্যকরী, যে নীতি শত প্রলোভন প্রবঞ্চনায় আদর্শচ্যুত হইবে না, তাহা ধর্ম্মের আশা-বাক্যের উপর নির্ভর করিবে, তাহা ধর্ম্মের কঠোর সাধনাদ্বারা দৃঢ়ীকৃত হইবে। শুদ্ধ ওপিনিয়ন লইয়া কার্য্য হয় না। যে ধারণা মস্তিষ্কের পরতে পরতে বিন্যস্ত, যে ধারণা শীরায় শীরায় গাঁথা, যাহা স্বভাবের সহিত ওতপ্রোত ভাবে বিমিশ্রিত, তাহাই কার্য্যকালে সহায়ক ও ফল প্রসূ। ধর্ম্মের তীব্রতা না থাকিলে এই টুকু হয় না। নাস্তিক তুমি, জান পরদারাভিমর্ষণ অন্যায়, সমাজ ব্যবহার বিরুদ্ধ, অথবা বলিব কি সমাজের পাবলিক বিরুদ্ধ—কিন্তু যদি কোন সুরসুন্দরী ষোড়শী উপযাচিকা হইয়া তোমার শরণাগত হয়, বল দেখি নব্য যুবক সে প্রলোভন হইতে ধর্ম্মের তীব্র প্রভাব ব্যতীত, সাধনার পাপহন্ত্রী বিদ্যুচ্ছটা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে রক্ষা পাওয়া যায় কি না? কেবল মস্তিষ্কের চালনায় কার্য্য হয় না, কেবল মেধাবী হইলে ধার্ম্মিক তেজস্বী হয় না। যখন শত শত বৎসরের আবর্জ্জনা রাশি দূরে ফেলিতে হইবে, যখন তোমার পবিত্রাদর্শে পাপী, বিপথগামীকে সন্ত্রস্ত, ব্যস্ত, চকিত করিয়া সুপথে পরিচালিত করিতে হইবে, তখন ধর্ম্ম বল চাই, তেজস্বিতা চাই, উন্মত্ততা গোঁড়ামি আবশ্যক। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ না পাইলে, ভক্তিমান্ সাধক না হইলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সর্ব্বত্যাগী—কষ্ট সহিষ্ণু না হইলে এমন সাত রাজার ধন অপূর্ব্ব স্পর্শমণি কখনই পাওয়া যায় না। মিল, বেন,স্পেন্সরাদি যে ধর্ম্মশূন্য নীতি কথা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের এ অবস্থার উপযোগী নহে, তাহার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র, ব্যবহার স্বতন্ত্র। জগৎ মাতাইতে হইলে, ত্রিভুবন ঘুরাইতে হইলে চৈতন্যের অপূর্ব্ব ভক্তি শক্তি আবশ্যক। ভক্তের নয়ন জলে পাপ বিধৌত হইবে, ভক্তের অঙ্গের বাতাসে পাপ উড়িয়া যাইবে, ভক্তের মুখে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরুর নামোচ্চারণের গভীর নিনাদের সহিত পাপ বধীর হইবে। যিনি জীবনের জীবন, যিনি সর্ব্বাধার, সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি পতীত পুণ্য শিক্ষার কখনও কি কোন কার্য্য হইয়াছে। যাঁহার ইঙ্গিতে সৃজন পালন প্রলয় হইতেছে, তাঁহার আশীর্ব্বাদ ব্যতীত, তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত কবে কোন দেশে কোন কার্য্য সাধিত হইয়াছে। তাঁহার কথা লোককে শুনাও, তাঁহার গুণগান দেশে দেশে করিয়া বেড়াও, তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাক, তাঁহার সেবায়, তাঁহার আলোচনায় দিবা নিশা অতিবাহিত কর, দেখিবে লোকে স্বার্থত্যাগী হইবে, কোমল মধুর ভাবাপন্ন হইবে, তেজস্বী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইবে। ভালবাসা না থাকিলে শাসন নিষ্ক্রিয়, সংযম নিষ্ফল। পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র আমার বড় ভালবাসার, তাই তাহাদের নিকট হইতে দূরে কারাগারে থাকিতে ভয় হয়, তাহারা কষ্ট পাইলে বুক ফাটিয়া যায়, তাহারা অপমানিত হইবে শুনিলে পাগল হইয়া উঠি। শাসন তাই ভালবাসার সাহায্যে ভয়ের বিভীষিকা খাড়া করিয়া লোককে সৎপথে রাখিয়াছে। তেমনি ভগবানের ভক্ত হইলে, সেবক হইলে, তাঁহার দাসানুদাস, কৃপাপ্রার্থী হইলে গুরু যাহা তাঁহার ইচ্ছা বিরুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ

করিয়াছেন, তাহা কিছুতেই করিব না। তাঁহার প্রেমের খাতিরে লোকে অরণ্যচারী সন্ন্যাসী হয়, আবার তাঁহার ইঙ্গিতে তাঁহার আদেশে সর্ব্বহন্তা সর্ব্বশাস্তা মহাবীর হয়। শুধু তাই কি সে নাম করিলে কি জানি আত্ম জগতে কি এক বিপ্লব উপস্থিত হয়, কি আন্দোলন—আলোড়ন হইয়া কি এক অপূর্ব্ব শক্তি উদ্ভূত হয়,যাহার দ্বারা নিমেষের মধ্যে অপূর্ব্ব কার্য্য সাধিত হয় তাঁহার প্রেমকে নির্ভর করিয়া ধর্ম্মের প্রচণ্ড শাসন দণ্ড সর্ব্বদা উদ্দণ্ড রহিয়াছে। তিনি আছেন বলিয়াই লোকে বাক্ মনে পবিত্র হইতে পারে। মূঢ় আমরা ভগবত্ প্রভাব শূন্য শিক্ষায় দেশে দানবের বৃদ্ধি করিতেছি, পবিত্রতা তেজস্বীতা হারাইতেছি, স্বার্থান্ধ, বিলাসপ্রিয় হইয়া নরকের কৃমী কীটে পরিণত হইতেছি। ধর্ম্মের শাসন শয়নে, স্বপনে, ভিতরে, বাহিরে, শৈশবে, যৌবনে, প্রৌঢ়ে, বার্দ্ধক্যে, জন্ম জন্মান্তরে কার্য্যকরী।

উহার প্রতাপে পিশাচ মানুষ হয়, মনুষ্য দেবতা হয়, উহাতে চুরি নাই, ফাঁকী নাই, মন বুঝান অসার যুক্তি নাই। সুতরাং যদি দেশের দায়িত্ব বোধ থাকে, দেশের কর্ম্ম কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বোধ থাকে, যদি ধর্ম্মজ্ঞান থাকে নাধুতা সত্যনিষ্ঠা থাকে ত সাবধান—দেখিও নাস্তিক্য শিক্ষায় এই অধঃপতিত দেশকে নরকের পথে আরও ঠেলিয়া দিও না। যেমন আছে তেমনি থাকুক, যাঁহার কর্ম্ম তিনি করিবেন, তুমি তোমার পৈশাচিক বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া বাহবা লইবার জন্য ভগবত্ কথা শূন্য নীতি শিক্ষায় দেশ ভুলাইও না। হিন্দু মূর্খ হউক, অন্ধ বিশ্বাস পূর্ণ হউক, অজ্ঞানান্ধ হউক, কদাচারী, কুব্যবহারী হউক, কিন্তু এখনও হিন্দুই আছে, এখনও ভগবানের দোহাই দিয়া কার্য্য করে, এখনও হিন্দু ভাবাপন্ন আছে। আবার শুভদিন হইলে, সুবাতাস বহিলে, হিন্দু মানুষের মত মানুষ হইতে পারিবে হিন্দু হইয়া হিন্দুর নাম রক্ষা করিতে পারিবে। কিন্তু তোমার সম্মোহন মায়াবী মন্ত্রে আমরা আত্মহারা হইব, আমরা দেশের কথা দেশের প্রথা ভুলিব, দেশকে ঘৃণা করিব। ক্ষমা কর, এ শিক্ষা দিও না, এমন উন্নতির জন্য চেষ্টা করিও না।

পিতৃ-পূজা।

দেশে সহস্র সহস্র জীবিত পিতামাতা পুত্র কর্ত্তৃক একেবারে অশ্রদ্ধেয় হওয়াতে মর্ম্মাহত হইয়া নিরন্তর নির্জ্জনে অশ্রুজল বর্ষণে হৃদয়শোক অপনোদন করিতেছেন—পরলোকগত পিতা-মাতা পুত্রের নিকট আর গণ্ডুষমাত্র জলেরও প্রত্যাশা রাখেন না; দেশীয় সহস্র সহস্র আত্মমূর্ত্তিসহোদরের হৃদয় ভ্রাতৃসম্বন্ধে আর আনন্দে ক্রীড়া করিতেছেনা; মাতুল ও ভাগ্নিনেয় পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র, মাতামহ ও দৌহিত্র কোন রূপ সম্বন্ধই এক্ষণে আর গৃহস্থের মনে আনন্দ দিতে পারিতেছে না—জ্ঞাতি সম্বন্ধ, গোত্রসম্বন্ধ, বর্ণসম্বন্ধ, প্রতিবেশীসম্বন্ধ দূরে থাকুক, অতি নিকট আত্মীয়ে মনুষ্য হৃদয় আর আনন্দলাভ করেনা; তাহার উপর আবার বিকৃতির মহিমা, দেখ, নবীন আর্য্যসমাজ মাতৃভূমি সম্বন্ধে মহা উল্লাস করিয়া তদুদ্ধার চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছেন—ভ্রাতৃভাবে অন্ধ হইয়া তাঁহারা পিতৃমর্য্যাদাও উল্লঙ্ঘন করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না! সাক্ষাৎ জননীকে ত্যাগ করিয়া জন্ম-ভূমিতে জননী ভাব, সাক্ষ্যাৎ পিতাকে অশ্রদ্ধা করিয়া ব্রহ্মে ভক্তির উদ্দীপনা, সহোদর ভ্রাতার সহিত বিরোধ অথচ সমাজে ভ্রাতৃভাব কিরূপে সহজে সম্ভবে, তাহা কি প্রকারে বুঝিব? আশ্রমে থাকিয়া আমি পিতৃমাতৃভক্তির দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইলাম না, আমার পিতামাতাকেও একদিনের জন্য পরলোক গত পিতামাতার তৃপ্তি কামনা করিতে দেখি নাই; যখন অষ্টমবর্ষীয় বালক তখন হইতেই আশ্চর্য্য আমেরিকার গোপাদপ নামে বৃক্ষের সহিত আমার সম্বন্ধ ঘটাইতে মহাব্যস্ত ছিলেন; খ্রীষ্টের শতাব্দী ধরিয়া কি প্রকারে দ্বিতীয় হেনেরির সমসাময়িক ঘটনাবলী নিরূপণ করিতে হয়—নীল-নদীর প্রবাহে কেমনে আমি উল্লাসিত হই, কোন্ বালুকাতে কাঁচ হইতে পারে—এই-রূপ দূরতর সম্বন্ধীয় বিষয়ে আমার যত্ন উদ্দীপনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; নিকট সম্বন্ধীয়ের কথায় একদিনের জন্য ও আমার চিত্তকে নিবিষ্ট হইতে দেন নাই—আশ্রম ধর্ম্মের কথা আমার নিকট এক-দিনও বলেন নাই সুতরাং আমি কি প্রকারে পিতৃ-মাতৃ ও ভ্রাতৃপরায়ণ হইব—লোকের মুখে যে মাতৃভূমি ও ভ্রাতৃ-ভাবের কথা শুনিতে পাইতেছি তাহারই বা কি প্রকারে মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিব? আচার্য্য আমার অন্তরে হিতাহিত বিবেক শক্তির প্রাধান্য যেরূপ স্থাপিত করিয়াছেন—পিতামাতা ভাই ভগিনীর সহিত সে বিবেকশক্তির কোন মতেই সামঞ্জস্য করিতে পারিতেছি না,—পিতামাতা প্রাচীনতন্ত্রী, ভূগোল, ইতিহাস ও গণিতের কোন সমাচারই রাখেন না—ভ্রাতাও হয়তো ম্যাল্‌থসের প্রজাতত্ত্ব পড়েন নাই, অতএব ইহাঁদের সহিত কিরূপে আমার সাহানুভূতি বিস্তৃত হইবেক—এত বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া আমি পুনরায় বালক হইয়া কি রূপেই বা পিতা-মাতার শরণাপন্ন হইয়া পিতৃ ভক্তি ও ভ্রাতৃ-ভাব লাভ করিব? পিতা-মাতার অস্তিত্বে আমার আনন্দ নাই—পিতা-মাতাও এত কষ্ট সহ্য করিয়া লালন পালন করিয়াছেন বলিয়া আমার জন্য দারুণ অনুতাপ-গ্রস্ত হইয়াছেন—ভ্রাতৃসত্ত্বাতে আনন্দ দূরে থাকুক, আমি বিশেষ যাতনা ভোগ করিতেছি, মনুষ্য হইয়া কোন মনুষ্যসম্বন্ধে আমার হৃদয় আর হর্ষ প্রকাশ করেনা—ভ্রাতায় ভ্রাতায় ভার্য্যায় ভার্য্যায় বিরোধ হয় বলিয়া আমি পশুর ন্যায় একাকী স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থান করিতে ভাল বাসি; এমন কি আমার ভার্য্যাও যদি আমাকে ত্যাগ করিতে চায়, তাহাতে ও আমার স্বাতন্ত্র্যের ব্যাঘাত নাই, তথাপি আশ্চার্য্য! আমার এমন বিষম হৃদয়ে তুমি জাতীয় প্রেম উদ্দীপন করিবার জন্য কেন উৎপীড়ন করিতেছ? নবীন আচার্য্য! তোমার প্রয়াসই ধন্য! তুমি এসব শূন্যহৃদয়ের উপর নির্ভর করিয়া কি প্রকারে সেই বৃহৎ জাতীয়ভাব সংগঠন করিতে চাও, তাহা আমরা কোন-ক্রমেই বুঝিতে পারি না। পরন্তু হে আচার্য্য! তুমি এতাবৎ-কাল আমাকে যাহা শিক্ষাদিয়াছ, সংসারক্ষেত্রে সে সব শিক্ষার আমি তো কোন উপকারই দেখিতেছি না। তুমি আমার নিকট কেবল জড় দ্রব্যের পরিচয় দিয়াছ, প্রাচীন রাজাবলীর কথাতে আমার চিত্তবিনোদ করিতে প্রয়াস পাইয়াছ, আকাশের

গ্রহনক্ষত্রের সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিয়াছ, জীবিত মনুষ্য সম্বন্ধে তুমি আমার নিকট অতি অল্পই বলিয়াছ। কিন্তু সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া দেখি, জড়-দ্রব্যের জন্য আমার মন তত উদ্বিগ্ন নয়, আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের পানে একবার তাকাইবারও আমার অবকাশ নাই—কেবল মনুষ্য সম্বন্ধেই আমার চিত্ত দিবারাত্রি ব্যস্ত। মনুষ্যের নিন্দা, প্রশংসা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, দয়া, কৃতজ্ঞতা স্নেহ মমতাদির আকর্ষণে আমার হৃদয় সদাই আকৃষ্ট। আবার এই মনুষ্য মণ্ডলী মধ্যে পিতা মাতা ভাই ভগিনী স্ত্রী পুত্রের প্রতি আমার হৃদয়ের আকর্ষণ এত অধিক যে জগতে কাহারও জন্য আমি সেরূপ আকৃষ্ট হই না। আমি অপর মনুষ্যের সহিত একেবারে সংস্রব ঘুচাইতে পারি, তাহাদের কথাও আমার মনে উদয় না হইতে পারে। পরন্তু ভাই ভগিনী পিতা মাতা আত্মীয় কুটুম্ব সকলের সহিত আমি কোন মতেই সংস্রব ঘুচাইতে পারিতেছি না। সহস্রবার ইহাদের সহিত বিবাদ করিয়াছি, পুত্র সহস্রবার আমাকে তিরস্কৃত করিয়াছে, ভ্রাতা সহস্রবার আমাকে পদদলিত করিয়াছে—তথাপি তাহা-দের জন্য আমার হৃদয় অনবরত কাঁদিতে থাকে। আমি তাহা-দের কথা একেবারে বিস্মৃত হইতে পারিনা। এই যে ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে হিতাহিত বিবেকশক্তি প্রস্ফুটিত হইয়া লোককে একেবারে আশ্রমধর্ম্মমুক্ত করিয়াছে—পিতা পুত্রে স্বাধীন ভাব, স্ত্রী-স্বামীতে স্বাধীন ভাব,—ভ্রাতায় ভ্রাতায় স্বাধীন ভাব—এ কি পশুরা যেরূপ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে থাকে সেই স্বাধীন ভাব, না একেবারে মায়া-মুক্তের ভাব, আমি তো ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আচার্য্য! যাহাদের জন্য আমার হৃদয়ে চির-কাল আকর্ষণ রহিবে, যাহাদের জন্য আমার মন সদা জ্বলিতে থাকিবে—তুমিতো একবারও তাহাদের কথা আমাকে বল নাই। তুমি কেবল একবার বলিয়াছিলে ইটালী দেশে এক ব্যক্তির পিতৃভক্তি আছে, আর একদিন বলিয়াছিলে স্পেনদেশের এক ব্যক্তির ভ্রাতৃভাব। কিন্তু দেখ আমাদের শাস্ত্রে পিতৃভক্তির কথা কেমন উল্লেখ আছে। আমাদের পূজ্যপাদ ঋষিগণ বলিয়া-ছেন যে এক পিতৃপূজাতেই ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ সকলি মিলে। প্রতিদিন জীবিত পিতা-মাতার সেবাতে—প্রতিদিন পরলোকগত পিতা-মাতার শ্রাদ্ধ তর্পণে—ভ্রাতৃভাব, সামাজিকভাব, জাতীয়-ভাব, জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য এমন কি ব্রহ্মভাব পর্য্যন্তও উত্তরোত্তর লাভ করা যায়। এই পিতৃ সেবাতে পিতা পুত্র উভয়েরই মুক্তি হইয়া থাকে। গৃহস্থাশ্রমে ইহার তুল্য আর ধর্ম্ম নাই। পিতা মাতাই ইহ সংসারে মূল সম্বন্ধ; এই সম্বন্ধের অযথাভাব হইলে কোন সম্বন্ধই ইহ সংসারে তিষ্ঠিতে পারেনা। আবার এই সম্বন্ধ যথাভাবে স্থাপিত হইলে অপরাপর সম্বন্ধ আপনাপনিই যথা স্থাপিত হইবেক। পূজ্যপাদ ঋষিগণ পিতা মাতাকে কিরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছেন; অগ্রে আইস তাহার চর্চ্চা করি, পশ্চাৎ শ্রাদ্ধ কার্য্যের নিত্যকর্ত্তব্যতা বিচার করা যাইবেক।

বেদে আছে—"পিতৃ দেবো ভব। মাতৃ দেবো ভব"। পিতাই দেবতা—মাতাই দেবতা। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ।" আত্মাই পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে আছে;—"পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমং তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ॥ পিতাই ধর্ম্ম, পিতাই স্বর্গ, পিতাই পরম তপস্যা, পিতামাতা প্রীত থাকিলে সকল দেবতাই প্রীতিযুক্ত হয়েন। মনু বলিতেছেন;—"ত এবহি এয়ো লোকাস্ত এব ত্রয় আশ্রমাঃ। ত এবহি ত্রয়োবেদাস্ত এবোক্তোত্রয়ো হগ্নয়ঃ॥" পিতামাতা ও আচার্য্য ইঁহারাই তিন লোক, ইঁহারাই তিন আশ্রম ইঁহারাই তিন বেদ এবং ইঁহারাই তিন অগ্নি-স্বরূপ। ভবিষ্যে আছে,—চতুর্ণাং অপি বর্ণানাং নান্যো বন্ধুঃ প্রচক্ষতে। পিত্রাদৃতে দ্বিজশ্রেষ্ঠা ইতীয়ং নৈগমি শ্রুতিঃ॥" বৈদিক শ্রুতি এই যে জগতীতলে পিতা মাতার সমান বন্ধু আর কাহাকেও দেখা যায় না। "দৃষ্টদেববরং হিত্বা অদৃষ্টঞ্চ নিশে-বতে। পাপাত্মা পরলোকে স তির্য্যগ্ যোনিঞ্চ গচ্ছতি॥" সাক্ষ্যাৎ দেব পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিয়া যে অদৃষ্টদেবের কামনা করে, সে ব্যক্তির সমুদায় আত্মাই পাপময়। সে মনু-ষ্যত্বপরিভ্রষ্ট, তির্য্যক যোনি তাহার উপযুক্ত স্থান। যাবৎ ত্রয়স্তে জীবেয়ুস্তাবন্নান্যং সমাচরেৎ॥" "ন তৈরভ্যননুজ্ঞাতো ধর্ম্মমন্যং সমাচরেৎ।" পিতামাতা ও আচার্য্য যত দিন জীবিত থাকি-বেন, তত দিন তাঁহাদের আজ্ঞাবহ থাকাই পরম তপস্যা; তাঁহাদের অনুজ্ঞা না লইয়া কোন ধর্ম্ম কার্য্যেই জীবের অধি-কার নাই। "ন বিষ্ণুর্ন চ ব্রহ্মা চ ন চ রুদ্রঃ শচীপতিঃ। সর্ব্ব-বেদেন তত্তুল্যং সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণম্॥ সর্ব্বজ্ঞানময়শ্চৈব সর্ব্বজ্ঞৈ র্ন চ তৎসমং।" ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সকলি জন্য, সুতরাং জন-য়িতা সর্ব্বোপরি অবস্থিত, জন্যের পক্ষে জনয়িতাই সর্ব্বজ্ঞ। নারসিংহে আছে;—"বৃথা তীর্থং বৃথা দানং বৃথাজপ্তং বৃথা হুতং। স জীবতি বৃথা ব্রহ্মন্ যস্য মাতা সুদুঃখিতা॥ তীর্থ যাত্রা দান ধ্যান, তপস্যা সকলি বৃথা হয়, যদি পিতা দুঃখিত থাকেন। বৃথৈব তস্য সর্ব্বাণি কর্ম্মাণ্যন্যানি কানিচিৎ। করোতি সর্ব্ব-দেবেশং পিতরং চানুতপ্য যঃ॥ পিতা মাতাকে অনুতাপযুক্ত করিয়া যে কোন পুণ্যকর্ম্ম করা হয়, সকলি বৃথা॥ মনু বলি-তেছেন,—"কুর্য্যাদহরহশ্রাদ্ধং অন্নাদ্যেনোদকেন বা পয়োমূল ফলৈর্ব্বাপি পিতৃভ্যঃ প্রীতিবাহনঃ॥" অন্ন জল ফলমূল যে কিছু দ্বারা হউক প্রতিদিন পিতা-মাতার তৃপ্তিকামনা করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে। "স্বর্গাপবর্গপ্রদমেকমাদ্যং ব্রহ্ম স্বরূপং পিতরং নমামি। যতো জগৎ পশ্যতি চারুরূপং তস্তর্পয়ামশ্চতিলোদকেন॥" স্বর্গা-পবর্গপ্রদ সেই ব্রহ্ম স্বরূপ পিতাকে নমস্কার করি। যাঁহার প্রসাদে এই চারুরূপ জগৎ সন্দর্শন করিতেছি—তিলোদক দ্বারা তাঁহাকে আমরা তর্পণ করি। ভবিষ্যে আছে;—"যস্মাদ্বৈ জায়তে লোকঃ যস্মাদ্ধর্ম্ম প্রবর্ত্ততে। নমস্তভ্যং পিতুঃ সাক্ষ্যাৎ ব্রহ্মরূপো নমোঽস্তুতে।" পিতা হইতেই লোক সকল সৃষ্ট হইয়াছে, পিতা হইতেই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ব্রহ্ম স্বরূপ পিতার প্রতি মন আপনাপনিই নত হইতেছে। "যা কুক্ষি বিবরে কৃত্বা স্বয়ং রক্ষতি সর্ব্বতঃ। নমামি জননীং দেবীং পরাং প্রকৃতি রূপিণীম্॥" যিনি জঠরে ধারণ করিয়া অতি যত্নে লালন-পালন করেন, সেই প্রকৃতিরূপিণী মাতার প্রতি মন আপনাপনিই নত হইতেছে। "কৃচ্ছ্রেণ মহতা দেবী ধারিতোঽহংত্বয়োদরে। তৎপ্রসাদাৎ জগৎদৃষ্টং মাতর্নিত্যং নমোঽস্তুতে॥" মহাকষ্ট সহ্য করিয়া মাতা আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন সেই

মাতার প্রসাদেই আমি জগৎ দর্শন করিতেছি, অতএব সেই প্রকৃতিরূপিণী মাতার প্রতি মন আপনাপনিই নত হইতেছে।

বৃহদ্ধর্ম্মে এই বলিয়া পিতৃ স্তব করিতেছেন ;——

ওঁ নমঃ পিত্রে জন্ম দাত্রে সর্ব্বদেবময়ায়চ।
সুখদায় প্রসন্নায় সুপ্রীতায় মহীত্মনে॥
সর্ব্বযজ্ঞ স্বরূপায় স্বর্গায় পরমেষ্ঠিনে।
সর্ব্বতীর্থাবলোকায় করুণাসাগরায় চ॥
নমঃ সদাশুতোষায় শিবরূপায় তে নমঃ।
সদাপরাধক্ষমিণে শুভদায় সুখায় চ॥
দুর্লভং মানুষমিদং যেন লব্ধং ময়াবপুঃ।
সম্ভাবনীয়ং ধর্ম্মার্থে তস্মৈ পিত্রে নমোনমঃ॥
তীর্থস্নান তপোহোম জপাদি যস্য দর্শনং।
মহাশুরোশ্চ গুরবে তস্মৈ পিত্রে নমোনমঃ।
যস্য প্রণামস্তবনাৎ কোটিশঃ পিতৃতর্পণং॥
অশ্বমেধ শতৈস্তুল্যং তস্মৈ পিত্রে নমোনমঃ॥

বায়ুপুরাণে মাতৃষোড়শী প্রকরণে আছে ;—

(১) গর্ভাদবগমে চৈব বিষমে ভূমিবর্ত্মনি।
তস্য নিষ্কৃতি কার্য্যায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং॥

গর্ভ হইতে অবগম কালে আমার জন্য বিষমাবস্থায় পতিত হইয়া মাতা যে ভূমিশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার নিষ্কৃতির নিমিত্তে আমি মাতৃপিণ্ড প্রদান করিতেছি।

(২) মাসি মাসি কৃতং কষ্টং বেদনা প্রসবেষু চ।
তস্য নিষ্কৃতি কার্য্যায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্॥

প্রথম গর্ভাবধি মাসে মাসে মাতা আমার জন্য যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন, প্রসবকালেও যে দারুণ বেদনায় অভিভূত হইয়াছিলেন, তন্নিষ্কৃতি কামনায় আমি এই মাতৃপিণ্ড প্রদান করিতেছি।

(৩) শৈথিল্যে প্রসবে চৈব মাতুরত্যন্ত দুষ্করং।
তস্য নিষ্কৃতি কার্য্যায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং॥

আমাকে প্রবস করিবার জন্য দেহ শৈথিল্য হওয়াতে মাতার যে দুষ্কর যমযন্ত্রণা ভোগ হইয়াছিল, তন্নিষ্কৃতির জন্য আমি এই মাতৃপিণ্ড প্রদান করিতেছি।

(৪) পদ্ভ্যাং জনয়তে মাতুর্দুঃখঞ্চৈব সুদুস্তরং॥
তস্য নিষ্কৃতি কার্য্যায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং॥

গর্ভ হইতে অগ্রে পদদ্বয় নিষ্ক্রান্ত হইলে যে দুস্তর দুঃখ সাগরে পতিত হন ; সেই মাতৃঋণ পরিশোধ কামনায় মাতৃপিণ্ড প্রদান করিতেছি।

(৫) অগ্নিনা শোষতে দেহং ত্রিরাত্রানশনেষু চ।
তস্য নিষ্কৃতি কার্য্যায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং॥

আমি প্রসূত হইলে পর মাতা তিনরাত্রি অনশন থাকিয়া প্রজ্জলিত অগ্নিতে যে অনবরত শরীরকে শোষণ করিয়াছিলেন, সেই মাতার নিষ্কৃতির জন্য আমি মাতৃপিণ্ড প্রদান করিতেছি।

(৬) পিবেচ্চ কটুদ্রব্যানি ক্লেশানি বিবিধানি চ।
তস্য নিষ্কৃতি কার্য্যায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং॥

পেয়াদি কটুদ্রব্য সকল ভোজনে এবং অপর বিবিধ প্রকারের যে সকল কষ্ট মাতা আমার জন্য সহ্য করিয়াছেন—তাহার নিষ্কৃতির নিমিত্ত আমি মাতৃপিণ্ড প্রদান করিতেছি।

(৭) দুর্লভং ভক্ষ্যদ্রব্যন্তু ত্যাগে বিন্দতি যৎ ফলং।
তস্য নিষ্কৃতি কার্য্যায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং॥

দুর্লভ ভক্ষ্যদ্রব্য সকল আমার অনুরোধে ত্যাগ করিয়া মাতা যে যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন, তন্নিষ্কৃতির জন্য আমি এই মাতৃপিণ্ড প্রদান করিতেছি।

(৮) রাত্রৌ মূত্রপুরীষাভ্যাং ভিদ্যতে মাতৃকর্পটং।
তস্য নিষ্কৃতি কার্য্যায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং॥

আমার বারম্বার বিষ্ঠামূত্রমোক্ষিত বস্ত্র পরিধান করিয়া মাতা যে কষ্টে রাত্রি যাপন করিতেন, সেই হিতৈষিণী মাতার নিষ্কৃতি কার্যের জন্য আমি মাতৃপিণ্ড প্রদান করিতেছি।

(৯) পুত্রং ব্যাধি সমাযুক্তং মাতুর্দুঃখমহর্নিশং।
তস্য নিষ্কৃতি কার্য্যায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং।

পুত্র ব্যাধি সমাযুক্ত হইলে মাতা যে উপবাস ও কটু তিক্ত কষায়াদি ঔষধ ভক্ষণে যাতনা ভোগ করেন—সেই মাতার নিষ্কৃতি কার্যের জন্য আমি মাতৃপিণ্ড প্রদান করিতেছি।

(১০) যদা পুত্রোনলভতে তদা মাতুশ্চ শোচনং॥
তস্য নিষ্কৃতি কার্য্যায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং॥

পুত্র জন্মাইলনা বলিয়া মাতা যে ব্যাকুলা ছিলেন—তন্নিমিত্ত আমি মাতৃপিণ্ড প্রদান করিতেছি।

(১১) ক্ষুধাবিহ্বলে পুত্রে দদাতি নির্ভরং স্তনং।
তস্য নিষ্কৃতি কার্য্যায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং॥

পুত্র ক্ষুধা বিহ্বল হইলে মাতা নিজের ক্ষুধাদি বিস্মৃত হইয়া যে নির্ভয়ে তাহাকে স্তন্যপান করাইয়া থাকেন, মাতার সেই ঋণের নিষ্কৃতির জন্য আমি মাতৃপিণ্ড প্রদান করিতেছি।

(১২) দিবারাত্রৌ যদা মাতুঃ শোষণঞ্চ পুনঃ পুনঃ।
তস্য নিষ্কৃতিকার্য্যায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং॥

দিবা রাত্রি পুনঃ পুনঃ স্তনপান দ্বারা মাতার শোষণ হয় তথাপি মাতা তাহাতে ক্লেশ জ্ঞান করেন না—সেই মাতার নিষ্কৃতি জন্য আমি মাতৃপিণ্ড প্রদান করিতেছি।

(১৩) পূর্ণে তু দশমে মাসি মাতুরত্যন্ত দুষ্করং।
তস্য নিষ্কৃতি কার্য্যায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং॥

গর্ভে দশমাস পরিপূর্ণ হইলে মাতার দুষ্কর যন্ত্রণা হয়, তন্নিষ্কৃতি কার্য্যের নিমিত্ত আমি মাতৃপিণ্ড প্রদান করিতেছি।

(১৪) গাত্রভঙ্গো ভবেন্মাতু স্তৃপ্তিং নৈব প্রযচ্ছতি।
তস্য নিষ্কৃতি কার্য্যায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং।

বালক গর্ভস্থ থাকিলে মাতার সর্ব্বগাত্র ভঙ্গ হয়—বিশেষতঃ চরমমাসে অঙ্গ গ্রন্থি সকল শৈথিল্য হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ উৎপাদন করিতে থাকে—সেই মাতার নিষ্কৃতির জন্য আমি মাতৃপিণ্ড প্রদান করিতেছি।

(১৫) অল্পাহারবতী মাতা যাবৎ পুত্রোহস্মি বালকঃ।
তস্য নিষ্কৃতি কার্য্যায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং॥

আমার শৈশবকালে মাতা অল্পাহারবতী হইা দিন যাপন করিয়াছেন—ইচ্ছানুসারে কিছুমাত্র ভোজন করেন নাই—তন্নিষ্কৃতি কার্যের জন্য আমি মাতৃপিণ্ড প্রদান করিতেছি।

(১৬ যমদ্বারে মহাঘোরে পথি মাতুশ্চ শোচনং।
তস্য নিষ্কৃতি কার্য্যায় মাতৃ পিণ্ডং দদাম্যহং॥

মহাঘোর যম দ্বারের পথে মাতার অত্যন্ত শোচনা হয়—মাতার সুরলোক গমনের নিমিত্ত আমি মাতৃপিণ্ড প্রদান করিতেছি।

তপস্যা।

তপোমূলমিদং সর্ব্বং দৈবং মানুষকং সুখম্।
তপোমধ্যং বুধৈঃপ্রোক্তং তপোঽন্তং বেদদর্শিভিঃ॥
ঋষয়ঃ সংযতাত্মানঃ ফলমূলানিলাশনাঃ।
তপস্যৈব প্রপশ্যন্তি ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্;
ঔষধান্যগদোবিদ্যা দৈবী চ বিবিধাস্থিতি।
তপস্যৈব প্রসিদ্ধ্যন্তি তপস্তেষাং হি সাধনম্॥
মহাপাতকিনশ্চৈব শেষাশ্চাকার্য্যকারিণঃ।
তপস্যৈব সুতপ্তেন মুচ্যন্তে কিল্বিষাত্ততঃ॥
তপস্যৈব দ্বিজশুদ্ধস্য ব্রাহ্মণস্য দিবৌকসঃ।
ইজ্যাশ্চ প্রতিগৃহ্ণন্তি কামান্বর্ষন্তি চ॥
প্রজাপতিরিদং শাস্ত্রং তপস্যৈবা সৃজৎ প্রভুঃ।
তথৈব বেদানৃষয়স্তপসা প্রতিপেদিরে॥
যদ্দুস্তরং যদ্দুরাপং যদ্দুর্গং যচ্চদুষ্করং।
সর্ব্বন্তু তপসা সাধ্যং তপোহি দুরতিক্রমং॥
ইত্যেতত্তপসোদেবা মহাভাগ্যং প্রচক্ষতে।
সর্ব্বস্যাস্য প্রপশ্যন্ততপসঃ পুণ্যমুত্তমং॥

"এই জগতের আদি, অন্ত, মধ্য, সর্ব্বত্রই তপস্যা কারণরূপে বিরাজ করিতেছে ; দেব ও মানবের যে কিছু সুখ সম্পত্তি লাভ, সকলের মূলই তপস্যা। কায়মনোবাক্যে সংযত হইয়া ফল মূল ও বায়ু ভক্ষণ করিয়া ঋষিরা যে তপস্যা করেন তদ্দ্বারা একস্থানে স্থিত হইয়াও তাঁহারা সচরাচর ত্রৈলোক্য দেখিতে পান। ঔষধ-শাস্ত্র বল, নিরোগী হওয়া বল, যে কোন বিদ্যাবল, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল যে কোন স্থানে অবস্থিতি বল—তপস্যাবলে সকলই সাধিত হয়। মহাপাতক উপপাতকাদি পাতক যত গুরুতর হউক না কেন, সুতপ্ত তপস্যা কর্ত্তৃক সকলি নষ্ট হইয়া যায়। দেবতারা যে ব্রাহ্মণের যজ্ঞে হবি প্রতিগ্রহ করিয়া তাঁহার কামনা সকলকে সম্বর্দ্ধন করেন সেও ব্রাহ্মণের তপোবল। প্রজাপতি তপোবলে এই শাস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, ঋষিরা তপোবলেই বেদলাভ করিয়াছিলেন। সংসারে যাহা কিছু দুস্তর, দুষ্কর ও দুষ্প্রাপ্য হউক না, তপোবলে সাধিত না হয় এমন কিছুই নাই। তপস্যা সকলকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করে কিন্তু তপস্যাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত জন্তুগণের সমুদায় দৃষ্টাদৃষ্ট তপোবলে সাধিত হইতেছে দেখিয়া দেবতারা এই জগৎকে তপোমূল বলিয়া গিয়াছেন।"

বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, সমুদায় শাস্ত্রই এই তপস্যার মহিমায় পরিপূরিত। নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মার মানস হইতে উৎপন্ন—ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তিবলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপ এই প্রকাণ্ড জড়পিণ্ডের অস্তিত্ব বিহিত। সুতরাং ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তির সাধনাই জীবের একমাত্র তপস্যা। বেদে আছে "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।" পুরাণেও আছে :—"অন্ধকারময়ং সর্ব্বং বুবুধে পরমাদ্ভুতং। সহমূকৈঃ স্বয়ং মূকে চিন্তাপন্নে প্রজাপতৌ। তপেতি বর্ণযুগলং আকাশাদুদভূর্ম্মহৎ॥" অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে যখন সকলি অন্ধকারময় অব্যক্ত ও নীরবভাবে অবস্থিত ছিল, যখন প্রজাপতি ব্রহ্মাও নীরবভাবে সৃষ্টির জন্য চিন্তিত ছিলেন, তখন "তপ" এই দুইটী বর্ণ আকাশ হইতে ধ্বনিত হইল। এবং ব্রহ্মা তপোবলে সৃষ্টিকার্য্য সমাধা করিলেন। ঈশ্বরবাদী আস্তিক মাত্রেই মানিয়া থাকেন যে ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে। ইচ্ছাশক্তির যোগে এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে একথা যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা কেন না বিশ্বাস করিবেন যে এই ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তির সাধনারূপ তপস্যা দ্বারা সমুদায় অসাধ্য ও সাধিত হইয়া থাকে। বাস্তবিকও এই সংসারে আমরা কি দেখিতেছি? আমরা কি দেখিতে পাইতেছি না যে আত্ম-শক্তির নিকট জড়শক্তি সকল কতদূর অকিঞ্চিৎকর? মনুষ্যের মধ্যে যাহা কিছু শক্তি আছে সকলই তাহার মনের। তাহার অন্তরের ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তির ন্যায় সর্ব্বশক্তিমান্, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কোন্ পদার্থ আছে? ভীষণ মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ সকলকে অনুকূল করিয়া মনুষ্য যে পোতবাহনে দেশ দেশান্তরে সঞ্চরণ করিতেছে ; অত্যুঙ্গ গিরিশৃঙ্গের মস্তকে আরোহণ করিয়া সে যে তাহাকে পরিমাণ করিতে সক্ষম হইতেছে ; নিবিড় দুর্গম অরণ্যানী, গভীর অতল সমুদ্রগর্ভ, আকাশের দূরস্থিতমেঘ সকল ও যে তাহার ইচ্ছার সাধন হইয়া অবস্থান করিতেছে ; ইহাকি এই জড় শরীর পিণ্ডের শক্তি, না ইহা তাহার অন্তরের সূক্ষ্মশক্তির প্রভাব? আত্মশক্তি প্রভাবে মনুষ্য এ জগতে কি না কার্য্য করিল? আপনার সুখোপকরণ কত চিত্র বিচিত্র দ্রব্যের আবিষ্কার করিল ; প্রশস্ত ঘাট বাট অট্টালিকা সকল প্রস্তুত করিল ; পরম রমণীয় কত প্রকারের বেশ ভূষায় সে আপনাকে সজ্জিত করিল। এই আত্মশক্তির প্রভাবে মনুষ্য সমস্ত জড় প্রকৃতির উপর কর্ত্তৃত্ব সংস্থাপন করিয়া প্রকৃতির জল বায়ু বিদ্যুৎ অগ্নিকে তাহার কামনার সহায়কারী করিল; অরণ্যের দুর্দ্দম পশুসকলকে আয়ত্ত করিয়া তদ্দ্বারা সে নিজের বাসনা সকল পূরণ করিয়া লইল ; অন্ধকারময় ভূগর্ভে যে সকল ধাতু লুক্কায়িত ছিল, তাহাদিগকে তথা হইতে আবিষ্কৃত করিয়া সে তদ্দ্বারা আপনার মনোমত অভীষ্ট সাধন করিয়া লইল। মনুষ্যের বাসনা অসীম—তাহার বুদ্ধি অনন্ত ; অনন্তকাল—অনন্তলোক সকল ও তাহার ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানশক্তির প্রসর ক্ষেত্র বলিয়া বোধ হয় না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মনুষ্যের কামনার পর্য্যাপ্তি হয় না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাহার কামনার কি বুঝিবে—পশু প্রকৃতই বা তাহা কি প্রকারে ধারণা করিবে? মনুষ্য সৃষ্টির অতীত সর্ব্ব গুণময়, সর্ব্বজ্ঞানময়, সর্ব্বশক্তিময়, সর্ব্বরূপময়, আনন্দময়ে তন্ময় হইবার জন্য অনুক্ষণ কামনা করিতেছে। "পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং" "রূপংদেহি জয়োদেহি যশোদেহি দ্বিষো জহি" বলিয়া তাহার চিত্ত অনুক্ষণ সঙ্কুচিত হইতেছে। মনুষ্য সর্ব্বৈশ্বর্য্যকামী, সর্ব্বজ্ঞানকামী, সর্ব্বশক্তিকামী। যে আদর্শে

তাহার চিত্ত অনুক্ষণ সঙ্কুচিত, এক দিন না এক দিন সেই আদর্শে উপনীত হইতে না পারিলে তাহার জন্ম সাফল্য নাই। কিন্তু ইচ্ছাশক্তি ও ধ্যানশক্তি ব্যতীত তাহার আর কি কোন সামর্থ আছে যে সে সেই আদর্শে উপনীত হইতে পারে? এই মনুষ্যই দেবতা হয়, এই মনুষ্যই উন্নত লোকে গমন করে, এই মনুষ্যই ব্রহ্মসারূপ্য লাভ করে, এসব কথায় যদি বিশ্বাস হয়, তবে ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তির অসাধ্য কিছুই নাই এ কথা না মানিবে কেন? গ্রহাধিপতি সূর্য্যে যে বল সংস্থিত, মনুষ্য মনে তাহার ইঙ্গিত রহিয়াছে; জীবনপ্রদ জলে যে শিবতম রস, মনুষ্যমনই তাহা অনুভব করিতে সক্ষম; শৃগালে যে চতুরতা আছে, সর্পে যে ক্রুরতা আছে—হস্তীতে যে গাম্ভীর্য্য আছে—পশুগণ তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। পরন্তু মনুষ্যমনই তাহা ধারণ করিতে সক্ষম। মনোদর্পণে প্রতিভাত না হয়, জগতে এমন কোন পদার্থই নাই। আকাশে গ্রহ নক্ষত্রগণের গতি-ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে; সমস্ত জগতে সুমধুর সামঞ্জস্য প্রবাহিত হইতেছে, মনোদর্পণে সমুদায়ের আভাস পতিত না হইলে মনুষ্য এই পৃথিবীতে বসিয়া কি প্রকারে লক্ষ লক্ষ যোজন দূরের গ্রহ নক্ষত্রগণের রাশিচক্র নির্ণয় করিল—কি প্রকারেই বা সে গণিত ও সঙ্গীতের সুমধুর সামঞ্জস্য উদ্ভাবিত করিল? স্বর্গে যে অনুপম সুখভোগ হইতেছে, নরকে যে অসীম যাতনা সংহিত রহিয়াছে, মনুষ্য ধ্যানযোগে এখানে বসিয়াই নিজ আত্মাতে তাহার ইঙ্গিত অনুভব করিতেছে। ধ্যানশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি একত্র সম্মিলিত হইলে না হইতে পারে এমন কার্য্যই নাই। বাহ্যে যে মনোহর চিত্র বিচিত্র অট্টালিকা সকল দেখিতেছ; গৃহভ্যন্তরে যে সমুদায় শিল্প ও কারুকার্য্য সকল দেখিতেছ; সকলই বাহ্যবিকাশ পাইবার পূর্ব্বে মনুষ্যমনে সূক্ষ্মরূপে বিরাজিত ছিল। বাহ্যিক সমুদায় আবির্ভাবই অন্তরে সূক্ষ্মভাবরূপে বিরাজ করিতেছে, নতুবা আবির্ভাব সকলকে কি প্রকারে মানবাত্মা গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে? এইজন্য মনকে শাস্ত্রে "দুরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং" বলিয়া গিয়াছেন—কামরূপ বলিয়া গিয়াছেন; পুরুষকেও সর্ব্বাধিষ্ঠান, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদি কহিয়া গিয়াছেন। একাগ্র বুদ্ধিতে যেরূপ ক্রমে ভাব সকলের ইঙ্গিত পড়িয়া থাকে, বাহ্য জগতে আবির্ভাব সকলকে সেইরূপ ভাবে গ্রহণ করিলেই ইচ্ছাসিদ্ধি হইয়া থাকে। জড়ের বল যেমন আকর্ষণ, মনের বল তেমনি ইচ্ছা। এই ইচ্ছাশক্তিযোগে এমন কি জড় সকল ও অবশভাবে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা সাধনার মহিমা, সাধুতপস্বীরা একথা অবগত আছেন। সকল দেশের সিদ্ধগণের ইতিহাসই একথার প্রমাণ।

শাস্ত্রে বলিয়া গিয়াছেন "উপাসনানি চিত্তৈকাগ্র্যং।" অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতালাভ করাই সমুদায় উপাসনা—সমুদায় তপস্যারপ্রয়োজন। একাগ্রচিত্ত হইলে মনুষ্যের অসাধ্য যে কিছুই নাই—একচিত্ত হইলে মনুষ্য যে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, একথা যোগশাস্ত্রে বিশেষরূপে প্রতিপন্ন আছে এবং কিরূপ যোগ অবলম্বন করিলে এই একচিত্ততালাভ করা যায় তাহারও উপায় তথায় নির্দ্দিষ্ট আছে। পরন্তু তাহা সাংসারিক জনগণের অধিকার বহির্ভূত বলিয়া সাংসারিক কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে থাকিয়া কিরূপে ক্রমে ক্রমে একচিত্ততালাভ করা যায় এজন্য পরমকারুণিকগণ প্রবৃত্তিমার্গের মধ্যদিয়া একটী ধারাবাহিক যোগ সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এবং তাহা অবলম্বন করিয়া জীব ক্রমে ক্রমে মুক্তি পথে অগ্রসর থাকে। "যোগশ্চিত্তবৃত্তিঃ নিরোধঃ," কাম ক্রোধবিশিষ্ট জীবগণ এরূপ যোগে আনন্দ সহকারে মুক্ত হইতে পারেন না পরন্তু এই কাম ক্রোধের মধ্যে বাস করিয়া কিরূপে ক্রমে ক্রমে এই সব হইতে মুক্ত হওয়া যায় তাঁহারা সেই মার্গকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। অধিকারী ভেদে এইরূপে জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড—নিবৃত্তিমার্গ ও প্রবৃত্তিমার্গ—উভয়মার্গই শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে। যাহাদিগকে চব্বিশ ঘণ্টা কাল সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয় তাহাদিগের কর্ত্তব্য এই যে যথেচ্ছাচারভাবে কার্য্য সকল নিষ্পন্ন না করিয়া কর্ম্মকাণ্ডের শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে চলা। কারণ, সকলেই স্ব স্ব ইচ্ছা অনুসারে কর্ম্ম করিলে জনসমাজ তিষ্ঠিতে পারে না। প্রবৃত্তিমার্গে উচ্ছৃঙ্খল হইলে নিজের ও জীবন মন উভয়ই নষ্ট হইয়া থাকে এবং পরকালেও অশেষ যাতনা ভোগ করিতে হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন, "যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামনারতঃ। ন স সিদ্ধি আবাপ্নোতি ন শান্তিং ন পরাং গতিং॥" আমরা কার্য্য সকলের মধ্যে শৃঙ্খলা দেখিতে পাই না—কোন্ কার্য্য কিরূপ ভাবে মনের প্রবৃত্তি সকলকে বর্দ্ধন বা দমন করে—কার্য্য সকলের ফল কিরূপে অনন্তকাল ব্যাপিয়া থাকে—কার্য্য সকল শরীরের উপরই বা কিরূপে প্রভাব বিস্তার করে—একটী কার্য্যের সহিত অপর কার্য্যের যোগাযোগ বা কি প্রকার এত চিন্তা করিবার মস্তিষ্ক ও আমাদের নাই। এত ফলাফল চিন্তার পর লোকে কি কোন কার্য্য করিতে পারে? একারণ শাস্ত্রবিধি মানিয়া চলাই আমাদের কর্ত্তব্য। আচার, ব্যবহার, ব্রত, নিয়ম, দান, ধ্যান, উপবাসাদি বিশ্বসংসারের যত কিছু আয়োজন আছে এই সমুদায় কর্ম্মকাণ্ডই আর্য্যশাস্ত্রকারগণ এক চিত্ততা বা মুক্তির সহায়কারী ভাবে বিহিত করিয়া গিয়াছেন। প্রতিবিধানেই যাহাতে কাম ক্রোধাদি দমন হয় ও প্রতিদিন আত্মসংযম অভ্যাস করিতে পারা যায়—যাহাতে মলিন ইচ্ছা সকলের পরিবর্ত্তে সাধু ইচ্ছা সকলকে আয়ত্ত করিতে পারা যায়—যাহাতে বুদ্ধিশক্তির প্রাখর্য্য সম্পাদিত হয়—এক কথায় দিন দিন যাহাতে ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তি বর্দ্ধিত হয় সমুদায় কর্ম্মে শাস্ত্রের তাহাই উদ্দেশ্য। এই জন্যই আর্য্যের এত মন্ত্র তন্ত্র। এমন কোন কার্য্যই নাই যাহাতে শাস্ত্র ও বিধি সকল এই চেষ্টায় সফল হন নাই। আহারের সময় মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে আহার করিতে হইবেক—যাহাতে অন্নে অসৎ শুক্র বর্দ্ধিত না হয় পরন্তু যাহাতে অন্ন অমৃত হইয়া দেহ মন সকলকেই সুপ্রসন্ন রাখে—অন্নগ্রহণকালে এই ইচ্ছা প্রবল থাকিবে; স্নানকালে অবগাহন করিয়া যেমন স্থূলশরীরের পবিত্রতা সম্পাদন করিতে হইবেক, নির্ম্মলতা ও পবিত্রতার একমাত্র আদর্শস্বরূপ জলের সহবাসে তেমনি ইচ্ছা ও ধ্যানশক্তি যোগে ভাবশুদ্ধি ও সম্পাদন করিতে হইবেক। তখন কেবলমাত্র "তস্মা অরং গমাম" এই সাধু ইচ্ছা হৃদয়কে অধিকার করিয়া থাকিবে। যখন সূর্য্যের উপস্থানে বিনিযুক্ত হইতে হইবেক, তখন "বর্চ্চোমেদেহি"—

সূর্য্যের ন্যায় কি প্রকারে ব্রহ্মতেজ লাভ করিতে পারি অনুক্ষণ এই চিন্তায় ব্যগ্র থাকিতে হইবেক। যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই যে জন করে—সে জন কোন একটী কার্য্য মনোনিবেশের সহিত করিতে পারে না। সে জনের আত্মসংযম নাই। সে কামচারী বলিয়া কোন কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। কামাচারীর ইচ্ছা ক্ষণিক। নিয়মাবলম্বী সংযমীর ইচ্ছা প্রগাঢ় হইয়া থাকে; একান্ত ইচ্ছা না থাকিলেও কোন কার্য্যে সিদ্ধি লাভ হয় না। আজকাল কার্য্য দ্বারা কেহ আত্মসংযম অভ্যাস করে না বরং সকল কার্য্যেই কামচারিতার প্রশ্রয় সুতরাং এক্ষণকার লোকে কি প্রকারে উন্নতি লাভ করিবে? ভগবান্ বলিয়া গিয়াছেন "ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।" অর্থাৎ যে বুদ্ধিতে সকলই লাভ করা যায় সে একই বুদ্ধি; অবুদ্ধিমানের বুদ্ধি নানা বিষয়ে ধাবিত। কিন্তু এক্ষণে কার্য্যক্ষেত্রে এই এক যুদ্ধি উপার্জ্জন করিতে কয়জন লোক সক্ষম? পূর্ব্বে সকল কার্য্যেই লোকে এই এক বুদ্ধি লাভ করিতে পারিত। "ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ," যখন ছাত্র অবস্থায় লোকে বিদ্যা শিক্ষা করিত তখন তাহারা একচিত্ততা শিক্ষা করিত—তখন আশ্রমধর্ম্মে বা অপর কোন কার্য্যে ছাত্রগণ মনোনিবেশ করিতে পারিত না। তখন গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া গুরুকুলে ব্রহ্মচারী ভাবে অবস্থান করিতে হইত সুতরাং বিদ্যাতে একনিষ্ঠ হইতে পারিত। এক্ষণে বিদ্যা শিখিবার জন্য কি কিছু আত্মসংযমের প্রয়োজন দেখা যায়? ভগবান্ বলিয়া গিয়াছেন "ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং তয়াপহৃত চেতসাং" অর্থাৎ ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্ত হইলে তাহাতেই চিত্ত অপহৃত হইয়া থাকে সুতরাং ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্ত ব্যক্তির কোন কালে কোন বিষয়ে এক বুদ্ধি উপস্থিত হইতে পারে না। ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্ত ব্যক্তির কোন সাধনাই নাই। কিন্তু এক্ষণে ইন্দ্রিয় সুখভোগই সমাজের চরম লক্ষ্য—কোন বিষয়ে আত্মসংযম নাই সুতরাং কোন বিষয়ে একাগ্র হইয়া লোকে কি প্রকারে উন্নতি করিবে? "আশ্রমেষ্বেবাবস্থানং তপস্যা ইত্যুচ্যতে।" যখন গৃহস্থাশ্রমে লোকে অবস্থিত থাকিত তখন সন্ন্যাসীর ন্যায় তখনকার লোক আচরণ করিত না। তখন যথা বৃত্তিস্থ থাকিয়া লোকে দেবপূজা, অতিথি পূজা, স্বজন প্রতিপালনাদি পুণ্যকার্য্য দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা লাভ করিতে পারিত। আজকাল আশ্রমধর্ম্মেই বা কয়জন লোক আত্মসংযম প্রভাবে একাগ্রতা লাভ করিতে পারে? "ব্রাহ্মণস্য তপোজ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণং" ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি বর্ণ চিহ্ন ধারণ করিয়া তখনকার লোক যখন সমাজে বৃত্তিস্থ থাকিত তখন তৎ তৎ কার্য্যে তাঁহাদের একান্ত অভিনিবেশ ছিল। এক্ষণে বৃত্তি বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতা সাধনে কয়জন লোক সক্ষম? এক্ষণে যে বৃত্তি অবলম্বন করিয়া উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা জীবন ধারণ করিতেছেন তাহাতে তাঁহাদের নিজের ইচ্ছারই যোগ নাই সুতরাং বৃত্তি কি প্রকারে তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধির কারণ হইবে? এক্ষণে অধ্যাপকের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া লোকে বীরব্রতধারী হইতেছে; বৈশ্যের ন্যায় সঞ্চয়াকাঙ্ক্ষাকে হৃদয়ে পোষণ করিয়া লোকে দানব্রতধারীর অধিকার সকলের চর্চ্চা করিতেছে। "দেব দ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞং পূজনং শৌচমার্জ্জবং। ব্রহ্মচর্য্যা অহিংসাচ শারীরং তপ উচ্যতে। অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয় হিতঞ্চ যৎ॥ স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥ মনঃ প্রসাদ সৌম্যত্বং মৌনং আত্মবিনিগ্রহঃ। ভাবসং শুদ্ধিরেত্যেতত্তপোমান সমুচ্যতে॥" শরীরের তপস্যা এই যাহাতে শরীর রুগ্ন না হয়—বাক্যের তপস্যা এই যাহাতে মিথ্যা, অপ্রিয় এবং উদ্বেগকর বাক্যে আপনাকে উদ্বিগ্ন থাকিতে না হয়—মনের তপস্যা এই যাহাতে মন সদাই প্রসন্ন থাকে—যাহাতে মনের অসৎভাবের উদয় না হয়। এইরূপ কি শরীরে, কি বাক্যে, কি মনে, কি আচারে, কি আশ্রমে, কি বর্ণধর্ম্মে সর্ব্বত্রই এই একতা লাভ করিতে হইবেক। সর্ব্বত্রই চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া আত্মভাব লাভ করিতে হইবেক। আর্য্যের বিধান এই সংসারে নানা কার্য্যের মধ্যে চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকিলেও শাস্ত্রীয় বিধান এপ্রকার চমৎকার যে বিধি মানীয়া চলিলে সকল কার্য্যই একতার পোষক হইয়া লোকের মুক্তির প্রতি কারণ হইয়া থাকে। নতুবা আহার বিহারাদি সমুদায় কার্য্যই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে সম্পাদিত—কার্য্যসমূহের মধ্যে একটী যোগ একটি ধারাবাহিক শৃঙ্খলা নাই—সেচ্ছাই কার্য্য সমূহের নিয়ামক, এমন অবস্থায় কি চিত্তের একতা সাধিত হয়? না এপ্রকার অবস্থায় মনুষ্যত্বের বিকাশ হইয়া থাকে? সংসারের অধিকাংশ লোকেই কর্ম্মকাণ্ডে জীবন ক্ষেপন করিয়া থাকেন। জ্ঞানকাণ্ড অবলম্বন করিয়া কয়টী লোকই বা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন; এমন অবস্থায় সমুদায় কর্ম্মকাণ্ড যোগে যদি চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া অন্তভাব উপার্জ্জিত না হইল তবে সাংসারিক প্রবর্ত্তমান লোকের সদ্গতি কি প্রকারে হইবেক? বিনা সহায়ে, বিনা আয়োজনে, বিনা সাধনে, সংসারে কোন কর্ম্মই সম্পাদিত হয় না আর যথেচ্ছাচার অবস্থিত থাকিলে চিত্তশুদ্ধি কি আপনাআপনি সম্পাদিত হইবেক? বশিষ্ঠ দেব বলিতেছেন যে সুমেরু উৎপাটিত হইয়াছে একথা শুনিলে আমার বিশ্বাস হয়; সমুদ্র জল কেহ শোষণ করিয়া ফেলিয়াছে একথাও বিশ্বাস্য—সকল অসম্ভবেরই সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু কেহ মনোরাজ্য জয় করিয়াছে একথা শুনিলেও আমার বিশ্বাস হয় না। এই মনোরাজ্য জয় করিয়া চিত্তের একতা লাভ করা কি সহজ কথা? প্রতি কার্য্যে আত্ম সংযম অভ্যাস না করিলে, প্রতিকর্ম্মে একাগ্রতা শিক্ষা না করিলে কেবল লোকের কথা শুনিয়া যদি চিত্তশুদ্ধি লাভ হইত; রাগ করিও না; পরের দ্রব্যে লোভ করিতে নাই, একথা জানিলেই যদি রাগ লোভ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইত; তবে আর সংসারে কোন সুখেরই অবশেষ থাকিত না। এই চিত্ত অনুসারে লোকের বন্ধ মোক্ষ—এই চিত্ত অনুসারে দেব যোনি, প্রেত, যোনি, তির্য্যক্ যোনি। অনন্তকাল এই চিত্ত মায়ায় আবৃত হইয়া লোকে সংসার চক্রে ঘূর্ণায়মান। এই চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন জন্যই সমুদায় শাস্ত্রীয় কর্ম্মকাণ্ড। এই চিত্তের একতা লাভই সমুদায় তপস্যার উদ্দেশ্য। আবার এই সমগ্র কর্ম্মকাণ্ড অনুসারে সাধনা করিলে চিত্তের যেরূপ একতা লাভ হইয়া থাকে, একমাত্র ইষ্টদেবের আরাধনায় তাহা সম্পাদিত হইয়া থাকে। আহারের সময়, বিহারের সময়, শয়নের সময়, ধ্যানের সময়—সকল সময় এবং সকল কার্য্যে জীব যখন আপ-

নার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদিকে লইয়া সেই সর্ব্বগুণময়ে আত্ম সমর্পণ করিতে শিখে, যখন সে ইষ্টদেব হইতে আপনাকে আর ভিন্ন বোধ করিতে পারে না; তখন সে তপস্যার চরম ফল লাভ করে। তখন সমুদায় সিদ্ধিই তাহাতে আপানাপনি উপস্থিত হয়। জপ, ধ্যান, ব্রত পূজাদি, তপস্যাকাণ্ড উপাসনা তত্ত্বে বিবৃত হইবেক।

অতি পুরাকাল হইতে আর্য্যগণ তপস্যার মহিমা এতদূর প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছেন যে রোগ হইলে আজও তাঁহারা তৎশান্তি কামনায় তপস্যা করিয়া থাকেন; অভীষ্ট প্রাপ্তির বিঘ্ন হইলে তাঁহারা পদে পদে পুরশ্চারণ করিয়া থাকেন; যুদ্ধে জয় লাভ করিবার জন্য তাঁহারা সর্ব্বকামময় ইষ্টদেবে তন্ময় হইয়া থাকেন। প্রাচীনগণ তপস্যা ব্যতীত—আত্মশক্তির উপর নির্ভর ব্যতীত—জীবের উন্নতির পক্ষে আর কোন অবলম্বন দেখিতে পান নাই। পিতা অবমান করিলেন, বালক ধ্রুব তখন হইতেই প্রতিজ্ঞা করিলেন "অহং যতিষ্যে" আমি সেই প্রকার সংযমী হইয়া তপস্যা করিব, যদ্দ্বারা পিতা অপেক্ষাও উত্তমস্থান লাভ করিতে পারি। ভীষ্মের নিকট পরাজিত হইয়া শিখণ্ডী তপোবলের শরণাগত হইলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণাদি যথায় প্রতিদ্বন্দ্বী তথায় কি প্রকারে জয় লাভ করিব এই কারণ যুদ্ধবিদ্যার পরাকাষ্ঠা জানিবার জন্য অর্জ্জুন তপস্যা আরম্ভ করিলেন। বাল্মিকী তপস্যা করিতে করিতে বল্মীক পিণ্ডে পরিণত হইলেন; বালখিল্য মুনিগণ তপস্যা করিতে করিতে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ হইয়া রহিলেন। আর্য্যশাস্ত্রের প্রতি পংক্তিই এই তপোমাহাত্ম্যে পরিপূরিত রহিয়াছে। তপস্যার প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে না পাইলে কি সমগ্রজাতি এত দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এরূপ দৃঢ় অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত থাকিতে পারে? প্রাচীনগণ এই অন্তর্শক্তির মহিমার উপর স্থিরনিশ্চয় ছিলেন বলিয়া দেখ তাঁহাদের আশা ও উদ্যম আমাদের অপেক্ষা কত বিস্তৃত ও উন্নত। কেহ বা ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তির জন্য অতি কঠোর তপস্যা করিতেছেন; কেহ বা অণিমাদি সিদ্ধি সকলকে আয়ত্ত করিবার জন্য চিরজীবন অতিবাহিত করিতেছেন; কেহ বা সর্ব্বগুণময় ভগবানকেই পুত্রত্বে লাভ করিবার জন্য অতিকৃচ্ছ্রব্রত ধারণ করিলেন; কেহবা পতিলোক লাভ কামনায় জীবিতাবস্থায় পতি সহগমন করিলেন। আমাদের ন্যায় সঙ্কীর্ণাশয় নীচমনা শিথিলেন্দ্রিয় পুরুষগণের কল্পনাতেও কি এ প্রকার আশা সকল দেখাদিয়া থাকে? এই আর্য্যসমাজই তপস্বী সমাজ। এখানকার সরোবর সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, অগ্রে তপস্যার স্থান নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া তবে এখানে সরোবর খনন হইয়া থাকে; এখানকার গ্রামে প্রবেশ কর দেখিবে, তপস্যা করিবার জন্য তথায় দেবমন্দির সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; এখানকার গৃহস্থের মধ্যে দেখ, প্রতিগৃহেই এক একটী দেবীমণ্ডপ বিরাজ করিতেছে। এখানকার দুর্গম পর্ব্বতে যোগী গুহা সকল, গভীর অরণ্যেও তপস্যার আশ্রম সকল দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তপস্যা অনুসারে জীবিত কালের গণনা হইয়া থাকে; তপস্যা অনুসারে আর্য্যের উচ্চনীচ বিধান; তপস্যার কারণই আর্য্যসমাজে আনন্দ ও উৎসাহ স্রোত প্রবাহিত। ইন্দ্রিয় সুখ সাধনের জন্য এদেশের পর্ব্ব সকল উপস্থিত হয় না। পরন্তু এখানে ব্রত, দান ও উপবাসেরই পর্ব্ব। প্রতি পর্ব্বদিনে ইন্দ্রিয় সকলকে সংযম করিতে আমরা অভ্যাস করিয়া থাকি। ইন্দ্রিয়ের উল্লাস অনুসারে আমরা স্থানমাহাত্ম্য অনুভব করি না, পরন্তু তপস্যার অনুকূল স্থান সকলকেই আমরা তীর্থ বলিয়া জানি। এদেশে কেবলমাত্র কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনের জন্য মেলা সকল সৃষ্টি হয় নাই, পরন্তু পুণ্যাহে পুণ্যক্ষেত্রে সাধু সংযমীগণের একত্র সম্মিলনের জন্য মেলা সকলের অধিবেশন হইয়া থাকে। অতএব পারমার্থিক সমাজে বাস করিয়া আইস আমরা তপস্যায় মনোনিবেশ করি। তাহা হইলে সকল উন্নতিই আমাদিগকে অনুসরণ করিবে। *

দ্রষ্টব্য।

নানাবিধ অনিবার্য্য প্রতিবন্ধক ও তৎসহ ছাপাখানার কর্ত্তাদের অকৃপা বশতঃ বেদব্যাস প্রকাশে এত বিলম্ব ঘটিয়াছে এবং মুদ্রণ কার্য্যেও অনেক ত্রুটি হইয়াছে। তজ্জন্য সানুনয়ে গ্রাহকগণ সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। যাহাতে পুনরায় এরূপ বিলম্ব ও বিশৃঙ্খল না ঘটে তজ্জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিব। ফাল্গুণ ও চৈত্র মাসের বেদব্যাস চৈত্র মাসের শেষেই প্রকাশিত হইবে। বর্ষশেষ প্রায়, অতএব গ্রাহকগণ! আমাদের প্রাপ্য মূল্য প্রেরণে কৃপা পুরঃসর সত্বর হউন। বর্ত্তমান সংখ্যাত্রয় বেদব্যাস প্রাপ্তেও যাঁহারা ১৩০১ সালের বার্ষিক মূল্য না পাঠাইবেন আমরা আগামী বারে বেদব্যাসে তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিতে বাধ্য হইব।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

---

* আমাদের "বেদব্যাস ভাণ্ডার" হইতে প্রকাশিত "ব্রাহ্মণ" নামক পুস্তক হইতে এই প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইল। প্রবন্ধ পাঠে গ্রাহকগণ বুঝিবেন যে উক্ত পুস্তক কিরূপ উপাদেয় ও হিন্দুর অবশ্য পাঠ্য। উক্ত পুস্তক সুবৃহৎ—মূল্য ১৲ টাকা। আগামী বর্ষে বেদব্যাসের গ্রাহকগণকে "ধর্ম্মানুষ্ঠান" নামক আট আনা মূল্যের পুস্তকের সহিত উক্ত ব্রাহ্মণ পুস্তকও উপহার প্রদত্ত হইবে।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।

৯ম বর্ষ। **বেদব্যাস** ১১শ, ১২শ সংখ্যা।

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ
মনুঃ।—

১৮১৬ শক। ফাল্গুন ও চৈত্র।

শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত।

বিষয়।	লেখকগণ।	পৃষ্ঠা।
গণপতিস্তোত্র প্রভৃতি		১২৫
গাভীমাহাত্ম্য		১২৬
যজ্ঞোপবীত		১২৭
পাপ		১৩০
বিম্ব প্রতিবিম্ব	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ	১৩২
উপবাস		১৩৫
বিদেশের অনুকরণে ভারতের কি ক্ষতি?		১৩৮
গুরু ও শিষ্য		১৪০
গীতা		১৪৫
সমালোচনী		১৪৭
নবমবর্ষ পূর্ণ		ঐ

কলিকাতা।
২০ নং সুকীয়া ষ্ট্রীট,
"কালিকা যন্ত্রে"
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩০১।

বেদব্যাস পত্রিকার ডাক মাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য বিশিষ্ট-সংস্করণ ৪৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ২৲ টাকা। ৭০ নং সুকীয়া ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

তত্ত্বাবধায়ক—শ্রীহরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

বেদব্যাস

৯ম বর্ষ।

৯ম ভাগ। | কলিকাতা, ১৩০১ সন, ফাল্গুণ, চৈত্র। | ১১শ, ১২শ সংখ্যা।

শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং মুনিমনুজপশূনাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং ত্বমসি শরণমেকা দেবি! দুর্গে! প্রসীদ॥

গণপতিস্তোত্রম্।

দেবেন্দ্র মৌলিমন্দার মকরন্দ কণারুণা।
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্ব—চরণাম্বুজরেণবঃ॥
খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরম্,
প্রস্যন্দন্মদগন্ধ লুব্ধমধুপ ব্যালোলগণ্ডস্থলম্।
দন্তাঘাত বিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দুরশোভাকরম্,
বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্॥

মহাকালীস্তোত্রম্।

ডিম্বং ডিম্বং সুডিম্বং পচপচ সহসা ঝম্যঝম্যং প্রঝম্যম্।
নৃত্যন্তী শব্দবাদ্যৈঃ স্রজমুরসি শিরঃ শেখরং তার্ক্ষ্যপক্ষৈ
যাদেবী ভুক্তবিশ্বা পিবতি জগদিদং সাদ্রিভূপীঠমাদ্যম্,
সাদেবী নিষ্কলঙ্কা কলিত তনুলতা পাতুনঃ পালনীয়ান্॥

শিবস্তোত্রম্।

জটাটবীগলজ্জলপ্রবাহপাবিতস্থলে
গলেঽবলম্ব্য লম্বিতাং ভুজঙ্গতুঙ্গমালিকাম্।
ডমড্ডমড্ডমড্ডমন্নিনাদ বড্ড মর্ব্বয়ং
চকারচণ্ডতাণ্ডবং তনোতুনঃশিবঃশিবং॥ ১॥
জটাকটাহসংভ্রমভ্রমন্নিলিম্পনির্ঝরী
বিলোলবীচিবল্লরীবিরাজমানমূর্দ্ধনি।
ধগদ্ধগদ্ধগজ্জ্বললল্লাট পট্টপাবকে
কিশোরচন্দ্রশেখরে রতিঃপ্রতিক্ষণং মম॥ ২॥
ধরাধরেন্দ্রনন্দিনী বিলাস বন্ধুবন্ধুর
স্ফুরদৃগন্তসন্ততি প্রমোদমানমানসে॥
কৃপাকটাক্ষধোরণী নিরুদ্ধদুর্দ্ধরাপদি
কচিদ্দিগম্বরেমনোবিনোদমেতুবস্তুনি॥ ৩॥
জটা ভুজঙ্গপিঙ্গলস্ফুরৎফণামণিপ্রভা
কদম্বকুঙ্কুমদ্রবপ্রলিপ্তদিগ্বধূমুখে।
মদান্ধসিন্ধুরাসুরত্বগুত্তরীয় মেদুরে
মনোবিনোদ মদ্ভুতং বিভর্ত্তুভূতভর্ত্তরি॥ ৪॥
ললাটচত্বরজ্জ্বলদ্ধনঞ্জয়স্ফুলিঙ্গয়া
নিপীতপঞ্চসায়কংনমন্নিলিম্পনায়কম্।
সুধাময়ূখরেখয়াবিরাজমান শেখরং
মহঃকপালিসম্পদে সরিজ্জটালমস্তনঃ॥ ৫॥
সহস্রলোচন প্রভৃত্যশেষলেখশেখর
প্রসূন ধূলিধোরণী বিধুসরাঙ্ঘ্রি পীঠভূঃ।
ভুজঙ্গরাজমালয়া নিবদ্ধ জাটজূটকঃ
শ্রিয়েচিরায় জায়তাং চকোরবন্ধুশেখরঃ॥ ৬॥
করাল ভাল পট্টিকা ধগদ্ধগদ্ধ গজ্জ্বল-
দ্ধনঞ্জয়াদূরীকৃতঃ প্রচণ্ড পঞ্চশায়কে।
ধরা ধরেন্দ্রনন্দিনী কুচাগ্র চিত্রপত্রকে
প্রকল্পনৈক শিল্পিনী ত্রিলোচনে রতির্মম॥ ৭॥
নবীন মেঘমণ্ডলী নিরুদ্ধ দুর্দ্ধর স্ফুরৎ
কুহূনিশীথিনীতমঃ প্রবন্ধ বদ্ধ কণ্ধরঃ।
নিলিম্পনির্ঝরীধরস্তনোতুকৃত্তি সুন্দরঃ
কলানিধানবন্ধুরঃ শ্রিয়ংজগদ্ধুরন্ধরঃ॥ ৮॥
প্রফুল্লনীলপঙ্কজ প্রপঞ্চ কালিমপ্রভা-
বলম্বি কণ্ঠ কন্দলী রুচি প্রবদ্ধ কন্ধরম্।
স্মরচ্ছিদম্ পুরচ্ছিদম্ ভবচ্ছিদম্ মখচ্ছিদম্
গজচ্ছিদান্ধকচ্ছিদম্ তহন্তকচ্ছিদম্ ভজে॥ ৯॥
অখর্ব্বসর্ব্বমঙ্গলা কলা কদম্বমঞ্জরী
সরিৎ প্রবাহ মাধুরী বিজৃম্ভনা মধুব্রতং।
স্মরান্তকং পুরান্তকং ভবান্তকং মখান্তকং
গজান্তকান্ধকান্তকং তমন্তকান্তকং ভজে॥ ১০!
জয়ত্যদভ্রবিভ্রমদ্ভ্রমদ্ভুজঙ্গমশ্বসৎ
বিনির্গমক্রমস্ফুরৎ করালভালহব্যবাট্।
ধিমিদ্ধিমিদ্ধিমিদ্ধনন্মৃদঙ্গ তুঙ্গমঙ্গল
ধ্বনিক্রম প্রবর্ত্তিত প্রচণ্ডতাণ্ডবঃশিবঃ॥ ১১॥
দৃষদ্বিচিত্রতল্পয়োভুজঙ্গ মৌক্তিকস্রজো-
র্গরিষ্টরত্নলোষ্টয়োঃ সুহৃদ্বিপক্ষ পক্ষয়োঃ।

তৃণারবিন্দচক্ষুষোঃ প্রজামহীমহেন্দ্রয়োঃ
সমপ্রবৃত্তিকঃ কদা সদাশিবংভজাম্যহং ॥ ১২ ॥
কদা নিলিম্পনির্ঝরী নিকুঞ্জ কোটরে বসন্
বিমুক্তদুর্ম্মতিঃসদা শিরস্থমঞ্জলিংবহন্।
বিলোল লোল লোচনা ললাম ভাললগ্নকম্
শিবেতি মন্ত্রমুচ্চরন্‌সদাসুখীভবাম্যহম্ ॥ ১৩ ॥
নিলিম্পনাথ নাগরীকদম্বমৌলিমল্লিকা
নিগুম্ফ নির্ভরক্ষরণ্‌মধুষ্ণিকা মনোহরঃ।
তনোতু নো মনোমুদম্ বিনোদিনীমহর্নিশম্
পরশ্রয়ঃ পরং পদং তদংগজ ত্বিষাঞ্চয়ঃ ॥ ১৪ ॥
প্রচণ্ডবাড়বানল প্রভাশুভ প্রচারিণৌ
মহাষ্টসিদ্ধিকামিনী জনাবহুতজল্পনা।
বিমুক্তবামলোচনা বিবাহকালিকধ্বনিঃ
শিবেতিমন্ত্রভূষণা জগজ্জয়ায় জায়তাম্ ॥ ১৫ ॥

শ্রীরামচন্দ্রস্তোত্রম্।

নমামি ভক্তবৎসলং, কৃপালুশীলকোমলং,
ভজামি তে পদাম্বুজং, অকামিনাং স্বধামদং।
নিকাম শ্যামসুন্দরং, ভবাম্বুনাথ মন্দরং,
প্রফুল্লকঞ্জলোচনং, মদাদিদোষ মোচনং।
প্রলম্ববাহুবিক্রমং, প্রভোঃপ্রমেয়বৈভবং,
নিষঙ্গচাপশায়কং, ধরে ত্রিলোকনায়কং।
দিনেশবংশমণ্ডনং, মহেশচাপখণ্ডনং,
মুনীন্দ্রসন্তরঞ্জনং, সুরারিবৃন্দগঞ্জনং।
মনোজবৈরিবন্দিতং, অজাদিদেবসেবিতং,
বিশুদ্ধবোধবিগ্রহং, সমস্তদূষণাপহং।
নমামি ইন্দিরাপতিং, সুখাকরং সতাং গতিং,
ভজেশ শক্তি সানুজং, শচীপতিপ্রিয়ানুজং ॥
ত্বদঙ্ঘ্রি মূল যে নরা, ভজন্তিহীন মৎসরা,
পতন্তি নো ভবার্ণবং, বিতর্কবীচিসঙ্কুলং।
বিবিক্তবাসনাসদা, ভজন্তি মুক্তিদং মুদা,
নিরস্য ইন্দ্রিয়াদিকং, প্রযান্তি তে গতিং স্বকাং ॥
ত্বমেকমদ্ভুতং প্রভুং, নিরীহমীশ্বরং বিভুং,
জগদ্‌গুরুঞ্চ শাশ্বতং, তুরীয়মেককেবলং।
ভজামি ভাববল্লভং, কুযোগিনাং সুদুর্লভং,
স্বভক্তকল্পপাদপং, সমস্ত সেব্যমন্বহং ॥
অনুপরূপভূপতিং, নতোহমুর্ব্বিজাপতিং,
প্রসীদমে নমামিতে, পদাব্জভক্তিদেহি মে।
পঠন্তি যে স্তবং ইদং নরাদরেণ তে পদং,
ব্রজন্তি নাত্রসংশয়ং ত্বদীয় ভক্তিসংযুতং ॥

সরস্বতীস্তোত্রম্।

যা কুন্দেন্দুতুষারহারধবলা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা,
যা বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতকরা, যা শ্বেতপদ্মাসনা।
যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা,
সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী, নিঃশেষ জাড্যাপহা ॥

গাভীমাহাত্ম্য।

পুরাকালে ভৃগুবংশে চ্যবন নামে এক মহাব্রত মুনি বাস করিতেন। দ্বাদশবর্ষ মৌনাবলম্বন করত তিনি জলবাস ব্রতধারী হইয়াছিলেন। মহামুনি কাষ্ঠস্বরূপ হইয়া এরূপ নিশ্চল ভাবে জলমধ্যে আসীন থাকিতেন, যে জলচর সকল তৎসমীপে কিছুমাত্র ভীত হইত না, পরন্তু আনন্দে তাঁহার ওষ্ঠ আঘ্রাণ করিত। এইরূপে সেই মহামুনি সলিল মধ্যে আসীন হইয়া থাকিলে বহুকাল অতীত হইল। অনন্তর, মৎস্যধারণে কৃতনিশ্চয় হইয়া মৎস্যাকাঙ্ক্ষী কৈবর্ত্তগণ কোন সময়ে বহুবিধ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক জালদ্বারা সেই গঙ্গা ও যমুনার জল আবরণ করিল। তাহারা সেইস্থলে যে জাল নিক্ষেপ করিয়াছিল তাহা অতিশয় বিতত, নবসূত্র নির্ম্মিত এবং বিস্তার ও দৈর্ঘ্য সমন্বিত ছিল। জলে অবতরণ পূর্ব্বক কৈবর্ত্তগণ সেই সুমহৎ ও বলবৎ জাল আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাহারা নির্ভয়, প্রহৃষ্ট, ও পরস্পর বশবর্ত্তী হইয়া মৎস্য ও অন্যান্য জলচর সকলকে সেই জালদ্বারা বন্ধন করিতে লাগিল। যদৃচ্ছাক্রমে মৎস্যগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত ভৃগুনন্দন চ্যবনও সেই জালে আকৃষ্ট হইলেন। যখন জাল উত্তোলিত হইল, হরিশ্মশ্রুজটাধর, নদীশৈবললিপ্তাঙ্গ, জলজন্তুনখচিহ্নিতগাত্র, সেই মুনিবরকে উদ্ধৃত দেখিয়া সমস্ত কৈবর্ত্তগণ কৃতাঞ্জলিপুটে অবনত মস্তকে ভূতলে পতিত হইল। এবং বিধিমত প্রকারে অজ্ঞানকৃত পাপ ক্ষালনের জন্য সেই মুনিবরের স্তব করিতে লাগিল। মৎস্য মধ্যস্থ চ্যবন, কৈবর্ত্তগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া, কহিতে লাগিলেন আমি মৎস্যগণের সহিত প্রাণত্যাগ অথবা ইহাদের সহিত আত্মবিক্রয় করিব। সলিলমধ্যে একত্র সহবাসবশত ইহাদিগকে কদাচ পরিত্যাগ করিতে পারিব না। কৈবর্ত্তগণ মুনির বাক্য শ্রবণে ভয়কম্পিত ও বিবর্ণ বদন হইয়া তদ্দেশাধিপতি মহারাজ নহুষের নিকটে নিখিল বিবরণ নিবেদন করিল। মহারাজ নহুষ অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন। মুনিকে তাদৃশাবস্থ শ্রবণ করিয়া অমাত্য ও পুরোহিতের সহিত সত্বর হইয়া তথায় গমন করিলেন। পরে যথান্যায়ে শরীর শুদ্ধি সমাপনান্তে প্রযত ও প্রাঞ্জলি হইয়া মহানুভব চ্যবনের নিকট আত্মনিবেদন করিলেন।

নহুষ কহিলেন, দ্বিজবর! আপনার কোন্ প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হইবে? যদি অনুমতি হয়, কর্ত্তব্যকার্য্য নিতান্ত দুষ্কর হইলেও তাহা সাধন করিতে প্রস্তুত আছি। চ্যবন বলিলেন, অর্থ লোভে আমাদিগকে ধরিতে গিয়া মৎস্যজীবি কৈবর্ত্তগণ অতিশয় শ্রান্তিযুক্ত হইয়াছে, অতএব ইহাদিগকে আমার ও মৎস্যের সদৃশ মূল্য প্রদান করিয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া দাও। তখন নহুষ হৃষ্টান্তঃকরণে পুরোহিতকে কহিলেন, ভগবান্ ভৃগুনন্দন যে প্রকার কহিলেন উঁহার নিষ্ক্রয়ার্থ নিষাদগণকে সহস্র মুদ্রা প্রদান করুন॥ চ্যবন বলিলেন মহারাজ! 'সহস্রং নাহমর্হামি'—আমি সহস্র মুদ্রায় বিক্রীত হইতে পারি না, 'কিংবা ত্বং মন্যসে নৃপ' তুমিই বা কি বিবেচনা কর। অতএব 'সদৃশং দীয়তাং মূল্যং' আমার উপযুক্ত মূল্য প্রদান কর। 'স্ববুদ্ধ্যা নিশ্চয়ং কুরু' আপনার বুদ্ধিতে নিশ্চয় কর। তখন নহুষ পুরোহিতকে বলিলেন 'সহস্রাণাং শতং বিপ্র নিষাদেভ্য প্রদীয়তাম্' লক্ষ মুদ্রা নিষাদগণকে প্রদান করুন। মুনিকেও জিজ্ঞাসা করিলেন 'স্যাদিদং ভগবন্ মূল্যং কিংবান্যন্ মন্যতে ভবান্' ভগবান্! ইহাই ত প্রকৃত মূল্য? অথবা আপনি কি বিবেচনা করেন? তখন চ্যবন কহিলেন 'নাহং শত সহস্রেণ নিমেষঃ পার্থিবর্ষভ' অতএব 'দীয়তাং সদৃশং মূল্যং অমাত্যৈঃ সহচিন্তয়' অমাত্যগণের সহিত চিন্তা করিয়া আমাকে আমার উপযুক্ত মূল্য প্রদান কর। এইরূপে কোটী মুদ্রা, তৎপরে অর্দ্ধেক রাজ্য, তৎপরে সমগ্ররাজ্যের সহিত যাহা কিছু আছে রাজা সমুদায় দিতে প্রস্তুত থাকিলেও তথাপি চ্যবন বলিলেন 'অর্দ্ধং রাজ্যং সমগ্রং বা মূল্যং নার্হামি পার্থিব। সদৃশংদীয়তাং মূল্যং ঋষিভিঃ সহ চিন্তয়তাম্॥' অর্দ্ধ রাজ্যই দাও, আর সমগ্র রাজ্যই দাও জড় দ্রব্য বিনিময়ে আমার মূল্য কিছুতেই নিরূপিত হইতে পারে না। অতএব আমাকে আমার সদৃশ মূল্য প্রদান কর; নিজে ও অমাত্যগণ যদি বুঝিতে না পারে, না হয়, ঋষিগণের সহিত পরামর্শ কর। এইরূপে কিছুতেই দ্বিজবরের প্রীতি উৎপাদন করিতে না পারিয়া প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ভয়ে মহারাজ নহুষ পুরোহিত ও অমাত্যবর্গের সহিত চিন্তিত আছেন। ভাবিতেছেন, 'হন্যাদ্ধি ভগবান্ ক্রুদ্ধ ত্রৈলোক্যমপি কেবলম্। কিং পুনর্মাং তপোহীনং বাহুবীর্য্যপরায়ণম্॥' ভগবান্ ভার্গব ক্রুদ্ধ হইলে ত্রৈলোক্য সংহার করিতে পারেন। অতএব তপোহীন আমি, কেবলমাত্র বাহুবীর্য্য পরায়ণ হইয়া কি প্রকারে রক্ষিত হইব? রাজা এবম্প্রকার বিবিধ অমঙ্গল চিন্তা করিতেছেন, দৈবপ্রেরণায় গবীজনামে এক ঋষি তথায় উপস্থিত হইলেন। গবীজকে দেখিয়া তাঁহার প্রাণ আশ্বাসিত হওয়াতে তিনি ঋষিবরকে বিস্তর স্তব স্তুতি জানাইয়া আত্মনিবেদন করিলেন। তখন ঋষি উপায় নির্দ্দেশ করিয়া রাজাকে বলিয়া দিলেন, 'অনর্ঘেয়া মহারাজ দ্বিজাবর্ণেষু চোত্তমাঃ। গাবশ্চ পুরুষব্যাঘ্র গৌর্মূল্যং পরিকল্প্যতাম্"॥ মহারাজ! প্রসিদ্ধি আছে, বর্ণোত্তম ব্রাহ্মণ ও গাভি সকল অনর্ঘেয়—পার্থিব কোন পদার্থই ইহাদের সদৃশ মূল্যে পরিকল্পিত হইতে পারে না। অতএব চ্যবনের পরিবর্ত্তে গোর মূল্য কল্পনা করুন। রাজা তখন মহা হর্ষান্বিত হইয়া পুরোহিত ও অমাত্য সমভিব্যাহারে চ্যবনের নিকট গমন করিলেন। গাভীকে মূল্য স্বরূপে আনীত হইতেছে দেখিয়া চ্যবনও মহা হর্ষান্বিত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রাজাকে বলিতে লাগিলেন;—

উত্তিষ্ঠাম্যেষ রাজেন্দ্র সম্যক্ ক্রীতোঽস্মি তেঽনঘ।
গোবিস্তল্যং ন পশ্যামি ধনং কিঞ্চিদিহাচ্যুত॥
কীর্ত্তনং শ্রবণং দানং দর্শনং চাপি পার্থিব।
গবাং প্রশস্যতে বীর সর্ব্ব পাপহরং শিবম্॥
গাবোলক্ষ্ম্যাঃ সদামূলং গোষু পাপ্মা ন বিদ্যতে।
অন্নমেব সদাগাবো দেবানাং পরমং হবিঃ।
স্বাহাকার বষট্‌কারৌ গোষু নিত্য প্রতিষ্ঠিতৌ।
গাবো যজ্ঞস্য নেত্র্যো বৈ তথা যজ্ঞস্যতামুখম্॥
অমৃতং হ্যব্যয়ং দিব্যং ক্ষরন্তি চ বহন্তি চ।
অমৃতায়তনং চৈতাঃ সর্ব্বলোক নমস্কৃতাঃ॥

তেজসা বপুষা চৈব গাবো বহ্নি সমাভূমি।
গাবো হি সুমহত্তেজঃ প্রাণিনাঞ্চ সুখ প্রদাঃ॥
নিবিষ্টং গোকুলং যত্র শ্বাসং মুঞ্চতি নির্ভয়ম্।
বিরাজয়তি তং দেশং পাপং চাস্যাপকর্ষতি॥
গাবঃ স্বর্গস্য সোপানং গাবঃ স্বর্গেঽপি পূজিতাঃ।
গাবঃ কামদুহো দেব্যো নান্যৎ কিঞ্চিৎ পরং স্মৃতম্॥

চ্যবন কহিলেন, মহারাজ! আমি এই উত্থিত হইলাম, তুমিই আমাকে যথার্থ ক্রয় করিলে। আমি ইহলোকে গোতুল্য ধন কিছুই দেখি না। গোসকলের শ্রবণ কীর্ত্তন, দান, স্পর্শ—সর্ব্বতোভাবে গাভীসংসর্গ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন। গোগণই লক্ষ্মীর মূল, গো সকলে পাপ নাই, গো সকলই সদত দেবগণের হবিরূপ পরম অন্ন। গো সকলে স্বাহা ও বষট্‌কার নিয়ত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। গো সকল যজ্ঞ সম্পাদন করেন এবং তাহারাই যজ্ঞের মুখস্বরূপ। গোগণ দিব্য-অব্যয়-অমৃত বহন ও ক্ষরণ করে। সর্ব্বলোকনমস্কৃত এই সমস্ত গোগণ অমৃতের আয়তন। নাভীদেহে যেরূপ তেজ বিদ্যমান আছে, ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্মতেজ ব্যতীত পার্থিব অপর কোন পদার্থের তেজই তাহার সমকক্ষ নয়। গো সকল স্বর্গের সোপান স্বরূপ, গোগণ স্বর্গেও পূজিত হইয়া থাকেন। গোকুল যথায় নিবিষ্ট হইয়া নির্ভয়ে নিশ্বাস মোচন করে, সে স্থলের পাপ বিদূরিত হয়। ইহাদের গুণের একদেশমাত্র কীর্ত্তন করাই অসাধ্য। সমস্ত গুণকীর্ত্তন কিপ্রকারে হইবে?

চ্যবন! তুমিই যথার্থ পিতৃদেবের আধারভূত ব্রাহ্মণ ও গোকুলের তুল্য মূল্য বুঝিয়াছিলে। আর এই কলিকাল! তোমার কি বলিব! এই কলিকালে যেমন গোব্রাহ্মণের দুর্দ্দশা এমন আর কাহারও নহে। কলিকালে সকলেই স্ব স্ব বৃত্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া জীবন যাপন করিতে পারিতেছে। ধর্ম্মহীন সমাজেও পুরোহিতের বৃত্তি বিধান আছে। তাহারাও স্ব স্ব পাদুকিকে মান্য করিয়া থাকে। কেবল ধর্ম্ম প্রধান আর্য্যসমাজই এক্ষণে পুরোহিত বিচ্যুত হইয়া অবস্থান করিতে মানস করিয়াছে। নতুবা ব্রাহ্মণের কি প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, ব্রাহ্মণের কিসে উন্নতি হয়' তৎপ্রতি কাহারও দৃষ্টিপাত নাই কেন? আবার দেখ, লোকে ছাগল পুষিতেছে, অশ্ব প্রতিপালন করিতেছে, কুকুর ও বিড়াল পর্য্যন্ত ও এক্ষণকার সভ্যগণের প্রতিপাল্য, কিন্তু কয়জন সভ্যনামধারী-গৃহস্থ গাভীকে অবশ্য পোষ্যের মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন? নিরীহ সম্প্রদায়ের এরূপ দুরবস্থার কারণ ঘোরকলি বই আর কি বলিব?

যজ্ঞোপবীত।

এক জন সাধক ব্রাহ্মণ এক দিন কোন ধনীর গৃহে কিঞ্চিৎ ভিক্ষা যাচ্ঞা করিতে যাওয়ায় ধনী বলিলেন, "আমি ব্রাহ্ম, আমি শ্রমাক্ষম দীন পঙ্গু, অন্ধ, বধিরদিগকে অর্থদান করিয়া থাকি, কিন্তু জাত্যাভিমানী ব্রাহ্মণগণকে কিঞ্চিন্মাত্র দান করাকেও পাপ বলিয়া মনে করি।" তাহাতে ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,

মহাশয়! আমার দোষ নাই—জানিতে পারি নাই যে আপনি অন্তরে ব্রাহ্ম হইয়াছেন। আমি কেন, আপনার অতি আত্মীয় বন্ধু ব্যতীত অপর কেহই এ কথা অবগত নহে। আপনার উচিত ছিল যে ব্রাহ্মবোধক কোন চিহ্ন ধারণ করেন। আপনাতে পার্থক্য সূচক কোন বিশিষ্ট চিহ্ন না থাকাতেই আমি আপনাকে হিন্দু বোধে বৃথা আশ্বাসিত হইয়া বহুদূর হইতে আগমন করিয়াছি।" বাস্তবিক বর্ণ-চিহ্ন, আশ্রম-চিহ্ন, ধারণ না করাতে সমাজে এক্ষণে অনেক বিষয়ে গোলযোগ উপস্থিত। এক্ষণে সমাজে কে সম্মাননার যোগ্য, কাহাকেই বা মহাশয় বলি, কাহাকেই বা তুমি বলি, কে কি ব্রতধারী, কাহার মনের ভাব কিরূপ, আত্মীয় পরিচিত ব্যতীত অপরের সম্বন্ধে এ সব কিছুই বুঝিবার সুযোগ নাই। আধুনিক সমাজে সকলেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশ ভূষা দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া কপট ভাবে বিচরণ করিতেছে। যদি সকলকেই মহাশয় বোধে মান্য করিতে হয়, তবে কি আর সম্মাননার গৌরব থাকে? সকল বিষয়েরই তারতম্য আছে, আর শ্রদ্ধা ভক্তির কি তারতম্য নাই? যাহার ব্রত যে পরিমাণে দেশ হিতকর, যাহার জীবনব্রতে যে পরিমাণ স্বার্থ ত্যাগ আছে, তাহাকে সেই পরিমাণে গৌরব করিলে তবে তো সমাজের উন্নতি হইবে? এক্ষণে বর্ণ চিহ্ন ধারণ করে না বলিয়া লোকের সহিত হঠাৎ আলাপ করিতেও কুণ্ঠিত থাকিতে হয়। হয় তো একজন মহানাচার্য্যের সঙ্গে অনার্য্যকর কথা কহিয়া হঠাৎ তাহার অপ্রীতিকর হইয়া উঠিব; না হয় তো এক জন ঘোর নাস্তিকের সঙ্গে আস্তিকের ন্যায় আচরণ করিতে গিয়া হঠাৎ অপ্রতিভ হইব; হয় তো এক জন বেশধারী দরিদ্রকে কোন অর্থ সম্বন্ধে অনুরোধ করিয়া তাহাকে লজ্জিত করিব। দান করা কোন্ জনের ব্রত; কোন্ জনই বা ধর্ম্ম বন্ধু; বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য বা কাহার বীরত্বের উপর আশা করা যায়; কোন্ জনই বা প্রকৃত ধনবান্, নব্য সমাজে এ সব অবগতির উপায় কিছুই নাই। নব্য সমাজ কপটভাবে প্রচ্ছন্ন হইয়া আপনাকে মহাধনী, মহাজ্ঞানী, মহামান্য বলিয়া জানাইতে চায়। সুতরাং লোককে কত সময় বৃথা চেষ্টায়, বৃথা বাক্যব্যয়ে, বৃথা মনের দুঃখে, বৃথা দ্বন্দভাবে, নানা কারণে মিছামিছি ক্ষতি ও অধর্ম্মগ্রস্ত হইতে হয়, তাহা বলা যায় না। তাহার উপর আবার বিড়ম্বনার কথা শুন—আমরা বর্ণচিহ্ন ধারণ করি বলিয়া আধুনিকগণ আমাদিগকে কপট ও ভণ্ড বলিয়া দোষ দিয়া থাকেন। আমরা অধর্ম্মের ভয় করি বলিয়া সরলতা প্রেরিত হইয়া যাহার যেরূপ মতি তদনুযায়ী চিহ্নাদি ধারণ করিয়া জনসমাজে বিচরণ করি, ইহাতে আমরা কপট অধিক, না যাহাদের পরিচয়-জ্ঞাপক কোন চিহ্নই নাই—যাহারা ধন মান বিদ্যা ও শীলের ভান দেখাইয়া লোককে প্রবঞ্চনা করে, জন সমাজকে বিভীষিকা দেখাইয়া আত্ম অস্তিত্ব সংস্থাপিত করিতে যায়—তাহাদের অধর্ম্ম অধিক? অথবা বর্ণচিহ্নাদি ধারণ করাতে জনসমাজে অধিক পরিমাণে সদ্ভাবের সঞ্চার হয়, না—পরিচয় সূচক কোন চিহ্ন না থাকাতে, হইয়া থাকে। ইহা বুদ্ধিমান্ মাত্রেই কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই জানিতে পারিবেন। ইংরাজী সমাজে কোন অপরিচিতের সহিত আলাপ করিতে হইলে জল, বায়ু, অগ্নি, তৃণ ইত্যাদি যে সব বিষয়ে কোন বিরোধ হইবার সম্ভাবনা নাই, সেই সব সাধারণ বিষয় লইয়া আলাপ করা শিষ্টাচার সঙ্গত। ম্লেচ্ছসমাজে উত্তম বেশ ভূষা সম্পাদন করিয়া ধনীর চিহ্ন ধারণ করিতে পারিলেই মান্য হওয়া যায়—কিন্তু সহস্রগুণে ধার্ম্মিক হইলেও যদি ধনবানের কিছুমাত্র চিহ্ন না থাকে, তবে তোমাকে যত অসৎকর্ম্মী বোধে রাজা প্রজা উভয়েই তিরস্কার করিবে। ইংরাজী সমাজে কিঞ্চিৎ অর্থ থাকিলেই আর তাহার ন্যায়ান্যায়, ধর্ম্মাধর্ম্ম, বিদ্যাসাধ্য, কোন চিহ্ন দেখিবার প্রয়োজন করে না। ইংরাজী সমাজ ঐহিক সমাজ; কিন্তু পরমার্থিক আর্য্যসমাজে এরূপ হইলে অজ্ঞান ও অধর্ম্মের প্রশ্রয়ে পারমার্থিকতা নষ্ট হয়। এই কারণ শাস্ত্রকারগণ বর্ণচিহ্ন, আশ্রমচিহ্নাদি ধারণের কথা বলিয়া গিয়াছেন।

শাস্ত্রে আছে; "বয়সঃ কর্ম্মণোঽর্থস্য শ্রুতস্যাভিজনস্য চ। বেশবাগ বুদ্ধি সারূপ্যং আচরন্ বিচরেদিহ॥" অর্থাৎ আপনার যেমন বয়স, যেরূপ কর্ম্ম, যে পরিমাণ ধন, যে প্রকার বেদাধ্যয়ন ও যাদৃশ কুলাচার, তদনুরূপ বেশ ভূষা বাক্য বুদ্ধি করিয়া ইহলোকে বিচরণ করিবেক। এ কথা কতদূর ভগবৎ প্রজ্ঞা সমুদ্ভূত, তাহা বলা যায় না। যাহাতে সমাজে কিঞ্চিন্মাত্রও অধর্ম্ম না হয়, এই জন্য আর্য্যগণের কতই সুব্যবস্থা! আর্য্যসমাজে যজ্ঞোপবীত একটি বর্ণ চিহ্ন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সকলকেই এই যজ্ঞোপবীত দ্বারা জানা যায়। কাহার সঙ্গে কিরূপ ভাবে আলাপ করিতে হইবে, কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, কাহার কিরূপ আচার, কিরূপ ধর্ম্ম—সকলি এতদ্বারা অবগত হওয়া যায়। ব্রাহ্মণ কার্পাস নির্ম্মিত, ক্ষত্রিয় শণ নির্ম্মিত ও বৈশ্য মেষরোম নির্ম্মিত যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া থাকেন। "কার্পাসমুপবীতংস্যাৎ বিপ্রস্যোর্দ্ধকৃতং ত্রিবৃৎ। শণসূত্রময়ং রাজ্ঞো বৈশস্যাবিকসৌত্রিকম্॥" (মনু) ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও আবার যজ্ঞসূত্র দেখিয়া বুঝা যায়, যে কে কোন্ বেদে পবিত্রিত হইয়াছেন। ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণ নাভির উর্দ্ধ ও স্তনমণ্ডলের অধঃ পরিমাণে যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া থাকেন; যজুর্ব্বেদীগণ বাহুমূল পর্য্যন্ত পরিমাণ যজ্ঞসূত্র ব্যবহার করেন; সামবেদীয় যজ্ঞসূত্র দীর্ঘ—ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে নাভিদেশ পর্য্যন্ত তাহার পরিমাণ। "যজ্ঞসূত্রস্য সম্মানং তংশৃণুষ্ব সমাহিতঃ। ঋগ্বেদী ধারয়েৎ সূত্রং নাভেরূর্দ্ধং স্তনাদধঃ॥ যজুষাং সূত্রমাণস্তু আশ্চর্য্যং শ্রুতিসম্মতং। বাহুমূল প্রমাণেন যজ্ঞসূত্রং দ্বিজাতিভিঃ॥ ধারণীয়ং প্রযত্নেন নান্যদ্দণ্ডং কদাচন। সামগস্য দীর্ঘসূত্রং ত্রিবিধং কথয়াম্যহম্। ব্রহ্মরন্ধ্রান্নাভিদেশপর্য্যন্তং যজ্ঞসূত্রকম্॥.....অথর্ব্বো ধারয়েৎ সূত্রং যত্নেন যজুষাং মতং। অথবা ধারয়েৎ সূত্রং সামগস্য প্রমাণতঃ॥"

কেবলমাত্র বর্ণাশ্রমের চিহ্নস্বরূপ এই যজ্ঞসূত্র আমাদের গলদেশে লম্বিত নয়; পরন্তু সমুদায় আর্য্যসমাজ সদ্ভাবে সম্মিলিত হইয়া আচার ব্যবহার, জ্ঞান ধর্ম্ম, দয়া দাক্ষিণ্যের চর্চ্চা করিয়া যে ব্রহ্মভাবে উপনীত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, এইযজ্ঞসূত্র তাহারই ব্যঞ্জক। শাস্ত্রে আছে, "উৎপত্তিং যজ্ঞসূত্রস্য যে ন জানন্তি ব্রাহ্মণা। তেষাং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ভবন্তি ভস্মসাৎ কিল॥" অর্থাৎ যিনি ব্রাহ্মণ হইয়া যজ্ঞসূত্রের উৎপত্তি না জানেন, তাঁহার

সকল কর্ম্মই বৃথা। যজ্ঞসূত্র ব্রহ্মজ্ঞাপক, যে দ্বিজাতিগণ স্ব স্ব ধর্ম্মে অবস্থান পূর্ব্বক সেই ব্রহ্মকে অবগত হইবার চেষ্টা না করেন, তাঁহাদের সূত্র ধারণই বৃথা। ব্রহ্মোপনিষদে আছে, "সূচনাৎ সূত্রমিত্যাহুঃ সূত্রং নাম পরং পদং। তৎসূত্রং বিদিতং যেন স বিপ্রো বেদপারগঃ॥" অর্থাৎ সেই পরমপদ ব্রহ্মকে সূচনা করে বলিয়া ইহার নাম ব্রহ্মসূত্র। যে সূত্রে এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় হইতেছে—এই যজ্ঞসূত্র সেই মূল সূত্রের অববোধক। এই সূত্রের যিনি যথার্থ মর্ম্মজ্ঞ, তিনিই বিপ্র; তিনিই বেদপারগ। "যেন সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণি গণাইব। তৎসূত্রং ধারয়েৎ যোগী যোগবিৎ তত্ত্বদর্শিবান্॥" সূত্রগ্রথিত মণিগণের ন্যায় অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁহাতে গ্রথিত রহিয়াছে, তত্ত্বদর্শী যোগীরা সেই সূত্রই ধারণ করেন। "সূত্রমন্তর্গতং যেষাং জ্ঞানযজ্ঞোপবীতিনাম্। তে বৈ সূত্রবিদো লোকে তে চ যজ্ঞোপবীতিনঃ॥" যে সমস্ত জ্ঞানযজ্ঞোপবীতের অন্তঃকরণে ঈদৃশ সূত্র নিয়ত প্রতিভাসিত, তাঁহারাই প্রকৃত যজ্ঞোপবীত; তাঁহারাই প্রকৃত সূত্রবিৎ। "কর্ম্মণ্যাধিকৃতা যে তু বৈদিকে ব্রাহ্মণাদয়ঃ। তৈঃ সন্ধার্য্যমিদং সূত্রং ক্রিয়াঙ্গং তদ্ধি বৈ স্মৃতং॥" কর্ম্মী ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ এই বহিঃসূত্র অতি যত্নে ধারণ করিয়া থাকেন, কারণ অপরাপর ব্রহ্মস্মারক ক্রিয়ার মধ্যে এটিও একটি অঙ্গ। আহারে, বিহারে, শয়নে, ধ্যানে, দানে,যজ্ঞে সকল সময়েই উপবীতের প্রয়োজন, ব্রহ্মসূত্র ধারণ বিনা জপ তপ সকলই বৃথা; ব্রহ্মই সকলের মূল—উপবীত তাহাই স্মরণ করিয়া দেয়। "শিখা জ্ঞানময়ী যস্যোপবীতঞ্চৈব তন্ময়ং। ব্রাহ্মণং সকলং তস্যেতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥ যাঁহাদের চৈতন্যশিখা প্রকৃতই উর্দ্ধলোকের সহিত যোগ দিতেছে—যাঁহারা প্রকৃতই জ্ঞানের শিখা ধারণ করেন—যাঁহারা ব্রহ্মভাবে উপবীত, তাঁহাদেরই সমুদায় ব্রাহ্মণ্যানুষ্ঠান সিদ্ধ হইয়াছে। এ কথার মর্ম্ম ব্রহ্ম বিদেরাই অবগত আছেন। "স যজ্ঞঃ স চ যজ্ঞবিৎ॥" বিষ্ণুর নামই যজ্ঞ; যজ্ঞোপবীত সেই বিষ্ণুর সমীপ সম্বন্ধ অবগত করাইয়া দেয়। যজ্ঞসূত্রের নাম ত্রিবৃৎ। "উর্দ্ধন্তু ত্রিবৃতং কার্য্যং তন্তুত্রয়মধোবৃতং। ত্রিবৃতঞ্চোপবীতং স্যাৎ তস্যৈকো গ্রন্থিরিষ্যতে॥" (ছান্দোগ্যপরিশিষ্টে) বাহিরে যেমন কার্পাস সূত্রকে ত্রিগুণ করিয়া বামকর উর্দ্ধে ও দক্ষিণকর নিম্নে চালনা করিয়া বেষ্টন দ্বারা গ্রন্থি বন্ধন করিতে হয়; সমুদয় জগৎ এইরূপ তিন গুণের তারতম্য গ্রন্থিতে আবদ্ধ। "ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ। মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ং॥" (গীতা) "হৃদিস্থাদেবতাঃ সর্ব্বা হৃদিপ্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। হৃদি প্রাণাশ্চ জ্যোতিশ্চ ত্রিবৃৎসূত্রঞ্চ যন্মহৎ॥" (ব্রহ্মোপনিষদ্)। দেবতাগণ প্রাণ, জ্যোতি, সকলি এই ত্রিবৃৎসূত্রে অবস্থান করিতেছেন। "হৃদি চৈতন্যে তিষ্ঠতি॥" ত্রিবৃৎ আবার হৃদিস্থ চৈতন্যে অবলম্বিত রহিয়াছে, তিনি সকলেরই গ্রন্থিস্বরূপ। "কার্পাস সম্ভবং সূত্রং যজ্ঞসূত্রং বিনির্ম্মিতং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং পরমং সর্ব্বদেবময়ং তথা॥" "মূলাধারাং স্থিতা নিত্যাং কুণ্ডলীতত্ত্বরূপিণী। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা পরমা বিষতন্তু স্বরূপিণী।" (তন্ত্র) সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষতন্তুস্বরূপ কুণ্ডলীনিতে যেমন সকল দেবতারই অবস্থান, এই কার্পাসসম্ভূত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যজ্ঞসূত্র সেইরূপ সর্ব্বদেবময়। একারণ গ্রন্থিকালে দেবঋষি মুনি মানব সকলকেই স্মরণ করিতে হয়। "গ্রন্থিকালে স্মরেদ্বিপ্রান্ সূত্রং ভবতি মূর্ত্তিমৎ। ব্রহ্মাচ কশ্যপো বিপ্রঃ সনকশ্চ সনন্দনং। সনৎ সনাতনো বিপ্রোনারদং কপিলস্তথা। মরীচিরত্রিঃ পুলহঃ পুলস্ত্যো গোতমঃ ক্রতুঃ॥ ভৃগুদ্রক্ষঃ প্রচেতাশ্চ বশিষ্ঠো বাল্মিকীস্তথা। দ্বৈপায়নো ভরদ্বাজং শুক্রো জৈমিনিরেবচ। বিদূরথঃ শুনশেফো জাতকর্ণশ্চ রৌরবঃ। ঔর্ব্বঃ সম্বর্ত্তকশ্চৈব সুরাচার্য্যো বৃহস্পতিঃ। চন্দ্রসূর্য্যৌ বুধঃ শ্রীমান্ যজ্ঞসূত্রস্য গ্রন্থিষু। তিষ্ঠন্তু মম বামাংশে বামস্কন্ধে ত্বহর্নিশি। ব্রহ্মাদ্যা দেবতাঃ সর্ব্বা যজ্ঞসূত্রস্য দেবতা॥" প্রার্থনাও করিতে হয় যেন তাঁহারা এই সূত্র অবলম্বনে আমাদিগকে ব্যাপিয়া থাকেন।

এই সূত্রের একটী নাম ত্রিদণ্ডী। মনু বলিয়া গিয়াছেন "বাগ্দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈবচ। যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে॥" অর্থাৎ কায়মনো বাক্য এই তিনই সম্যক্রূপে দমন করিতে হইবেক; এইটী যাঁহার বুদ্ধিতে সদা নিহিত আছে, তিনিই যথার্থ ত্রিদণ্ডী; নতুবা সূত্রধারণ বৃথা। দেবল বলিয়া গিয়াছেন "যজ্ঞোপবীতং কুর্ব্বীত সূত্রাণি নবতন্তবঃ॥" "ব্রহ্মণোৎপাদিতং সূত্রং বিষ্ণুনা দ্বিগুণীকৃতং। শিবেন পিহিতং গ্রন্থং সাবিত্র্যাচাভিমন্ত্রিতং। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব শ্চৈব বাসুকিঃ পবনোঽনলঃ॥ শুক্রঃ সূর্য্যঃ সুরাচার্য্য স্তন্তুনাং নবদেবতাঃ॥ যজ্ঞসূত্রের নবতন্তুর নবদেবতা শাস্ত্রে এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। এই যজ্ঞসূত্র দিয়া দ্বিজত্ব প্রাপ্ত করাইবার জন্য উপনয়ন বিধি। গুরু উপনয়নকালে শিষ্যকে এই যজ্ঞসূত্র দিয়া বলিয়া দেন, "যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং প্রজাপতে র্যৎসহজং পুরস্তাৎ। আয়ষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ॥" অর্থাৎ অক্ষসূত্র ব্রহ্মার সহজাত সম্পত্তি, অতএব এই যজ্ঞসূত্র ধারণ কর ও ইহার মর্ম্ম অবধারণ করিয়া আয়ু, বল, ধর্ম্ম তেজ সকলি লাভ কর।

বাহ্য হইতে ক্রমশঃ অন্তঃস্থ করিয়া যাহাতে আমরা এই যজ্ঞোপবীত বলে ব্রহ্মের সামীপ্য লাভ করিতে পারি—যাহাতে যজ্ঞসূত্রের চর্চ্চা করিয়া ক্রমে ক্রমে সেই যজ্ঞ পুরুষে উপনীত হইতে পারি; আর্য্যসমাজে জ্ঞান ধর্ম্মে অবস্থিত থাকিয়া সকলেরই সেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আহারে, বিহারে, শয়নে, মননে—প্রতিকার্য্যে প্রতিপাদক্ষেপে হৃদিস্থদেবের প্রতি যাহাতে আমাদের লক্ষ্য থাকে; ব্রহ্মই আমাদের গন্তব্য স্থান যাহাতে এই সংস্কার হৃদয়ে বালককাল হইতে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইতে থাকে, এই জন্যই আর্য্যসমাজে যজ্ঞোপবীত ধারণের বিধি। ধর্ম্মকামী আর্য্যগণের পক্ষে এমন গৌরবের চিহ্ন আর নাই। তুচ্ছ সে বেশ যাহা দেখিয়া লোকে ভীত হয়; তুচ্ছ সে সাজসজ্জা যাহা দেখিয়া লোকের বিষয় কামনা ক্ষুব্ধ হয়; কপট সে আবরণ যাহাতে মানব হৃদয় অন্যথা প্রতিভাত হইয়া থাকে, অধর্ম্ম সে ভাব, যাহাতে মানব সমাজে বাস করিয়া কোন চিহ্নই ধৃত না হয়।

পাপ।

পাপ ত্রিবিধ, বাচনিক, কায়িক ও মানসিক।

পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব, পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বদ্ধ প্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাৎ চতুর্ব্বিধং॥ মনু।

অর্থাৎ—অপ্রিয়ভাষণ, অসত্যকথন, পরোক্ষে অন্যের নিন্দা-ঘোষণ এবং নিরর্থক বাচালতা, এই কয়টী বাচনিক পাপ। টীকাকার "অসম্বদ্ধ প্রলাপশ্চ" এই পদের একটু সূক্ষ্ম অর্থ করিয়াছেন। "সত্যস্যাপি রাজদেশ পৌরবার্ত্তাদের্নিষ্প্রয়োজনং বর্ণনং।" অর্থাৎ অমুক দেশের রাজা বড় বিজ্ঞ, অমুক দেশ বড় উর্ব্বর, অমুক দেশের লোক বড় সাহসী প্রভৃতি কথা সত্য হইলেও নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং, ঐ সব কথায় সময় অতিবাহিত করিলে বাচনিক পাপ করা হয়। গ্লাড্‌ষ্টোন বড় বক্তা, বিস্‌মার্ক্‌ বড় চতুর, এবার ইটালীর বড় বিপদ দেখিতেছি, প্রভৃতি যে সমস্ত খোস গল্প এখন প্রতি বৈঠক খানাকে অলঙ্কৃত করে, তাহাদের অধিকাংশই সংস্কৃত শাস্ত্রানুসারে বাচনিক পাপ। যে সকল বিবরণ শ্রবণে বা কীর্ত্তনে ধর্ম্মবুদ্ধি উদ্দীপিত হয় ও অধর্ম্মবুদ্ধি প্রশমিত হয়, কেবল সেই সমস্ত বিবরণ অথবা প্রসঙ্গই আলোচনা করা উচিত। নতুবা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কয় পুত্র ও কয় কন্যা, টমসন সাহেব তাহার স্ত্রীকে ভাল বাসেন কি না, পেজ সাহেব কাছারীতে নিদ্রা যান কি না, প্রভৃতি প্রসঙ্গে আমাদের ধর্ম্ম অর্থ-কাম-মোক্ষ কোন প্রকার বর্গই সংসাধিত হয় না। সুতরাং ঐরূপ অনাবশ্যক প্রসঙ্গ (Gossiping) পাপ মধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য। শারীর পাপ সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন,

"অদত্তানাং উপাদানং হিংসাচৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ শারীরং ত্রিবিধং স্মৃতং॥"

মনু।

অর্থাৎ

কায়িক পাপ তিন প্রকার, যথা অন্যায় পূর্ব্বক পরস্বাপহরণ (যে কোন ভাবে) অশাস্ত্রীয় পশুহত্যা এবং পরদার।

এইরূপে মানসিক পাপও ত্রিবিধ

পরদ্রব্যেষ্বভিধানং মনসানিষ্ট চিন্তনং।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসং॥

মনু।

অর্থাৎ

(১) কিরূপে অন্যায়পূর্ব্বক পরস্বাপহরণ করিব, (২) কিরূপে ব্রহ্মহত্যা, পরদার সুরাপান প্রভৃতি নিষিদ্ধাচরণ করিব, (৩) "পরলোক মিথ্যা" "আত্মা নাই, দেহই আছে" প্রভৃতি ভ্রান্ত মতে বিশ্বাস ও ধারণা এই তিন প্রকার মানসিক কর্ম্মকে মানসিক পাপ বলা যায়।

এই যে তিন প্রকার পাপের কথা উল্লিখিত হইল, ইহাদের মধ্যে বাচনিক, পাপের শাস্তি বাচনিক, কায়িক পাপের শাস্তি কায়িক ও মানসিক পাপের শাস্তি মানসিক হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বাচনিক পাপে আসক্ত, তাহার স্বর অত্যন্ত কর্কশ ও শ্রুতিকটু হয়। কায়িক পাপের ফল কায়িক পীড়া, অঙ্গবৈকৃত্য ও অঙ্গবিকৃতি। মানসিক পাপের ফল মানসিক যাতনা ও মনোবিকার।

মানসং মনসৈবায়মুপভুঙ্‌ক্তে শুভাশুভং।
বাচা বাচাকৃতং কর্ম্ম কায়েনৈব চ কায়িকং॥

"মানসিক শুভাশুভ কর্ম্মের ফল মনেই ভোগ করিতে হয়। এইরূপে বাক্যজ ও কায়জ কর্ম্মের ফল বাক্যে ও কায়ে প্রকটিত হয়।"

জড়জগতে কারণের সহিত কার্য্যের যেরূপ নিত্য সম্বন্ধ, নৈতিক জগতে পাপের সহিত পাপোচিত শাস্তির সেইরূপ নিত্য সম্বন্ধ। পরদার প্রভৃতি কায়িক পাপের ফল প্রত্যহ দেখিতে পাওয়া যায়। যত দিন লম্পট, যৌবনের সীমা অতিক্রম না করে, তত দিন সে তাহার পাপের ফল ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না, এবং তাহার বেশভূষাদির আধিক্য বশতঃ অন্যেও তাহার দুর্দ্দশা দেখিতে পায় না। কিন্তু যৌবন সুলভ সামর্থ্যের একটু হ্রাস হইলেই লাম্পট্যবিষ নিজ বীভৎসতার পরিচয় প্রদান করে। অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণতা, শিরোঘূর্ণন, হস্তকম্পন, প্রভৃতি নানাবিধ পীড়া আসিয়া ঐ লম্পটের শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করে। বাচনিক পাপের ফল ও কায়িক ফলের ন্যায় অবশ্যম্ভাবী। তুমি অন্যের নিন্দা করিয়া তাহার অনিষ্ট করিলে; কিন্তু একবার ভাবিলে না যে পরের মন্দ করিতে গেলে আপনার মন্দ আগে হয়। পরের নিন্দা করায়, তোমার জিহ্বার যে কলুষতা জন্মিল, উহাতে যে তোমার কত সময়ে কত অপকার হইবে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। অন্যের প্রতি কটু কাটব্য প্রয়োগ করিয়া তুমি তাহাদের অশেষ ক্লেশোৎপাদন করিলে; কিন্তু তোমার জিহ্বা ও স্বর কর্কশতা দোষে কলুষিত হওয়ায় যে কি অপকার হইল তাহা একবার ভাবিয়া দেখিলে না। আমার এক বন্ধু একটী স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা বালকদিগকে তিরস্কার করিতেন। এইরূপ করাতে তাহার জিহ্বা কর্কশ ও রূঢ় কথায় এরূপ অভ্যস্ত হইল, যে তিনি চেষ্টা করিয়াও কর্কশ ভাষা হইতে আপনাকে নিবৃত্ত করিতে পারিতেন না। তাঁহার পিতা, মাতা, বন্ধু, স্বজন সকলেই একে একে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। তিনি ভৃত্য পাইতেন না, দাসী পাইতেন না, এমন কি ধোপা নাপিত ও তাহার দুষ্প্রাপ্য হইল। সর্ব্বশেষে তাহার পত্নী মনোদুঃখে আত্ম হত্যা করিলেন। কি আশ্চর্য্য তুমি অন্যের নিন্দা করিতেছ, মিথ্যা কহিতেছ, কর্কশ ভাষায় অন্যের প্রতি কটু কাটব্য প্রয়োগ করিতেছ এবং অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকিয়া কত রাজা কত উজীর মারিতেছ; কিন্তু একবার বুঝিয়া দেখিতেছ না, যে ঐ সমস্ত কুকার্য্য দ্বারা কি ভয়ানক বিষ অলক্ষিত ভাবে তোমার দেহ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। একবার গ্লাডষ্টোন একজন বীণাবাদককে ক্রিকেট্ খেলিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বীণাবাদক উত্তর করিলেন—"আমি ক্রীকেট খেলিলে আমার বার্ষিক ৫০,০০০ হাজার টাকা ক্ষতি হইবে। আমি এক্ষণে বীণা বাজাই ৫০,০০০ হাজার টাকা উপার্জ্জন করি। ক্রীকেট খেলিলে আমার হস্তের এই বীণানৈপুণ্য থাকিবে না।" হস্ত সম্বন্ধে যে কথা জিহ্বা সম্বন্ধেও তাহাই। যে সর্ব্বদা কু কথা কয়, সে

আপন স্ত্রী পুত্রকেও মিষ্ট সম্ভাষণ করিতে পারে না। জিহ্বা যন্ত্রের সদ্ব্যবহার আর তাহার আয়ত্ত থাকে না। আহা! এই জিহ্বার সদ্ব্যবহারে পশু পক্ষী মুগ্ধ হয়। যে দুর্বৃত্ত অন্য কিছু মানে না, তাহাকেও জিহ্বার সদ্ব্যবহার দ্বারা বশ করা যায়। এই জিহ্বা সর্ব্বদা সৎ প্রসঙ্গে রত থাকুক, সর্ব্বদা সুবাক্য কহুক, সর্ব্বদা সুপুস্তক পাঠ করুক, সর্ব্বদা দেব দ্বিজে স্তুতি করুক। তাহা হইলে তুমি ইহকালে সর্ব্বলোকের প্রিয় হইবে এবং পরকালেও অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিবে। পরন্তু এই মহাযন্ত্রের কুব্যবহারে তোমার নিজের ও অন্যের কেবল দুঃখ রাশি পরিবর্দ্ধিত হইবে। যাহাতে তোমার নিজের ও অন্যের দুঃখ বর্দ্ধিত হয় তাহা যে পাপ তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র থাকিতে পারে না।

এইরূপে যখন আমরা কোন দুশ্চিন্তা করি, তখন আমরা এই বলিয়া আপনাকে আপনি প্রবোধ দেই—"যে ইহাতে আর দোষ কি? আমরা ত আর কাহারও কোনও অনিষ্ট করিতেছি না।" আমরা কাহার অনিষ্ট করিতেছিনা সত্য, কিন্তু আমরা আমাদের নিজ নিজ সুমহৎ অমঙ্গল সংসাধন করিতেছি। আমাদের মন ও একটি সুবিন্যস্ত, সুরচিত বাদ্যযন্ত্র সদৃশ। অতি সাবধানে অতি সন্তর্পণে ইহার তাল মান লয় রক্ষা করিতে হয়; যদি ইহাতে যাহা ইচ্ছা তাহাই বাজাও, তাহা হইলে ইহার অপূর্ব্ব কোমলতা অভাবনীয় মাধুরী প্রভৃতি সমস্ত সদ্‌গুণ হারাইবে। যে পবিত্র মৃদঙ্গে হরি সঙ্কীর্ত্তন নিনাদিত হইবে, তাহাতে যদি সদা সর্ব্বদা বারবিলাসিনীর নর্ত্তনোচিত আড়্‌খেম্‌টা বাজান যায় তাহা হইলে তাহার কি দশা হয়? অতএব সাবধান, পবিত্র ব্যবহার দ্বারা পবিত্র বস্তুর পবিত্রতা রক্ষা কর। পবিত্র গঙ্গোদকে দেবতার পদধৌত কর। উহা লইয়া কুক্কুর বিড়ালকে অভিষিক্ত করিবে কেন? বাচনিক কায়িক ও মানসিক পাপে পরজন্মে কি কি শাস্তি তাহাও হিন্দুর স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।
কাচিতৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্॥

অর্থাৎ

কায়িক পাপে মনুষ্য স্থাবর যোনি প্রাপ্ত হয়। বাচনিক পাপে মনুষ্য পশুপক্ষী যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। মানসিক পাপে মনুষ্য অন্ত্যজাতিতে অর্থাৎ চণ্ডালাদির গৃহে জন্মগ্রহণ করে।

ইহার মধ্যে এক গূঢ় নৈতিক রহস্য আছে। যেন কর্ম্মফল প্রদাতা ঈশ্বর শারীর পাপাসক্ত ব্যক্তিকে বলিতেছেন:—"হে মনুষ্য তোমাকে দেহযন্ত্ররূপ যে অধিকায় প্রদান করিয়াছিলাম, তাহার তুমি অপব্যবহার করিয়াছ। সুতরাং তুমি আর ঐ অধিকার লাভ করিবার উপযুক্ত নহ। অতএব তোমাকে ঐ অধিকার হইতে চ্যুত করিলাম। এ জন্মে তোমার একটা শরীর থাকিবে, কিন্তু তাহা লইয়া তুমি সুকর্ম্ম বা কুকর্ম্ম কিছুই করিতে পারিবে না। তুমি বৃক্ষযোনিতে জন্মলাভ করিবে।"

এইরূপে যে ব্যক্তি বাচনিক পাপে আসক্ত ছিল তাহাকে যেন ঈশ্বর বলিতেছেন—"হে দুর্ভাগ্য মনুষ্য! তোমাকে যে মোহন বাক্যযন্ত্রের অধিকারী করিয়াছিলাম তুমি সে যন্ত্রের অত্যন্ত অপব্যবহার করিয়াছ। এবার আর তোমাকে ঐ যন্ত্রের অধিকারী করা হইবে না। তোমার শরীর থাকিবে, তুমি সুকর্ম্ম কুকর্ম্ম প্রভৃতির অধিকারী থাকিবে, কিন্তু তোমার জিহ্বা বাক্য নিঃসারণে অশক্ত হইবে, অর্থাৎ তুমি তির্য্‌কযোনিতে, জন্ম লাভ করিবে।" যে মানসিক পাপে পাপী তাহাকে যেন ঈশ্বর বলিতেছেন—"হে দুর্ব্বৃত্ত! তোমাকে মনরূপ যে সুমহৎ অধিকার দিয়াছিলাম, তাহার তুমি কি কুব্যবহার করিয়াছ। এ জন্মে তোমার কর্ম্মে ও বাক্যে অধিকার থাকিবে; কিন্তু তোমাকে আর মনস্বিতা দিব না। অর্থাৎ তুমি চাণ্ডালাদির গৃহে জন্মগ্রহণ করিবে।"

দেখুন, আমরা ইন্দ্রিয় দেহ মন প্রভৃতি যে সমস্ত অধিকার ভোগ করিতেছি, সুব্যবহার করিলে আমরা ঐ সমস্ত পুনরায় প্রাপ্ত হইতে পারিব। নতুবা ঈশ্বর আমাদিগকে ঐ সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবেন।

এক্ষণে পাপ পুণ্য সম্বন্ধে দুই তিনটী জটিল ও অত্যাবশ্যক প্রশ্নের অবতারণা করা যাইতেছে।

১ম। পাপ কাহাকে বলে? পাপের লক্ষণ যাহা যাহা ইংরেজীতে নির্দ্ধারিত আছে, তাহার যথাযথ বিচার করা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র বুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে একরূপ দুঃসাধ্য। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম পাপ কাহাকে বলে? আপনি তাহাতে উত্তর করিলেন—"Categorical imperative "অথবা" The greatest evil of the greatest number." আপনার উত্তর আমার প্রশ্নের অপেক্ষা কঠিন। যৎকালে আমার ভ্রাতা কথামালা পড়িতেন, তৎকালে কথামালার একখানি অর্থপুস্তক আমার হস্তে পড়িয়াছিল। তাহাতে দেখিয়াছিলাম।

বাঘ—অর্থে শার্দ্দূল
হাড়—অর্থে অস্থি ইত্যাদি

ইংরাজী দর্শনের সমস্যা আমাদের পক্ষে অনেক সময়ে ঐরূপ।

মিথ্যা কথা কহা উচিত কি না; ইহা জানিতে হইলে যদি আমাকে সমস্ত পৃথিবীর কথা জানিতে হয়, তাহা হইলে বড়ই বিপদ। এ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রকারগণের উপদেশ অতি সহজ, এবং উহা সহজেই প্রতিপাল্য।

বিহিত কর্ম্মজন্যো ধর্ম্মঃ। নিষিদ্ধ কর্ম্ম জন্যস্বধর্ম্মঃ।"

অর্থাৎ "শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতিতে যাহার পক্ষে যে কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, তাহা করাই পুণ্য ও শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম্ম করাই পাপ।" এই উপদেশ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কি না, তাহা বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই উপদেশের এক মহদ্‌গুণ এই যে ইহা কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে। পাপের তালিকা মনুর একাদশ অধ্যায়ের ৫৫ হইতে ৭১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

২য়। পাপের সৃষ্টিকর্ত্তা কে? খ্রীষ্টানেরা এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন না। অক্সফোর্ড মিসনের জেম্‌স সাহেবের সঙ্গে একবার এ বিষয়ে আমাদের আলাপ হইয়াছিল। তাহাতে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন "আমরা এ কথায় উত্তর দিতে পারি না।" সাধারণ খ্রীষ্টানেরা শয়তানকে পাপের স্রষ্টা বলেন। কিন্তু ইহা নিতান্ত অগ্রাহ্য কথা। কেন না সৃষ্টিকর্ত্তা এক জন ইহা

খ্রীষ্টানেরা নিজেই বারম্বার স্বীকার করিয়া থাকেন। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে পাপের সৃষ্টি এইরূপে বর্ণিত আছে।

"ধর্ম্মস্তনোস্তনো ধর্ম্মপথোঽস্য পৃষ্ঠং।"
"পরাভূতেরধর্ম্মস্য তমসশ্চাপি পশ্চিমঃ॥"
ভাগবত।

"ব্রহ্মা যে বিরাট পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই বিরাট পুরুষের বক্ষ দেশ ধর্ম্ম ও পৃষ্ঠ দেশ অধর্ম্ম দ্বারা নির্ম্মিত। যে অধর্ম্ম পরাভবের কারণ এবং যাহা অবিদ্যাময়, তাহা বিরাট পুরুষের পৃষ্ঠদেশ।" ধর্ম্মের পশ্চাদ্ভাগে অধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সম্মুখে ধর্ম্ম ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ আমার বোধ হয় এই। পাপ ও পুণ্য এই দুইটী স্বতন্ত্র বস্তু নহে। ইহার একটীর সহিত অন্যটী এমন গ্রথিত আছে যে উহারা উভয়ে পরস্পর পরস্পরের নিত্য সহচর। দেবোচিত প্রণয়ের সহিত পাশব কামের নিত্য সম্বন্ধ এ তত্ত্বের দৃষ্টান্ত স্থল। আমরা যে সমস্ত পাপ দেখিতে পাই, তাহাদের প্রত্যেকেরই সঙ্গে সঙ্গে এক একটী পুণ্য কার্য্যও দেখিতে পাইব। এবং ঐরূপে পুণ্যের সহিত পাপের নিত্য সম্বন্ধ সর্ব্বদাই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অমিশ্র পাপ ও অমিশ্র পুণ্য সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে দেখিতে পাইবেন না। আবার অন্য দৃষ্টিতে পাপ পুণ্য বলিয়া কোন বস্তু নাই। উদ্দেশ্যও অবস্থা ভেদে পাপ পুণ্যের বিচার হইয়া থাকে।

৩য়। পুণ্যময় ঈশ্বর পাপের সৃষ্টি করিয়াছেন কেন? ইংরাজী শাস্ত্রে এ প্রশ্নের উত্তর নাই। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে পাপ, সৃষ্টির এক প্রধান উপকরণ। পুত্রোৎপাদন ব্যতীত সৃষ্টি রক্ষা হয় না। কিন্তু পুত্রোৎপাদনের জন্য কাম প্রভৃতি পাপ রিপুর প্রয়োজন। ব্রহ্মা সৃষ্টির জন্য প্রথমে সনক, সনন্দ, সনাতন সনৎকুমার এই চারি জনকে সৃষ্টি করেন। ইহারা অত্যন্ত পবিত্র স্বভাব ছিলেন! ব্রহ্মা ইহাদিগকে সৃষ্টি বিস্তার করিতে বলিলেন।

তান্ বভাষে স্বভূঃ পুত্রান্ প্রজাঃ সৃজত পুত্রকাঃ
তন্নৈচ্ছন্ মোক্ষধর্ম্মাণো বাসুদেব পরায়ণাঃ। ভাগবত।

"ব্রহ্মা তাহাদিগকে প্রজা সৃজন করিতে বলিলেন। কিন্তু তাহারা মোক্ষধর্ম্মী ও কৃষ্ণপরায়ণ ছিলেন। এজন্য প্রজা সৃজনে তাহাদের প্রবৃত্তি হইল না।" অবিদ্যা, অহঙ্কার, মোহ, প্রভৃতি পাপ প্রবৃত্তি না থাকিলে সৃষ্টি চলে না যাহার মোহ নাই সে কখন আত্মজীবন বা পুত্র কন্যাদির জন্য যত্নবান্ হইতে পারে। ফলতঃ সৃষ্টির জন্য পুণ্যের (সত্ব গুণের) যেরূপ প্রয়োজন, পাপের ও (তমোগুণের) সেইরূপ প্রয়োজন। সত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সমাবেশ ব্যতিরেকে সৃষ্টি কার্য্য সম্পাদিত হয় না। পাপ থাকুক, কিন্তু পাপের প্রশ্রয় দেওয়া নিষিদ্ধ। ঐ বিরাট পুরুষের ন্যায়, তোমারও পৃষ্ঠ দেশে পাপ আশ্রয় গ্রহণ করুক। পাপ উহার কার্য্য করুক। তুমি উহার প্রতি নয়ন মন অর্পণ করিও না। ধর্ম্মের দিকেই তোমার দৃষ্টি থাকুক। পাপের প্রয়োজন যত টুকু, তুমি ততটুকুর সাহায্য লইয়া অবশিষ্টের প্রতি তুমি অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রদর্শন কর। পাপ অথবা তমোগুণ একেবারে পরিহার করা অসম্ভব। যতক্ষণ ব্রহ্মা কেবল সত্ব গুণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, ততক্ষণ সৃষ্টি কার্য্য বন্ধ ছিল। সত্বের সহিত তমঃ মিশ্রিত হওয়ায় সৃষ্টি সঙ্ঘটিত হইল। আরও এক কথা। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে সৃষ্টি ও সংহার একই সূত্রে গ্রথিত। যদি সৃষ্টির সময়ে সময়েই পাপ না থাকিত, তাহা হইলে পরে কখনই সৃষ্টির সংহার হইত না। সংহারের জন্য সৃষ্টির প্রথম হইতেই সৃষ্টির সহিত পাপ অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে।

৪র্থ। খ্রীষ্টানেরা বলেন যে তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা পাপকে বড় ভয় করেন। তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট পাপ হইতে পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করেন। হিন্দুরা ধন ধান্যাদির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে, কিন্তু পাপ মুক্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করে না।" ইহা মিথ্যা কথা, নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রার্থনা দেখিলেই বুঝা যাইবে; যে হিন্দুরা পাপ ভীত।

ক। "পাপোঽহং পাপ কর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপ সম্ভবঃ
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্ব পাপ হরো হরি।
খ। দুর্গতাং স্ত্রায়সে বিষ্ণো যে স্মরন্তি সকৃৎ সকৃৎ।
সোঽহয়ং দেবাতি দুর্ব্বৃত্তঃ ত্রাহিমাং শোক সাগরাৎ॥
বাহুল্য ভয়ে আর অধিক শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল না।

বিম্ব-প্রতিবিম্ব।

পরমপূজনীয় শ্রীমদ্ বেদব্যাস প্রণীত ব্রহ্মমীমাংসার সূত্রগুলি যেন আকাশের চাঁদ। যে দিকে যাও, চাঁদ সেই দিকে যায়। সকল লোকেই ভাবে, চাঁদ আমার গতিতে গতিমান্ আমার অবস্থানে স্থিতিমান্। কেবল জ্ঞানীর দৃষ্টিতে চাঁদের সত্য স্বভাব প্রকাশ পায়। সেইরূপ ব্রহ্মমীমাংসার সূত্রগুলি সাধারণে স্বাভিমুখে দর্শন করে; তাই প্রবৃত্তিভেদে সম্প্রদায় বিশেষে সূত্রগুলি স্বানুকূলে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বৌদ্ধগণ যে সূত্রের সহায়তায় স্বমত সমর্থন করিয়াছেন, বৈদান্তিক প্রভৃতি ভিন্ন ২ সম্প্রদায় যুক্তিযোগে সেই সূত্রের মনোগত অর্থ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে শ্রীমান্‌শঙ্করাচার্য্যের মতই সমাজে সমধিক সম্মানিত। নিম্নলিখিত জনশ্রুতি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

একদা বেদব্যাস বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে পরীক্ষা করিতে শঙ্কর সমীপে উপস্থিত হইলেন। পরস্পরের আপ্যায়িতের পর ব্যাস ব্রহ্মমীমাংসার সূত্রের দ্বারা নাস্তিকবাদ সমর্থন করিলেন। শঙ্করও সেই সূত্রের দ্বারা তাহার খণ্ডন করিলেন। অবশেষে উভয়ের তুমুল শাস্ত্রীয় বিবাদে শঙ্কর প্রায় বিজয়ী হইয়া শিষ্যগণকে আদেশ করিলেন—"তোমরা এই পাষণ্ডের শিরশ্ছেদ কর।" ছাত্রগণ তথাস্তু বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলে, ব্যাস বলিলেন, "তুমি আস্তিক হইয়া ব্রহ্মহত্যা করিতে কেন উদ্যত হইয়াছ?" শঙ্কর বলিলেন, "ব্রাহ্মণব্রুব! তোমার মত নাস্তিকের উপদেশে জগৎশুদ্ধ লোক নাস্তিক হইয়া অনেক অনিষ্ট সাধন করিতে পারে, তদপেক্ষায় কেবল আমি পাপী হই, সেও ভাল। ব্যাস সহাস্যবদনে "তুমিই কেবল ব্যাসের মর্ম্মের ভাব বুঝিয়াছ—এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এটী কল্পিত গল্প বলিয়া মনে হইলেও ইহার দ্বারা এই সত্য উপলব্ধ হইতেছে যে শঙ্করের মত

সাধারণের বিশ্বাসের ভূমি। তাই শঙ্করের মত অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত বিষয়ের অবতারণা করিলাম।

ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি অর্থাৎ পরমাত্মা সঙ্কল্প করিলেন ক্ষিত্যাদিময় পিণ্ডে জীবাত্মরূপে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করি। এখন দেখা যাক, এশ্রুতিপ্রতিপাদ্য "প্রবেশ" কিরূপ? যেমন আমরা গৃহে প্রবেশ করি, সেইরূপ পরমাত্মা অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া কি জীব সংজ্ঞালাভ করেন? না দুগ্ধ যেমন জলে প্রবেশ করে, অথবা দর্পণে যেমন বিম্বভূত মুখ প্রবেশ করে, সেইরূপ? অথচ শ্রুতি অব্যবহিত পরে বলিতেছেন, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো! "হে শ্বেতকেতো! তৎ (ব্রহ্ম) ত্বং (তুমি) অসি (হও) বস্তুন্তর নও। সজাতিতে সজাতির প্রবেশ অপ্রসিদ্ধ। গৃহ প্রবেশ স্থলে প্রবিষ্ট ব্যক্তি ও গৃহ এক নয়। কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মা সেরূপ বিসদৃশ বস্তু নয়, একথা শ্রুতি পুনঃ ২ বলিয়াছেন। তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো? এই মহাবাক্যে তাহার অন্যতম প্রমাণ। সুতরাং ওরূপ প্রবেশস্বীকার উচিত নয়। যেরূপ দুগ্ধে জল প্রবেশ করে, সেরূপ প্রবেশও বিবক্ষিত অর্থ সম্পাদন করিতে পারে না। তাদৃশ প্রবেশস্থলে জলও দুগ্ধের পৃথক্ অস্তিত্ব উপলব্ধ হয় না, দুই এক হইয়া যায়। জীবাত্মার ও পরমাত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব ও পৃথক্ কার্য্য স্বীকার করিতে হইবে। অথচ উভয় (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) এক, অপিচ অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট আত্মা (জীবাত্মা) মিথ্যাভূত ভেলকি, মায়া, ভ্রম বিজৃম্ভিত ইত্যাদিরূপে শাস্ত্রে তাহার অসত্যতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

ব্রহ্ম ও জীবের বিম্ব প্রতিবিম্বভাব স্বীকার করাই সমীচীন। ব্রহ্ম বিম্ব, জীব প্রতিবিম্ব। ব্রহ্মচৈতন্য জীবের অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বরূপে পতিত হওয়ায় জীব চৈতন্যময় হইয়াছে; নতুবা জীব কাষ্ঠ লগুড়াদিবৎ অচেতন হইত। মুখবিম্ব, দর্পণে প্রতিফলিত ছায়া প্রতিবিম্ব। বিম্বভূত মুখ প্রতিবিম্বরূপে দর্পণে প্রবেশ করে। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত মুখের গুণ প্রতিবিম্বে সংক্রান্ত হয়। অবশিষ্ট গুণ আধারদোষে ব্যাহত হয়। প্রতিবিম্ব আধারগত গুণে বা দোষে অভিভূত হয়। বিম্ব প্রতিবিম্বে প্রবেশ করিলেও উহাদের পরস্পরের পৃথক্ অস্তিত্বের ব্যাঘাত নাই। প্রতিবিম্বের বিকারে বিম্ব বিকৃত হয় না। জীবাত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে এ যুক্তির অবিশেষ। যুক্তিযোগে পরে প্রতিপাদন করিব, বিম্ব ও প্রতিবিম্ব এক। পৃথক উপলব্ধি মায়াকৃত মিথ্যাভূত। অতএব তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো এ বাক্যের সত্যতার ব্যাঘাত নাই। তুমি আত্মাকে (আপনাকে) ও ব্রহ্মকে যে ভিন্ন ভাবিয়া থাক, সে তোমার ভ্রম। তুমি আর ব্রহ্ম এক হইলেও তোমার সুখ দুঃখে তাঁহার সুখ দুঃখ হয় না। কূপ, খাত, বিল, নদী প্রভৃতি জলাশয়ে একই সূর্য্য প্রতিফলিত হয়। অতএব প্রতিবিম্বিত সূর্য্য ভিন্ন ২ হইয়াও এক। জলের দোষে প্রতিবিম্ব দুষ্ট হয় না; নদীগত প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের সঞ্চলনে কূপাদিগত অপর প্রতিবিম্বিত সূর্য্য সঞ্চলিত হয় না এবং বিম্বভূত সূর্য্যও সঞ্চলিত হয় না। সেইরূপ আত্মার সুখদুঃখে পরমাত্মা সুখী বা দুঃখী হন না। তিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, তোমার আত্মার নিজস্ব অনুকূল ও প্রতিকূল বুদ্ধিই তোমার সুখ দুঃখের কারণ। তাঁহার (পরমাত্মার) কোন কার্য্য নাই॥ সুতরাং অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা তাঁহাকে স্পর্শ করে না। তুমি যখন তাঁহার ন্যায় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া মুক্ত পুরুষ হইবে, তখন তোমারও সেই দশা ঘটবে। তাই পঞ্চদশীকায় বলিয়াছেন—

আনুকূল্যে সুখধীঃ প্রতিকূল্যেচ দুঃখধীঃ।
দয়াভাবে নিজানন্দো নিজ দুঃখস্তু ন ক্বচিৎ॥

অনুবাদ—চিত্তের অনুকূল বেদনে সুখ উপস্থিত হয়। প্রতিকূল বেদনে দুঃখ হয়। এ উভয়ের অভাবে স্বাভাবিক আনন্দের স্ফুরণ হয়। দুঃখ নিজের (আত্মার) জিনিষ নয়। শঙ্করাচার্য্য শারীরিক সূর্য্যের "আভাষ এব" এই সূর্য্যের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

আভাষ এবৈষ জীবঃ। পরস্যাত্মনো জলসূর্য্যকাদিবৎ প্রতিবিম্বঃ ন স এব সাক্ষাৎ নাপি বস্তন্তরং। অতশ্চ নৈকস্মিন সূর্য্যকে কম্পমানে জলসূর্য্যকান্তরং কম্পত এব। নৈকস্মিং জীবে কর্ম্মফল সম্বন্ধিনি জীবান্তরস্য তৎসম্বন্ধঃ। এবমব্যতিরেক এব কর্ম্মফলয়োঃ।"

অর্থাৎ—যেমন আকশগত সূর্য্যের প্রতিবিম্ব জলগত সূর্য্য সেইরূপ পরমাত্মার প্রতিবিম্ব জীবাত্মা। পরস্পরের বিম্ব প্রতিবিম্বভাব হইলেও জীবাত্মা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরমাত্মা নয়। তাই বলিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মা পৃথক বস্তু নয়। অতএব যেমন প্রতিবিম্বভূত অন্যতম সূর্য্যের কম্পমান হইলে প্রতিফলিত যাবতীয় সূর্য্য কম্পিত হয় না, সেইরূপ প্রতিবিম্বভূত জীবাত্মার সুখদুঃখ উপস্থিত হইলে সকল জীবাত্মা সুখী বা দুঃখি হয় না। অতএব পর পরকীয় কর্ম্মফলের ভাগী না হওয়ায় কর্ম্ম ফলের ব্যতিরেক দোষ ঘটিল না।

যেমন মৃণ্ময় বস্তু সাক্ষাৎ মৃত্তিকা, সেরূপ জীবাত্মা সাক্ষাৎ পরমাত্মা নয়। মৃণ্ময় বস্তুগত কৃত্রিম অকৃত্রিম ধর্ম্ম সাক্ষাৎ মৃত্তিকাকে স্পর্শ করে। তাদৃশ কার্য্য কারণ ভাব স্বীকার করিলে জীবকৃত কর্ম্মের ফল পরমাত্মার ভোগ স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে জীবে ও পরমাত্মায় কিছুমাত্র ভেদ থাকে না পরন্তু পরমাত্মাও আমাদের ন্যায় সংসারী হইয়া পড়েন। অতএব জীব ও পরমাত্মা বিসদৃশ হইয়াও বিম্ব প্রতিবিম্বের ন্যায় সদৃশ বস্তু; এখন বিম্ব প্রতিবিম্বের কথা বলি। পাঠকের নিকট নিবেদন এই প্রবন্ধটী একটু মনোযোগ দিয়া পড়িবেন; নতুবা পাঠকের সময়ের সহিত আমার পরিশ্রম বৃথা হইবে।

প্রতিবিম্বের কারণ কিরণ। কিরণের বিষয় অজ্ঞাত থাকিলে প্রতিবিম্বের বিষয় বোঝা যাইবে না। তাই অগ্রে কিঞ্চিৎ কিরণের স্বভাব সংক্ষেপে বলি। কিরণের বিস্তৃত আলোচনা পত্রান্তরে বৈধকালশীর্ষক প্রস্তাবে দেখিতে পারেন।

কিরণ সরল পথে প্রধাবিত হয়। বক্র পথে চলিতে পারে না। যেখান হইতে কিরণময় বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় কিরণ সেইখানে পতিত হয়। সরল নলের মধ্য দিয়া কিরণ চলিতে পারে, কিন্তু নলটী বক্র হইলে কিরণের প্রসর রুদ্ধ হয়। কাচ প্রভৃতি স্বচ্ছ বস্তু কিরণের গতিরোধ করিতে পারে না। সূর্য্যাভিমুখে একখানি কাচ ধরিলে বেশ বুঝা যায়, যে ঐ কাচ ভেদ করিয়া কিরণ নিম্নে পতিত হয়। তাই লণ্ঠন মধ্য হইতে বাতির

আলোক বাহিরে প্রকাশ পায়। যদি স্বচ্ছ কাচ পারদের দ্বারা প্রলিপ্ত হয় অথবা যদি পারদ সদৃশ বস্তুন্তর দ্বারা আবৃত থাকে, তবে সূর্য্যের কিরণ কাচ ভেদ করিয়া শ্বেতবর্ণ কিরণের গতিরোধ করিতে পারে না। কাচ যদি বর্ণান্তর সংসৃষ্ট হয়; তাহা হইলে কিরণ সে বর্ণভেদ করিতে পারে না। তাই কিরণের সহিত মিশিয়া সেই বর্ণ সম্মুখীন বস্তু রঞ্জিত করে। সকলেই দেখিয়াছেন, লাল ও নীল লণ্ঠনের আলোক লাল ও নীল হয়। পারদাদি প্রলিপ্ত কাচে সূর্য্যের কিরণ প্রতিঘাত প্রাপ্ত হয়। বস্তুর স্বভাব—বস্তু প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইলে বিপরীতগামী হয়। একটী লোষ্ট্র প্রস্তরে নিক্ষেপ কর; প্রস্তর প্রতীপ দিকে অর্থাৎ নিজের সম্মুখে ছট্‌কাইয়া পড়ে। সেইরূপ তাদৃশ কাচে সূর্য্যের আলোক পতিত হইয়া সূর্য্যের প্রতীপবর্ত্তী কাচের সম্মুখীন গৃহ আলোকিত করে। সেই আলোকিত স্থানে তাদৃশ একখণ্ড কাচ রক্ষা কর, দেখিবে, সেই আলোকে আবার তাহার বিপরীত দিক্ আলোকিত হইবে। এইরূপ সরল পথগামী আলোক কাচ সহকৃত সরল পথে ঈপ্সিত অসরল পথে লইয়া যাইতে পারা যায়। বল দেখি সূর্য্যের অসম্মুখীন সেই ঈপ্সিত স্থানের প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের আলোক বিম্বভূত সূর্য্যের আলোক হইতে ভিন্ন বস্তু না—একই বস্তু? অবশ্যই বলিতে হইবে, একই বস্তু। কেবল ব্যাপার ভেদে ভিন্নবৎ প্রতীয়মান। বাহ্য কিরণেরও যাহা আগম, গৃহান্তর্গত কিরণেও তাহাই আগম। অথচ দেখ, এক সূর্য্য নানাস্থানী হইয়া বিরাজ করিতেছে। সেইরূপ এক পরমাত্মা নানা অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ বিরাজমান হইয়াছেন। সমস্তই একভাব এক; ভিন্ন ভাব, ভিন্ন।

বল দেখি, কাহার প্রতিবিম্ব পড়ে? তুমি কিংবা মূর্ত্তির? আমি বলি, মূর্ত্তিমান তেজের। তেজোহীন বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে না। সম্মুখে দর্পণ থাকিলেও নৈশ অন্ধকারে প্রতিবিম্ব পড়ে না। যদি বল প্রতিবিম্ব পড়ে, আমরা দেখিতে পাই না, তবে তুমি, প্রদীপের আলোকে দর্পণ রাখিয়া প্রদীপের ছায়ায় অবস্থান কর। দেখিবে, তাহাতেও তোমার ছায়াপাত হয় নাই। হইবারও কথা নয়; কেননা তখন তোমার মুখ বিশিষ্ট তেজোহীন, স্পর্শযোগ্য মাটীমাত্র। চক্ষু রূপহীন বস্তু গ্রহণ করিতে পারে না। রূপতেজের গুণ। অপিচ প্রদীপ ঈষৎ পরিবর্ত্ত কর। যখন সেই প্রদাপের আলোকে মুখের আলোক প্রস্ফুরিত হইবে, তখনই মুখাকার তেজ তেজোময় স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিফলিত হইবে। পক্ষান্তরে দর্পণ অন্ধকারে রাখিয়া তুমি আলোকে থাকিলেও তোমার মুখের প্রতিবিম্ব দর্পণে স্ফুরিত হইবে না; কেননা তোমার মুখও মুকুর বিশিষ্ট রূপ বিজাতীয় ভাবাপন্ন। আলোক স্পর্শে কাচেরও স্বীয় আলোক শক্তির বিকাশ হয়, নতুবা কাচও কেবল স্পর্শ-যোগ্য মাটী। কেবল কাচ বলিয়া নয়, সমস্ত বস্তুই সজাতি বস্তুর সম্পর্কে তজ্জাতীয় স্বশক্তির বিকাশ করে। জীবের সম্বন্ধে দেখ, স্ত্রীর নিকট মিথুনভাব প্রদীপ্ত হয়, সাধুর নিকট সাধুভাব, শঠের নিকট শঠভাব, পুত্রের নিকট বৎসলভাব, ও বন্ধুর নিকট বন্ধুভাবে হৃদয় আপ্লুত হয়। অচেতন বস্তু সম্বন্ধেও দেখ—অগ্নির সম্পর্কে কাষ্ঠের মৃঢ় অগ্নিভাব প্রদীপ্ত হয়। চন্দ্রের উদয়ে সমুদ্রের জল উথলিয়া উঠে। জলময় চন্দ্রের উদয়ে শরীরের জলক্রিয়াও প্রকাশ পায়। তাই জোয়ারের সময় অর্থাৎ পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় শরীর ভার ভার বোধ হয়। সূর্য্যের কিরণে সাতটী বর্ণ আছে, তাই শাস্ত্রে সূর্য্য সপ্তাশ্ব বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। বর্ণ সমষ্টির সম্মীলনের নাম শ্বেতবর্ণ। সপ্তবর্ণযুক্ত সৌর কিরণ বেলোয়ারি ঝাড়ে পড়িলে তদ্‌গত সপ্তবর্ণের স্ফুরণ হয়। আমরা ঝাড়ের নিম্ন হইতে ইন্দ্রধনুর ন্যায় দেখিতে পাই। ইহার কারণ—সজাতি গুণ সম্পর্কে সজাতি গুণের বিকাশ। কাচ যখন কঠিন, তখন কাচ মৃদ্বিকার, সে বিষয় নিঃসন্দেহ হইলেও কাচে তৈজসিক অংশ বেশী আছে স্বীকার করিতে হইবে। নতুবা কাচ অল্পতাপে উত্তপ্ত হইবে কেন? তাই কাচ তেজের গুণ কেবল গ্রহণ করে। চক্ষু তেজের বিকার, একথা "ইন্দ্রিয়তত্ত্ব" প্রবন্ধে আলোচিত হইবে। তৈজসিক চক্ষু তেজোময় বস্তুর রূপভিন্ন আর কিছু গ্রহণ করিতে পারে না। বার্নিশ তৈল-বিশেষ। তৈলে তৈজসিক অণু বেশী থাকে। তাই অগ্নি সম্পর্কে তৈল জলিয়া উঠে।* মসৃণ বস্তুতেও প্রতিবিম্ব পড়ে। বিনাঘর্ষণে বস্তু মসৃণ হয় না। ঘর্ষণে বস্তু উত্তপ্ত হয় এবং কখন কখন তাহা হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ও নির্গত হয়। অতএব বলিতে হইবে, ঘর্ষণে তাহার অন্তরুদ্ধ অগ্নিভাব বাহিরে প্রকাশ পায়। তাই বস্তু তেলা হয়—অর্থাৎ মূর্ত্তিমান তেজোময় বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ যোগ্য মসৃণ হয়।

এতাবতা দেখান হইল সজাতীয় বস্তুর সম্পর্কে সজাতি তেজের বিকার বস্তুতে তেজোময় মস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে। এক জাতীয় জিনিষ না হইলে প্রতিবিম্ব পড়ে না। কিন্তু ঠিক এক জাতীয় হইলেও প্রতিবিম্ব পড়ে না। প্রদীপে প্রদীপান্তরের বা অন্য তেজের ছায়া পড়ে না। পিতার প্রতিবিম্ব পুত্রে পড়ে,—সহোদরের প্রতিবিম্ব সহোদরে পড়ে না। দুই সহোদরের একাকৃতি হওয়ার কারণ তাদৃশ বিধ প্রতিবিম্বভাব নয়। যেমন প্রতিবিম্ব গ্রহণ যোগ্যস্থানে পাঁচ খানি দর্পণ রাখিলে, পাঁচ খানিতেই তোমার মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে। প্রতিবিম্বরূপে তোমার এক মুখ পাঁচ খানি হয়। পাঁচ খানি ঠিক সমান। কখন কখন আশ্রয়ের অসমানতায় অসমান বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, অথচ যেমন মুখ তেমনি থাকে। সেইরূপ একজন পিতার পাঁচটী সন্তানে প্রতিবিম্ব পড়ে। পাঁচটী অসমান হওয়ায় কারণ মাতৃগত গুণ বা দোষ। অতএব প্রদর্শিত হইল, সমানে সমানে অথবা এক ধাপ নিম্নে উচুতে প্রতিবিম্ব পড়ে না। তাই তেজের প্রতিবিম্ব তেজে পড়ে না। প্রকাশ বা বায়ুতে পড়ে না, কেবল তেজের প্রতিবিম্ব জলে পড়ে এবং তেজোময় মৃত্তিকাতে পড়ে। তাই তেজোময় চক্ষুর বিষয় তেজ প্রধান জল ও মৃত্তিকা; রূপ বায়ু ও আকাশে দৃষ্টিগোচর হয় না। জল তেজের আত্মজ, বায়ু ও আকাশ, পিতাও পিতামহ। অতএব শ্রুতি বলিতেছেন

এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরাগ্নিঃ অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী চোৎপদ্যতে।

অর্থাৎ—আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে পৃথিবী সমুদ্ভূত হয়। ইহার যুক্তি

বেদব্যাসে সৃষ্টিপ্রকরণের প্রদর্শিত হইবে। লৌকিক বিম্ব প্রতিবিম্বের সহিত জীবাত্মায় ও পরমাত্মায় বিম্বপ্রতিবিম্ব ভাবের কোন বৈলক্ষণ্য নাই। পরমাত্মা বিম্ব, জীব প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্বের আধার অন্তঃকরণ, অন্তঃকরণ, পরমাত্মার বিকার। তাই তাহাতে তাঁহার (পরমাত্মার) প্রতিবিম্ব পড়ে। শঙ্করাচার্য্য-মতে অন্তঃকরণ ভৌতিক পদার্থ। সুতরাং পরমাত্মার পৌত্র অন্তঃকরণ। সাংখ্যমতে প্রপৌত্র। পৌত্রেও প্রপৌত্র প্রতি বিম্বপাত যুক্তির অনুমোদিত।

যে গুণ দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচর, তাহাই প্রতিবিম্বে প্রতিফলিত হয়। যথা অবয়ব সংসৃষ্ট কিরণ। কিন্তু যে গুণ দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নয় অর্থাৎ যে গুণ কর্ণাদির সহায়তায় উপলব্ধ হয়, তাহা প্রতিবিম্বিত বস্তুতে পাওয়া যায় না। বিম্বভূত শব্দের প্রতিবিম্ব পড়ে না। সেইরূপ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয় গন্ধ, ত্বগেন্দ্রিয়ের বিষয় স্পর্শ, এবং রসনেন্দ্রিয়ের বিষয় আস্বাদ প্রতিফলিত হয় না। কেবল রূপ গ্রাহক চক্ষুর সহিত প্রতিবিম্বের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; তাই প্রতিবিম্বের রূপ কেবল দেখিতে পাই প্রতিবিম্বিত মুখ স্পর্শ-যোগ্য নয়। প্রতিবিম্বিত সরস বস্তু রসনীয়। এবং ধ্বনিত মৃদঙ্গের প্রতিবিম্বে শব্দ শুনা যায়, তাহার কারণ প্রতিবিম্ব নিরবয়ব—মায়া কল্পিত অবস্তু। চক্ষুর সন্নিকর্ষে স্বচ্ছ বস্তুতে তাদৃশ অবস্তুর উপলব্ধি হয়। যেমন স্বপ্নে মায়িক বস্তু প্রত্যক্ষ হয় অথচ সে মায়িক বস্তু অবস্তু। সেই রূপ চক্ষুর প্রসাদে মায়িক প্রতিবিম্ব প্রত্যক্ষ হয়। অথচ তাহা কিছু না।

মুখের সম্মুখীন উত্তান মুকুরে মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে, সেই প্রতিবিম্বে স্বীয় মুখের প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়। চক্ষু হইতে নির্গত তেজ বাহ্যবস্তুর তেজের সহিত মিশ্রিত হওয়ায় বস্তু প্রত্যক্ষ হয়। প্রথমত চক্ষু হইতে রশ্মি নির্গত হইয়া দর্পণে পড়ে। পারদাদি-সংসৃষ্ট দর্পণে নেত্ররশ্মি প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয়। সেই ঊর্দ্ধ দিকে মুখ প্রভৃতি যাহা কিছু থাকে তাহার রশ্মির সহিত মিশ্রিত হওয়ায় অক্ষিপ্রতিগত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। নেত্ররশ্মি ও বস্তুরশ্মি মনঃসংযুক্ত হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মায়। * রশ্মিশূন্য বস্তু প্রত্যক্ষ হয়; তাই অন্ধকারে কিছুই নেত্রগোচর হয় না। একথা" ইন্দ্রিয়তত্ত্ব প্রবন্ধে আলোচিত। প্রতিবিম্ব পৃথক প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া প্রতিবিম্বকে পৃথক বস্তু বলা যাইতে পারে না। পৃথকরূপে ইন্দ্রিয়ের গোচর হইলে বস্তুর পার্থক্য হয় না। মনে কর নির্ব্বাত প্রদেশে নির্গোল সময়ে জলাশয়ের সম্মুখীনাহইয়া কিঞ্চিদধোমুখে যদি ধ্বনি কর; তবে সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি হইয়া থাকে। আত্মকৃত ধ্বনি বায়ুভরে সঞ্চালিত হইয়া জলাশয়াদিতে প্রতিঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় প্রতীপ-গামী অথাৎ সম্মুখীন হয়। সেই সময়ে প্রতিধ্বনিরূপে আত্ম-কৃত ধ্বনির শ্রবণ হয়। তাদৃশ ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি উভয় এক হই-লেও পৃথক বলিয়া জ্ঞান হয়। সে জ্ঞান মিথ্যা নয়, কিন্তু প্রতিধ্বনি মিথ্যা। তাদৃশ ধ্বনি ফিরিয়া আসিয় সম্মুখদেশে শ্রুতিগোচর হয়। জ্ঞান সত্য হইলেও জ্ঞেয় মিথ্যা হয়। বামহস্তে একটী গুটিকা রাখিয়া দক্ষণ হস্তের অঙ্গুলিদ্বয় দিয়া শীঘ্র শীঘ্র আলোড়ন কর, দুটি গুটিকার জ্ঞান হয়; কিন্তু সে জ্ঞান সত্য, জ্ঞেয় গুটিকার দ্বিত্বসঙ্খ্যা মিথ্যা। স্বপ্নদর্শন মিথ্যা কিন্তু স্বপ্নদর্শন জনিত জ্ঞান সত্য। নতুবা জ্ঞানের কার্য্য ভয়াদি সত্য হইবে কেন? বিশেষতঃ স্বপ্নে অমুক নিশ্চয় দেখিয়াছি এ জ্ঞানের ব্যভিচার কুত্রাপি নাই। সেইরূপ প্রতিবিম্ব মিথ্যা হইলেও তাহার দর্শন মিথ্যা নয়। মিথ্যা নয় বলিয়াই দর্শন জনিত কার্য্যও অব্যভিচারী।

ইহার দ্বারা প্রতিপাদিত হইল—যেমন প্রতিবিম্বভূত আলোক ও বিম্বভূত আলোক এক বস্তু এবং যেমন বিম্বভূত মুখ ও দর্পণে প্রতিফলিত মুখ এক বস্তু, সেইরূপ আত্মা ও পরা-মাত্মা এক বস্তু। আত্মদর্শনেই পরমাত্মার দর্শন হয়। অথচ আত্মা মিথ্যা। বারান্তরে অবশিষ্ট আপত্তির নিরসন করিব।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

উপবাস।

এই মায়াময় জগতে প্রতিদিন অসংখ্য ঘটনার সঙ্ঘটন হইয়া থাকে। সেই সকল ঘটনাবলীর মধ্যে দুইটী ঘটনা আমরা প্রতিনিয়ত দেখিয়া থাকি। তাহার একটি কার্য্য, অপরটী বিরাম। প্রাণিগণ প্রকৃতির গুণবশে নিয়মিত সময় ইতস্ততঃ শারীরিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া যথাসময়ে বিরাম সুখ লাভ করিতেছে। সতত বিরাম বা কার্য্য স্বাভাবিক নহে। কোন যন্ত্র নিয়ত বিচলিত হইলে অবিলম্বে উহা শীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়; এইজন্য সময়ে সময়ে উহার অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে উহা অনিয়মিত বিরাম প্রাপ্ত হইলেও অচিরে চির-বিরাম লাভ করিবে। অতএব নিয়মিত রূপে উভয়েরই আবশ্যক। শিশু ভূমিষ্ট হইয়া পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার বশতঃ উপদেশ ব্যতীতও স্তন্যপানার্থ মুখব্যাদান করিয়া থাকে। জন্মাবধি শেষ পর্য্যন্ত প্রতিদিনই বুভুক্ষার উদ্রেক হইয়া ভোজন ব্যাপারে বিনিয়োগ করে। ইহা প্রাণি মাত্রেরই সাধারণ ব্যবস্থায় ব্যবস্থাপিত ও অনুভূত। যাঁহারা সেই সাধারণ বিধি হইতে একটু উপরে দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহারা হয়ত গভীর আন্দোলন ও গবেষণা দ্বারা মীমাংসা করিয়া এই তত্ত্ব প্রচার করিবেন যে মধ্যে মধ্যে পাকস্থলীর বিরাম দেওয়া কর্ত্তব্য। মধ্যে মধ্যে ভোজনে বিরাম হইলে পাকযন্ত্র শিথিল হইবেনা, বরং নির্ম্মল হইয়া ভবিষ্যতের বিশেষ হিত সাধন করিবে; অতএব মধ্যে মধ্যে ভোজনেবিরতি ও পরিবর্ত্তন নিতান্ত কর্ত্তব্য। আর্য্যগণ সাময়িক ভোজন বিরতি প্রভৃতির শাসন করিয়াই তুষ্টিস্তাব অবলম্বন করেন নাই। উহা তিথি বিশেষে ভিন্নরূপে নির্ব্বাহিত হইবার জন্য বিশেষ শাসন করি-য়াছেন। তিথি বিশেষে ত্রিলোকের ব্যবস্থার ঈষৎ পরিবর্ত্তন হয় তৎসঙ্গে আমাদের অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই-জন্য তিথি বিশেষে ভোজ্য বস্তু জাত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, আর্য্য জাতির প্রতি কার্য্যই সুদৃঢ় ধর্ম্ম বন্ধনে বদ্ধ। ত্রিকালজ্ঞ পরম পূজনীয় আর্য্য ঋষিগণ একাদশী প্রভৃতি তিথিতে কেবল ভোজন-বিরামেই প্রবৃত্তি জনক বাক্যের অনুশাসন করেন নাই, উহার সহিত উপবাসের সংযোগ করিয়াছেন। যদিও ভোজন

কার্য্য নির্ব্বাহ না হইলে সাধারণতঃ উপবাস বলিয়া ব্যবহৃত হইতেছে, প্রকৃত পক্ষে উপবাস, ভোজন বিরাম দিয়া আরও কতকগুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিষ্পাদন করিলে সম্পূর্ণ রূপে উপবাস হইয়া থাকে। অবস্থাভেদে মুখ্যবিধি সঙ্কুচিত বিধানেরও অসদ্ভাব নাই. সংযত থাকিয়া যথাসাধ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে কৃত্যগুলি সম্পাদিত হইল ইহা বলা যাইতে পারে। আমরা প্রথমতঃ উপবাস কাহাকে বলে তাহাই লিখিতেছি,—

"উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্তবাসো গুণৈঃ সহ।
উপবাসঃ সবিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বভোগ বিবর্জ্জিতঃ॥" ভবিষ্যে।

পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া সর্ব্বভোগ বর্জ্জন পুবঃসর গুণের সহিত বাসকে উপবাস বলে।

এস্থলে যে গুণের কথা আছে সেই গুণগুলি কি? তাহাই লিখিত হইল,

"দয়া সর্ব্বভূতেষু ক্ষান্তিরনসূয়া শৌচমনা-
য়াসো মঙ্গল মকার্পণ্য মস্পৃহাচ,"

সর্ব্বভূতে দয়া, ক্ষমা, অনসূয়াঃ, শৌচ, অনায়াস, মঙ্গল, অকার্পণ্য ও অস্পৃহাকে গুণ বলে।

দয়া— "পরে বা বন্ধুবর্গে বা মিত্রে দ্বেষ্টরি বা সদা।
আত্মবৎ বর্ত্তিতব্যং হি দয়ৈবৈষা প্রকীর্ত্তিতা॥"

সতত, উদাসীন বন্ধুবর্গ মিত্র ও শত্রুতে আত্মবৎ ব্যবহারকে দয়া বলে।

ক্ষমা— "বাহ্যে চাধ্যাত্মিকে চৈব দুঃখেচোৎপাদিতে কচিৎ।
ন কুপ্যন্তি ন বাহন্তি সা ক্ষমা পরিকীর্ত্তিত॥"

কদাপি বাহ্য বা আধ্যাত্মিক দুঃখ উৎপাদিত হইলে কোপ বা হনন না করাকে ক্ষমা বলে।

অনসূয়া— "ন গুণান্ গুণিনোহন্তি স্তৌতি মন্দগুণানপি।
নান্যদোষেষু রমতে সানসূয়া প্রকীর্ত্তিতা॥"

পরের গুণের নাশ না করিয়া বরং পরের মন্দগুণেরও প্রশংসা করা এবং পরদোষে রমণ না করাকে অনসূয়া কহে।

শৌচ— "অভক্ষ্য পরিহারস্তু সংসর্গশ্চাপ্য নিন্দিতৈঃ।
স্বধর্ম্মেচ ব্যবস্থানং শৌচ মে তৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥"

অখাদ্য পরিহার, অনিন্দিত লোকের সংসর্গ ও স্বধর্ম্মে অবস্থানকে শৌচ বলে।

অনায়াসে— শরীরং পীড্যতে যেন সু শুভেনাপি কর্ম্মণা।
অত্যন্তং তন্ন কুর্ব্বীত অনায়াসঃ স উচ্যতে॥"

যে কর্ম্মে শরীরের পীড়া হয় তাহা শুভকর্ম্ম হইলেও অত্যন্ত করিবে না, ইহাকে অনায়াস বলে।

মঙ্গল— "প্রশস্তাচরণং নিত্যমপ্রশস্ত বিবর্জনম্
এতদ্ধি মঙ্গলং প্রোক্তমৃষিভি স্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥

প্রশস্ত কর্ম্মের আচরণ ও অপ্রশস্তকর্ম্মের পরিবর্জ্জনকে তত্ত্বদশী ঋষিগণ মঙ্গল বলেন।

অকার্পণ্য— "স্তোকাদপিচ দাতব্য মদীনে নৈব চাত্মনা।
অহন্যহনি ষৎ কিঞ্চিদকার্পণ্যং হিতৎ স্মৃতম্॥"

অল্প সঞ্চয় থাকিলেও প্রতিদিন অদীনভাবে যাহা কিছু দান করা যায় তাহাকে অকার্পণ্য বলে।

অস্পৃহা—যথোৎপন্নেন সন্তোষঃ কর্ত্তব্যোহপ্যল্প বস্তুনা।
পরস্যাচিন্তয়িত্বার্থং সাস্পৃহা-পরিকীর্ত্তিতা॥"

যথাবিহিত রূপে উপার্জ্জিত অর্থ অল্প হইলেও তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে; তথাপি অপরের অর্থে কামনা করিবে না। তাহা অস্পৃহা হইল।

এই সমস্ত ভিন্ন দেবীপুরাণে অন্যবিধ গুণের কথা ও আছে।

"তদ্ধ্যানং তজ্জপঃ স্নানং তৎকথা শ্রবণাদিকম্।
উপবাসকৃতো হ্যেতে গুণাঃ প্রোক্তা মনীষিভিঃ॥"

ঈশ্বর ধ্যান, জপ, ও তাঁহার মহিমা শ্রবণ ও স্নানকে উপবাসকারীর গুণ বলিয়া পণ্ডিতগণ বলেন।

আমরা প্রথমে উপবাসের যে সংজ্ঞা লিখিয়াছি তাহার প্রায় প্রতিপদের অর্থ সংক্ষেপে উক্ত হইল। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য "সর্ব্বভোগ-বিবর্জ্জিতঃ" অর্থ শাস্ত্রনানুমত নৃত্য গীতাদি সুখরহিত, বলিয়াছেন। শাস্ত্রবহির্ভূত নৃত্য গীতাদি বিলাস কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে হইবে।

এখন বুঝা যাইতেছে ভোজন বিরত হইয়া পূর্ব্বোক্ত গুণ গুণ গুলির সহিত বাস করিলে উপবাস হয়। বিলাসিতা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। সংযত চিত্ত হইয়া ঈশ্বরানুধ্যান জনিত অতুল আনন্দ ও শরীর রক্ষা জনিত সুখ, এই দুই সুখ উপবাসের প্রত্যক্ষ ফল এতদ্ভিন্ন আনুষঙ্গিক ফল বিস্তর রহিয়াছে। এইরূপ করিতে গুণগুলি ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়া উঠে। ঐ সকল গুণে যিনি জড়িত হইয়াছেন তাহাকে শ্রদ্ধা, ভক্তি, ও পূজা করিতে কেহ বিরত হইবেন না। তবে যাঁহারা ভোজন না করিয়া থাকাকে মহাপাপ মনে করেন, বরং উহাতে শরীর ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হয় এবং তাহাই ভারতের দুর্গতির মূল কারণ বলিয়া স্থির করিতেছেন, বেদকে চাষার গান বলিতেছেন, এবং তদ্রূপ উক্তিবিশারদদিগকে প্রবীণ বলিয়া দীর্ঘ সমালোচনা করিতেছেন সেই সমস্ত মূর্ত্তিমতী শিক্ষা দেবীদিগের কথা স্বতন্ত্র।

এখনও উপবাসাদি আপাত-ক্লেশ জনক কার্য্য অনেকে করিয়া থাকেন তাহাতে তাঁহারা ক্ষীণ বা দুর্ব্বল নহেন। প্রত্যুত বলিষ্ঠ ও নীরোগ।

বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে প্রায়লোক আশু সুখকর কার্য্যে বিব্রত, পরিণামে উহাতে সমূহ অনিষ্টপাত হইলেও তাহার পরিহার করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না। এই জন্যই অনেক সময় বহু ক্লেশের নিদান সঞ্চয় করিয়া অচিরে চিররোদনের সাহচর্য্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। উপবাস দিনে কি কর্ত্তব্য তাহা একরূপ বলা হইল এখন নিষিদ্ধ কার্য্যাবলীর কিছু বলা যাইতেছে।

"উপবাসঃ প্রণশ্যেত দিবাস্বাপক্ষ মৈথুনৈঃ।
অত্যয়ে চাম্বুপানেচ নোপবাসঃ প্রণশ্যতি॥

দিবানিদ্রা, অক্ষক্রীড়া ও মৈথুনে উপবাসের নাশ হইয়া থাকে। অত্যয় (নাশ) সম্ভব হইলে জলপানে উপবাস নাশ প্রাপ্ত হয় না।

যিনি যে কোন ব্রত অবলম্বন করুন না কেন নিম্ন লিখিত বিষয় গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত রাখিবেন।

"গাত্রাভ্যঙ্গং শিরোভ্যঙ্গং তাম্বুলং চানুলেপনং।
এতস্থো বর্জ্জয়েৎ সর্ব্বং যচ্চান্যৎ বলরাগকৃৎ॥"

তৈল মাখাকে অভ্যঙ্গ বলে। ব্রতস্থ, ব্যক্তি তৈল ব্যবহার, তাম্বুল, অনুলেপন (গন্ধাদি দ্রব্য গাত্রে বিলেপনকে অনুলেপন বলে) প্রভৃতি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। পঞ্চ পর্ব্বাদিতেও তৈল নিষেধ। যে স্থলে, তৈল নিষেধ তথায় তিল তৈল বুঝিতে হইবে। তিল তৈল সুবাসিত হইলে নিষেধ নহে।

"ঘৃতঞ্চ সার্ষপং তৈলং যত্তৈলং পুষ্পবাসিতং।
অদুষ্টং পক্কতৈলঞ্চ স্নানাভ্যঙ্গেচ নিত্যশঃ॥"
"তৈলাভ্যঙ্গ নিষেধেতু তিলতৈলং নিষিধ্যতে"।

বৈদ্যকশাস্ত্রেও তৈল ব্যবহার সম্বন্ধে ধর্ম্ম শাস্ত্রানুরূপই ব্যবস্থা আছে।

"অভ্যঙ্গং * কারয়েন্নিত্যং সর্ব্বেষঙ্গেষু পুরুদম্!
শিরঃ শ্রবণ-পাদেষু তং বিশেষণ শীলয়েৎ॥
মার্ষপং গন্ধতৈলঞ্চ যত্তৈলং পুষ্পবাসিতম্।
অন্যদ্দ্রব্যযুতং তৈলং ন দূষ্যতি কদাচন॥" ইত্যাদি
ভাব প্রকাশ।

"অঞ্জনং রোচনঞ্চাপি গন্ধান্ সুমনসস্তথা।
পুণ্যকে চোপবাসেচ নিত্যমেব বিবর্জ্জয়েৎ॥"

অঞ্জন, রোচনা (গন্ধ দ্রব্য বিশেষ) গন্ধ ও পুষ্প উপবাসদিনে উপভোগ করিবে না।

"গন্ধালঙ্কার বস্তূনি পুষ্পমাল্যানুলেপনম্।
উপবাসেন দুষ্যেত দন্তধাবন মঞ্জনম্॥"

অলঙ্কার, গন্ধ, পুষ্প, মাল্য, অনুলেপন, দন্তধাবন, অঞ্জন দ্বারা উপবাস, দোষ যুক্ত হয়।

দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার না করিয়া বিধি অনুসারে মুখপ্রক্ষালন করিবে।

"উপবাসে তথা শ্রাদ্ধে ন খাদেদ্দন্ত ধাবনম্।
দন্তানাং কাষ্ঠ সংযোগো দহত্যাসপ্তমং কুলম্॥

উপবাস ও শ্রাদ্ধদিনে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিলে সপ্তমকুল পর্য্যন্ত দগ্ধ হয়। এরূপ স্থলে মুখশুদ্ধি জন্য দ্বাদশ গণ্ডূষ জল দ্বারা মুখশুদ্ধি করিবে!

"অলাভে দন্তকাষ্টনাং প্রতিসিদ্ধদিনে তথা।
অপাং দ্বাদশ গণ্ডূষৈ মুখশুদ্ধি বিধীয়তে॥"

দন্তকাষ্ঠ না ঘটিলেও নিষিদ্ধদিনে দ্বাদশ গণ্ডূষ জল দ্বারা মুখশুদ্ধি করিতে হইবে। আমরা প্রায় যাবতীয় শাস্ত্রীয় কথা এ স্থলে লিখিলাম, এখন আর একটি কথা লিখিলেই বোধ হয় তাহা হইলে একরূপ এতৎসম্বন্ধীয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ শেষ হইল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে মৈথুন দ্বারা উপবাসে দোষ ঘটে অথবা নাশ হয়। অথচ দক্ষ বলিতেছে—

"স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্
সঙ্কল্পোধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেবচ।
এতন্মৈথুন মষ্টঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ,
অনুরাগাৎ কৃতঞ্চৈব ব্রহ্মচর্য্য বিরোধকম্॥"

---

* মাথায় তৈলদিলে তাহা প্রবাহিত হইয়া গাত্রে পড়িলে অভ্যঙ্গ হয়।

অতএব স্ত্রীলোকের প্রতি দৃকপাত করিলেও (প্রেক্ষণ) মৈথুন জনিত দোষ স্পর্শ ঘটে। উপবাস দিনে স্ত্রী দর্শনাদি নিষিদ্ধ, তবে একরূপ ঘরে দুয়ার বদ্ধ করিয়া থাকিতে হয়। আর্য্য শাস্ত্রে এরূপ মূর্খতা অসম্ভব। অনুরাগ পূর্ব্বক দর্শন, আলাপ প্রভৃতি করিলে উপবাসাদি ব্রত দূষিত হয়। সংযতচিত্তে ব্রত নির্ব্বাহ করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রমর্ম্ম ও তাৎপর্য্য। অনুরাগ বিরহিত হইয়া পবিত্রভাবে কার্য্যবশতঃ আলাপ ও দর্শন অন্যায় নহে। বিশেষরূপে না হইলেও প্রায় শাস্ত্রীয় কথাই লিপিবদ্ধ হইল, এখন আমরা কয়েকটি কথা বলিয়া উপবাসের উপসংহার করিব। অনশন এক তপস্যা। তপঃ কাম মনশনাৎ পরম্" অনশনের পর আর তপস্যা নাই। নিরন্তর অনশন করিয়া শরীর ক্ষীণ করিতে হইবে ইহাই উদ্দেশ্য নহে। বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সাময়িক অনশন করিলে শরীর লঘু হয় এবং সত্ত্বগুণের প্রকাশ হইয়া রজোমল ও তমোমল বিনষ্ট হইয়া যায়, নির্ম্মল লঘু শরীর হইলে আসনাভ্যাস হয়, পরে প্রাণ জয় কার্য্যে বিশেষ সাহায্য হইয়া থাকে। এমন কি উপবাসাদি ব্রত ভিন্ন শরীর নির্ম্মল ও লঘু হয় না, সুতরাং প্রণায়ামাদি যোগ সাধন মহৎ কার্য্য সুসিদ্ধ হয় না। পরং উহাতে স্বাস্থ্য প্রবর্দ্ধিত হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দতা ঘটে। উপবাসাদি ব্রত আপাততঃ কঠোর বোধ হইলেও অন্তিমে সুখ বোধ হয়। অধুনা অনেকেরই পরিণামের প্রতি তত দৃষ্টিপাত নাই। অভিমুখজনক কার্য্যকে সুখভ্রমে গ্রহণ করিয়া অন্তিমে অশেষ অকল্যাণ সাধিত হয়। সংযমের প্রতি লোকের দৃষ্টি নাই তবে মৌখিক বাগাড়ম্বর সময়ে সময়ে শুনা যায়। আর্য্য ধর্ম্মের সুখ ও স্বাস্থ্য প্রবর্দ্ধক ব্রত নিয়মাদি আশ্রম ধর্ম্মানুসারে প্রবর্ত্তিত না হইলে আর নিস্তার নাই। যাহারা বিধবার ব্রহ্মচর্য্যাদি পবিত্র কার্য্যাবলীকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন সেই বিলাস-ভোগ নিরত বাবুগণ বিধবার স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পারেন যে, বাবুগণ হইতে তাঁহারা কত স্বাস্থ্য সুখে সুখী। রুগ্নপ্রায় দেশের এই স্বাস্থ্যটুকুও তাঁহারা দেখিতে পারেন না কি? আবার লোভ ও বিলাসিতার আপাত মধুর মোহন ছবির কুহকে পড়িয়া অনেকেরই পাকে প্রকারে ভোজন ব্যাপার উপযুক্ত রূপে নির্ব্বাহ হইতেছে না, অথচ ধর্ম্মানুরোধে ধর্ম্ম কার্য্য সময়ে উপবাস ব্রতাদির সাময়িক আবশ্যকে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। রোগীকে কোন অহিতজনক দ্রব্য ভোজনে, নিষেধ করিলে পুনঃপুনঃ সেই দ্রব্য ভোজনেই তাহার অভিলাষ জন্মিয়া বিলক্ষণ উদ্বিগ্ন করিয়া তুলে। কলিরোগগ্রস্থ বাবুগণকেও তদ্রূপ কোন সাময়িক নিষেধ করিলে তদ্বিষয়ের প্রতিকূলে তাহাদের প্রবৃত্তি সমধিক উত্তেজিত হইয়া থাকে। ইহা রোগের ধর্ম্ম তাহার সন্দেহ নাই। স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় বৃদ্ধির সহিত ধর্ম্মের সঞ্চয় জনক উপবাসাদি ব্রত একান্ত কর্ত্তব্য। তবে আশ্রম ভেদে ব্যক্তি ভেদে ও অবস্থা ভেদে ইহার ইতর বিবেশ হইয়া থাকে, আর্য্য শাস্ত্রে তদুপযোগী বিধানই রহিয়াছে। যাহারা আর্য্য শাস্ত্রের কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাও ইহার মহিমা বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। যাহারা উঁহার বিনাশ সাধন করিয়া স্বেচ্ছাচার ও ব্যভিচার পরায়ণ হইতে বাঞ্ছা করেন,

তাহারা দেশের অনিষ্টকারী শত্রু। ম্লেচ্ছ হও, যবন হও, ব্রাহ্ম হও অনায়াসে হইতে পারিবে কিন্তু পবিত্র পূজ্য আর্য্য হইতে, স্বেচ্ছাচারকে নির্ম্মূল করিয়া নিষ্কাম হইতে হইবে। ব্রত নিয়মাদির অনুষ্ঠান দ্বারা মনোমল অপসারিত করিয়া, প্রয়োজন হইলে, হৃদয় হইতে হৃদয় শতদল উৎপাটিত করিয়া বিভূচরণে অঞ্জলি দিতে হইবে। মন প্রাণ সমস্ত ঈশ্বরে উৎগর্গ না করিলে কখনই পরম পদ লাভ হয় না।

বিদেশের অনুকরণে ভারতের কি ক্ষতি ?

অনুকরণ মাত্রেই দোষাবহ নহে। এক ভাবে দেখিলে অনুকরণ নহিলে জগৎ চলে না। আমরা যে দাঁড়াইতে, চলিতে, কথা কহিতে শিখিয়াছি ইহাও অনুকরণের ফল। শিশুকে যদি মনুষ্য সমাজ হইতে অন্তর্হিত করিয়া কোন পশু সমাজে রাখা সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে হয়ত দেখিতে পাইতাম, সে হামাগুড়ি দিয়া চলিতেছে ও শোকে, ক্ষোভে, দুঃখে, আহ্লাদে পশুর ন্যায় চীৎকার করিতেছে। সে যেমন দেখিয়াছে তেমনি শিখিয়াছে। আদর্শ যেমন হইবে অনুকৃতিও তদনুরূপ হইবে।

বস্তুতঃ শিশুর মনুষ্যত্ব লাভ একরূপ তাহার চতুঃপার্শবর্ত্তী বয়ঃস্থ মনুষ্যের অনুকরণের ফল। শুধু দাঁড়ান, চলাফেরা, কথা কওয়া বলিয়া বলিতেছি না, তাহার বেশ ভূষা ও অন্তরের শিক্ষা সমস্তই অধিক পরিমাণে অনুকরণের উপর নির্ভর করে। আমরা যে 'ক' 'খ' উচ্চারণ করিতে শিখিয়াছি তাহাও গুরু মহাশয়ের 'ক' 'খ' উচ্চারণের অনুকরণে। যে যত শিক্ষকের অনুকরণ করিতে পারে সে তত ভাল ছাত্র। যে শিশুর অনুকরণবৃত্তি যত প্রবল সে ছাত্র তত ভাল। বেশ ভূষা পরিচ্ছদ লইয়া দেখ। আমরা যে পেণ্টুলান চাপকান কোরতা না পরিয়া, কাছা কোঁচা দিয়া কাপড় পরি ও উত্তরীয় ব্যবহার করি সে কেবল পিতা, পিতৃব্য, ভ্রাতা ও সমাজস্থ পুরুষের কাপড় পরা দেখিয়া। আবার এখন পেণ্টুলান্ ধরিতেছি সে আবার আমাদের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা সাহেব মহোদয়গণকে দেখিয়া। পূর্ব্বে আমাদের সমাজের অনুকরণ করিয়া "শ্রীচরণাম্বুজেষু" বলিয়া পিতৃদেবকে পত্র লিখিতাম, এক্ষণে সাহেবদিগের অনুকরণে "My dear father" বলিয়া পিতাকে সম্বোধন করি। এইরূপ প্রত্যেক বিষয়ে দেখিতে হইবে। স্থূল কথায় বলিতে গেলে মনুষ্যত্ব শিক্ষা সাপেক্ষ; ও শিক্ষা অধিক পরিমাণে অনুকরণ সাপেক্ষ। তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত হইল, যে অনুকরণ মাত্রেই দোষাবহ নহে। ভাল জিনিষের অনুকরণ করিলে ভাল হয় ও মন্দ জিনিষের অনুকরণ করিলে মন্দ হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আদর্শ যে গুণ বিশিষ্ট অনুকৃতও তদনুরূপ গুণ বিশিষ্ট হইবে। অনুকরণের দোষ গুণ বিচার করিতে হইলে যে জিনিষের অনুকরণ হইতেছে তাহার দোষ গুণ বিচার করিতে হয়। তাহা হইলে এই হইল যে, বিদেশের অনুকরণ ভারতের ক্ষতি বৃদ্ধি বুঝিতে গেলে বিদেশীয় জিনিষের ভাল মন্দ বিচার আবশ্যক।

কোন বিষয়ের দোষ গুণ বিচার করিতে গেলে, সেই বিষয়টী তাহার আনুষঙ্গিক ঘটনা ও বিষয়গুলির সহিত একত্রে বিচার করিতে হয়, নতুবা শুদ্ধ বিষয়গতভাল মন্দ বিচার কোন কার্য্যের নহে। প্রথমতঃ যে যে দোষ ও গুণের কথা হইতেছে তাহাই আপেক্ষিক শব্দ। দোষের সঙ্গে তুলনা করিলেই তবে গুণ গুণ, ও গুণের সঙ্গে তুলনা করিলেই তবে দোষ দোষ; নতুবা এইরূপ তুলনা ব্যতিরেকে শুধু দোষ গুণ বলিয়া কোন পদার্থ আছে কি না সন্দেহ। তাহার পর যে বিষয়ের দোষ গুণ বিচার হইবে তাহার আনুসঙ্গিক বিষয় বা ঘটনাবলীর সহিত তাহার সম্বন্ধ আনুসারে তাহার দোষ গুণ দেখিতে হইবে। একই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন ঘটনাবলীর সাহচর্য্যে কখনও দোষের কখন বা গুণের হইয়া থাকে। মনে কর আমাদের শাস্ত্রে মিথ্যা কথা বলা মহাপাপ, আবার এমন অনেক স্থল আছে যেখানে মিথ্যা কথা বলিতে একরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন; কেননা সেখানে মিথ্যা কথা বলিলে একটা মহদুপকার সাধিত হইবে ও সেখানে সে মিথ্যা কথা টুকু না বলিলে প্রত্যবায়গ্রস্থ হইতে হইবে। অবশ্যই মিথ্যা বস্তুতঃই দোষের, কিন্তু ঘটনাবলীর সাহচর্য্যে স্থান বিশেষে একরূপ গুণের হইয়াও দাঁড়ায়। যেখানে একটা মিথ্যা কথা কহিয়া ব্রহ্মহত্যা নিবারণ করিতে পারা যায় সেখানে সে মিথ্যাকে গুণেরই বলিতে হইবে।

যে উদাহরণ দেওয়া গেল তাহাতো একটা বড় কথা। একটা ছোট উদাহরণ দেওয়া যাক্। এই পেণ্টুলান কোট ব্যবহারের কথা। আনুসঙ্গিক ঘটনাবলীর সহিত তুলনায় এগুলি বিলাতের পক্ষে গুণের কিন্তু ভারতের পক্ষে দোষের। যেখানে বারমাস প্রচণ্ড শীত, যেখানে মনুষ্যগণ কেবল বিষয় কার্য্য লইয়া ব্যস্ত, সেখানে ভাল করিয়া গায়ে আঁটিয়া থাকে এমন কোন পোষাকের দরকার; আর যেখানে নাতিমৃদু নাতিতীব্র ভাবে ষড় ঋতুর সমাগম, অথবা যেখানে গ্রীষ্মেরই প্রাধান্য, ও যেখানে লোকে বাহিরের বিষয় ভুলিয়া আধ্যাত্মিক চিন্তায় যত্নশীল, সেখানে ঐরূপ সর্ব্বশরীরাবরক ও উষ্ণতা বিধায়ক কোন পরিচ্ছদের আবশ্যক হয় না, আবশ্যক হওয়া দূরে থাকুক সেরূপ পরিচ্ছদে সেখানকার লোকের শারীরিক ও আন্তরিক স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ারই সম্ভাবনা। তাহা হইলে দেখা গেল সেই একই পেণ্টুলান কোট বিভিন্ন ঘটনাবলির সাহচর্য্যে কোথায়ও গুণের এবং কোথায়ও বা দোষের দাঁড়াইল। এইরূপ সকল বিষয় বুঝিতে হইবে।

যতদূর বলা হইল, তাহাতে বুঝা যাইবে বিলাতী জিনিষের ভাল মন্দ দেখিতে হইলে, তাহার আনুষঙ্গিক বিলাতী ঘটনাবলীর সহিত তাহার ভাল মন্দ বিচার করিতে হইবে। আবার সেই জিনিষ ভারতের পক্ষে ভাল মন্দ কিনা তাহা দেখিতে গেলে তাহা আবার ভারতের ঘটনাবলীর সাহচর্য্যে দেখিতে হইবে। যাহা বিলাতের ভাল তাহা ভারতের ভাল না হইতে পারে আর ঐরূপ যাহা ভারতে ভাল তাহাও বিলাতে না হইতে পারে।

এইরূপ বিচার করিয়া দেখিতে হইলে প্রথমতঃ ইউরোপীয় প্রকৃতিও ভারতীয় প্রকৃতির বিচার আবশ্যক, কেননা ভাষা বল, পরিচ্ছদ বল, আহার ব্যবহার সামাজিক রীতি নীতি যাহাই কিছু বলনা এমন কি ধর্ম্ম পর্য্যন্ত দেশীয় প্রকৃতির উপর নির্ভর

করে। ইউরোপীয় প্রকৃতি ও ভারতীয় প্রকৃতি কি প্রভেদ তাহা বুঝিতে পারিলে ইউরোপের অনুকরণে ভারতে কি ক্ষতি তাহা ভাল রূপে বুঝা যাইবে।

যাঁহারা "ধর্ম্মব্যাখ্যা" পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন চতুর্দ্দশটী কারণে মানব প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়। তাহার মধ্যে স্থানীয় প্রকৃতি একটী প্রধান কারণ। এমন কি এক স্থানীয়প্রকৃতিই দেশ ভেদে মনুষ্যের প্রকৃতিভেদের মুখ্যতম কারণ বলিলে বলা যাইতে পারে।

অতএব এখন ইংলণ্ডের ও ভারতে স্থানীয় প্রকৃতি যে কিরূপ তাহা একবার পর্য্যালোচনা করা যাউক। ইংলণ্ডের প্রকৃতি সম্বন্ধে একজন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিত যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।" Meditating upon general improvement I often think a great deal abont the climate in there parts of the world; and I see that without much husbandry of our means and resourees it is difficult for us to be any thing but low barbarians. The deffi-culty of living at all in a cold, damp, destructive climate is great. Socrates went about with very scauty clothing and men praise his wisdom in caring so litle for the good in this life. He eats sparingly and of mean food. That is not the way I suspect that we can make a philosoper here" বাস্তবিক শুদ্ধ এক গ্রসাচ্ছাদনের জন্য ইংলণ্ডীয় লোকদিগকে কত পরিশ্রম করিতে হয়! যেখানে চিরকাল প্রচণ্ড শীত রাজ্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছি, যেখানে বৎসরের অধিকাংশ সময়ই আকাশ মেঘ ও কুঝ্ঝটিকাচ্ছন্ন রহিয়াছে, যেখানে সূর্য্যদেব হতভাগ্য বাঙ্গালী কেরাণী বাবুটীর মত দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত কত সন্তর্পণে কত ভয়ে ভয়ে হাজির দিয়া যান, যেখামে একমুষ্টি গমের জন্য প্রকৃতির সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে হয়, সে এক দেশ; আর যেখানে সূর্য্য প্রদীপ্ত, আকাশ নির্ম্মল, প্রকৃতি যথাক্রমে ষড়্ঋতুর সহিত বর্ত্তমানা, যেখানে অল্প পরিশ্রমে প্রভূত পরিমাণে শস্যোৎপাদিত হয়, যেখানে দয়াময়ী প্রকৃতি আপনিই বিবিধ ফলপুষ্প রত্ন সম্ভার লইয়া দণ্ডায়মানা সে আর এক দেশ। সেখানে প্রকৃতির সহিত মল্লযুদ্ধ করিলেও এক মুষ্টি শস্য মিলে না; আর এখানে বহুফলপ্রসূ, অযত্ন সম্ভূত একএকটী বৃক্ষের এক একটী ফলে তিন চারি জন মনুষ্যের উদর পূর্ত্তি হইয়া যায়। সেখানে কিসে দুইটী উদরান্ন সংস্থান করিব, কিসে শীত বাত হইতে শরীরকে রক্ষা করিব, কিসে বরফে না গলিয়া যাই এজন্য সুন্দর কঠিন গৃহ নির্ম্মাণ করিব ইত্যাদির জন্য লোকে ব্যস্ত; এখানে সামান্য ফলে, সামান্য বল্কলে বা কৌপিনে সামান্য বৃক্ষতলাশ্রয়ে সুস্থ শরীরে অবস্থান করা যায়।

প্রকৃতির নিয়মই এই, যেখানে যাহার অভাব সেখানে তাহা নিবারণের চেষ্টা। ইংলণ্ডে বা ইউরোপে বহিরিন্দ্রিয়ের সমস্ত বিষয়ের অভাব, তাই সেই অভাব নিবারণের চেষ্টা, তাই ইউরোপে ভৌতিক বিজ্ঞানের এত উন্নতি। তাই ইউরোপের চিন্তা এত স্থূল বিষয়িণী। যেখানে ইন্দ্রিয়গণ অনবরত হা হা খাই খাই রবে বিষয়ের প্রতি ধাবমান সেখানে মানব প্রকৃতি কিরূপে স্থূলবিষয়িণী না হইয়া থাকিবে?

ভারতবর্ষে দেখ, দয়াময়ী প্রকৃতি মাতার ন্যায় যত্নে, স্তরে স্তরে দ্রব্য সম্ভার সাজাইয়া রাখিয়াছেন। সন্তানকে যত্ন করিতে হয় না চেষ্টা করিতে হয় না, তাই এত প্রচুর বিষয়ে তাহার মমতা নাই, তাই তাহার মন, বহির্জগৎ ছাড়িয়া, বহির্জগতে বিরক্ত হইয়া—আর এক জগতে যাইতে ধায়, ও সেই জগতের অভাব অনুভব করিয়া সে অভাব নিবারণ জন্য যত্ন করে। তাই ভারতবর্ষে বাহিরের বিষয়ে ঔদাসীন্য ও অন্তরের বিষয়ে পরমানুরাগ। তাই ভারতবর্ষে যোগ সমাধি ধ্যান ধারণা, তাই ভারতবর্ষে ধর্ম্মের এত জলন্তরূপে বিকাশ! ইউরোপ শত চেষ্টা করিয়াও বাহিরের চিন্তা এড়াইতে পারে না, অন্তর্জগতের সংবাদ কোথা হইতে রাখিবে? তাই তাহাদের নিকট যোগ সমাধি পাগলের কল্পনা বলিয়া বোধ হয়।

তাহা হইলে বুঝা গেল, একস্থানীয় প্রকৃতি অনুসারে, দুই স্থানের মানব প্রকৃতির দুই বিভিন্ন প্রকার গতি। ইউরোপীয় মানব প্রকৃতির গতি, মাত্রার অল্প হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে, অধিক পরিমাণে বহির্ম্মুখীন, ভারতবর্ষে ঠিক তাহার বিপরীত। ইউরোপ ব্যুত্থানশক্তি প্রবল, ভারত নিরোধশক্তি প্রবল। ইউরোপের চিন্তা স্থূলবিষয়িণী, ভারতের চিন্তা সূক্ষ্মবিষয়িণী। ইউরোপ শরীর লইয়াই ব্যস্ত, ভারত আত্মা লইয়া ব্যস্ত। ইউরোপে আনুসঙ্গিক ঘটনায় মানব প্রকৃতিকে বহির্ম্মুখে লইয়া যাইতেছে। ইউরোপীয় মানব প্রকৃতি অসম্পূর্ণ, ভারতীয় মানব প্রকৃতি সম্পূর্ণ।

যাহা বলা হইল ইহাতেই বুঝা যাইবে ইউরোপের অনুকরণে ভারতের কি ক্ষতি। মনুষ্যের কার্য্যসমস্ত প্রকৃতির অনুযায়ী হইলেই তাহার মঙ্গল। মনুষ্য যদি তাহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ কোন কার্য্য করে, তবে তাহার প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে হয় ও তন্নিবন্ধন আয়ুক্ষয়, বীর্য্যক্ষয়, ও বিবিধ অনিষ্ট উৎপাদিত হয়। আজি যদি ইউরোপ বহির্ম্মুখীন চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া অন্তর্ম্মুখীন চিন্তায় নিবিষ্ট হয়, কালি দেখিবে তাহার বহির্জগতের উন্নতি লুপ্ত হইতেছে অথচ অন্তর্জগতেও সে উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে না এবং প্রকৃতির অন্যায় নিষ্পীড়নে স্বাস্থ্যভঙ্গ ও বিবিধ অনিষ্ট উৎপাদিত হইতেছে। আমাদের সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ। আমরা যদি ইউরোপের অনুবর্ত্তী হই তাহা হইলে আমাদের সূক্ষ্মবিষয়িনী চিন্তাই অভিভূত হইবে স্থূল জগতেও আমরা তত উন্নতি লাভ করিতে পারিব না। প্রত্যুত ধর্ম্মক্ষয়, আয়ুক্ষয় বীর্য্যক্ষয় প্রভৃতি বহুবিধ অনিষ্টের ভাগী হইব।

যাঁহারা ধর্ম্মব্যাখ্যায় নিরোধশক্তির বিবরণ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিবেন নিরোধশক্তিই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। ভারতবর্ষ স্বীয় প্রকৃতি গুণেই নিরোধ শক্তির বিকাশ স্থল। আজি যদি আমরা আমাদের প্রকৃত্যানুমোদিত আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব স্বরূপ সেই নিরোধ শক্তি বিদেশীয় অনুকরণ প্রভাবে হারাইতে বসি তাহা হইলে আমাদের মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত নষ্ট হইতে চলিল। ইহাপেক্ষা বিদেশীয় অনুকরণে আর কি অধিক ক্ষতি হইতে পারে?

ইউরোপের ভাষা, ইউরোপের ভাব, ইউরোপের রীতি নীতি সমস্তই ইউরোপীয় প্রকৃতির অনুমোদিত। সেই ভাষায়, সেই ভাবে, সেই রীতি নীতিতে তাহাদের উন্নতি,—আমাদের নহে। আমরা যদি সেই ভাষা, সেই ভাব, সেই রীতি নীতি অবলম্বন করি তাহা হইলে ক্রমে আমাদের নিজ প্রকৃতি হারাইতে বসিব, শুধু প্রকৃতি হারাইব তাহা নহে নিজ প্রকৃতি সহিত যুদ্ধ করিয়া শীঘ্রই ধ্বংস পুরের পথ পরিষ্কার করিব। ক্রমে ভারতবর্ষ হইতে হিন্দুজাতির বিনাশ সম্ভব পর হইবে।

যাহা বলা হইল তাহার কোন অংশ কাল্পনিক নহে। অতীতের ইতিহাস ও বর্ত্তমানের ঘটনা ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ভারতবর্ষে বিদেশী অনুকরণ আজ নূতন হইতেছে না। যে দিন হইতে যবনগণ এই পবিত্র ভূমিতে পদার্পণ করিয়াছে সেই দিন হইতে ভারতে বিদেশীয় অনুকরন প্রবেশ লাভ করিয়াছে। মুসলমানদের অনুকরণে ভারতের কি সর্ব্ব নাশ হইয়াছে তাহা চক্ষুর উপর ধরিয়া দেওয়া কঠিন নহে। আবার যবনের পরে ম্লেচ্ছের অনুকরণে আরও কি কি নূতন অনর্থের উৎপত্তি হইতেছে তাহাও দেখাইয়া দেওয়া কঠিন নহে। সময়ান্তরে তাহা দেখাইয়া দিবার চেষ্টা রহিল।

গুরু ও শিষ্য।

গুশব্দস্তন্ধকারঃ স্যাদ্রুশব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারনিরোধিত্বাদ্ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥

গু শব্দার্থ অন্ধকার, ও রু শব্দার্থ তাহার নিবারক, অতএব যিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নষ্ট করেন তিনিই গুরু॥ ত-সা৭

যেচেকেন সমারম্ভা যাশ্চকাশ্চন দৃষ্টয়ঃ।
তেচতাশ্চ পদেদৃষ্টে নিঃশেষং যান্তিবৈশমং॥

যে কোন কর্ম্মারম্ভই হউক, অথবা প্রামাণিক উপদেশই হউক, সৎপাত্র প্রাপ্ত হইলেই সফল হয়। যো-বা-রা ২।১২।৭।

নাদ্রব্যে নিহিতা কাচিৎক্রিয়াফলবতী ভবেৎ।
ন ব্যাপার শতেনাপি শুকবৎ পাঠ্যতে বকঃ॥

কোন ক্রিয়া অবস্তুতে পতিতা হইলে ফলবতী হয় না, যেমন শত শত বার যত্ন করিলেও বক কখনই শুক পক্ষীর ন্যায় পড়ে না॥ হি-উ।

নমন্তি ফলিনো বৃক্ষা নমন্তি গুণিনোজনাঃ।
শুষ্কবৃক্ষাশ্চ মূর্খাশ্চ ভিদ্যন্তে ন নমন্তি চ॥

ফলবান্ বৃক্ষই নম্র হয় এবং গুণবান মনুষ্যই নম্র হয়, কিন্তু শুষ্ক বৃক্ষ ও মূঢ়লোক ইহারা ভগ্ন হয়, তথাপি নম্র হয় না॥ গ-পু-১।১১৪।৫২।

পয়ঃ পানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনং।
উপদেশো হি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে॥

যেমন ভুজঙ্গের দুগ্ধ পান কেবল বিষবর্দ্ধক হয়, সেইরূপ মূঢ়ের প্রতি উপদেশ কেবল তাহার ক্রোধোৎপাদক হয়, কদাচ শান্তিকারক হয় না॥ হি-উ।

মূর্খশিষ্যোপদেশেন দুষ্টস্ত্রী ভরণেন চ।
দুষ্টানাং সংপ্রযোগেণ পণ্ডিতোঽপ্যবসীদতি॥

মূর্খ শিষ্যের প্রতি উপদেশ প্রদান করিলে, দুষ্টা স্ত্রীর ভরণপোষণ করিলে এবং দুষ্টের অনুকূলে কোন কার্য্য করিলে পণ্ডিত ব্যক্তিও অধোগামী হয়েন॥ গ পু-১০৮।৫।

বিদ্যয়ৈব সমং কামং মর্ত্তব্যং ব্রহ্মবাদিনা।
আপদ্যপি হি ঘোরায়াং ন ত্বেনামিরিণে বপেৎ॥

ব্রহ্মবাদিরা মহাবিপদ উপস্থিত হইলেও বিদ্যার সহিত বরং প্রাণ ত্যাগ করিবেন, তথাপি উপযুক্ত শিষ্য ব্যতিরেকে কদাচ অপাত্রে বিদ্যারূপ বাজ বপন করিবেন না। ম-স-২।১১৩।

কৃতজ্ঞোদ্রোহিমেধাবি শুচিকল্যানস্থয়কাঃ।
অধ্যাপ্যা ধর্ম্মতঃ সাধুশক্তাপ্তজ্ঞানবিত্তদাঃ॥

কৃতজ্ঞ (যিনি কৃতোপকার বিস্মৃত না হন) দয়ার্দ্রচিত্ত, মেধাবী (গ্রন্থগ্রহণ ও ধারণক্ষম) শুচি (বাহ্যাভ্যন্তর শৌচাচারী) আধিব্যাধি রহিত, অনিন্দুক, সাধু, শুশ্রূষারত, আপ্ত, জ্ঞানপ্রদ, বিত্তপ্রদ ও বিদ্যাপ্রদ শিষ্যকে গুরু যথা শাস্ত্রানুসারে অধ্যয়ন করাইবেন॥ যা স ১।২৮।

বিদ্বানেব হি জানাতি বিদ্যার্জ্জন পরিশ্রম।
ন হি বন্ধ্যা বিজানাত্যাৎ গুর্ব্বীং প্রসব বেদনাং॥

কত পরিশ্রমে যে বিদ্যা উপার্জ্জন হয়, তাহা কেবল বিদ্বান্ লোকই জানেন, অপরে তাহা জানে না, যেমন বন্ধ্যা-স্ত্রীলোক গর্ভবতীর প্রসব বেদনা জানে না, অর্থাৎ অত্যন্ত পরিশ্রম না করিলে বিদ্যা লাভ হয় না। হি-উ।

আলস্যংযদি ন ভজেজ্জগত্যনর্থং
কো নস্যাদ্বহুধনকো বহুপ্রতো বা।
আলস্যাদিয়মবনিঃ সসাগরান্তা
সংপূর্ণা নরপশুভিশ্চ নির্দ্ধনৈশ্চ।

যদি সকল মনুষ্য সর্ব্বানিষ্টকারী আলস্য সেবা না করে, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি বহু ধনবান্ না হয়? এবং কোন্ ব্যক্তিইবা বহু শাস্ত্রজ্ঞ না হয়? যাহারা আলস্য করে তাহারা পশুতুল্য; কিন্তু এই সসাগরা অবনি নরপশু ও নির্ধন লোকেই পরিপূর্ণা থাকেন॥ যো-বা-রা-২।৫।৩০।

ভোজনে ভোজনং চিত্তং ন কুর্য্যাচ্ছাস্ত্রসেবক।
স দূরমপি বিদ্যার্থী ব্রজেদ্ গরুড়বেগবান্॥

বিদ্যার্থী ব্যক্তি ভোজন দ্রব্যে অভিলাষ করিবে না এবং বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত গরুড়ের ন্যায় দ্রুত বেগে অতি দূরদেশেও গমন করিয়া থাকে॥ গ-প-১।১০৯।৫০।

পঠতো নাস্তি মূর্খত্বং জপতো নাস্তি পাতকং।
সর্ব্বথা জপ্তবিদ্যানাং বিদ্যা নাতি প্রসীদতি।

অধ্যয়ন করিলে মূর্খত্ব থাকে না, এবং জপ করিলে পাতক থাকে না, অথচ যাহারা সর্ব্বদা বিদ্যাকে অভ্যাস করেন, তাহাদিগকে বিদ্যা কি অতিশয় প্রসন্না হন না? অর্থাৎ অবশ্যই হন॥ ক-বা।

শনৈর্ব্বিদ্যা শনৈরর্থাঃ শনৈঃ পর্ব্বতমারুহেৎ।
শনৈঃ কামঞ্চধর্ম্মঞ্চ পঞ্চৈতানি শনৈঃ শনৈঃ॥

ক্রমে ক্রমে বিদ্যা লাভ হয়, ক্রমে ক্রমে ধন সঞ্চয় হয়, ক্রমে ক্রমে পর্ব্বতে আরোহণ করা যায়, ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম উপার্জ্জন

হয় এবং এবং ক্রমে ক্রমে কামনা পূর্ণ হয়, এই পঞ্চ কার্য্যই ক্রমশঃ হইয়া থাকে, একেবারে হয় না॥ গ-পু-১।১০৯।৪৭।

চোদিতো গুরুণা নিত্যমপ্রচোদিত এব বা।
কুর্য্যাদধ্যয়নে যত্নমাচার্য্যস্য হিতেষু চ॥

গুরু অনুমতি করুন বা না করুন, শিষ্য প্রত্যহ অধ্যয়নে ও আচার্য্যের হিতসাধনে যত্নবান্ হইবে॥ ম-সং-২।১৯১।

গুরুং সন্তোষ্য যত্নেন যোবৈ বিদ্যা মুপাসতে।
অবিলম্বেন বিদ্যায়া স্তস্যাঃ ফল মবাপ্নুয়াৎ॥

অতিশয় যত্ন সহকারে গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া যে ব্যক্তি বিদ্যার উপাসনা করে, সেই ব্যক্তিই অবিলম্বে বিদ্যোপাসনার ফল প্রাপ্ত হয়। শি-সং ৩।১২।

অধ্যাপিতা হি যে শিষ্যা মন্যন্তে তে গুরুং স্বকম্।
গুরৌ যথৈতে বর্ত্তন্তে তথা বিদ্যাপি তেষিহ॥

শিষ্য যাহার নিকট অধ্যয়ন করেন, সেই গুরুর প্রতি শিষ্যের যাদৃশ ভক্তি হয়, বিদ্যা তাহার প্রতি তাদৃশ অনুগ্রহ করিয়া থাকেন॥ আত্ম-পু-২।খ৫।

যথা খনন্ খনিত্রেণ নরো বার্য্যধিগচ্ছতি।
তথা গুরুগতাংবিদ্যাং শুশ্রূষুরধিগচ্ছতি॥

যেমন কোন ব্যক্তি খনিত্রদ্বারা খনন করিতে করিতে জল প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শিষ্য গুরুর শুশ্রূষা করিতে করিতে গুরুগত সমুদায় বিদ্যা লাভ করে! মং-সং ২।২১৮।

বিদ্যাঘাতোহনভ্যাসঃ স্ত্রীনাংঘাতঃকুচেলতা।
ব্যাধীনাং ভোজনাজ্জীর্ণং শত্রোর্ঘাত প্রপঞ্চতা॥

বিদ্যার সর্ব্বদা আলোচনা না করিলে বিদ্যা থাকে না অর্থাৎ অনভ্যাসেই বিদ্যা বিনষ্ট হয়, স্ত্রীদিগের বস্ত্র কুৎসিত হইলে তাহাদিগের রূপের শোভা হয় না, ভোজনান্তে আহারীয় দ্রব্য জীর্ণ হইলেই ব্যধির বিনাশ হয়, এবং প্রতারণাই শত্রুকে পরাভব করে। গ-পু-১।১০০।৩০।

যথা যথা হি পুরুষঃ শাস্ত্রং সমধিগচ্ছতি।
তথা তথা বিজানাতি বিজ্ঞানঞ্চাস্য রোচতে॥

পুরুষ যে যে শাস্ত্র উত্তমরূপে অভ্যাস করে, তাহাই উত্তমরূপে অবগত হইতে পারে এবং তাহা দ্বারা শাস্ত্রান্তরেও তাহার জ্ঞান উত্তমরূপে প্রদীপ্ত হইয়া থাকে॥ ম-সং ৪।২০।

নৈকত্র পরিনিষ্ঠাস্তি জ্ঞানস্য কিলশৌনক।
সর্ব্বঃ সর্ব্বং ন জানাতি সর্ব্বজ্ঞো নাস্তি কুত্রচিৎ॥

সকল লোক সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ হইতে পারে না এবং কোন স্থলেও সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি নাই॥ গ-পু ১।১১০।৩০।

ন সর্ব্ববিৎ কশ্চিদিহাস্তি লোকে
নাত্যন্তমূর্খো ভুবি চাপি কশ্চিৎ।
জ্ঞানেন নীচোত্তমমধ্যমেন
যোযং বিজানাতি স তেন বিদ্বান্॥

এই জগতে কেহই সর্ব্বজ্ঞ নহে এবং অত্যন্ত মূর্খও কেহ নাই। কাহার বা জ্ঞানের আধিক্য আছে, কোন ব্যক্তির জ্ঞান মধ্যবিধ আর কেহ বা অল্প জ্ঞানসম্পন্ন। যে ব্যক্তি যে বিষয়ের যাহা কিছু জানে, তাহাকে সেই জ্ঞানদ্বারাই জ্ঞানবান্ বলা যায়॥ ঐ ৩১।

অনন্তশাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং,
স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যং।
হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বু মিশ্রম্॥

শাস্ত্রের অন্ত নাই, এবং বহুকাল অধ্যয়ন করিতে হয়, কিন্তু মনুষ্যের সময় অতি অল্প এবং বিঘ্নও অনেক; অতএব ঐ সকল শাস্ত্রের যাহা সারভূত, কেবল তাহারই উপাসনা করিবে, যেমন হংস নীর মিশ্রিত ক্ষীরের নীর ভাগ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষার ভাগ গ্রহণ করে॥ উ-গী ৩।১।

যথা খরশ্চন্দন ভারবাহী,
ভারস্য বেত্তা নতু চন্দনস্য।
তথৈব শাস্ত্রাণি বহূন্যধীত্য,
সারং ন জানন্ খরবৎ বহেৎ সঃ॥

যেমন চন্দনের ভারবাহী গর্দ্দভ কেবল ভারজ্ঞ মাত্র হয়, কিন্তু চন্দনের বিষয় অবগত হয় না, তদ্রূপ যে ব্যক্তি বহুল শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াও তাহার সার তত্ত্বজ্ঞ না হয়, সে কেবল ভারবাহী গর্দ্দভস্বরূপ॥ ঐ ২।৩৭।

অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষটপদঃ॥

ষট্পদ যেমন সকল পুষ্প হইতে সার গ্রহণ করে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও সেইরূপ অল্প বা বৃহৎ সকল শাস্ত্র হইতে সার গ্রহণ করিবেন॥ ভা-পু-১১।৮।১০।

যস্ত নাস্তি নিজা প্রজ্ঞা কেবলন্তু বহুশ্রুতঃ।
ন স জানাতি শাস্ত্রার্থং দর্ব্বীসূপরসানিব॥

যাদৃশ দর্ব্বী (হাতা) সুপরস আস্বাদন করিতে পারে না, সেইরূপ যাহার নিজের বুদ্ধিবৃত্তি নাই, অথচ শাস্ত্রজ্ঞান আছে, সে ব্যক্তি শাস্ত্রের নিগুঢ় মর্ম্মার্থ কদাচ অনুধাবন করিতে সমর্থ নহে। ম-ভা-সভাপর্ব্ব ৫৫।১॥

রাগযন্ত্রহীনস্য নরস্য বিদ্যা
শস্ত্রং যথা কাপুরুষস্য হস্তে।
ন তুষ্টি মুৎপাদয়তে শরীরে
অন্ধস্য দারাইব দর্শনীয়াঃ॥

যেমন কাপুরুষ অর্থাৎ ভীরু ব্যক্তির হস্তস্থিত অস্ত্র কোন ফলদায়ক হয় না এবং যেমন সাতিশয় রূপবতী কামিনী অন্ধ জনের কোনরূপ তুষ্টি সাধন করিতে পারে না, সেইরূপ বাক্পটুতাবিহীন মনুষ্যের বিদ্যা দ্বারা কোন উপকার হয় না।

গ-পু-১।১১০।৩।

ন বিদ্যয়া কেবলয়া তপসা বাঽপি পাত্রতা।
যত্র বৃত্তমিমে চোভে তদ্ধি পাত্রং প্রকীর্ত্তিতং॥

কেবল মাত্র বিদ্যা বা তপস্যা অথবা জাতি প্রভৃতি দ্বারা পাত্রতা লাভ হয় না, কিন্তু যিনি বিদ্যাদির অনুরূপ কার্য্য করেন তাঁহাকেই সম্পূর্ণ পাত্র বলা যায়॥ যা-সং ১।১৯৯।

পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং সর্ব্বেষাং সুকরং নৃণাং।
ধর্ম্মে স্বীয় মনুষ্ঠানং কস্যচিত্তু মহাত্মনঃ॥

অন্যের প্রতি ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা সকল লোকেরই

অনায়াসে সাধ্য হয়, কিন্তু স্বয়ং সেই উপদেশানুরূপ আচরণ করা কদাচ কোন কোন মহাত্মার হইয়া থাকে ॥ হি-উ।

অজ্ঞেভ্যো গ্রন্থিনঃ শ্রেষ্ঠা গ্রন্থিভ্যো ধারিণো বরাঃ।
ধারিভ্যোজ্ঞানিনঃ শ্রেষ্ঠা জ্ঞানিভ্যো ব্যবসায়িনঃ ॥

অজ্ঞ অর্থাৎ যে ব্যক্তি গ্রন্থের কিঞ্চিৎ মাত্র অধ্যয়ন করিয়াছে তাহার অপেক্ষা সমুদায় গ্রন্থের অধ্যেতা শ্রেষ্ঠ; গ্রন্থাধ্যায়ী অপেক্ষা যে ব্যক্তি পঠিত গ্রন্থ বিস্মৃত না হয় সেই শ্রেষ্ঠ; যে কেবল গ্রন্থ স্মরণ রাখিয়াছে তাহার অপেক্ষা যে গ্রন্থের অর্থজ্ঞ সেই শ্রেষ্ঠ, আর উহা অপেক্ষা গ্রন্থোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠাতা শ্রেষ্ঠ।

ম-সং ১২।১০৩।

পূজ্যা না মেব সর্ব্বেষা মিষ্টঃ পূজ্যতমঃ পরঃ।
জনকো জন্মদানত্বাৎ পালনাচ্চ পিতা স্মৃতঃ ॥

জগতে যাবতীয় পূজ্য ব্যক্তির মধ্যে পিতাই পূজ্যতম ব্যক্তি। ইনি জন্ম প্রদান করেন বলিয়া জনক এবং পালন করেন বলিয়া পিতা নামে অভিহিত হয়েন ॥

ব্র-বৈ-পু-৩।৪০।৮৪।

গরীয়ান্ জন্মদ স্তুশ্চ সোন্নদাতা পিতা মুনে।
বিনান্নং নশ্বরোদেহো নিত্যঞ্চাপিভুরুদ্ভবঃ ॥

কিন্তু হে মুনে! জন্মদাতা পিতা অপেক্ষা অন্নদাতা পিতা শ্রেষ্ঠ, কারণ অন্ন ব্যতীত দেহ ধারণ হয় না। কিন্তু পিতা হইতে উৎপত্তি নৈসর্গিক অর্থাৎ স্বাভাবিক ॥ ঐ ৮৫।

তয়োঃ শতগুণে মাতা পূজ্যামান্যাচ বন্দিতা।
গর্ভধারণ পোষাভ্যাং সা চ তাভ্যাং গরীয়সী ॥

পক্ষান্তরে উক্ত উভয়বিধ পিতা হইতে মাতা শত গুণে পূজ্যা, মান্যা ও বন্দনীয়া। তিনি গর্ভে ধারণ এবং স্তন্যদান দ্বারা পোষণ করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত তিনি পিতা হইতে পূজ্যা হয়েন ॥

ব্র-বৈ-পু-৩।৪০।৮৬।

তেভ্যঃ শতগুণে পূজ্যোভীষ্ট দেব শ্রুতৌ শ্রুতঃ।
জ্ঞান বিদ্যা মন্ত্র দাতাহভীষ্ট দেবাৎ পরোগুরু ॥

বেদে কথিত আছে যে, কি জন্মদাতা, কি অন্নদাতা, কি গর্ভধারিণী, এ সর্ব্বাপেক্ষা অভীষ্ট দেব শতগুণে পূজ্য। বিশেষতঃ জ্ঞানদাতা, বিদ্যাদাতা ও মন্ত্রদাতা, ইহাঁরা ইষ্টদেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ঐ ৮৭।

গুরুবদ্ গুরুপুত্রশ্চ গুরুপত্নী ততোহধিকা।
দেবেরুষ্টে গুরুরক্ষেদ্ গুরৌ রুষ্টেন কশ্চন ॥

গুরুদেব যেমন পূজ্য, গুরুপুত্রও তদনুরূপ। বিশেষতঃ গুরুপত্নী অধিক পূজ্যা, অর্থাৎ গুরুদেব ও গুরুপুত্র অপেক্ষাও গুরুপত্নী পূজ্য পদার্থ। দেবতা রুষ্ট হইলে গুরুদেব রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু গুরুদেব রুষ্ট হইলে আর কাহারও রক্ষা করিবার ক্ষমতা নাই ॥ ঐ ৮৮।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রিয়ঃ পরঃ ॥

গুরু ব্রহ্মা স্বরূপ, গুরু বিষ্ণু স্বরূপ এবং গুরুই মহেশ্বর স্বরূপ, গুরুই পরম ব্রহ্ম এবং গুরুই ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা প্রিয় বস্তু, অর্থাৎ পরম পূজ্য পদার্থ ॥ ব্র-বৈ-পু ৩।৪০।৯৩।

গুরুর্জ্ঞানং দদাত্যেব জ্ঞানঞ্চ হরভক্তিদং।
হরিভক্তিপ্রদাতায় কোবাবন্ধুস্ততঃ পরঃ ॥

গুরুদেব যে জ্ঞান প্রদান করেন, তাহা হইতে উত্তম হরিভক্তির উদয় হয়। যিনি হরিভক্তি প্রদান করেন, তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বন্ধু আর কে আছে?। ঐ ৯০।

অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্নো জ্ঞানদীপং যতো লভেৎ।
লব্ধা চ নির্ম্মলং পশ্যেৎ কোবা বন্ধু স্ততঃ পরং ॥

যিনি জ্ঞান-প্রদীপ স্বরূপ হইয়া অজ্ঞ ব্যক্তির অজ্ঞানান্ধকার দূর করতঃ জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেন, তাঁহা অপেক্ষা বন্ধু আর কে হইতে পারে?॥ ঐ ৯১।

গুরুদত্তঞ্চ মন্ত্রঞ্চ জপ্ত্বা জ্ঞানং ততো লভেৎ।
সর্ব্বজ্ঞত্বঞ্চ সদ্ধিঞ্চ কোবা বন্ধু স্ততোধিকঃ ॥

গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করিলে জ্ঞান, সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি লাভ হয়, অতএব তাঁহা অপেক্ষা বন্ধু জগতে আর কে আছে?॥ ঐ ৯২।

সুখং জয়তি সর্ব্বত্র বিদ্বয়া গুরুদত্তয়া।
যযা পূজ্যোপি জগতি কোবা বন্ধু স্ততোধিকঃ ॥

গুরুদত্ত বিদ্যা প্রভাবে অনায়াসে সর্ব্বত্র সকল বিষয়ে জয়লাভ হয়। যাঁহা দ্বারা জগৎপূজ্য হইতে পারা যায়, তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বন্ধু আর দ্বিতীয় নাই ॥ পু-বৈ-পু-৩।৪০।৯৩।

বিদ্যান্ধো বা ধনান্ধো বা যো মূঢ়ো ন ভজেদ্ গুরুং।
ব্রহ্মহত্যাধিকং পাপং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥

বিদ্যান্ধ বা ধনান্ধ হইয়া যে মূঢ় ব্যক্তি গুরুকে ভজনা না করে, সে নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যা অপেক্ষা গুরুতর পাতকে লিপ্ত হয় ॥ ঐ ৯৪।

দরিদ্রং পতিতং ক্ষুদ্রং নরবুদ্ধ্যাচরেদ্গুরুং।
সোহশুচিস্তীর্থস্নাতোপি নাধিকারী চ কর্ম্মসু ॥

যে ব্যক্তি গুরুকে সামান্য, পতিত ও দরিদ্র দেখিয়া ঘৃণা পূর্ব্বক মনুষ্যবৎ গণনা করে, তাহাকে একান্তই অশুচি হইতে হয়, এমন কি পুষ্করাদি তীর্থে স্নান করিলেও তাহার পবিত্রতা সাধন হয় না; প্রত্যুত সে সকল কর্ম্মেই অনধিকারী হয় ॥ ঐ ৯৫।

গুরৌ মানুষবুদ্ধিস্তু মন্ত্রে চাক্ষরবুদ্ধিকং।
প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধিং কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ ॥

যে ব্যক্তি গুরুকে মনুষ্য, মন্ত্রকে অক্ষর ও দেব প্রতিমূর্ত্তিকে প্রস্তরাদি জ্ঞান করে, সে নরকে গমন করে ॥ জ্ঞা-ত।

গুরুঃ পিতা গুরুর্ম্মাতা গুরুর্দেবো গুরুর্গতিঃ।
শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌরুষ্টে ন কশ্চন ॥

গুরুই পিতা, মাতা ও অভীষ্ট দেবতা স্বরূপ এবং অন্তিমকালে গুরুই নিস্তার কারণ। মহাদেব রুষ্ট হইলে গুরু ত্রাণ করিতে পারেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে নিস্তার কর্ত্তা কেহই নাই। ঐ।

গুরোর্হিতং প্রকর্ত্তব্যং বাঙ্মনঃ কায়কর্ম্মভিঃ।
অহিতাচারণাদ্দেবি বিষ্ঠায়াং জায়তে ক্রিমিঃ ॥

বাক্য, মন ও শরীর দ্বারা গুরুর হিতানুষ্ঠান করিবে। হে দেবি! যে ব্যক্তি গুরুর অহিতাচরণ করে, সে বিষ্ঠার ক্রিমি হইয়া জন্ম গ্রহণ করে ॥ ঐ।

লৌকিকং বৈদিকং বাপি তথাধ্যাত্মিকমেব চ।
আদ দীত যতোজ্ঞানং ন তং দ্রুহ্যেৎ কদাচন ॥

লৌকিক, বৈদিক ও আধ্যাত্মিক, এই ত্রিবিধ জ্ঞানের মধ্যে যে কোন প্রকার জ্ঞান যে ব্যক্তি প্রদান করে, তাহার অহিতাচরণ কখনই করিবে না ॥ বি-সং।

একমপ্যক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্তা হ্যনৃনী ভবেৎ ॥

গুরু যদি শিষ্যকে একাক্ষর মাত্র শিক্ষা প্রদান করেন, তবে পৃথিবীতে এমন কোন দ্রব্য নাই যাহা দান করিলে সেই গুরুর নিকট শিষ্য অঋণী হইতে পারে ॥ অ-সং।

একাক্ষরং প্রদাতারং যোগুরুং নাভিমন্যতে।
শুনাং যোনিশতং গত্বা চাণ্ডালেষ্বপি জায়তে ॥

যে ব্যক্তি একাক্ষরমাত্র শিক্ষাদাতা গুরুকে মান্য না করে, সে শত জন্ম কুক্কুর যোনি প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে চণ্ডাল কুলে জন্ম গ্রহণ করে ॥ ঐ।

স গুরুর্যঃ ক্রিয়াঃ কৃত্বা বেদমস্মৈ প্রযচ্ছতি।
উপনিয় দদদ্বেদমাচার্য্যঃ স উদাহৃতঃ ॥
একদেশমুপাধ্যায় ঋত্বিগ্‌যজ্ঞকৃদুচ্যতে।
এতে মান্যা যথা পূর্ব্বমেভ্যো মাতা গরীয়সী ॥

যিনি গর্ভাধানাবধি উপনয়ন পর্য্যন্ত সংস্কার ক্রিয়া সকল সম্পাদন করিয়া বেদ শিক্ষা দেন, তিনি গুরু। আর যিনি কেবল উপনয়ন দিয়া বেদাধ্যয়ন করান, তিনি আচার্য্য। যিনি উপজীবিকার জন্য বেদের কোন এক অংশ শিক্ষা দেন, তিনি উপাধ্যায়। যিনি যজ্ঞাদি কর্ম্মে ব্রতী, তিনি ঋত্বিক বা পুরোহিত। ইহাঁদিগের মধ্যে যথাক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যক্তি অধিক মান্য অর্থাৎ পূজনায়, ইহাঁদিগের অপেক্ষা মাতা গুরুতরা হয়েন ॥

যা-সং ১।৩৪-৩৫।

উপাধ্যায়ান্ দশাচার্য্য আচার্য্যাণাং শতং পিতা।
সহস্রন্তু পিতৄন্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে ॥

উপাধ্যায় অপেক্ষা আচার্য্য দশগুণে, আচার্য্য অপেক্ষা (জন্মদাতা) পিতা শতগুণে এবং পিতা অপেক্ষা গর্ভধারণ ও পোষণ হেতু (গর্ভধারিণী) মাতা সহস্র গুণে গৌরবযুক্তা হয়েন ॥

ম-সং ২।১৪৫।

আচার্য্যো ব্রাহ্মণোমূর্ত্তিঃ পিতা মূর্ত্তিঃ প্রজাপতেঃ।
মাতা পৃথিব্যামূর্ত্তিস্তু ভ্রাতা স্বো মূর্ত্তিরাত্মনঃ ॥

আচার্য্য পরমাত্মার মূর্ত্তি, পিতা (হিরণ্যগর্ভ) প্রজাপতির মূর্ত্তি, মাতা পৃথিবীর মূর্ত্তি এবং ভ্রাতা সাক্ষাৎ আপনারই মূর্ত্ত্যন্তর হয়েন ॥ ঐ ২২৫।

আচার্য্যশ্চ পিতা চৈব মাতা ভ্রাতা চ পূর্ব্বজঃ।
নার্ত্তেনাপ্যবমন্তব্যা ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ ॥

আচার্য্য, পিতা, মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ত্তৃক পীড়িত হইলেও কোন ব্যক্তি বিশেষতঃ ব্রাহ্মণজাতি, কোন মতে তাঁহাদিগের অবমাননা করিবে না ॥ ঐ ২২৬।

ইমং লোকং মাতৃভক্ত্যা পিতৃভক্ত্যা তু মধ্যমং।
গুরুশুশ্রূষয়া ত্বেব ব্রহ্মলোকং সমশ্নুতে ॥

মনুষ্য মাতৃভক্তি দ্বারা ভূলোক, পিতৃভক্তি দ্বারা অন্তরিক্ষ লোক এবং গুরুশুশ্রূষা দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় ॥ ম-স ২।২৩৩।

সর্ব্বে তস্যাদৃতা ধর্ম্মা যস্যৈতে ত্রয় আদৃতাঃ।
অনাদৃতাস্তু যস্যৈতে সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥

যিনি উক্ত তিনি ব্যক্তির সৎকার করেন, তাঁহার সমস্ত ধর্ম্ম কার্য্যের ফল লাভ হয়, আর যিনি তাঁহাদিগের অনাদর করেন, তাঁহার সমুদায় ধর্ম্ম কার্য্যই নিষ্ফল হয় ॥ ঐ ২৩৪

স্বগুরৌ স্বেষ্টদেবেষু জন্মদাতরি মাতরি।
করোতি ভেদবুদ্ধিং যো ব্রহ্মহত্যাং লভেত্তু সঃ ॥

যে ব্যক্তি স্বীয় গুরুতে ও স্বীয় ইষ্টদেবে এবং জন্মদাতা পিতা ও জননীতে ভেদ জ্ঞান করে, সে নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে ॥ ব্র বৈ-পু-২।৩০।১৪৬।

স্থিতে তিষ্ঠেৎ ব্রজেদ্ যাতি নী চৈরাসীৎ তথা সতি।
শিষ্যো গুরৌ নৃপশ্রেষ্ঠ প্রতিকুলং ন সম্ভজেৎ ॥

হে রাজন্! গুরু দণ্ডায়মান হইলে শিষ্য দণ্ডায়মান হইবে, গমন করিলে অনুগমন করিবে, উপবেশন করিলে নীচ ভাবে উপবেশন করিবে, কিন্তু কখনই গুরুর প্রতিকুলাচারণ করিবে না ॥ বি-পু ৩।৯।৪

নোদাহরেদস্য নাম পরোক্ষমপি কেবলং।
নচৈবাস্যানুকুর্ব্বীত গতিভাষিত চেষ্টিতং ॥

শিষ্য পরোক্ষেও গুরুর উপাধি বর্জ্জিত নাম উচ্চারণ করিবে না এবং পরিহাস ছলে গুরুর গমন, কথন ও কর্ম্মের অনুকরণ করিবে না ॥ ম সং ২।১৯৯।

গুরোর্যত্র পরীবাদো নিন্দাবাপি প্রবর্ত্ততে।
কর্ণৌতত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং বা ততোহন্যতঃ।

যথায় গুরুর পরীবাদ (প্রত্যক্ষ দোষ) কিম্বা নিন্দাবাদ (অপ্রত্যক্ষ দোষ) কীর্ত্তিত হয়, তথায় শিষ্য হস্তদ্বয় দ্বারা কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিবেন, অথবা তথা হইতে স্থানান্তরে গমন করিবেন ॥ ঐ ২০০।

পরীবাদাৎ খরো ভবতি শ্বাবৈ ভবতি নিন্দকঃ।
পরিভোক্তা কৃমির্ভবতি কীটো ভবতি মৎসরী ॥

শিষ্য গুরুর পরীবাদ করিলে জন্মান্তরে গর্দ্দভ হয়, নিন্দা করিলে কুক্কুর হয়, অন্যায় রূপে গুরুধন উপভোগ করিলে কৃমি হয় এবং গুরুর প্রসংশা সহ্য করিতে অসমর্থ হইলে কীট হয় ॥ ঐ ২০১।

গুরুশয্যাসনং যানং পাদুকোপানাৎ পীঠকং।
স্নানোদকং তথাচ্ছায়াং লঙ্ঘনং নৈব কারয়েৎ ॥

শিষ্য, গুরুর শয্যা, আসন; যান, পাদুকা, চর্ম্মপাদুকা, উপবেশনাধার, স্নানোদক, ও ছায়া লঙ্ঘন করিবে না। ত-সা।

গুরোরগ্রে পৃথক্ পূজামৌদ্ধত্যঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
দীক্ষাং ব্যাখ্যাং প্রভুত্বঞ্চ গুরোরগ্রে পরিত্যজেৎ ॥

গুরু উপস্থিত থাকিলে পৃথক্ পূজা করিবে না ও কোনরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিবে না। গুরুর নিকট দীক্ষা, শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও প্রভুত্ব পরিত্যাগ করিবে ॥ ঐ।

ঋণদানং তথাদানং বস্তুনাং ক্রয়বিক্রয়ং।
ন কুর্য্যাদ্‌গুরুণাসার্দ্ধং শিষ্যোভূত্বা কদাচন॥

শিষ্য, গুরুর সহিত ঋণদান, ঋণ গ্রহণ অথবা কোন বস্তু ক্রয় বিক্রয়াদি কার্য্য কদাচ করিবে না॥ ঐ

পুত্রৈশ্চ পূজিতস্তাত শিষ্যৈশ্চ পূজিতো গুরুঃ।
আজ্ঞয়া কুরুতে কর্ম্ম পুত্রঃ শিষ্যশ্চ ভৃত্যবৎ॥

পিতা পুত্রগণ কর্ত্তৃক ও গুরু শিষ্যগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইবেন। পুত্র ও শিষ্য ভৃত্যবৎ তাঁহাদিগের আজ্ঞানুসারে সকল কার্য্য সম্পাদন করিবে॥ ব্র-বৈ-পু-৪।৮৪।১৮।

ন প্রেরয়েদ্‌গুরুং তাতং পুত্রঃ শিষ্যশ্চ কর্ম্মসু।
পিত্রে চ গুরবে নিত্যং সর্ব্বস্বঞ্চ সমর্পয়েৎ॥

পুত্র পিতাকে এবং শিষ্য গুরুকে কোন কার্য্যে প্রেরণ করিবে না; পুত্র পিতাকে এবং শিষ্য গুরুকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবে॥ ঐ ১৯।

ন কুর্য্যান্নরবুদ্ধিঞ্চ গুরৌ পিতরী সন্ততং।
কৃত্বা চ নরবুদ্ধিং তং ব্রহ্মহত্যাং লভেৎ ধ্রুবং॥

পিতা ও গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করা কখনই কর্ত্তব্য নহে; যে ব্যক্তি পিতা ও গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করে, তাহাকে নিশ্চয় ব্রহ্ম হত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হয়॥ ব্র-বৈ-পু-৪।৮৪।২০।

মাতরং পূজয়েদ্ভক্ত্যা পিতুশ্চাপ্যধিকং তথা।
মাতুঃ পরগুরুঞ্চৈব পূজয়েদ্ভক্তিযোগতঃ॥

মানব ভক্তিযোগে পিতা অপেক্ষাও মাতার অধিক পূজা করিবে, আবার মাতা অপেক্ষাও সমধিক ভক্তি সহকারে গুরুর পূজা করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম॥ ঐ ২১।

আসনং শয়নং বস্ত্রং পানভোজনমেব চ।
তত্ত্বং সময়াজ্ঞয়া মাত্রে পিত্রে নিযোজয়েৎ॥

সৎপুত্র যথোপযুক্ত সময় বুঝিয়া মাতাপিতাকে আসন, শয্যা, বস্ত্র, পানীয় ও ভোজ্যবস্তু প্রভৃতি প্রদান করিবে॥ কা-ত-৯।১৫

শ্রাবয়েন্মৃদুলাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয়মাচরেৎ।
পিত্রোরাজ্ঞানুসারী স্যাৎ সৎপুত্রঃ কুলপাবনঃ॥

কুলপাবন সৎপুত্র পিতা মাতাকে মৃদু বচন শ্রবণ করাইবে, সর্ব্বদা তাঁহাদিগের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবে এবং নিয়ত তাঁহাদিগের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে। ঐ ১৬।

ঔদ্ধত্যং পরিহাসঞ্চ তর্জ্জনং পরিভাষণম্।
পিত্রোরগ্রে ন কুর্ব্বীত যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্॥

যে ব্যক্তি আপনার হিতকামনা করে, সে কদাপি মাতা পিতার নিকট ঔদ্ধত্য প্রকাশ বা পরিহাস করিবে না। তাঁহাদিগের সমীপে ভৃত্যাদি কাহাকেও ভৎসনা করিবে না অথবা কুবাক্য কহিবে না॥ কা-ত ৯।১৭।

মাতরং পিতরং বীক্ষ্য নত্বোত্তিষ্ঠেৎ সসম্ভ্রমঃ॥
বিনাজ্ঞয়া নোপবিশেৎ সংস্থিতঃ পিতৃশাসনে॥

পুত্র মাতা পিতাকে দেখিয়া প্রণাম পূর্ব্বক সাদরে গাত্রোত্থান করিবে, তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া আসনে উপবিষ্ট হইবে না, সর্ব্বদা তাঁহাদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকিবে॥ ঐ১৮

বিদ্যাধনমদোন্মত্তো যঃ কুর্য্যাৎ পিতৃহেলনম্।
স যাতি নরকং ঘোরং সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥

যে ব্যক্তি বিদ্যা ও ধনমদে মত্ত হইয়া মাতাপিতাকে অবহেলা করে, সে সর্ব্ব ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়া ঘোর নরকে গমন করে॥ ঐ ১৯।

স চ শিষ্যঃ সোঽপি পুত্রো যশ্চাজ্ঞাং পালয়েৎ গুরোঃ।
ন ক্ষেমং তস্য মূঢ়স্য যো গুরোরবচঙ্করঃ॥

সেই ব্যক্তিই প্রকৃত শিষ্য ও সেই ব্যক্তিই যথার্থ পুত্র, যে ব্যক্তি কোন বিচার না করিয়া গুরুর আজ্ঞা পালন করে। আর যে ব্যক্তি গুরুবাক্য উল্লঙ্ঘন করে, সে ব্যক্তি অতি মূঢ় কিছুতেই তাহার মঙ্গল নাই॥ ব্র-বৈ-পু-১।২।৩৬।

স পণ্ডিতঃ স চ জ্ঞানী সক্ষেমী স চ পুণ্যবান্।
গুরোর্ব্বচঙ্করো যোহি ক্ষেমং তস্য পদে পদে॥

আর যিনি কোন বিচার না করিয়া গুরুবাক্য প্রতিপালন করেন, তিনিই পণ্ডিত, তিনিই জ্ঞানী, তিনিই কল্যাণভাজন এবং তিনিই পুণ্যবান্। অধিক কি তাঁহার পদে পদে মঙ্গল হইয়া থাকে॥ ঐ ৭।

অনাজ্ঞপ্তোঽপি কুরুতে পিতুঃ কার্য্যং স উত্তমঃ।
উক্তঃ করোতি যঃ পুত্রঃ স মধ্যম উদাহৃতঃ।
উক্তোঽপি কুরুতে নৈব সপুত্রো মল উচ্যতে॥

যে পুত্র পিতার অভিপ্রায় বুঝিয়া আজ্ঞা প্রতীক্ষা না করিয়া কর্ম্ম করে, সে উত্তম সন্তান, যে ব্যক্তি পিতার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তদনুসারে কর্ম্ম করে, সে মধ্যম এবং যে ব্যক্তি পিতার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াও তাহার অন্যথাচরণ করে, সে পিতার মল মাত্র। অ-রা ২।৩।৬১

বিদ্যাগুরুষ্বেতদেব নিত্যাবৃত্তিঃস্বযোনি ষু।
প্রতিষেধৎসু চাধর্ম্মান্ হিতঞ্চোপদিশৎ স্বপি॥

(আচার্য্য ভিন্ন উপাধ্যায়াদি) বিদ্যাদাতা গুরুর প্রতি, (পিতৃব্যাদি) স্বগোত্রজ গুরুলোকদিগের প্রতি, (অধর্ম্মানুষ্ঠানের) প্রতিষেধকের প্রতি এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশকের প্রতি সর্ব্বদা উক্তরূপ গুরুর ন্যায় আচরণ করিবে॥ ম-সং ২।২০৬।

শ্রেয়ঃ সু গুরুবদ্বৃত্তিং নিত্যমেব সমাচরেৎ।
গুরুপুত্রেষু চার্য্যেষু গুরোশ্চৈব স্ববন্ধুষু॥

বিদ্যা ও তপস্যাদিতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি, গুরুর পুত্রাদির প্রতি এবং গুরুর পিতৃব্যাদি জ্ঞাতিগণের প্রতি সর্ব্বদা উক্তরূপ গুরুবৎ আচরণ করিবে॥ ঐ ২০৭।

উৎসাদনঞ্চ গাত্রাণাং স্নাপনোচ্ছিষ্টভোজনে।
ন কুর্য্যাদ্ গুরুপুত্রস্য পাদয়োশ্চাবনেজনং॥

গুরুর ন্যায় গুরুপুত্রের গাত্রে তৈলাদি বিলেপন বা স্নানীয় জল প্রদান কিম্বা তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন ও পাদ প্রক্ষালন করিবে না॥ ঐ ২০৯।

জ্যেষ্ঠঃ পিতৃসমো ভ্রাতা মৃতে পিতরি শৌনক।
সর্ব্বেষাং স পিতা হি স্যাৎসর্ব্বেষামনুপালকঃ॥

হে শৌনক! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করিবে, যেহেতু পিতার মরণান্তে সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই সকলকে পিতার ন্যায় প্রতিপালন করেন॥ গ-পু-১।১১৪।৬৫।

কনিষ্ঠাস্তত্র সর্ব্বেপি সমত্বেনানুবর্ত্ততে।
সমোপভোগজীবেষু যথৈব তনয়স্তথা।

কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অনুরক্ত থাকিবে এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও আপন সন্তানের ন্যায় কনিষ্ঠ সকলকে প্রতিপালন করিবেন॥

গ-পু ১।১১৪। ৬৬।

ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য ভার্য্যা যা গুরুপত্ন্যনুজস্য সা।
যবীয়সস্তু যা ভার্য্যা স্নুষা জ্যেষ্ঠস্য সা স্মৃতা॥

জ্যেষ্ঠ সহোদরের ভার্য্যা কনিষ্ঠ ভ্রাতার গুরুপত্নী অর্থাৎ মাতৃতুল্যা হয়েন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্নুষা অর্থাৎ পুত্রবধু তুল্যা হয়॥ ম-সং ৯।৫৭।

বিদ্যাকর্ম্মবয়োবন্ধুবিত্তৈর্ম্মান্যা যথাক্রমং।
এতৈঃপ্রভূতৈঃ শূদ্রোঽপি দ্বার্দ্ধকে মানমর্হতি॥

বিদ্যা, কর্ম্ম, বয়স, বন্ধুতা (পিতৃব্যাদি সম্বন্ধ) ও বিত্ত অর্থাৎ ভূমি রত্নাদি এই পাঁচটীর দ্বারা যথাক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যক্তি অধিক মান্যতার কারণ হয়। বয়োবৃদ্ধ শূদ্রতেও এই সকল গুণ থাকিলে তিনিও মান্য হয়েন (১)॥ যা-সং ১।১১৫।

বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠ্যং ক্ষত্রিয়াণান্তু বীর্য্যতঃ।
বৈশ্যানাংধান্যধনতঃ শূদ্রানামেব জন্মতঃ॥

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অধিক জ্ঞানবানই জ্যেষ্ঠ, ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে অধিক বীর্য্যশালীই জ্যেষ্ঠ, বৈশ্যদিগের মধ্যে অধিক ধনধান্য সম্পন্নই জ্যেষ্ঠ এবং শূদ্রদিগের মধ্যে বয়োধিকই জ্যেষ্ঠ॥ ম-সং।১৫৫।

ব্রাহ্মণং দশবর্ষঞ্চ শতবর্ষঞ্চ ভূমিপং।
পিতা পুত্রো বিজানীয়াদ্‌ব্রাহ্মণস্তু তয়োপিতা॥

দশ বর্ষ বয়স্ক ব্রাহ্মণ ও শতবর্ষ বয়স্ক ক্ষত্রিয়, ইহাদিগের মধ্যে পরস্পর পিতাপুত্র সম্বন্ধ, যেহেতু ক্ষত্রিয় পুত্রের ন্যায় ও ব্রাহ্মণ পিতার ন্যায় মাননীয়॥ বি-সং ৩২।২।

ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
যো বৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাস্থঃস্থবিরংবিদুঃ॥

যাহার মস্তকের কেশ পক্ক হয়, তাহাকেই যে বৃদ্ধ বলা যায় এমন নহে, কিন্তু যুবা হইয়াও যদি বিদ্বান্ হয়, তবে তাহাকেই দেবতারা স্থবির বলেন॥ ম-সং ২।১৫৬।

শয্যাসনেঽধ্যাচরিতে শ্রেয়সা ন সমাবিশেৎ।
শয্যাসনস্থশ্চৈবৈনং প্রত্যুত্থায়াভিবাদয়েৎ॥

বিদ্যা ও বয়সে শ্রেষ্ঠ বা গুরুতর ব্যক্তির অধিকৃত শয্যা বা আসনে শয়ন কিম্বা উপবেশন করিবে না এবং গুরুতর লোক সমাগত হইলে শয্যা বা আসনস্থ বিদ্যাবয়ঃ কনিষ্ঠ ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্থান (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সম্মান) ও অভিবাদন (পাদস্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম) করিবেন॥ ঐ ১১৯।

আদরস্য প্রধানস্য কর্ত্তব্যস্য চ কর্ম্মণঃ।
ক্ষিপ্রমক্রিয়মানস্য কালং পিবতি তদ্রসং॥

প্রধানের সমাদর ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল শীঘ্র না করিলে কাল তাহার রস পান করে॥ হি-উ।

অবাচ্যো দীক্ষিতোনাম্না যবীয়ানপি যো ভবেৎ।
ভোভবৎ পূর্ব্বকন্ত্বেনমভিভাষেত ধর্ম্মবিৎ॥

দীক্ষিত ব্যক্তি বয়োকনিষ্ঠ হইলেও ধর্ম্মজ্ঞ লোক তাঁহার নাম গ্রহণ করিয়া সম্বোধন করিবেন না, কিন্তু ভো ভবৎ শব্দ পূর্ব্বক অর্থাৎ মহাশয়, আপনি ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিবেন। ম সং ২।১২৮॥

অভিবাদনশীলস্য নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ।
চত্বারি সংপ্রবর্দ্ধন্তে আয়ুর্ব্বিদ্যা যশো বলং॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সমাগত বয়ঃবৃদ্ধ লোকের যথোপযুক্ত অভিবাদন করে, তাহার আয়ুঃ, বিদ্যা, যশ ও বল, এই চতুর্ব্বিধ বিষয় পরিবর্দ্ধিত হয়। ঐ ১২১॥

বালো বা যদি বা বৃদ্ধো যুবা বা গৃহমাগতঃ।
তস্য পূজা বিধাতব্যা সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ॥

বালক হউক, বা বৃদ্ধই হউক, অথবা যুবাই হউক, গৃহাগত ব্যক্তিমাত্রই পূজ্য হয়, যেহেতু অভ্যাগত সকল লোকই গুরু তুল্য। হি-উ॥

উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোঽপি গৃহমাগতঃ।
পূজনীয়ো যথাযোগ্যং সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ॥

উত্তম বর্ণের গৃহে নীচ ব্যক্তিও সমাগত হইলে যথাযোগ্য পূজনীয় হয়, কেন না অতিথি সর্ব্বদেবময়॥ হি-উ।

অরাবপ্যুচিতং কার্য্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে।
ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাং ছায়াংনোপসংহরতে ক্রমঃ॥

গৃহাগত শত্রুরও আতিথ্য অর্থাৎ সম্মান করা উচিত, যেহেতু লোকে বৃক্ষছেদনের নিমিত্ত গমন করিলেও বৃক্ষ কখন তাহাকে ছায়া সেবনে বঞ্চিত করে না॥

ম-ভা-শান্তিপর্ব্ব ১৪৬ অধ্যায়।

গীতা।

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা, কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা॥

সুখের বিষয়, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আদর দিন দিন চারিদিকে বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশী বিদেশী, হিন্দু অহিন্দু গীতা-নিহিত তত্ত্ব সমূহের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়া যেন দিন দিন তৎপ্রতি অনুরাগী হইতেছেন। নব-অনুরাগে অনেকে একেবারে গীতা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিতেছেন। আবাল বৃদ্ধবনিতা গীতা-প্রসঙ্গে ব্যগ্র। সুতরাং গীতামৃতপানপিপাসু গীতার বহুল প্রচার জন্য চেষ্টিত। ইহা বাহ্যতঃ দেখিতে সুন্দর, সন্দেহ নাই; কিন্তু কয়জনে গীতার প্রকৃত মর্ম্ম বোধে সক্ষম? কয়জনেইবা কথঞ্চিৎ মর্ম্মবোধ করিয়া তাহা জীবনে পরিণত করিতে সমর্থ? বিজাতি অনুকরণ প্রিয় আমরা বিজাতির মুখনিসৃত গীতার গুণানুবাদ উদরসাৎ করিয়া তাহাই উৎগীরণ করিতেছি! গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য যে আমরা কিছু বুঝি, এ বিশ্বাস আমাদের নাই। গীতায় যে কত অমূল্য নিধি নিহিত আছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। জ্ঞানী, অজ্ঞানী বা স্বল্প জ্ঞানীর মুক্তি সাধনের জন্য বেদ, উপনিষদ্, ষড়দর্শন, পুরাণ ও তন্ত্রাদি নানা শাস্ত্রে নানা ভাবে সে সমস্ত উপায় বর্ণিত করা আছে, এক গীতা গ্রন্থে অষ্টাদশ অধ্যায়ের মধ্যে তাহার অনেকাংশই সংগৃহীত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঘোর তামস প্রকৃতিযুক্ত মানব কি উপায় অবলম্বন করিলে, ঘোরতর তামস ভাবের আবরণ

উন্মোচন করিয়া ক্রমে রাজস ও তৎপর সাত্ত্বিক ভাবে উপনীত হইতে পারে, কি উপায়ে রজোগুণ-প্রধান জীব স্বীয় প্রকৃতিকে অভিভূত করিয়া সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হইতে পারেন, এবং সাত্ত্বিক প্রকৃতিবান্‌ই বা কি উপায়ে সেই ত্রিগুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাহা কেবল এক মাত্র গীতার মর্ম্মবোধে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। মালিন্য ও চাঞ্চল্যাদিপূর্ণ চিত্ত কি উপায়ে নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করে; কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তিরাশি কি উপায়ে সংযত হয়; কি উপায়েইবা বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও উপাসনাদি করিতে হয়; কোন্ উপায় অবলম্বনে নির্ব্বাত শিখাবৎ মনের স্থৈর্য্য সম্পাদন হয়; ধ্যান, ধারণা, সমাধি প্রভৃতিরইবা কিরূপে অনুষ্ঠান করিতে হয়; মুক্তি লাভের নিমিত্ত কি কি উপায় থাকিতে পারে; আত্মোন্নতির পক্ষেই বা কিরূপ উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে, কোন অধিকারীর কিরূপ উপায় অনুসরণ করা উচিত, তাহা কেবল এই গীতা পাঠে সহজে অবগত হওয়া যায়। ঈশ্বরের কত প্রকার অবস্থা; তাহার কোন্ অবস্থায় কাহাকে চিন্তা করিতে হয়; ঈশ্বর কি, আত্মাই বা কি পদার্থ; ব্রহ্ম কি, প্রকৃতি কি, জীব কি, সত্ত্বগুণ কি, রজোগুণ কি, তমোগুণ কি? ইহাদের ক্রিয়া প্রণালীই বা কিরূপ; কিরূপেই বা এই জগতের সৃষ্টি হইল; কিরূপে জীবন্মুক্ত হইতে হয়; কিরূপে ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইত্যাদি যাহা কিছু জীবের জ্ঞাতব্য বিষয়, তাহা এই গীতা অধ্যয়নে জ্ঞাত হইয়া মন আনন্দে পুলকিত হয়। তাই স্বয়ং ভগবান ব্যাসদেব বলিয়াছেন,—

সর্ব্বোপনিষদোগাবোদোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থোবৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

গীতা, শাস্ত্র মধ্যে অপূর্ব্ব গ্রন্থ। অবশ্য বেদ, উপনিদ্, দর্শনাদি শাস্ত্রে গীতা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে অধ্যাত্ম ভাব-ব্যঞ্জক বিবিধ তত্ত্বকথা আছে সত্য, কিন্তু তাহাদের মধ্যে এক-খানি গ্রন্থে এরূপ সুলভ উপায়ে এত তত্ত্বকথা পাওয়া যায় না। আত্মজ্ঞানলাভেচ্ছুজীবের বিবিধ পন্থা প্রদর্শন করানই গীতার উদ্দেশ্য। মূলতঃ এই আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা দুইটী। জ্ঞান পন্থা এবং উপাসনা পন্থা। তন্মধ্যে জ্ঞান পন্থা আবার দুই ভাগে বিভক্ত। ঈশ্বর নিরপেক্ষ জ্ঞান ও ঈশ্বর সাপেক্ষ-জ্ঞান। পাত-ঞ্জলের প্রথমার্দ্ধ, সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিকাদি ঈশ্বর নিরপেক্ষ-জ্ঞান প্রতিপাদক। বেদান্তাদি ঈশ্বর সাপেক্ষ জ্ঞান প্রতিপাদক। শাস্ত্রতত্ত্বানভিজ্ঞ আমরা স্বীয় অজ্ঞতানিবন্ধন দর্শনশাস্ত্র প্রণেতা ঈশ্বরকল্প মহর্ষিগণকে নাস্তিক বলিয়া থাকি এবং অবলীলাক্রমে প্রচার করি যে দর্শনাদি শাস্ত্র পরস্পর বিরোধী। আমরা বুঝি না যে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অযথা অবতারণা ঋষিতে কখন সম্ভবে না। যেখানে ঈশ্বর নিরপেক্ষ-জ্ঞান পন্থার তত্ত্ব সমালোড়ন করিতেছেন, সেখানে ঈশ্বরের অবতারণা করিয়া অপ্রাসঙ্গিকতা দোষে দুষ্ট করা আমাদের ন্যায় অজ্ঞেরই শোভা পায়—ঋষি বুদ্ধিতে তাহা অসম্ভব। ঈশ্বর সাপেক্ষ জ্ঞান ব্যষ্টি ও সমষ্টির একত্ব প্রতিপাদক। ঈশ্বর নিরপেক্ষ-জ্ঞান "নেতি নেতি" ইহা আমি নহি, ইহা আমি নহি অর্থাৎ আমি জড় নহি—আমি জড়াতীতবস্তু ইত্যাদি বোধক। যাহা কিছু বিষয়ীভূত আমি তাহা ব্যতীত। ঈশ্বরোপাসনা বা ঈশ্বর সহায়তা ব্যতীত ও এই জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া জীব আত্মজ্ঞানী হইতে পারেন। ঈশ্বর সাপেক্ষ-জ্ঞান তত্ত্বমসি জ্ঞান বোধক। জড় ও চৈতন্যে জীব ও ঈশ্বরে একত্ব প্রতিপাদক। সংক্ষেপতঃ জ্ঞানপন্থাদ্বয়ের ইহাই স্থূলমর্ম্ম। উপাসনা পন্থা আবার সম্পূর্ণ, স্বতন্ত্র। উহা স্থূলতঃ সাত ভাগে বিভক্ত। জ্ঞান মার্গীয় উপাসনা, ভক্তি-মার্গীয় উপাসনা ও কর্ম্ম মার্গীয় উপাসনা, আবার পরস্পর বিমিশ্রণে জ্ঞান ও ভক্তি মিশ্রিত উপাসনা, জ্ঞান ও কর্ম্ম মিশ্রিত উপাসনা, ভক্তি ও কর্ম্ম মিশ্রিত উপাসনা এবং জ্ঞান-ভক্তি কর্ম্ম এই গুণত্রয় যুক্ত উপাসনা। সুতরাং এখন দেখা গেল যে আত্মজ্ঞানলাভের পন্থা সর্ব্বসমেত নয়টী। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে ইহার একতম বা ততোধিক পন্থার বিষয় বিবৃত করিয়া-ছেন, কিন্তু এক গীতা গ্রন্থে এই নয় পন্থারই গূঢ়-তত্ত্ব সাধকের কল্যাণার্থে ভগবৎ মুখারবিন্দ হইতে নিসৃত হইয়া প্রকটিত হইয়াছে। সেই জন্য ভক্ত-সাধক সমীপে গীতার এত সমাদর। ফলতঃ গীতাগ্রন্থ যতই পাঠ করা যায়, ততই যে ঈশ্বরের সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ক্রমে বিবেক-বৈরাগ্যওদাসিন্যাদি দ্বারা হৃদয় আপ্লুত হইয়া পরমানন্দ অনুভব করে। অতএব যদি গীতা গ্রন্থখানি স্থির চিত্তে ভাষ্য ও টীকা সহ গুরুমুখোপদিষ্ট হইয়া অধ্যয়ন করা যায়, তাহা হইলে জীবের ঐহিক পারত্রিক উন্নতি অবধি নির্ব্বাণ মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ সম্ভব। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয়, যে বর্ত্তমান সময়ে গীতা পাঠের প্রকৃত প্রয়োজনীয় উপকরণের একান্ত অভাব। গীতা অধ্যয়নার্থ পূর্ব্বাহ্নে প্রস্তুত হইতে হয়। বহুতর উপকরণ মধ্যে প্রধানতঃ এই পাঁচটী অতি অবশ্য বর্ত্তমান থাকা চাই। ১ম, সংস্কৃত ভাষায় বিশেষরূপ বুৎপত্তি থাকা; ২য়, অধ্যাত্ম জগতে প্রবেশের ক্ষমতা, ৩য়, সংসারাসক্তি বা বিষয়-ভোগ তৃষ্ণার নিতান্ত অল্পতা; ৪র্থ, ঈশ্বর ও আত্মার উপর অত্যন্ত বিশ্বাস; ৫ম ধর্ম্মতত্ত্ব জানিবার জন্য ঐকান্তিকী প্রবৃত্তি বা অনুরাগ। গীতা পাঠার্থীর এতগুলি উপকরণ সংগ্রহ হইলে, তৎপরে একজন গীতা মর্ম্মজ্ঞ উপযুক্ত গুরুর প্রয়োজন। তিনি বেদ-বেদান্ত দর্শন-উপনিষদ্ ও ধর্ম্ম শাস্ত্রাদির মর্ম্মজ্ঞ হইবেন; তিনি সত্যাচার পরায়ণ, স্বতঃসিদ্ধ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ব্রাহ্মণানুষ্ঠাননিরত, দম্ভ-মাৎসর্য্যাদি দোষ শূন্য, সুধীর, সুবুদ্ধি, বিবেকবান ও অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ হইবেন, এবং উপযুক্ত শিষ্যে শাস্ত্রতত্ত্ব ন্যস্ত করিতে স্বতঃই প্রবৃত্তিমান হইবেন। ঈদৃশ গুরুর নিকট পূর্ব্বোক্তরূপ উপকরণ সম্বলিত জ্ঞান পিপাসু শিষ্য অধ্যয়ন করিলে গীতা রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন। পরিব্রাজকার্য্য ভগবান শঙ্করাচার্য্য-কৃত ভাষ্য গীতার কুঞ্চিকা স্বরূপ। উপযুক্ত গুরুই কেবল সে কুঞ্চিকা ব্যবহারে সক্ষম। অথচ ভাষ্যে জ্ঞান না জন্মিলে, গীতা অধ্যয়ন পণ্ডশ্রম মাত্র। অদ্বৈতবাদীর চক্ষু উন্মীলিত করিতে সক্ষম কেবল একমাত্র শাঙ্করভাষ্য। কিন্তু অতীব উচ্চাধিকারী ভিন্ন ভাষ্যের গভীরতা ও মধুরতার আস্বাদ করিতে অন্যে অক্ষম। সাধারণ পাঠকের পক্ষে স্বামীকৃত টীকা অতীব হৃদয়গ্রাহিণী, সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধারণ অসাধারণ সকলের পক্ষেই একমাত্র ভগবান মধুসূদন সরস্বতীকৃতটীকাই সম্যক্ আদরণীয়। ভাষ্যের

জটলতা সরস্বতীকৃতটীকায় সরল হইয়াছে; মানব-হৃদয়স্থ অনন্ত বিচিকিৎসার জাল একবারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়াছে, অনুরাগী সাধকের উত্তরোত্তর অনুরাগের বেগ বলবত্ করিবার জন্য নানা ভাবের অবতারণা করা হইয়াছে। অধিক কি কেবল সরস্বতী-কৃত এই গীতা-গূঢ়ার্থদীপিকা নামক টীকা অবলম্বন করিয়া আমাদের পরম সুহৃদ শ্রীযুক্তশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন মহাশয় "গীতার্থ সন্দিপনী" নামদিয়া গীতা তাৎপর্য্য সাধারণে প্রকাশ করায় ভক্ত সমাজে উক্ত গ্রন্থ বিশেষ আদরণীয় হইয়াছে। সংক্ষেপতঃ সরস্বতীকৃতটীকার অনুশীলনে গীতাধ্যায়ীর সমস্ত সন্দেহের নিরাশ হইয়া আনন্দে হৃদয় বিহ্বল করিয়া দেয়। কিন্তু শাস্ত্রা-ধ্যয়ন মাত্রেই সদ্‌গুরুকৃপা সাপেক্ষ। সদ্‌গুরু মুখে ভাষ্য ও টীকার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া মূলে প্রবেশ করিলে তবে গীতা-তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়। নচেৎ কেবল গীতা কণ্ঠস্থ করিলে কোন ফলই লাভ হইবে না। সেই জন্য বর্ত্তমান সময়ে গীতার এত আদর দেখিয়াও আমাদের মনে প্রতীতি হয় না যে আমরা গীতার গুরুত্ব অনুভব করিয়াছি। এত যে আন্দোলন, ইহা কেবল আমাদের হুজুকপ্রিয়তার পরিণাম মাত্র! তবে কিনা এই হুজুগ-প্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে যদি কথঞ্চিৎও গীতার প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা জন্মে, তাহাও শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। কিন্তু পাছে উপযুক্ত গ্রন্থাভাবে সে শ্রদ্ধা মনেই লয় পায়, এই আশঙ্কায় আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া বিশুদ্ধ ভাবে ভাষ্য, স্বামীকৃত টীকা ও সরস্বতীকৃত টীকা সম্বলিত এই মহামূল্য গীতা গ্রন্থ বৃহদাকারে প্রকাশ করিলাম। ভরসা এই, গীতার প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকিলে এই নব সংস্কৃত গীতার সম্যক্ আদর বৃদ্ধি পাইবে। সংস্কৃতানভিজ্ঞ অল্পজ্ঞানী পাঠকেরও বোধ সৌকর্য্যার্থে আমরা সরলার্থপ্রবোধিনী ব্যাখ্যা সহ পরমারাধ্য পূজ্যপাদ শ্রীমদাচার্য্য শশধরতর্কচূড়ামণি মহাশয় কর্ত্তৃক শাঙ্করভাষ্যানুযায়ী সরল ও প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি। শ্লোকের সহিত পরস্পর সম্বন্ধ রাখিয়া যেমন সমগ্র গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তদ্রূপ আমাদের প্রকাশিত বাঙ্গানুবাদ, প্রতি শ্লোকের নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইলেও, পরস্পর শ্লোকের ভাবের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া অনুবাদিত হইয়াছে; নচেৎ শ্লোকের ভাবের স্পষ্টতা প্রকাশ পায় না। এই বৃহৎ গ্রন্থের মূল্য মাত্র ৩।০ টাকা ধার্য্য করিলাম। আবার সাধারণ পাঠকের সুবিধার্থ মূল, অন্বয়, বিশদ বঙ্গানুবাদ ও নানাবিধা টিপ্পনী সহ মাত্র পাঁচ আনা মূল্যে সুন্দর বাঁধা সুলভ সংস্করণ গীতাও প্রকাশ করিয়াছি। ফল কথা, গীতানুরাগীর গীতা অধ্যয়ন সুখপ্রদ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া, এই মহামূল্য গ্রন্থের দুইটী সংস্করণ সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। এখন গীতা রত্নের আশানুরূপ আদর হইলেই আমরা কৃতার্থ ও সফলশ্রম হইব।

সমালোচনা।

ওলাউঠার রোগের সরল চিকিৎসা।—ডাক্তার শ্রীহরনাথ রায় প্রণীত। মূল্য ।৷০ আনা। আমরা এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া প্রকৃতই অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছি। এরূপ ধরণের পুস্তক আমরা এই নূতন দেখিলাম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হরনাথ বাবু যেরূপ বিজ্ঞ ও বহুদর্শী ডাক্তার এই পুস্তকে তাঁহার গুণপনার তদ্রূপই পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তক খানির বিশেষত্ব এই যে সামান্য ভাষা জ্ঞান সম্পন্না স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত উহার অবলম্বনে কঠিন (ওলাউঠা) পীড়ারও চিকিৎসায় সমর্থবতী হইবেন। কিছু হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সহিত এই পুস্তকখানি গৃহে রাখিলে পল্লিগ্রাম বাসী গৃহস্থের যে বিশেষ উপকার হইবে তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

গুরু ও সাধনতত্ত্ব। শ্রীযুক্ত কালীনাথ দত্ত প্রণীত। মূল ।৷০ আনা মাত্র। ছাপা পরিষ্কার। গুরুতত্ত্ব বুঝিবার শক্তি অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। যিনি কথঞ্চিৎও গুরুতত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম তিনিই বিশেষ প্রারব্ধবান। প্রকৃত ভক্ত শিষ্য ব্যতীত গুরুতত্ত্ব বুঝিবার শক্তি অন্যের নাই। কেবল মাত্র গুরুভক্তি দ্বারা জীব ব্রহ্মত্ব পর্য্যন্ত লাভে সমর্থ হয়। গুরু মহিমা কীর্ত্তনে যাহার প্রবৃত্তি হয় তিনিও অল্প প্রারব্ধবান ব্যক্তি নহেন। সুতরাং কালীনাথ বাবু যে সুকৃতি সম্পন্ন পুরুষ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নচেৎ এই স্বেচ্ছাচারের সময়ে তাঁহার গুরু ও সাধনতত্ত্ব প্রচারে প্রবৃত্তি হইবে কেন? কালীনাথ বাবুর গুরু ও সাধন তত্ত্ব পাঠে অনেক শুষ্ক হৃদয়ে গুরুভক্তির উদয় হইয়া গুরুপাদপদ্ম নিসৃত পবিত্রোদকে আর্দ্র হইবার সম্ভব। আশীর্ব্বাদ করি কালীনাথ বাবুর দিন দিন গুরুভক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক এবং সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে আত্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হউন।

নবমবর্ষ-পূর্ণ।

জগদম্বার কৃপায় বেদব্যাস জীবনের আজ নবম বর্ষ পূর্ণ হইল। যে দেশে অধিকাংশ গ্রাহক মাসিকপত্রাদি গ্রহণ করিয়া দেয় মূল্য প্রদানে সর্ব্বদা পরাঙ্মুখ,—তাগাদা পত্র লিখিতে লিখিতে লৌহ নির্ম্মিত লেখনীও অবসাদ প্রাপ্ত হয়,—সেই দেশে ধারাবাহিক ভাবে নয়টী বর্ষ "বেদব্যাসের" ন্যায় কেবল ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মাসিকপত্র পরিচালনা করা কিরূপ দুঃসাধ্য তাহা পাঠকগণই বিবেচনা করি-বেন। রঙ্গরস নাই, হাঁসি তামাসা নাই, নাটক-নভেল নাই, বিচ্ছেদ-সম্মিলন নাই কেবলই নিরস নিভাঁজ ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিয়া এই তরল মতি, স্বল্প-বুদ্ধি, চিন্তা-শক্তিশূন্য, অপরিণামদর্শী বাঙ্গালি সমাজে বেদব্যাসের ন্যায় একখানি মাসিক পত্র পরিচালন করা যে বিশেষ দুরুহ ব্যাপার তাহা আমাদেরই গ্রাহকগণ মধ্যে যাঁহারা চিন্তাশীল ও ধীশক্তি সম্পন্ন তাঁহারাই সময়ে সময়ে আমাদের পত্র দ্বারা জানাইয়া থাকেন। এত অসুবিধা সত্ত্বেও বেদব্যাস আমাদের অল্প

সামর্থে যথাসম্ভবরূপে পরিচালিত হইতেছে ও হইবে। ভরসা কেবল সেই সর্ব্বশক্তি প্রদায়িনী জগদম্বা। অতএব সেই জগদম্বার দোহাই দিয়া এবার অনুরোধ করি যে যাঁহারা আজও ১৩০১ সালের বেদব্যাসের দেয় বার্ষিক মূল্য পাঠান নাই তাঁহারা যেন এই সংখ্যা প্রাপ্তি মাত্র ১৩০১ সালের দেয় মূল্য সহ ১৩০২ সালের মূল্য পাঠাইয়া দেন; এবং যাঁহারা ১৩০২ সাল হইতে আর কাগজ লইতে চাহেন না তাঁহারা ১৩০১ সালের মূল্যটী পাঠাইয়া আমাদের কাগজ বন্ধ করিতে লেখেন। যাঁহারা ১৩০১ সালের মূল্য এখনও দেন নাই তাঁহাদের নাম এই সংখ্যায় প্রকাশ করিব এইরূপ গত সংখ্যায় লিখিয়াছিলাম কিন্তু এবারও ভদ্রতার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সেরূপ করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম। অতএব গ্রাহকগণ এবার স্বীয় ভদ্রতা দেখাইয়া ঋণমুক্ত হউন এবং নাম প্রকাশরূপ লজ্জা জনক ব্যাপার হইতে আমাদের অব্যাহতি দান করুন।

দশম বর্ষের উপহার।

গ্রাহকগণের সন্তোষ সম্পাদনার্থে আমরা কত আয়োজন করিতেছি, তথাপি আমাদের প্রাপ্য মূল্য আমরা সময়ে পাই না ইহাই দুঃখ। দশম বর্ষের উপহারের আয়োজন একবার পড়ুন। অনেকে উপহার দিয়াছেন বটে কিন্তু এরূপ বহু-মূল্য উপহার কেহ কখন দিতে সক্ষম হন নাই।

আরও ১৫ দিন সময় বৃদ্ধি।

বেদব্যাসের যে সমস্ত গ্রাহক আগামী ১৫ই বৈশাখ মধ্যে বেদব্যাসের বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ও উপহার প্রেরণাদি জন্য ॥০ আনা মোট আড়াই টাকা পাঠাইবেন তাঁহাদের নিম্নলিখিতরূপ অপূর্ব্ব উপহার সহ এক বৎসর বেদব্যাস প্রেরিত হইবে।

১ম। ব্রাহ্মণ—১ম ভাগ। ডিমাই আট পেজী স্মল পাইকা অক্ষরে প্রায় আড়াই শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ১৲ এক টাকা। ব্রাহ্মণ যে কিরূপ উপাদেয় পুস্তক তাহার নমুনা দেখাইবার জন্য বর্ত্তমান সংখ্যায়ও ব্রাহ্মণ হইতে প্রবন্ধ উদ্ধৃত করা হইল। উক্তরূপ উপাদেয় প্রবন্ধে ব্রাহ্মণের কলেবর পূর্ণ। এবং তৎসহ

২য়। ধর্ম্মানুষ্ঠান—১ম ভাগ। মূল্য ॥০ আনা। গর্ভাধান হইতে মৃত্যুর পর শ্মশান ঘাট পর্য্যন্ত হিন্দুর কি কি কর্ত্তব্য তাহার অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রভৃতি সমস্তই এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইতেছে। হিন্দুর পক্ষে এরূপ অমূল্য গ্রন্থ পূর্ব্বে যে কখনও প্রকাশিত হয় নাই তাহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

৩য়। স্তোত্রমালা—১ম ভাগ। মূল্য ॥০ আট আনা। বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ, শঙ্কটা প্রভৃতি প্রায় যাবতীয় দেব দেবীর স্তব সন্নিবেশিত হইতেছে।

অথবা উক্ত ব্রাহ্মণসহ আমাদের প্রকাশিত

১ম—মনু; ২য়—চণ্ডী; ৩য়—গীতা সাদরে উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হইবে। অতএব এবার উপহারের আয়োজনগুলি কিরূপ ভাবুন। দুই টাকারই অতি অপূর্ব্ব পুস্তক উপহার। সুতরাং বেদব্যাস একরূপ বিনা মূল্যে গ্রাহকগণকে দিতে স্বীকৃত হইলাম। অতএব আমাদের বিশ্বাস এবার কোন গ্রাহকই ১৫ই বৈশাখ মধ্যে বার্ষিক মূল্য ও উপহার প্রেরণ ব্যয় মোট আড়াই টাকা পাঠাইতে শৈথিল্য করিবেন না। ব্রাহ্মণ পুস্তক অতি অল্পই আছে। সুতরাং সত্বর টাকা পাঠাইবেন।

বেদব্যাসের আকার পরিবর্ত্তন।

বেদব্যাসের অনেক গ্রাহক বেদব্যাসের বর্ত্তমান আকার পছন্দ করেন না। সে কারণ আগামী বর্ষ হইতে আমরা পূর্ব্ববৎ ডিমাই আট পেজী আকারে বেদব্যাস প্রকাশ করিব। প্রতি সংখ্যা অন্যূন দুই ফর্ম্মা কম কখনই হইবে না। সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধের সংগ্রহনানুসারে ফর্ম্মা কম বেশী দেওয়া হইবে। মোটকথা বাজে প্রবন্ধে ফর্ম্মা বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য নহে।

পোষ্টাফিসের কর্ত্তাদের নিগ্রহে আমাদের অনেক সময় বেদব্যাস মাসে মাসে বাহির করা সুকঠিন হইয়া পড়ে। সে কারণ আগামী বর্ষ হইতে দুইমাসের একসঙ্গে দ্বিতীয় মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে বেদব্যাস বাহির হইবে। উক্তরূপ নিয়মে প্রকাশিত হইলে আমরা অনেক অনাবশ্যক চিন্তার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব। সুতরাং বেদব্যাসের প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে অনেক উন্নতি করিতে পারিব। অতএব প্রার্থনা, গ্রাহকগণ আমাদের প্রস্তাবিত নিয়মে সম্মতি দিয়া আমাদের উৎসাহিত করিবেন। ইতি

কার্য্যাধ্যক্ষ।

৭০ নং সুকীয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।